শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা


চতুস্ত্রিংশ বর্ষ—১ম সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৪০০


সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ ( নদীয়া ) ফোন ঃ ২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম )

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম )

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৪শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন ১৪০০
২ গোবিন্দ, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, সোমবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ | ১ম সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গঙ্গাভবন, ড্যাম্পিয়ার পার্ক, মথুরা
১২ই কার্ত্তিক, ১৩৪১ ; ২৯ অক্টোবর ১৯৩৪

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৫শে তারিখের লিখিত বিস্তৃত পত্র পাঠ করিলাম। আমরা সম্প্রতি শ্রীমথুরায় কার্ত্তিক-সেবা-নিয়ম-পালনে নিযুক্ত আছি।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে যখন কৃষ্ণবিমুখ জীবের সহিত সেবোন্মুখ জীবের সাক্ষাৎকার ঘটে, তখন অসৎসঙ্গজনিত অভদ্রনাশিনী কথাসমূহ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া অঘ-বকাদি অসুরগণের বধ-সাধনে কৃষ্ণের সহায়তা করে। যাঁহারা কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহাদিগকে দুর্ব্বলজ্ঞানে আমরা অস্ফুটবাক্ বালকের চাপল্যের হস্তে নির্য্যাতিত হই, উহা আমাদের প্রাক্তন দুষ্কৃতির 'জের'। কাহাকে কৃষ্ণ বলে? —কৃষ্ণভক্ত কে ও কিরূপ?—জীবের নিত্য প্রয়োজন কোথায় অবস্থিত?—এই সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া অর্ব্বাচীনগণ আবোল-তাবোল কথায় স্বীয় সেবা-বৈমুখ্য প্রকাশ করিয়া 'ঢঙ্গ' সাজিতে ইচ্ছা করেন। এই অনুকরণপন্থী অসুরগণের চিত্তদর্পণ অমার্জ্জিত হওয়ায় তাঁহারা নামাপরাধীকে গুরুজ্ঞান করেন এবং নামকীর্ত্তনকারীর সঙ্গে তাহাদের শিশ্নোদর তর্পণের সম্ভাবনা না দেখিয়া তাঁহাকে যমসদৃশ মানিয়া মরণ-কামড় কামড়ায়। বহির্ম্মুখতা ও বিষয়ীর পোষাকে ক্ষুদ্র ধনমদ, বিদ্যামদ, অকিঞ্চিৎকর রূপমদ ও নির্ব্বুদ্ধিতারূপ অভিজ্ঞতা প্রভৃতিকে বড় করিয়া তুলিয়া প্রকৃত কৃষ্ণসেবায় বিমুখ হয়। তাহাদের কৃপণস্বভাব হরিসেবায় বিমুখ হইয়া "অসুরে যে লুটিয়া খায় কৃষ্ণের সংসার", সেই আসুরবৃত্তিকে কৃষ্ণভক্তি মনে করে! "ঈশাবাস্যম্" মন্ত্র তাহাদের

হৃদয়ে স্থান পায় না। ভোগিকুল ভোগের বাধা পাইলে উহাদের সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া জ্ঞান করে এবং মিছাভক্তিকে 'ভক্তি' বলিয়া মনে করিয়া আত্মপ্রতারণা সাধন করে। ভক্তের স্তুতি করিবার পরিবর্ত্তে অভক্তকে ভক্ত সাজাইতে কৃতসঙ্কল্প হয়।

বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিবার চক্ষু তাহাদের কোথায়? তবে একটা বিষয়ে তাহারা বড়ই ভাল করে অর্থাৎ আমার ন্যায় হরিসেবাবিমুখের প্রতি কটাক্ষ করিয়া আমার উপকার করে। কিন্তু আমার আরাধ্য বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া পিতৃপুরুষসহ নরকগামী হয়। ইহাই আমাদের দুঃখের বিষয়। সামান্য বুদ্ধিকে বিচারকের পদে স্থাপন করিয়া নিজের পায়েই কুঠারাঘাতকারী ভোগী ও ত্যাগিনামধারী বদ্ধজীব অহঙ্কার পোষণ করে; উহাতে বিচলিত হইবার প্রয়োজন নাই। ভাগ্যহীন দ্বিপদ পশু অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যে পথ গ্রহণ করে, উহা তাহাদেরই নিজ কদর্য্য স্বরূপের প্রকাশ করিয়া দেয় এবং উহাই তাহাদের গন্তব্য পথ। আপনি ঐ সকল বিপথগামীর সহিত সঙ্গ করিবেন না। অসতের সঙ্গ করিলে অধঃপাত হয়।

দুর্ল্লভ মনুষ্য জীবন পাইয়া নিজের মঙ্গল সাধন করুন। অধঃপতিত দুঃসঙ্গরূপ মিছাভক্তকে কোন প্রকারেই প্রশ্রয় দিবেন না। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"। মর্কটগণের সঙ্গক্রমে তাহাদের শিষ্য হওয়ায় কৃষ্ণ-বৈমুখ্য ও কার্ষ্ণসেবা-বৈমুখ্যই তাহাদের অপরিহার্য্য স্বভাব হয়। জন্ম-জন্মান্তরে তাহাদের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া স্বজনাখ্য দস্যুগণের সঙ্গ কায়মনোবাক্যে পরিহার করিবেন। যাহারা ভোগ বা ত্যাগ স্বীকার করে, তাহারা ভক্তির উল্টাপথেই চলিতেছে। উহারা যমদণ্ড্য মিছাভক্ত মাত্র। খলস্বভাব-প্রযুক্ত জড়ভোগী জড়রসানন্দী—অদীক্ষিত ও দিব্যজ্ঞানবর্জ্জিত। অসতের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ ও সাধুশাস্ত্র মিলাইয়া জীবনপথে অগ্রসর হউন; পাষণ্ডী অঘ-বকাদি সূর্য্যোদয়ে ভূত-প্রেত-পিশাচাদির ন্যায় অন্তর্হিত হইবে। মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টক'-লিখিত "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন"ই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
২২শে আশ্বিন, ১৩৪১; ৯ই অক্টোবর, ১৯৩৪

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৫ই তারিখের পত্র পাইয়া আপনার শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ জানিলাম। কৃষ্ণকৃপায় শারীরিক সুস্থতা অনুভব করিয়া কৃষ্ণের ভজন করুন—ইহাই কৃষ্ণের স্থানে প্রার্থনা। শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য। কেবল কৃষ্ণভজনার্থী হইয়া শারীরিক মঙ্গল লাভ করিবার ইচ্ছাও ভক্তির অনুকূল ব্যাপার। অনর্থযুক্তভাব লাভ করিবার জন্য নিরাময় হইবার আকাঙ্ক্ষামূলে ভগবানের নিকট হইতে অভক্তের সেবা আদায়ের যে চেষ্টা, তাহা বরণীয় নহে। পরন্তু বিঘ্নবিনাশন গণেশের ও বিঘ্নবিনাশক শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্মে কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে নিরাময়তা লাভের প্রার্থনা নিশ্চয়ই আদরণীয়।

আপনার নাম —'শ্রীদয়াময় ভগবদ্দাস অধিকারী' জানিবেন। আমরা উর্জ্জাব্রত পালন করিবার জন্য মথুরায় আগামী পরশ্ব যাইতেছি। আশা করি, আপনার ভজন-কুশল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

# শ্রীতত্ত্বসূত্র—তত্ত্ব প্রকরণম্

[ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ]

প্রণম্য কৃষ্ণচৈতন্যং ভারদ্বাজং সনাতনম্।
তত্ত্বসূত্রং সব্যাখ্যানং ভাষায়াং বিবৃতং ময়া ॥

এই তত্ত্বসূত্র অনাদি অনুভবসিদ্ধ অতএব অখিল বেদের সারভাগ বলিতে হইবে। ইহা ভারদ্বাজ চৈতন্যসম্ভূত অতএব সাত্বত-শাস্ত্রের মূল বলিলেই হয়। এই গ্রন্থে একমাত্র তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। যথা ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে সূতেনোক্তং—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

তথাহি যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতোপনিষদি সপ্তম মন্ত্রং—

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকশ্চৈকত্বমনুপশ্যতঃ ॥

তথাহি গীতোপনিষদি চোক্তং ভগবতা—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥

তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে মঙ্গলাচরণে গ্রন্থকারে-নোক্তং—

ধ্যায়েৎ তং পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরম্।
নিরীহমতি নির্লিপ্তং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥
সর্ব্বেশং সর্ব্বরূপঞ্চ সর্ব্বকারণকারণং।
সত্যং নিত্যঞ্চ পুরুষং পুরাণং পরমব্যয়ম্ ॥

তথাহি মার্কণ্ডেয়পুরাণে চতুর্থাধ্যায়ে কথিতং—

যস্মাদণুতরং নাস্তি যস্মান্নাস্তি বৃহত্তরং।
যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তমজেন জগদাদিনা ॥

তত্ত্বের অদ্বয়ত্ব সম্পাদনের সহিত একটি সংশয় উপস্থিত হয়। অর্থাৎ তত্ত্বই সমস্ত পদার্থ। পদার্থান্তর কল্পনার প্রয়োজন নাই। এই সংশয় মীমাংসা করণার্থে তত্ত্ব শব্দকে পর পদবাচ্য করা হইয়াছে। এই সূত্রে বিচার্য্য এই যে, সূত্রকার ভগবৎ পদার্থকেই কেবল তত্ত্ব আখ্যা দিয়াছেন। চিৎ ও অচিৎ এই দুইটীকে পদার্থ বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ চিৎ ও অচিৎ দৃশ্য-জগতে পদার্থের মধ্যে পরিগণিত। ভগবদ্-বিষয়ের দুর্জ্ঞেয়তা প্রযুক্ত পদার্থ সংজ্ঞা হইতে পারে না। কোন একটী শব্দের উল্লেখ করিলেই তাহার যদি কিছু অর্থ প্রকাশ হয় তবে ঐ শব্দকে পদ কহা যায় এবং পদের লক্ষিত দ্রব্যকে পদার্থ কহা যায়। ভগবদ্বিষয়টী যুক্তির অতীত অতএব শ্রুতি কহিয়াছেন,—

তৈত্তিরীয়োপনিষদে,—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

এ প্রযুক্ত ভগবান্ তত্ত্বপদবাচ্য, পদার্থ পদবাচ্য নহেন। পদার্থ হইতে ভগবান্ ভিন্ন, কিন্তু পদার্থ কদাচ ভগবান্ হইতে ভিন্ন থাকিয়া অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না। এ বিষয়টী অনুভবসিদ্ধ কিন্তু যুক্তি কর্ত্তৃক বিচারিত নহে। অতএব সূত্রকার তত্ত্ব প্রকরণে প্রথম সূত্রটী এইরূপ স্থাপিত করিলেন—

**একঃ পরোঃ নান্যঃ ॥ ১ ॥**

এক এবাদ্বিতীয়ঃ পরমেশ্বরঃ তদন্যঃ কোঽপি পরো নাস্তীত্যর্থঃ 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহনানাস্তি কিঞ্চনেতি' শ্রুতে।

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাত্মা সারগ্রাহিজনপ্রিয়ঃ।
দীনকারুণ্য পূরাব্ধির্জীয়ান্মদনমোহনঃ ॥
তৎকৃপামৃত বিন্দূদ্যৎ পিপাসস্তোকিতাশয়ঃ।
প্রাচীন তত্ত্ব সূত্রাণি বিবৃণোমি যথা মতি ॥

ননু অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসেতি ব্যাসাদি সূত্রকারৈ-রথ শব্দস্য মঙ্গল সূচকস্য তত্তৎ জিজ্ঞাসা পদস্য তত্তদ্ বিষয়ক জ্ঞানেচ্ছা পুরুষেণ কর্ত্তব্যেতি পুরুষেচ্ছা কৃত্যধীন জ্ঞানবিষয়ীভূত ধর্ম্মব্রহ্মরূপ শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বস্তুসূচকস্য চোপন্যাসেন মঙ্গলাচরণং বিষয়াদিসূচনরূপং প্রতিজ্ঞাঞ্চ কৃত্বা শাস্ত্রমারব্ধং তত্ত্বসূত্রকারেণ তু তদকৃত্বা কথং শাস্ত্রমুদক্রান্ত মিতিচেন্, অস্মিন্ শাস্ত্রে প্রথমতঃ সূত্রে পরম মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর তত্ত্ব নিরূপণ প্রস্তাবেন পৃথক্ মঙ্গলাচরণস্যানাবশ্যকত্বাৎ এতচ্ছাস্ত্র প্রতিপাদ্য প্রয়োজনীভূত বস্তুনঃ স্বপ্রকাশত্বেন স্বতঃসিদ্ধপ্রত্যয় গোচরতয়াচ পুরুষেচ্ছা কৃত্যধীন জ্ঞানবিষয়ত্বাভাবাৎ তদর্থং জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যেতি বিষয়সূচনদ্বারা প্রতিজ্ঞায়া অপ্যনুচিতত্বাৎ তদনাদৃত্য প্রথমত সূত্র মরচয়েতি।

যাঁহাকে পরমেশ্বর বলা যায় তিনি একমাত্র তত্ত্ব। অন্য কোন পদার্থকে পরতত্ত্বপদে উপলব্ধি করা যায় না।

**অগুণোপি সর্ব্বশক্তিরমেয়ত্বাৎ ॥ ২ ॥**

স চ পরমেশ্বরঃ অগুণোপি গুণাতীতোপি সর্ব্ব-শক্তিমান্ প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণাগম্যত্বাদিত্যর্থঃ। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচেতি' শ্রুতেঃ।

ননু একস্যাদ্বিতীয়স্য পরমেশ্বরস্য সহায়রাহিত্যেন বিশ্বসৃষ্ট্যাদি বিবিধ কার্য্যকর্ত্তৃত্বং কথং ঘটত ইত্যাশঙ্কাং নিরাকরোতি।

সেই পরমেশ্বর গুণাতীত। গুণ দুই প্রকার, অর্থাৎ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। চিৎ পদার্থ সম্বন্ধে যে কিছু গুণ পরে কথিত হইবে সে সমুদায় অপ্রাকৃত অর্থাৎ মায়া প্রকৃতির অতিরিক্ত। অচিৎ পদার্থ সম্বন্ধে যে সকল গুণের উল্লেখ হইবে সে সকল প্রাকৃত অর্থাৎ মায়া-প্রকৃতির অন্তর্ভূত। এই দুইপ্রকার গুণের এস্থলে বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপতঃ ইহাই বক্তব্য যে পরতত্ত্ব ঐ উভয়বিধ গুণের অতীত। এস্থলে আশঙ্কা এই যে, গুণাতীত তত্ত্বের সহিত গুণময় পদার্থের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে কি না, যুক্তিদ্বারা বিশেষ আলোচনা করিতে গেলে কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত ঘটে না। সম্বন্ধ অবশ্যই স্বজাতীয়তার অপেক্ষা করে, ইহাই দৃষ্ট জগতে প্রত্যক্ষ। তেজ ও তিমিরের ন্যায় বিপরীত ধর্ম্মশালী পদার্থের সম্বন্ধ কখনই চিন্তা করা যাইতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর গুণাতীত হইয়াও সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন। এই সিদ্ধান্তে যদি যুক্তিবিরোধিত্ব প্রযুক্ত সংশয় হয়, তাহা নিবারণকরণার্থে এই স্থলে তাঁহাকে অপ্রমেয় বলা হইয়াছে। দৃষ্টজগতে যাহা লক্ষিত হইতেছে তাহাই যে পরতত্ত্বের প্রমাণ ও উপমার স্থল হইবে, ইহাতেই বা প্রমাণ কি? ব্যাপ্তি-জ্ঞানের দ্বারা পর্ব্বতের ধূম দৃষ্টে অগ্নির নিরূপণ হয়। বাৎস্যায়নকৃত গৌতমসূত্র-ভাষ্যে কথিত হইয়াছে যে, "মেঘোন্নত্যা ভবিষ্যতি বৃষ্টিরিতি" মেঘের উদয়দৃষ্টে বৃষ্টির সম্ভাবনা হয়। এই প্রকার দৃষ্টান্তের দ্বারা কেবল দৃষ্টপদার্থের লিঙ্গ অনুসারে অদৃষ্ট অন্য কোন পদার্থের অনুমান হয়, ইহাই স্বীকার হইল কিন্তু পর-পদার্থের কোন প্রকার লিঙ্গ জগতে দৃষ্ট না হওয়ায় এ প্রকার অনুমান ঈশ্বর সম্বন্ধে অকর্ত্তব্য। 'লিঙ্গ দর্শনেন অপ্রত্যক্ষোর্থোনুমীয়তে' ইহাই অনুমানের বিধি। কিন্তু ঈশ্বর-বিষয়ক অনুমান তদ্রূপ নহে। ঈশ্বর-উপলব্ধিকে অনুমানই কহা যায় না। ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধজ্ঞান। গৌতম কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে যথা—'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং', বাৎস্যায়নকৃত ভাষ্যে 'ইন্দ্রিয়স্যার্থেন সন্নিকর্ষাদুৎপদ্যতে যৎ জ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষং'। তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সন্নিকর্ষে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। সন্নিকর্ষ শব্দের অর্থ সাক্ষাৎকার। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকারকেই যদি প্রত্যক্ষ বলা যায়, তবে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার যে সাক্ষাৎকার তাহাকে প্রত্যক্ষ কহিতে আপত্তি কি? ইন্দ্রিয় কিছু জ্ঞানের আধার নহে, তাহাকে কেবল জ্ঞানের দ্বার বলা যায়, এইমাত্র। অতএব দ্বারস্থ পদার্থ যদি প্রত্যক্ষ হয় তবে অন্তঃপুরস্থ পদার্থকে প্রত্যক্ষ কহিবার দোষ কি? বরং উহাই নিশ্চিয়রূপে প্রত্যক্ষ-বাচ্য হইতে পারে এবং ইন্দ্রিয়দত্ত জ্ঞানকে আত্মার পক্ষে অনুমান কহা যাইতে পারে। বিচারকের আত্মাবস্থান সিদ্ধ করিতে কোন ইন্দ্রিয়-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না যেহেতু তাহা স্বতঃপ্রত্যক্ষ; তদ্রূপ ভক্তিবৃত্তির দ্বারা জগদীশ্বর উপলব্ধ হন ঐ উপলব্ধি স্বতঃপ্রত্যক্ষ অতএব লিঙ্গদর্শনরূপ অনুমানের প্রয়োজন তাহার নাই। দৃষ্টান্তরূপ যুক্তির দ্বারা ভগবত্তত্ত্বের বিচার করিতে হইবে না। গুণাতীত তত্ত্বের শক্তিমানতা যদিও অলৌকিক তথাপি তাহা স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা গৃহীত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব পরমেশ্বর গুণাতীত হইয়াও অপ্রমেয়ত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন ইহা সিদ্ধ হইল। তথাহি ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে শ্রীশুকেনোক্তং—

ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ ॥

তথাচ চতুর্থ স্কন্ধে বিংশোধ্যায়ে —

একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতির্নির্গুণোহসৌগুণাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বগোহনাবৃতঃ সাক্ষীনিরাত্মাত্মনঃ পরঃ ॥

তথাচ ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে, সপ্তম অধ্যায়ে—
অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরম্।
গৃহ্যমাণৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ॥
তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে—
প্রকৃতেঃ পরমিষ্টঞ্চ সর্ব্বেষামভিবাঞ্ছিতং।
স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম পঞ্চরাত্রাভিধং স্মৃতং॥

পূর্ব্বপক্ষকর্ত্তা পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা জগদীশ্বরের গুণাতীতত্ব ও সর্ব্বশক্তি-সম্পন্নত্ব স্বীকার করিয়া এইপ্রকার সন্দেহ করিতে পারেন যে, এবম্ভূত বিরোধী-সিদ্ধান্ত পুনঃ পুনঃ হইলে অযৌক্তিক বিশ্বাসের দ্বারা সত্যের ব্যাঘাত হইয়া উঠিবে। এই সংশয় নিরসনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন যে, পরমেশ্বরের বিরোধ-সামঞ্জস্য বিচিত্র নহে। বিরোধ-সামঞ্জস্য লৌকিক পদার্থে সম্ভব হয় না কিন্তু পরতত্ত্ব অলৌকিক। তাহা যদি অলৌকিক না হইবে তবে তাহার পরত্ব কি প্রকারে হইতে পারে?

বিরোধভংজিকা শক্তির অধীশ্বর পরমেশ্বরে—

**বিরুদ্ধসামান্যং তস্মিন্নচিত্রং॥ ৩॥**

তস্মিন্ পরমেশ্বরে বিরুদ্ধধর্ম্মানাং সাহচর্য্যং ন চিত্রং নাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ। 'অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' ইতি শ্রুতেঃ॥

ননু নির্গুণত্বেহপি সর্ব্বশক্তিত্বমিতি কথং বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবস্থিতিরিতি শঙ্কাং পরিহরতি।

ঈশ্বরে অসংখ্য বিরোধী গুণসকল দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায়, তাহাই বিরোধ-সূচক। যেমন ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলে নির্ব্বিকার-পুরুষের বিকার স্বীকার করা হয়। ঈশ্বর পালন করিতেছেন বলিলে অকর্ত্তাপুরুষে কর্ত্তৃত্ব আরোপ হয়। ঈশ্বর সংহার করেন বলিলে, মঙ্গলময় পুরুষে অমঙ্গল দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর আছেন বলিলে, কালাতীত তত্ত্বে কালান্তর্গতত্ব প্রতিপাদন হয়। এই প্রকার বিরোধের অন্ত পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বাক্য ও মন উভয়ই ঈশ্বর বিষয়ক বর্ণনে ও চিন্তনে অসমর্থ। যুক্তি দ্বারা এই সকল বিষয়ের বিচার করিতে হইলে কখনই মীমাংসা হইবে না, বরং বিচারকের অনেক অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে চার্ব্বাকাদি ঋষিগণেরাও নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছেন। অনেকে সংশয়াত্মা হইয়া বিনাশকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এরূপ অমঙ্গলজনক তর্ক হইতে যত শীঘ্র মনের নিবৃত্তি হয়, ততই মঙ্গল। ভক্তিবৃত্তিকে বিশ্বাস করাই এই অমঙ্গল হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়। এই বিশ্বাসের প্রথম অবস্থাকে শ্রদ্ধা বলা যায়, অতএব শ্রদ্ধাই মূল।

তথাহি গীতা চতুর্থ অধ্যায়ে—
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেনাধিগচ্ছতি॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানস্য সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

অতএব স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা জগদীশ্বরে বিরোধী গুণসকলের সামঞ্জস্য স্বীকার করাই বিধেয়। তাহা না করিলে নাস্তিকতারূপ ভয়ানক ফলের উদয় হয়। ঈশ্বরে এরূপ বিরোধ-সামঞ্জস্য বিচিত্র নহে, যেহেতু তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইবার কোন কারণ নাই।

উপলব্ধ পদার্থের কোন একটী স্বরূপ অবশ্যম্ভাবী। পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা এস্থলে প্রয়োজন।

( ক্রমশঃ )

# বর্ষারম্ভে
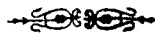
[ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ]

শ্রীভগবদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীভগবানের পরমপ্রিয়তম ভক্তবৃন্দ এবং স্বয়ং ভগবান্ সপরিকর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ও তদভিন্নবিগ্রহ কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশচীজগন্নাথমিশ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের অপার করুণায় আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পারমার্থিক পত্রিকার ত্রয়স্ত্রিংশ

বর্ষের কীর্ত্তনসেবাব্রত উদ্‌যাপন পূর্ব্বক চতুস্ত্রিংশ বর্ষের সেবাব্রতের শুভারম্ভের জয়গান করিতেছি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—'গুরু বৈষ্ণব ভগবান্—তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ॥ অনায়াসে হয় নিজবাঞ্ছিত পূরণ।' তাঁহারাই প্রকৃত বাঞ্ছাকল্পতরু, তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আমাদের কীর্ত্তন-বিঘ্ন কিছুতেই দূরীভূত হইবে না, আমরা লেখনীধারণে বিন্দুমাত্রও বল পাইব না। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণকেশবই শ্রীনরহরি রূপ ধারণ করিয়া আমাদের যাবতীয় ভক্তিবিঘ্ন বিনাশ করেন। তাই পরমদয়াল শ্রীশ্রীনৃসিংহ পাদপদ্মে আমরা সকাতরে এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে,—তাঁহার অহৈতুকী কৃপাবলে যেন আমরা এই কোটিকণ্টকরুদ্ধ ভক্তি-মার্গে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষ-তলে চিরাশ্রয় গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তদ্‌রচিত শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ গ্রন্থে দেবপল্লীস্থ শ্রীনৃসিংহপাদপদ্মে এইরূপ প্রার্থনা জানাইতে শিখাইয়াছেন—

"নরহরিক্ষেত্রে প্রেমে গড়াগড়ি দিয়া।
নিষ্কপট কৃষ্ণপ্রেম লইব মাগিয়া ॥
এ দুষ্ট হৃদয়ে কাম আদি রিপু ছয়।
কুটিনাটী প্রতিষ্ঠাশা শাঠ্য সদা রয় ॥
হৃদয়শোধন আর কৃষ্ণের বাসনা।
নৃসিংহচরণে মোর এই ত' কামনা ॥
কাঁদিয়া নৃসিংহপদে মাগিব কখন।
নিরাপদে নবদ্বীপে যুগল ভজন ॥
ভয় ভয় পায় যাঁর দর্শনে সে হরি।
প্রসন্ন হইবে কবে মোরে দয়া করি ॥
যদ্যপি ভীষণ মূর্ত্তি দুষ্ট জীব প্রতি।
প্রহলাদাদি কৃষ্ণভক্তজনে ভদ্র অতি ॥
কবে বা প্রসন্ন হ'য়ে সকৃপ বচনে।
নির্ভয় করিবে এই মূঢ় অকিঞ্চনে ॥
স্বচ্ছন্দে বৈস হে বৎস শ্রীগৌরাঙ্গধামে।
যুগলভজন হউ, রতি হউ নামে ॥
মমভক্তকৃপাবলে বিঘ্ন যাবে দূর।
শুদ্ধচিত্তে ভজ রাধাকৃষ্ণ-রসপূর ॥
এই বলি কবে মোর মস্তক উপর।
স্বীয় শ্রীচরণ হর্ষে ধরিবে ঈশ্বর ॥
অমনি যুগলপ্রেমে সাত্ত্বিক বিকারে।
ধরায় লুটিব আমি শ্রীনৃসিংহদ্বারে ॥"

আমরা প্রতিবৎসর ষোলক্রোশব্যাপী শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমাকালে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপস্থ শ্রীসুবর্ণবিহার পরিক্রমণান্তে উহার পূর্ব্বদক্ষিণস্থ শ্রীনৃসিংহপল্লীতে গমনপূর্ব্বক শ্রীনৃসিংহদেবের সম্মুখে শ্রীনবদ্বীপভাব-তরঙ্গের উক্ত অংশ পাঠ করিয়া থাকি। শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতিরাজ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামি-মহারাজও তাঁহার প্রত্যেক ভক্তিকৃত্যের শুভারম্ভে জয়গানকালে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের জয় বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিতেন, তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদপাত্র—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজও তদনুসরণে শ্রীনৃসিংহ-দেবের জয়গানে আত্মহারা হন। শ্রীনৃসিংহপাদপদ্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন।

গত ১৬ই পৌষ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ; ইং ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ শনিবার চতুর্থী তিথিতে পরমারাধ্য প্রভুপাদ—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকট তিথিপূজাবাসরে আমাদের সকল মঠেই তাঁহার অপ্রাকৃত গুণগাথা কীর্ত্তনমুখে তাঁহার বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবার সপরিকরে জয়পুরে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরসান্নিধ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাবতিথি-পূজা-মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জন্মকর্ম্ম সবই অলৌকিক ব্যাপার। তিনি তাঁহার প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন—শ্রীশ্রীপুরীধামে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের নিকটস্থ 'নারায়ণ ছাতা'র সংলগ্ন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হরিকীর্ত্তন-মুখরিত বাসভবনে পরমা ভক্তিমতী মাতা শ্রীভগবতীদেবীর ক্রোড়ে—১৭৯৫ শকাব্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ, ইং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘীকৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ন সাড়ে তিন ঘটিকার পর। তাঁহার তিরোভাব-কাল—৪ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫০; ১৭ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৩; ১লা জানুয়ারী, খৃষ্টাব্দ ১৯৩৭ শুক্র-

বার। অবশ্য আমাদের ভারতীয় পঞ্জিকার গণনানুসারে ১৬ই পৌষ, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ বৃহস্পতিবার নিশান্তকাল ধরা হয়।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের ১৫শ বর্ষ ২৩-২৪ আচার্য্যবিরহ সংখ্যায় (শনিবার ৩রা মাঘ, ১৩৪৩; ইং ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৭ খৃঃ) তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ২-৩ পৃষ্ঠায় প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের কএকদিন পূর্ব্বে ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬ প্রাতঃকালে শ্রীগৌড়ীয় মঠে তাঁহার ভজনকুটীরে সমবেত ভক্তবৃন্দের নিকট যে কএকটি মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বিঘসাশী অর্থাৎ উচ্ছিষ্টভোজী কিঙ্করানুকিঙ্কর আমাদের নিত্যালোচ্য। তদবলম্বনে এই বর্ষারম্ভ প্রবন্ধে কএকটি কথা আমরা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার প্রারম্ভেই গান করিয়াছেন—

'গুরুমুখপদ্মবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি এই সে উত্তমা গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা।'

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত মহাবাক্যের সংক্ষিপ্তসার এই যে,—

১। অন্যাভিলাষ ও কপটতাশূন্য হইয়া কৃষ্ণভজন করিতে হইবে।

২। শ্রীরূপরঘুনাথের বাণীই আমাদের অনুসরণীয় ও প্রচার্য্য বিষয়।

৩। "শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।" (তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত আমরা রূপরঘুনাথ-বাণীর মর্ম্ম কি করিয়া বুঝিব ?)

৪। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেছেন—'আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয়বিগ্রহের (অর্থাৎ গুরুদেবের) আনুগত্যে মিলেমিশে থাক্‌বেন।"

৫। "সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন নির্ব্বাহ করে চলবেন। শত বিপদ্, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব (নিষ্কপট) কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ ক'রছে না দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না, নিজভজন—নিজসর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা শ্রবণকীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন ক'রবেন।"

৬। "জন্মে জন্মে শ্রীরূপ প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব। ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হ'বে না। আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হবেন। আমাদের একমাত্র কথা—এই—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্ রূপ পদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"

৭। "আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐকতানে অবস্থিত হ'য়ে মূল আশ্রয়-বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন। জগতে শ্রীরূপানুগচিন্তাস্রোত প্রবাহিত হোক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাক্‌লেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে।"

৮। "আপনারা শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করুন।"

শ্রীগুরুদেবের এই অন্তিম উপদেশ তাঁহার কিঙ্করানুকিঙ্কর আমরা, আমাদের সর্ব্বতোভাবে পালনীয়। তিনি আমাদের জন্মজন্মের—নিত্যকালের প্রভু। তিনি তাঁহার অপ্রকটলীলায় ত' সর্ব্বক্ষণ প্রকটলীলা করিয়া আমাদের সকল কার্য্যই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, বড় দয়াময় প্রভু আমাদের, মাদৃশ জীবাধমগণের কথা তিনি কি কখনও ভুলিতে পারেন ? সর্ব্বক্ষণই তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আমাদের উপর আছে, প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী আমাদের হৃদয়ে নবনবায়মান ভাববৈচিত্র্যের সহিত স্ফূর্ত্তি করাইয়া আমাদের দুর্ব্বলহস্তে লেখনীচালনের বল সঞ্চার করুন। তাঁহার সন্তোষেই কৃষ্ণের সন্তোষ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকট

ও অপ্রকটকালে তাঁহার শ্রীচরণে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে আমরা কত ত্রুটিবিচ্যুতি সর্ব্বদাই করিয়াছি ও এখনও করিতেছি, তাহার ত' ইয়ত্তা নাই, তথাপি করুণাসমুদ্র তিনি অদোষদরশী পতিতপাবন। তাঁহার অহৈতুকী কৃপাই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই কলিযুগারম্ভে কলিযুগপাবনাবতারী গৌরসুন্দররূপে তাঁহার ব্রজপ্রেম বিতরণরূপ মহাবদান্য-লীলা করিতেছেন, তাঁহার সেই মহৌদার্য্য-লীলার সহায়করূপেই গৌরেচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়াছেন —রূপানুগবর শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং তদন্বয়স্বরূপ তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহরূপে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, যাঁহাকে আমরা প্রণাম করি—'শ্রীগৌরকরুণাশক্তি বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে' বলিয়া। পরমদয়াল মহাবদান্য শ্রীগৌরহরির করুণাশক্তি মূর্ত্ত হইয়াছেন—বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন —আমাদের পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুররূপে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন—শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥

—চৈঃ চঃ আ ১।৪৫

শাস্ত্রপ্রমাণ অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীভাগবতবাক্য —শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন— 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ'। স্বয়ং কৃষ্ণই গুরুরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার ভক্তগণকে কৃপা করেন। এই কৃপাটি কি প্রকার? কৃষ্ণই তদীয় ব্রজপ্রেম বিতরণার্থ গৌরলীলা প্রকট করিয়া ব্রজের অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানরূপ মহাবদান্য লীলা করেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তদভিন্নাত্মা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও সেই মহাবদান্যলীল গৌরসুন্দরের কৃপাশক্তিস্বরূপে— গুরুরূপে সেই ব্রজপ্রেম বিতরণরূপ মহা-মহাবদান্য-লীলা প্রকটকারী। সুতরাং সেই গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আমরা সেই ব্রজপ্রেমসম্পদ্ কিরূপে পাইব? তাঁহারই প্রথিত কৃপায় 'শ্রীরাধিকা-মাধবাশা'—শ্রীরাধামাধব কৃপাপ্রাপ্তির আশা সফল হইতে পারে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তৎকৃত গুর্ব্বষ্টকের প্রারম্ভে গুরুদেবকে প্রণাম করিতেছেন—সংসার-দাবানলসন্তপ্ত লোকসকলকে পরিত্রাণার্থ যিনি করুণা-বারি বর্ষুক (বর্ষণশীল) বা বর্ষণোন্মুখ মেঘত্ব প্রাপ্ত হইয়া কৃপাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণগুণ-সমুদ্রস্বরূপ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি। সমুদ্র হইতে যেরূপ বাষ্প উত্থিত হয়, সেই বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বর্ষণোন্মুখ মেঘাকারে পরিণত হয় এবং তাহা হইতে বারি বর্ষিত হইতে থাকে, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেব অনন্ত কল্যাণগুণসমুদ্র স্বরূপ, তাঁহা হইতে করুণাবাষ্প উত্থিত হইয়া কারুণ্যঘনাঘনত্ব-প্রাপ্ত হয় এবং করুণাবারি বর্ষণদ্বারা সংসারদাবাগ্নিসন্তপ্ত জীবের সকল জ্বালা জুড়াইয়া দেয়। বনে যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষ হইয়া অগ্নি উত্থিত হয়, সংসারেও তদ্রূপ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে পরস্পরের মতসংঘর্ষজন্য অশান্তির অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। পরমদয়াল বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবান্ই তদীয় আশ্রয়বিগ্রহ গুরুরূপ ধারণপূর্ব্বক জীবগণের মতদ্বৈধত্ব দূর করতঃ জীবকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত করেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বারাধ্য—এক অদ্বিতীয় অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, শুদ্ধভক্তিই তাঁহাকে লাভের বা তাঁহার প্রীতি সম্পাদনের একমাত্র উপায় বা আরাধনা এবং সেই শ্রীভগবানে প্রেম বা প্রীতিই একমাত্র প্রয়োজন—এইরূপ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া জীবকে নানা মত-সংঘর্ষজনিত সন্তাপ হইতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্-গুরুই জগজ্জীবকে রক্ষা করতঃ প্রকৃত শান্তিদানে সমর্থ। কলিযুগপাবনাবতারী মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিতে জীবের প্রকৃত মঙ্গল বিধানার্থ যে নামসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক উহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়া উহা হইতেই সর্ব্বসিদ্ধিলাভের কথা বলিয়াছেন এবং পৃথিবীর শুধু একাংশের জন্য নহে, সর্ব্বাংশে—সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবের মঙ্গলপ্রদ বলিয়া জানাইয়াছেন—আবার কেবল ঘোষণা করা মাত্র নহে, স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক প্রচার করিয়াছেন—যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে—যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণউপদেশ—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে প্রচারের যোগ্যতা অর্জ্জনপূর্ব্বক সকলকেই আচার-প্রচাররত হইতে বলিয়াছেন, তাঁহার সেই শ্রীমুখবাক্য শ্রীল স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, শ্রীরূপ-সনাতন,

ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু পর্য্যন্ত তাঁহার গোষ্ঠ্যানন্দী ও বিবিক্তানন্দী নিজজনগণ যথাযথভাবে অনুসরণের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিরসামৃত-ধারাপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের পর বিবিক্তানন্দী বৈষ্ণবগণ ভজনসাধন করিলেও ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য্য না থাকায় গৌড়ীয় গগন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে. আউল-বাউলাদি বহু অপসম্প্রদায় গড়িয়া উঠে, তাহারা মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া নানা ভক্তিবিরুদ্ধ মত প্রচার করায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়েন। সেই সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রবর্ত্তিত শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথীর ভগীরথরূপে তন্নিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পাঠাইয়া তাঁহার ও তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীস্বরূপ-দামোদর—রায় রামানন্দ—শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি নিজজনগণের অন্তরের ব্যথা দূর করেন। শ্রীল ঠাকুর—শকাব্দ ১৭৬০, সম্বৎ ১৮৯৪, খৃষ্টাব্দ ১৮৩৮, গৌরাব্দ ৩৫২ এবং বঙ্গাব্দ ১২৪৫—১৮ই ভাদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীধামনবদ্বীপ মায়াপুরের অনতিদূরে 'উলা' ( বর্তমান 'বীরনগর' ) নামক একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদে মহাপ্রভুরই ইচ্ছাক্রমে মাদৃশ সেবাবিমুখ পতিত জীবগণকে ভক্তি-বিরোধী কুসিদ্ধান্তধ্বান্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন এবং তিনিই বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি মন্দাকিনীর মূল প্রবর্ত্তক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে পরিচিত হন। তিনি সম্বিতের সার কৃষ্ণজ্ঞানে জ্ঞানী, সন্ধিনীর সার শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা এবং হলাদিনীর সার প্রেমসেবানন্দময় বলিয়াই তাঁহার নাম—শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ, আবার পরমদয়াল শ্রীমন্মহাপ্রভুরই ইচ্ছায় শ্রীল ঠাকুরের অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ—অন্বয়রূপে আমাদের পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব হয় ১২৮০ বঙ্গাব্দে ( ইং ১৮৭৪ খৃঃ )। লীলাময় শ্রীহরির লীলা-রহস্য—দুরধিগম্য। মহাপ্রভুরই অভিন্নস্বরূপ শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে তাঁহার মন্দিরের সেবাপূজার তত্ত্বাবধান-ছলে তাঁহার নিকট লইয়া আসিয়া অত্যল্পকালমধ্যে শ্রীল প্রভুপাদকেও ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট প্রচারকার্য্যে সহায়তার জন্য তাঁহার নিকট লইয়া আসিলেন, শ্রীল ঠাকুরের হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া প্রভুপাদের নামও রাখাইলেন—'শ্রীবিমলাপ্রসাদ'। শ্রীজগন্নাথদেবের চিচ্ছক্তিই শ্রীবিমলা মাতা। ভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম অর্থাৎ লীলা যেমন দিব্য অলৌকিক বা অপ্রাকৃত, তাঁহার নিজজনের লীলাও তদ্রূপ অপ্রাকৃত—দেখিতে প্রাকৃতবৎ, কিন্তু প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব—আমরা আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে পারিব না।

পরমারাধ্য প্রভুপাদের প্রকটলীলার ছয়মাস পরে রথযাত্রাকালে ভক্তবৎসল জগন্নাথ তাঁহার ভক্তকে দেখিবার জন্য এক অলৌকিক লীলা প্রকট করিলেন। শ্রীবলরামের রথের পশ্চাৎ শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথ চলেন, তৎপশ্চাৎ শ্রীজগন্নাথদেবের রথ ধীরে ধীরে, কখনও বা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন। শ্রীজগন্নাথদেবেরই ইচ্ছায় এবার তাঁহার রথ শ্রীল প্রভুপাদের স্থান—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাসভবনের সম্মুখে দিবসত্রয় স্থির-ভাবে অবস্থান করিলেন, ঠাকুরের ব্যবস্থামত এই তিনদিনই শ্রীজগন্নাথসম্মুখে কীর্ত্তনোৎসব হইয়াছিল। ইহারই মধ্যে একদিন মাতৃক্রোড়ে শায়িত ছয়মাসের শিশু প্রভুপাদ হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া তাঁহার গলদেশ হইতে একটি প্রসাদী মালা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্ত-ভগবানের মধুর মিলনের এই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। শ্রীল ঠাকুর, জগন্নাথদেবের প্রসাদান্নদ্বারা এই ষষ্ঠমাসেই শিশুর অন্নপ্রাশন লীলা সম্পাদন করিলেন। অতঃপর তাঁহার শ্রীমুখে মহাপ্রসাদ ব্যতীত আর কিছুই প্রবিষ্ট হয় নাই। প্রভুপাদ তাঁহার আবির্ভাবের পর দশমাসকাল মাতৃক্রোড়ে জগন্নাথধামে বাস করিয়া পুরীধাম হইতে পাল্কীর ডাকে স্থলপথে বঙ্গদেশে রাণাঘাটে শুভাগমন করেন। তাঁহার শৈশবকাল শ্রীহরিকীর্ত্তন মধ্যেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন শ্রীরামপুরে অবস্থান করেন, সেই সময়ে প্রভুপাদ হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেই সময়ে বালকের অত্যাগ্রহে শ্রীল ঠাকুর পুরীধাম হইতে তুলসীর মালা

আনাইয়া প্রভুপাদকে হরিনাম ও শ্রীশ্রীনৃসিংহ-মন্ত্র প্রদান করেন। এই তুলসীমালাতেই প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর-ব্রজপত্তনস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে বসিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে ১৯০৫ সাল হইতে নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের আনুগত্যে প্রতিদিন অপতিতভাবে ৩ লক্ষ করিয়া নাম জপ করিতে করিতে প্রায় ৯ বৎসরে শতকোটি মহামন্ত্র কীর্ত্তনব্রত উদ্‌যাপন করেন। অতঃপর গ্রন্থাদি লিখনকার্য্য ও শুশ্রূষু ভক্তগণসমীপে হরিকথা কীর্ত্তনাদিতে বহু সময় দিতে হওয়ায় তাঁহার প্রকটকালের অন্তিমদিবসাবধি প্রভুপাদ প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

১৮৮১ সালে কলিকাতা মাণিকতলায় রামবাগানে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'ভক্তিভবন' নামক গৃহের ভিত্তিখননকালে মৃত্তিকার মধ্য হইতে একটি কূর্ম্ম-মূর্ত্তি শালগ্রাম আত্মপ্রকাশ করেন, তখন আমাদের গুরুপাদপদ্ম ৮৷৯ বৎসরের বালকমাত্র, তাঁহার ঐ শ্রীমূর্ত্তিপূজায় অত্যাগ্রহ দর্শনে ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক প্রভুপাদকে ঐ শ্রীকূর্ম্মদেবের পূজার মন্ত্র ও পূজাবিধি সমস্তই শিখাইয়া দেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুরের উপদেশানুসারে যথাবিধি তিলকাদি সদাচার পালনসহ সযত্নে ভক্তিসহকারে ঐ শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিয়া গৃহের সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। এই কূর্ম্মদেবের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরি-গ্রাবাগ্রকণ্ডূয়না-
ন্নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।
যৎসংস্কারকলানুবর্ত্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি ॥"
—ভাঃ ১২।১৩।২

অর্থাৎ "পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল গুরুতর মন্দরগিরির প্রস্তরাগ্রঘর্ষণ-জনিত সুখহেতু নিদ্রালু কূর্ম্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ুসমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুক। ঐ শ্বাসবায়ুরাশির সংস্কারলেশ অদ্যাপি অনুবর্ত্তন-বশতঃ ক্ষোভচ্ছলে সমুদ্রজলরাশির যাতায়াত নিরন্তর প্রবর্ত্তমান রহিয়াছে—কখনও নিবৃত্ত হইতেছে না।"

পরমারাধ্য প্রভুপাদ ঐ শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"প্রাপঞ্চিক সমুদ্রে বেলাপ্রদেশ সর্ব্বদাই উত্তাল-তরঙ্গমালার সবেগ পতনদ্বারা প্রতিহত হইতেছে। এই উর্ম্মিমালার ঘাত-প্রতিঘাতের বিরাম নাই। যাঁহার নিশ্বাসরূপ বায়ুর দ্বারা ইহা সংঘটিত হইতেছে, সেই বায়ুশক্তি পাঠকদিগকে রক্ষা করুন। বেদশাস্ত্র শ্রীকূর্ম্ম ভগবানের নিশ্বাসে জীবহৃদয়ে সত্যের ধারণা প্রদান করিয়া অজ্ঞান তিরোহিত করেন। ভগবদবতার কমঠদেব নিদ্রিত অবস্থায় পরিদৃষ্ট হইলে তাঁহার নিশ্বাস জীবভোগ্য ও জীবত্যাজ্য বিচারে গৃহীত হয়। কিন্তু সেই অধোক্ষজ কূর্ম্মের শ্বাসবায়ু কৃপা-পরবশ হইলে ভোগ বা ত্যাগ হইতে বদ্ধজীবগণকে রক্ষা করেন, সেই কূর্ম্মদেবের চিন্ময় শ্বাস অচিৎ-প্রতীতি হইতে ভাগ্যবন্ত জীবগণকে রক্ষা করুন। অমন্দোদয় মন্দরগিরির উপলখণ্ড যাঁহার পৃষ্ঠদেশে তর্কেহা ( তর্কচেষ্টা ) রূপ কণ্ডূয়ন নিরসনার্থ গাত্র-বিকর্ষণ করায় তাঁহার নিদ্রাযোগ্যতায় বদ্ধজীব আশ্বস্ত হইতেছে এবং ভগবদ্‌বস্তুকে প্রস্তরধর্ম্মবিশিষ্ট জানিয়া চেতনের বিষয়াশ্রয় জ্ঞান হইতে দূরে অপসৃত হই-তেছে, সেই ভগবচ্ছ্বাসানিল বদ্ধজীবের তর্ককণ্ডূয়নের উপশান্তি বিধান করুন। কূর্ম্মাবতারের প্রাকট্য ও কূর্ম্মলীলার প্রয়োজনীয়তা বদ্ধজীব-হৃদয়ে অনুকূল বাতপ্রভাবে জড়ভোগ্যতা কণ্ডূয়নের শান্তি করুক।"

( ক্রমশঃ )

# সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

## দুর্ব্বাসা ঋষি

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৫৫ পৃষ্ঠার পর ]

মহাভারতে বনবাসকালে কাম্যবনে পাণ্ডবগণের নিকট সশিষ্য দুর্ব্বাসা ঋষির ভোজনের জন্য আগমন দুর্ব্বাসার অভিশাপ হইতে নিস্তারের জন্য কৃষ্ণের আগমন এবং পাণ্ডবগণের রক্ষা বর্ণিত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত সারকথা এই—পাণ্ডবগণকে কৌশলপূর্ব্বক পাশাখেলার ছলে বনে নির্ব্বাসিত করিলেও দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতি সর্ব্বদাই পাণ্ডবগণের অনিষ্ট চিন্তা করিতেন। বিশেষতঃ দ্বৈতবনে দুর্য্যোধন গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা পরাজিত ও বন্দী হওয়ার পর ভীম অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অপমানিত ও মাৎসর্য্যানলে দগ্ধ হইয়া পাণ্ডবগণের বিনাশ সাধন চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। দৈবক্রমে দুর্ব্বাসা ঋষি একদিন দশ হাজার সন্ন্যাসী শিষ্যসহ দুর্য্যোধনের গৃহে শুভপদার্পণ করিলেন। দুর্য্যোধন সুখী হইয়া পাণ্ডববংশকে নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে মহাক্রোধী দুর্ব্বাসা ঋষির এবং তাঁহার শিষ্যগণের সর্ব্বতোভাবে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনকে অনেকপ্রকারে পরীক্ষার পর দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদানে ইচ্ছুক হইলে দুর্য্যোধন 'দ্রৌপদীর আহারের পর সন্ধ্যার সময় দুর্ব্বাসা ঋষি দশহাজার শিষ্যসহ অভুক্তাবস্থায় কাম্যবনে পাণ্ডবগণের অতিথি হইবেন' এই বর চাহিলেন। দুর্ব্বাসা ঋষি 'তথাস্তু' বলিয়া উক্ত বর প্রদান করিলেন। তিনি নিজবাক্য রক্ষার জন্য একদিন দ্রৌপদীর আহারের পর কাম্যবনে যাইয়া দশ হাজার শিষ্যসহ অভুক্তাবস্থায় পাণ্ডবগণের অতিথি হইলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ মুনিবরকে যথোচিত মর্য্যাদা ও প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ দশ হাজার শিষ্যসহ ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। দুর্ব্বাসা ঋষি নিমন্ত্রণ স্বীকার করতঃ শিষ্যগণসহ দেবনদীতে* স্নান তর্পণাদির জন্য গেলেন। যুধিষ্ঠির মহারাজ মুনিগণকে নিমন্ত্রণের পর দ্রৌপদীর আহার হইয়া গিয়াছে জানিতে পারিয়া চিন্তিত হইলেন। মহাক্রোধী দুর্ব্বাসার অভিশাপে পাণ্ডববংশ নির্ম্মূল হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় দ্রৌপদী অত্যন্ত ব্যাকুলান্তঃকরণে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে পালঙ্কে শায়িত ছিলেন, রুক্মিণীদেবী ব্যজন করিতেছিলেন। লীলাগতভাবে ভগবানের এইরূপ অবস্থিতি প্রদর্শিত হইলেও তিনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। ভক্তার্ত্তিহর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ডাকে তৎক্ষণাৎ কাম্যবনে দ্রৌপদীর নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। 'আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত শীঘ্র আমাকে খাবার দাও।'—কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইভাবে প্রার্থিত হইয়া বিপদের মধ্যেও দ্রৌপদীর হাসি পাইল, তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন—'আমার নিকট কোন খাবার নাই। দুর্ব্বাসা ঋষি দশ হাজার শিষ্য লইয়া অতিথি হইয়াছেন। তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। স্নানাদি কৃত্য সমাপনের পর এখানে আসিবেন আহারের জন্য। ভোজন করাইতে না পারিলে তাঁহাদের অভিশাপে পাণ্ডববংশ নির্ম্মূল হইবে।'

কৃষ্ণ তদুত্তরে বলিলেন—'অধিক কথা শুনিবার সময় আমার নাই। আমি ক্ষুধার্ত্ত, শীঘ্র আমাকে খাবার দাও।' দ্রৌপদী সূর্য্যদেবের নিকট থালি লাভ করিয়াছিলেন, যতক্ষণ তিনি আহার না করিবেন যত অতিথিই আসুন না কেন তাঁহাদিগকে তিনি ভোজন করাইতে পারিবেন। শ্রীকৃষ্ণ উক্ত থালিটী প্রার্থনা করিয়া তাহা হইতে একটি শাকের কণ লইয়া জলসহ গ্রহণ করিয়া বলিলেন 'তৃপ্তোঽস্মি'—'আমি তৃপ্ত হইয়াছি' ( যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি তৃপ্ত হউন )। শ্রীকৃষ্ণ তৃপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্নানরত দুর্ব্বাসার এবং তাঁহার শিষ্যগণের হঠাৎ গুরুভোজনহেতু উদ্‌গার উত্থিত হয়। দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহার ও কাহারও ক্ষুধা নাই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পাণ্ডবগণের গৃহে অনিমন্ত্রিত গেলেও তাঁহারা কতপ্রকারে ভোজন করান। দুর্ব্বাসা ঋষির ভয় হইল যদি নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিতে না যান, ভক্তের চরণে তাঁহাদের অপরাধ হইবে। তিনি ভক্তগণকে ভয় পান, একবার অম্বরীষ মহারাজের চরণে অপরাধহেতু তাঁহার অনেক দুর্দ্দশা হইয়াছিল। দুর্ব্বাসা ঋষি শিষ্যগণকে বিশ্রামের জন্য পরামর্শ দিলেন পরবর্ত্তিকালে ক্ষুধার উদ্রেক হইলে যাইবেন এই চিন্তা করিয়া। দুর্ব্বাসা ঋষি শিষ্যগণসহ আসিতে বিলম্ব করায় শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিবার জন্য। ভীমের আওয়াজ শুনিয়া দুর্ব্বাসা ঋষি ও তাঁহার শিষ্যগণ তথা হইতে পলায়ন করিলেন। পরদিন তাঁহারা আসিলে তাঁহাদের যথোপযুক্ত সৎকার হইয়াছিল।

* দেবনদী— ব্রজের কাম্যবনের পাণ্ডাগণ বলেন বিমলাকুণ্ডই উক্ত দেবনদী।

বিশ্বকোষের বর্ণনানুযায়ী পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ঃ—

'দুর্ব্বাসা উন্মত্তবৎ ছিলেন, এজন্য কখন কোন কার্য্যের ব্যবস্থা ছিল না। কোনদিন বহুলোকের ভোজ্য ভোজন করিতেন, কোনদিন অল্পমাত্র ভক্ষ্য ভোজন করিয়াই ভোজন সমাপ্ত করিতেন। একদিন ইনি উত্তপ্ত পায়স ভোজন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, এই পায়স সর্ব্বাঙ্গে লেপন কর। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। কেবল ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিবশতঃ পদতলে পায়স লেপন করিলেন না। তখন দুর্ব্বাসা রুক্মিণীর দেহে পায়স লেপন করিয়া তাহাকে রথে যোজনা করিয়া সেই রথে আরোহণ-পূর্ব্বক রুক্মিণীকে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। রুক্মিণী যথাশক্তি রথ আকর্ষণ করিয়া যখন ক্লান্ত হইলেন, তখন দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে ইনি বলিয়াছিলেন—'তুমি ক্রোধজিৎ, আমার বরে তুমি ও রুক্মিণী সর্ব্বলোকের প্রিয় হইবে। তুমি পদতলে পায়স লেপন কর নাই, তাহাতে আমি বড়ই অপ্রীত হইয়াছি। যাহা হউক, পদতল ব্যতীত তোমার সর্ব্বদেহ অভেদ্য হইল।'

দ্বারকার সমীপবর্ত্তী পিণ্ডারকক্ষেত্রে* যে সকল মুনিগণের অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল, তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান দুর্ব্বাসা ঋষি। যদিও শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে বহু মুনির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, বিশ্বকোষে দুর্ব্বাসা ঋষির চরিত্র বর্ণনে কেবলমাত্র দুর্ব্বাসা ঋষিকেই অভিশাপপ্রদাতারূপে নির্দ্দেশিত করা হইয়াছে, যথা—'ইঁহারই শাপে শাম্ব যদুবংশনাশক মুষল প্রসব করিয়াছিলেন, তাহাতে যদুবংশ ধ্বংস হয়।' অনুমিত হয় ঋষিগণের মধ্যে দুর্ব্বাসা ঋষি অধিক কোপণস্বভাব ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামই কেবলমাত্র উল্লিখিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনানুযায়ী পিণ্ডারকক্ষেত্রে মুনিগণের নাম—বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, কামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রসঙ্গটীর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ঃ—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরু পাণ্ডবের মহাযুদ্ধ সংঘটন করাইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিলেও বিপ্র-শাপছলে নিজবংশ ধ্বংসেরও সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমে দ্বারকার নিকটবর্ত্তী পিণ্ডারক নামক তীর্থস্থানে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণ আসিয়া সমবেত হইলেন। ক্রীড়ারত যদুকুমারগণও তথায় আসিয়া পৌঁছিলেন। অল্পবয়স্ক যুবকগণ প্রায় চঞ্চল স্বভাব-বিশিষ্ট। অনেক সময় সাধুগণও তাহাদের উপহাসের পাত্র হইয়া পড়ে। যদুকুমারগণ জাম্ববতী-নন্দন শাম্বকে আসন্ন প্রসবা স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া মুনিগণের নিকট যাইয়া উপহাসছলে বলিল—'হে মুনিগণ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, আপনারা বলুন এই আসন্নপ্রসবা সুলোচনা স্ত্রী কি সন্তান প্রসব করিবে?' ঋষিগণ উপহাসে কুপিত হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন—'হাঁ, এই স্ত্রী যদুকুলনাশক মুষল প্রসব করিবে।' সঙ্গে সঙ্গে শাম্বের বস্ত্রাবৃত উদর হইতে মুষল নির্গত হইল। যদুগণ ভীত হইয়া মহারাজ উগ্রসেনের নিকট মুষল লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। মহারাজ মুষলটিকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপের নির্দ্দেশ দিলেন। মুষলের অবশেষ লৌহখণ্ড একটি বৃহৎ মৎস্য ভক্ষণ করিল। চূর্ণসকল সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে তীরে আসিয়া এরকা বনের সৃষ্টি করিল। ধীবর কর্ত্তৃক ধৃত মৎস্যের উদর হইতে প্রাপ্ত লৌহখণ্ডটী এক জরাব্যাধ গ্রহণ করিয়া ধনুকের শর নির্ম্মাণ করে। শ্রীকৃষ্ণ জানিয়াও প্রতিকারের ইচ্ছা করিলেন না, কালরূপে অনুমোদনই করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়ে যদু-বংশ ধ্বংসের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। দ্বারকায় বহু অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে যাদবগণ দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী প্রভাসে আগমন করিলেন। তথায় কৃষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়া মৈরেয় নামক মদিরা পানে উন্মত্ততা-হেতু যাদবগণের বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়ায় পরস্পরের সহিত পরস্পরের কলহে-যুদ্ধে সমস্ত অস্ত্র নিঃশেষিত হইলে 'এরকা' দণ্ডাঘাতের দ্বারা সব নিহত হয়। শ্রীকৃষ্ণও জরাব্যাধকে অবলম্বন করিয়া এবং শ্রীবলদেব যোগ-

* পিণ্ডারক—গুজরাটের প্রান্তসীমায় সমুদ্র হইতে একক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত।

বলে অন্তর্ধানলীলা করিলেন।

সাধুগণের সহিত পরিহাসের কি ভয়াবহ পরিণাম হইতে পারে উপরিউক্ত ঘটনা জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য। মূঢ়গণ ভয়াবহ পরিণামকে অগ্রাহ্য করিয়া অবিমৃষ্য-কারিতাবশতঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 'Fools rush in where angels fear to tread.'

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

**[ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত ]**

## বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ( নোটিশ )

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন আগামী ১৩ চৈত্র ( ১৪০০ ), ২৭ মার্চ্চ ( ১৯৯৪ ) রবিবার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

### —ঃ কার্য্য-তালিকা ঃ—

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানের গতবৎসরের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট ( বিবরণ ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত বৎসরের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভা সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) প্রতিষ্ঠানের ১৯৯২-৯৩ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব যাহা হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে তাহার অনুমোদন এবং পরবর্ত্তী ১৯৯৪-৯৫ সালের জন্য হিসাব-পরীক্ষক ( Auditor ) নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৬) সম্বৎসরব্যাপী গভর্নিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সভ্যগণ কর্ত্তৃক আলোচনা এবং আবশ্যক-বোধে কোনও পরামর্শ প্রদান।

(৭) বিবিধ।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী, অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

## নিমন্ত্রণ-পত্র

# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আগামী ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ সোমবার হইতে ১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে। পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ রবিবার পরিক্রমার অধিবাসদিবস সন্ধ্যার মধ্যে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবশ্যই পৌঁছিবেন।

১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ রবিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা উপবাস সহযোগে সম্পন্ন হইবে। সমস্ত দিনব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে।

১৪ চৈত্র, ২৮ মার্চ্চ সোমবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইবে।

পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন এবং শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ অফিসে প্রথমে নাম রেজিষ্ট্রী করাইয়া ব্যাজ লইবেন।

সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজের নামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ ও টেলিঃ শ্রীমায়াপুর, জেঃ নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) পিন্ ৭৪১৩১৩ এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

নিবেদক —
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী।
২৮।২।১৯৯৪

# বিরহ-সংবাদ

**শ্রীসুশীল কুমার দাস, কলিকাতা** ঃ—আসামে গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের জমী-দাতা স্বধাম-গত শ্রীমদ্ গিরিজা কুমার দাসের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীসুশীল কুমার দাস গত ২২ কার্ত্তিক (১৪০০), ৮ নভেম্বর (১৯৯৩) সোমবার কৃষ্ণাদশমী-তিথিতে ৭৩ বৎসর বয়সে কলিকাতায় স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ইং ১৯২১ সনে ৭ ডিসেম্বর আসামে গৌহাটী সহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গিরিজাবাবু এবং জননী সরোজিনীদেবী উভয়েই ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবাপরায়ণ ও পরায়ণা ছিলেন। সুশীলবাবুও পিতা-মাতার নিকট হইতে ভক্তিসংস্কার লাভ করিয়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের সেবায় ও হরিকথা শ্রবণে স্বাভাবিক রুচিবিশিষ্ট ছিলেন। তিনি শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সহিত পশ্চিম প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে প্রচারেও গিয়া-ছিলেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ব্যবহারে অমা-য়িক ও স্নিগ্ধ প্রকৃতির ছিলেন। তাঁহার নিবাস কলিকাতা মঠের নিকটেই—১/৯ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড।

স্বধাম প্রাপ্তিকালে তিনি তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী ও দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য বৈষ্ণববিধানমতে সম্পন্ন হয়। সুশীলবাবুর স্বধামগত আত্মার নিত্য কল্যাণের জন্য আমরা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

# যশ-জগদীশ-জগন্নাথ

( লোকায়ত গীতিকা )

[ শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ]

শুনুন সবে শুনুন আজি মন দিয়া শুনুন।
যশড়াবাসীর স্যাঁকফলী গীতিকা মন দিয়া শুনুন ॥
নদীয়া জেলার চাকদহে যশড়া গ্রাম হয়।
জগন্নাথদেবের পঞ্চচূড়া মন্দির যেথা রয় ॥
যশ, জগদীশ, জগন্নাথ লইয়া যশড়া গ্রাম হয়।
শাক্ত, শৈব বৈষ্ণবের বসতি যথা রয় ॥
গোলোকবৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর।
যেথা গৌরগোপাল আছেন, আছেন দামোদর ॥
যশড়ার জগন্নাথ দেখিতে সুচারু।
যাহা চাই তাহা পাই নাম কল্পতরু ॥
পুরী হইতে জগদীশ জগন্নাথ আনেন।
চক্রদহের এইসব কথা সুধীজনে জানেন ॥
ব্রহ্মলোক হইতে গঙ্গা আনেন ভগীরথ।
আসিয়া মেলেন গঙ্গা সুমেরু পর্বত ॥
সুমেরু পর্বত হইতে চারিধারা হইল।
ভগীরথের গঙ্গাদেবী পৃথিবী চলিল ॥
শ্বেত নামে গঙ্গা যান পশ্চিম সাগর।
গঙ্গা গেলেন অলকানন্দা পৃথিবী উপর ॥
বসু নামে গঙ্গা যান পূর্ব্বেরই সাগর।
ভদ্রা নামে সুরধনী চলিলেন উত্তর ॥
ভগীরথের মানসগঙ্গা চলিতে লাগিল।
স্রোতভরে চক্রদহে আসি উত্তরিল ॥
ভগীরথ রথচক্র বালুকায় পশি।
অচল হইয়া রহেন চক্রদহে বসি ॥
সেই হেতু এই স্থানের চক্রদহ নাম।
গণনীয় জনমাঝে মহাপুণ্য ধাম ॥
চক্রদহের যশড়ায় জগদীশের মন।
সংসারী হইয়া ভজেন কৃষ্ণের চরণ ॥
একদিন জগদীশ দুঃখীনী মাকে কহেন।
দুঃখিনী দেবী জগদীশের ভার্য্যারূপ হয়েন ॥
অসার সংসারে কেন বদ্ধ হইয়া মরি।
নির্জ্জনে বসিয়া আমি ভজিব শ্রীহরি ॥

যেই বলা সেই কাজ হইল কাতর।
পুরীধামে পেঁছালেন দুঃখিত অন্তর ॥
ভক্তের হইলে দুঃখ শ্রীহরির ব্যাথা।
সন্তুষ্ট জগন্নাথ কহেন সত্য কথা ॥
আমার এই কলেবর জগদীশ লহ।
মাটিতে কভু না রাখ—এইভাবে যাহ ॥
লাঠির মাথায় রাখি জগদীশ যান।
যশড়ায় আসিয়া করেন গঙ্গাজলে স্নান ॥
হেনকালে ঘটে এক অপূর্ব্ব ঘটন।
মাটিতে নামাইবার দায়ে হরির প্রকটন ॥
সুশোভিত শ্বেতপীত লোহিত প্রস্তরে।
জগন্নাথ প্রকাশিত ভাগীরথীর তীরে ॥
ভাগীরথীর এই তীরে শ্রীপাট যশড়াধাম।
তথায় পূজিত হয়েন গৌরগোপাল রাম ॥
শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ আসেন দরশনে।
যশড়াবাসী হইয়া মোরা ধন্য ভাবি মনে ॥
চারিবেদ সহস্র নামে যত ফল হয়।
জগন্নাথের দরশনে কোটি ফলোদয় ॥
বৈষ্ণব পণ্ডিত জগদীশ করিছেন স্তুতি।
তোমার দরশনে নাথ পাইন নিষ্কৃতি ॥
জগদীশের কীর্ত্তি কেবা বলিবারে পারে।
সকলে মিলি গাহি গীত সরস্বতীর বরে ॥
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের কৃপায় চলে নিত্যভজন।
নিত্য চলে সাধন-ভজন, চলে কৃষ্ণ-পূজন ॥
উচ্চৈঃস্বরে 'হরি' 'হরি' বলিয়া নিত্য নৃত্য করি।
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাগিরিধারী ॥
ব্রত লইয়া সাধি মোরা গুরু গৌরাঙ্গের কাজ।
তরুণতার সজীবধারা আনিব ভক্তমাঝ ॥
চাই আমাদের সেবাপ্রচেষ্টা মুক্ত উদার মন।
রীতিমত অনুসরণ "ব্রতচারী"র পণ ॥
এই আসরে সুযোগ পাইয়া স্যাঁকফলী গান গাই।
"হরি হরি" বলুন সবে, চলুন শ্রীমন্দিরে যাই ॥

হরি বোল—হরি বোল—হরি বোল।
জয় জগন্নাথ, জয় গৌরগোপাল, জয় জগদীশ বোল ॥

# উত্তর ভারতে প্রচারকবৃন্দসহ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

**[ অমৃতসর, জম্মু, রাজপুরা, পাটিয়ালা, খান্না, ভাটিণ্ডা, নিউদিল্লী—জনকপুরী, দেরাদুন, নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জে, রাজস্থানে—জয়পুর ও পাচুডালায় শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার ]**

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সদলবলে কলিকাতা মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, মাসব্যাপী শ্রীপুরুষোত্তমব্রত এবং শ্রীরাধাষ্টমীব্রত পালনান্তে বিগত ১৩ আশ্বিন (১৪০০), ১লা অক্টোবর ( ১৯৯৩ ) কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করতঃ উত্তর ভারতে অমৃতসর, জম্মু, রাজপুরা, পাটিয়ালা, খান্না, ভাটিণ্ডা—থার্ম্মেল কলোনি, ভাটিণ্ডা সহর, নিউদিল্লী—জনকপুরী, দেরাদুন, নিউদিল্লী—পাহাড়গঞ্জ, রাজস্থানে জয়পুর ও পাচুডালায় বিপুল-ভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারান্তে তিনমাস বাদে কলি-কাতা মঠে ২১ পৌষ, ৬ জানুয়ারী ( ১৯৯৪ ) প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়াছেন। মাসব্যাপী প্রচারান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব খান্না হইতে শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিয়া শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগ দেন ৯ কার্ত্তিক, ২৬ অক্টোবর মঙ্গলবার হইতে ১৩ অগ্রহায়ণ, ২৯ নভেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত। প্রারম্ভে চারিশত, পরে ছয়শত ভক্তসহ ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজ পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হয়। [ —শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-বিবরণ পৃথক্ প্রকাশিত হইবে ]।

এইবার **শ্রীপুরুষোত্তমব্রত** কলিকাতা মঠে ১ ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট বুধবার হইতে ৩০ ভাদ্র, ১৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভ-উপ-স্থিতিতে পালিত হইয়াছিল। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত শ্রীপুরুষোত্তমমাস-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গ পাঠের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অপ-রাহ্নে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের শ্রীব্রহ্মস্তব শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়। প্রত্যহ অপরাহ্নে 'শ্রীজগ-ন্নাথাষ্টকম্' ও 'শ্রীচৌরাগ্রগণ্য পুরুষাষ্টকম্' সম্মি-লিতভাবে ভক্তগণ পাঠ করেন। শ্রীপুরুষোত্তমব্রত বিধানানুযায়ী প্রত্যহ সন্ধ্যায় কৌণ্ডিন্যমুনি-কৃত 'গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিণম্। গোকু-লোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকাপ্রিয়ম্ ॥' মন্ত্রটী জপ এবং শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে দীপদান করা হয়।

শ্রীব্রজপরিক্রমার পূর্ব্বে শ্রীল আচার্য্যদেব সমভি-ব্যাহারে প্রচার-পার্টীতে ছিলেন—শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহা-রাজ, সরভোগ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ( গৌহাটী ), শ্রীশচীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীবংশীবদনদাস ব্রহ্মচারী। চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ প্রচার-পার্টীতে আসিয়া মাঝে মাঝে যোগ দেন। আসাম হইতে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজের সহিত শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধি-কারী, শ্রীথানেশ্বর দাসাধিকারী ও শ্রীনারায়ণ দাসাধি-কারীও আসিয়া প্রচারপার্টীতে যোগ দিয়াছিলেন।

প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য শ্রীচিদ্-ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী পূর্ব্বে অমৃতসরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। পরবর্ত্তি-কালে লুধিয়ানার শ্রীকেবলকৃষ্ণ প্রভু ও জলন্ধরের শ্রীরাজারামজীও আসিয়া প্রচারানুকূল্য করেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পরে উপরিউক্ত প্রচারক-বৃন্দ ব্যতীত প্রচারপার্টীতে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ, শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদীনবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী। ভাটিণ্ডাপ্রচারে আসামের শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী ও শ্রীরাধারমণ দাস, জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত, কলিকাতার শ্রীদেব-প্রসাদ মিত্র, শ্রীঅহীন সিন্‌হা ও শ্রীমানিক কুণ্ডু যোগ দিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ ও শ্রীথানেশ্বর দাসাধিকারী শ্রীব্রজ-পরিক্রমার পর এবং শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীরাধারমণ দাস ও শ্রীরাধানাথ দাসা-ধিকারী নিউদিল্লী—জনকপুরীতে প্রচারের পর আসামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উত্তর ভারতের প্রত্যেক স্থানে প্রচারে সহায়তার জন্য পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান

হইতে, চণ্ডীগড়, জম্মু, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের গৃহস্থ ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন।

বহু নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ গৌর-বিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

**অমৃতসর (পাঞ্জাব) ঃ**—অবস্থিতি—১৬ আশ্বিন (১৪০০), ৩ অক্টোবর (১৯৯৩) রবিবার হইতে ২১ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর শুক্রবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সাধুগণ সমভিব্যাহারে নিউদিল্লী হইতে ফ্রণ্টিয়ার মেলে রওনা হইয়া ৩ অক্টোবর রবিবার প্রাতে অমৃতসর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে অধ্যাপক শ্রীখেরাইতিরাম গুলাটি, শ্রীসুভাষ আগরওয়াল প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তগণ পুষ্প-মাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। উক্তদিবস নিমকমণ্ডীস্থ বাবা শ্রীপুরুষোত্তম দাসজীর মন্দির হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় বাহির হইয়া মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে দুর্গিয়ানায়—গোস্বামী তুলসীদাস মন্দিরে আসিয়া সন্ধ্যা ৬-৩০টায় সমাপ্ত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন করতঃ অগ্রসর হইলে পরবর্ত্তিকালে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। শোভাযাত্রার পরে অগণিত নরনারীর বিপুল সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার আশীর্ব্বাণীতে সকলকে শ্রীহরিসংকীর্ত্তনে প্রোৎসাহিত করেন। প্রত্যহ প্রাতে নিমকমণ্ডীস্থিত বাবা শ্রীপুরুষোত্তম দাসজীর মন্দিরে এবং প্রত্যহ রাত্রিতে গোস্বামী শ্রীতুলসীদাস-মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূতচরিত্র ও শিক্ষাবিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। উভয় স্থানেই বিপুল জনসমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত প্রাচীন শিষ্য অধ্যাপক শ্রীখেরাইতিরাম গুলাটির আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ ৫ অক্টোবর মঙ্গলবার তাঁহার গৃহে পূর্ব্বাহ্নে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা পরিবেশন করেন। শ্রীখেরাইতিরাম প্রভুর গৃহে মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবসেবারও বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীখেরাইতিরাম গুলাটি ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীরঘুনাথ গুলাটি ও শ্রীইন্দ্রমোহন গুলাটি, শ্রীমদনলাল আগরওয়াল ও তাঁহার পুত্র শ্রীসুভাষ আগরওয়াল এবং পণ্ডিত শ্রীচিমন্‌লালজী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে বিশেষ-ভাবে যত্ন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

**জম্মু ঃ**—অবস্থিতি ঃ ২২ আশ্বিন, ৯ অক্টোবর শনিবার হইতে ২৯ আশ্বিন, ১৬ অক্টোবর শনিবার পর্য্যন্ত।

জম্মুর মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমদনলাল গুপ্তের ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব ঊনবিংশ মূর্ত্তি সমভি-ব্যাহারে রিজার্ভ বাসে প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় অমৃত-সর হইতে রওনা হইয়া উক্তদিবস বেলা ১টায় জম্মু সহরে গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীমদনলাল গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅশোক গুপ্ত বাসের অগ্রে জীপে সমস্ত রাস্তা-প্রহরারূপে আসেন। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরের দুইটী দ্বিতল অতিথিভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব, সাধুগণ এবং গৃহস্থ ভক্তগণ অবস্থান করেন। ১০ ও ১১ অক্টোবর এবং ১৩ হইতে ১৬ অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে, ১১ অক্টোবর হইতে ১৫ অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্নে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। প্রত্যহ অপরাহ্ন-কালীন বিশেষ ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্‌ব্যতীত প্রাতের সভায় বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

১০ অক্টোবর রবিবার গ্রীণবেল্টস্থ শ্রীমঙ্গলেশ্বর মন্দিরে (শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে) অপরাহ্নকালীন ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন যথাক্রমে পরিবেশ-শুদ্ধিকরণ বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীপি পট্টনায়ক এবং জম্মু ও কাশ্মীর হাই-কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীকে-কে

গুপ্ত। শ্রীল আচার্য্যদেব 'দূষিত মন সর্ব্ববিধ দুঃখের মূল কারণ' ( Pallution of mind is the root cause of all afflictions )—নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয়ের উপর দীর্ঘ সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। দেশের ও বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিবেশ দূষণে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতিকারকল্পে প্রধান অতিথি ও সভাপতি তাঁহাদের ভাষণে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করেন। সভান্তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীমন্দির-পরিক্রমামুখে ভক্তগণ কর্ত্তৃক নৃত্যকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

২৫ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর মঙ্গলবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে জম্মু সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমুল্‌ক্‌রাজ্‌জী, শ্রীমদনলাল গুপ্ত, শ্রীরাসবিহারী দাস ( শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র ), শ্রীফকীরচাঁদজী, শ্রীশশী গুপ্ত ( গান্ধীনগর ), স্বধামগত শ্রীরমেশ চন্দ্র শর্ম্মা ( শ্রীমতী ললিতাদেবী ), প্যারেড গ্রাউণ্ডে বৈষ্ণবদেবীযাত্রার প্রাক্কালে বিরাট সম্মেলনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন, প্যারেড গ্রাউণ্ডে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইলে সকলে একযোগে দোহার করেন।

১৬ অক্টোবর মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী ( শ্রীস্ব:দশ কুমার শর্ম্মা ), শ্রীনন্দকিশোরজী রাইনা, শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী ( শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র ), শ্রীমদনলাল গুপ্ত. শ্রীজানকীনাথ দাস ( শ্রীজিতেন্দ্র মিশ্র ), শ্রীরুক্মিণীকান্ত দাস (শ্রীরবি শর্ম্মা), শ্রীশুকদেব দাস ( শ্রীশশী শর্ম্মা ) প্রভৃতি স্থানীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

**রাজপুরা (পাঞ্জাব)** ঃ—অবস্থিতি ঃ ৩০ আশ্বিন, ১৭ অক্টোবর রবিবার হইতে ৩ কার্ত্তিক, ২০ অক্টোবর বুধবার পর্য্যন্ত।

২৯ আশ্বিন, ১৬ অক্টোবর শনিবার শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টী সহ জম্মু হইতে শালিমার এক্সপ্রেসে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ পরদিন প্রত্যুষে পাঁচ ঘটিকায় আম্বালা ক্যাণ্ট ষ্টেশনে পৌঁছিলে রাজপুরানিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরঘুনাথ শাল্দি প্রভুর ব্যবস্থায় দুইটী মারুতিকার এবং একটী জীপ কারে প্রাতঃ ৬-২৫ মিঃ-এ রাজপুরায় শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে আসিয়া শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। মারুতিকারে ও জীপে সঙ্কুলান না হওয়ায় কেহ কেহ বাসেও আসেন।

রাজপুরায় ৮ম বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন উপলক্ষে ১৭ অক্টোবর হইতে ২০ অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে এবং ১৮ অক্টোবর হইতে ২০ অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। প্রত্যহ নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে উভয় মন্দির পরিক্রমা হয়।

১৮ অক্টোবর অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা প্রারম্ভ হইয়া সহরের বিভিন্ন রাস্তা ভ্রমণান্তে রাত্রি ৭ ঘটিকায় শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। নগর-সংকীর্ত্তনে সহরের নরনারীগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীরঘুনাথ শাল্দি প্রভুর, শ্রীহোলারামজী কাপুর, শ্রীকস্তুরীলাল সিঙ্গেল ও অধ্যাপক শ্রীএম্-এম্ গুপ্তের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ শুদ্ধভক্তিপরিপোষক বিষয়সমূহ আলোচনামুখে হরিকথা বলেন। শ্রীরঘুনাথ প্রভুর গৃহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজও ভাষণ প্রদান করেন।

২১ অক্টোবর দিনে পাটিয়ালায় প্রচার-প্রোগ্রাম থাকিলেও রাত্রিতে রাজপুরায় অবস্থিতি হয়। রাজপুরায় স্থানীয় শিবমন্দিরে রাত্রির ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীরঘুনাথ শাল্দি প্রভু এবং তাঁহার পরিজনবর্গ ও স্থানীয় ভক্তগণের প্রচেষ্টায় বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

**পাটিয়ালা (পাঞ্জাব)** ঃ—অবস্থিতি ঃ ৪ কার্ত্তিক, ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দিবসে।

পাটিয়ালানিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীভগবান-দাস পাহজা, শ্রীরামসিংজী প্রভৃতি ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ-সহ রিজার্ভ বাসযোগে প্রাতে রাজপুরা হইতে ২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রওনা হইয়া নিকটবর্ত্তী পাটি-য়ালা সহরে পূর্ব্বাহ্নে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ সংকীর্ত্তন সহযোগে ত্রিপড়ীস্থিত শ্রীভগ-বানদাস পাহজার বাসভবনে আসিয়া তথায় অবস্থান করেন।

শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০টা হইতে বেলা ১-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভায় বিপুলসংখ্যক নরনারীর সমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। সভান্তে সমাগত ভক্তগণকে মিষ্টি প্রসাদ দেওয়া হয়। শ্রীভগবানদাস পাহজা গৃহে বৈষ্ণবসেবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শ্রীকিষণ্‌লাল উতরে-জীর গৃহে, ধর্ম্ম গিরিজীওয়ালা মন্দিরে ও শ্রীরাম-মন্দিরে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীভগবানদাস পাহজা এবং তাঁহার পরিজনবর্গ শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে ও বৈষ্ণবসেবায় আনুকূল্য করিয়া শ্রীল গুরুদেবের ও বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

**খান্না ( পাঞ্জাব )** ঃ—পাঞ্জাবে লুধিয়ানা জেলার অন্তর্গত খান্না সহর। সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য খান্না সহরের প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রকটকালে দুইবার খান্না সহরে শুভপদার্পণ করতঃ বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎকালে খান্না সহরে প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। শ্রীপাদ নিষ্কিঞ্চন মহা-রাজের পূর্ব্বাশ্রম খান্না সহরে। তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত নাম শ্রীরাধাকান্ত গর্গ, শ্রীল গুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী নাম প্রাপ্ত হন। শ্রীল গুরুদেবের নিকট ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণান্তে তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ নামে খ্যাত হন। তিনি বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সদস্য এবং চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক।

শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীবালিয়াজী প্রথমে কার্য্য-ব্যপদেশে রাজপুরায় ছিলেন, বর্ত্তমানে খান্নায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। শ্রীবালিয়াজীর বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে রিজার্ভ বাসযোগে ২২ অক্টো-বর শুক্রবার প্রাতে রাজপুরা হইতে রওনা হইয়া খান্না সহরে পূর্ব্বাহ্নে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। রাজপুরা হইতে খান্না দুই ঘণ্টার পথ। বড়রাস্তায় ভক্তগণ নামিয়া সং-কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীবালিয়াজীর বাসভবনে আসেন। উক্ত বাসভবনে সভার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করিলে শ্রোতৃবৃন্দ প্রভাবান্বিত হন। সভায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সমা-বেশ হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ সহরের পরিচিত ব্যক্তি হওয়ায় স্থানীয় ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য হরিকথা-মৃত পরিবেশন করেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং অনেক ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছিলেন।

শ্রীবালিয়াজী মধ্যাহ্নে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা ও প্রচারানুকূল্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

উক্ত দিবসই অপরাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব সদল-বলে রিজার্ভ বাসযোগে খান্না হইতে প্রথমে রাজপুরায় এবং তথা হইতে মারুতিকার এবং মেটাডোরে রওনা হইয়া আম্বালা ক্যাণ্ট পৌঁছিয়া উচাহার এক্সপ্রেস ট্রেনে নিউদিল্লী রওনা হইয়া যান। উক্ত দিবস নিউদিল্লী মঠে অবস্থান করতঃ পরদিন ( ২৩ অক্টো-বর শনিবার ) শ্রীল আচার্য্যদেব ১৬ মূর্ত্তি সমভি-

ব্যাহারে তুফান এক্সপ্রেসে বেলা ১২-৩০টায় মথুরা জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণু-প্রসাদজী প্রভৃতি ভক্তগণ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সকলে রিজার্ভ বাসযোগে বেলা ১-৩০টায় বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগদানের জন্য।

**শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ঃ**—৯ কার্ত্তিক, ২৬ অক্টোবর মঙ্গলবার হইতে ১৩ অগ্রহায়ণ, ২৯ নভেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত।

## শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের ১৯৯২-৯৩ সালের সংস্কৃত পরীক্ষার ফল

উপাধি

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | শ্রীগোবিন্দ দাস— | শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ। | ২য় বিভাগ |

মধ্য

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | শ্রীরামচন্দ্র দাস — | ,, | ,, | ,, |
| ২। | শ্রীদেবব্রত কর— | ,, | ,, | ,, |
| ৩। | শ্রীদুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য— | পুরাণ | | ,, |

আদ্য

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১। | কুমারী ভারতী পাল— | শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ | | ,, |
| ২। | শ্রীপ্রভাত কুমার দাস— | ,, | ,, | ,, |
| ৩। | শ্রীগোবিন্দ দাস— | বৈষ্ণব দর্শন | | ,, |

# 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক/গ্রাহিকাগণের প্রতি আমাদিগের বিনয়নম্র নিবেদন এই যে,—বর্ত্তমানে কাগজের মূল্য ও মুদ্রণব্যয় অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীপত্রিকার ফাল্গুন মাস হইতে অর্থাৎ ৩৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে বার্ষিক ভিক্ষার হার ১৮ টাকার পরিবর্ত্তে ২৪ টাকা করিয়া ধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি। বার্ষিক ভিক্ষা অগ্রিম দেওয়ার বিহিত থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রাহকের নিকট ২ বৎসর, কাহার কাহারও ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ভিক্ষা বাকী পড়িয়া আছে। অতএব গ্রাহক সজ্জন-গণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক ৩৩শ বর্ষ পর্য্যন্ত বার্ষিক ভিক্ষা ১৮ টাকা হারে এবং বর্ত্তমান ৩৪শ বর্ষের জন্য ২৪ টাকা হারে যথাসম্ভব সত্বর ভিক্ষা প্রেরণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আমাদিগকে সহায়তা করিলে সুখী হইব।

বিনীত নিবেদক,—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিভূষণ ভাগবত, কার্য্যাধ্যক্ষ

## শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

# পূতচরিতামৃত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৪০ পৃষ্ঠার পর ]

ডুবে বা।'—নীতি আমাকে বল দিবে। আমি কোন অবস্থায়ই হতাশ হইব না। পূর্ণানন্দস্বরূপ ভগবানে আনন্দ প্রদান ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি থাকিতেই পারে না। তিনি সকলের নিয়ন্তা হওয়ায় তাঁহার যে কোন ভাবে নিয়মনের মধ্যেই কেবল আমার আনন্দ প্রদান ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কিছু থাকিতে পারে না। আমি তাঁহার নিজধন, সুতরাং আমার রক্ষা ও পালন তিনি নিশ্চয়ই করিবেন, তাহাতেও আমার সংশয় হইবে না। 'ভূমৌ স্খলিত পাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনং ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো' বাক্য স্মরণ করিতে করিতে আমি অপরাধ মার্জ্জনভিক্ষামুখে তাঁহার ও তাঁহার প্রিয়জনের সেবায় দৃঢ়চিত্তে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য ভক্ত ও ভগবৎসেবামুখে প্রার্থনা জানাইতে থাকিব ও অক্লেশে তাঁহাদের কৃপায় ভক্তীতর বৃত্তি হইতে রেহাই পাইয়া তদীয়ের সেবায় আনন্দ লাভ করিব। ভক্ত ও ভগবৎ-সেবনই আমার ভজন।"

### ওড়িষ্যার কোরাপুট জেলায় সপার্ষদ শ্রীল গুরুদেব

'নৈতিক পুনরুত্থান সমিতির' উদ্যোগে ওড়িষ্যাপ্রদেশে কোরাপুটজেলার অন্তর্গত রয়াগড় সহরে ২৫ ফাল্গুন ( ১৩৮৩ ), ৯ মার্চ্চ ( ১৯৭৭ ) বুধবার হইতে ২৭ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত স্থানীয় রেলময়দানস্থ বিশাল সভামণ্ডপে দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওড়িষ্যা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে উক্ত মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। মাননীয় শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র মহোদয় শ্রীল গুরুদেবের ও তৎপার্ষদবৃন্দ ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণের থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন স্থানীয় ওড়িষ্যার বিশিষ্ট শিল্পপতি ডক্টর বি-ডি পাণ্ডা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত সুগার মিলের অতিথিভবনে। শ্রীল গুরুদেব উক্ত ধর্ম্মসম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন ঃ—'যেখানে একাধিক ব্যক্তির অবস্থান সেখানে নীতির আবশ্যকতা, নতুবা শান্তিতে বসবাস সম্ভব নহে। দেশভেদে, জাতিভেদে নীতি পৃথক্ পৃথক্ হইলেও নীতির মূল ভিত্তি বাস্তব ঈশ্বরবিশ্বাসে নিহিত। উক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসরূপ মূল নীতি হইতে বিচ্যুতি ঘটায়, মনুষ্যসমাজে সর্ব্বস্তরে বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইতেছে নৈতিক পুনরুত্থান সমিতি উক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসকে পুনঃ সংস্থাপনের চেষ্টায় উদ্যোগী হইয়াছেন, ইহা প্রশংসার্হ। একজন সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা পুরুষ আছেন – এই বিশ্বাস জীবকে পাপাদি কার্য্য হইতে স্বাভাবিকভাবে নিবৃত্ত করে। কিন্তু এতৎসম্পর্কে একটি বিষয়ে আমি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অভিনিবেশ প্রার্থনা করি—যাঁহারা জীবকে ভগবান্ বলেন বা ভগবান্ হবেন বলেন, তাঁহাদের ঐসব বাক্যের পরিণতি কি ভাবিয়া দেখিতে। ঐসব বাক্যের যে প্রকার ব্যাখ্যাই আমরা করি না কেন, তাহার দ্বারা নীতির মূল ভিত্তি ভগবদ্বিশ্বাস বিনষ্ট হয় না কি? জীব নিজেই ভগবান্ হইলে, কাহার দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত হইবে? সমাজের লোকের ভগবত্তত্ত্ববোধে যাহাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়, তদ্বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াই ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রবক্তাগণকে জনসমাবেশে ভাষণ দেওয়া উচিত, নতুবা হিতে বিপরীত হইবে।'

উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন দাক্ষিণাত্যের শ্রীশুদ্ধানন্দ ভারতী, কটক হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ও বহরমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচায্য শ্রীবালকৃষ্ণ পাত্র, কটক হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র, পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, পদ্মশ্রী শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা, অধ্যাপক শ্রীরাজকিশোর রায়, শ্রীএন্ মল্লিকার্জ্জুন স্বামী, স্বামী আত্মানন্দজী ও ভি কৃষ্ণমূর্ত্তি।

প্রথমদিন সভায় আশানুরূপ শ্রোতৃসংখ্যা না হওয়ায় সমিতির সদস্যগণ শ্রীল গুরুদেবকে প্রত্যহ প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির করিবার প্রস্তাব দিলে শ্রীল গুরুদেব উহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা নগরসংকীর্ত্তনের পথনির্দ্দেশক হইলেন। তৎপর হইতে সভামণ্ডপে বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইতে থাকে। পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্ম্মা অনেক স্থানে বক্তৃতাকালে নগরসংকীর্ত্তনের মহিমা বলিতে গিয়া কোরাপুটের নগরসংকীর্ত্তনের কথা উদাহরণস্বরূপ বলিতেন।

মাননীয় শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী সাধুগণের আহারাদির ব্যবস্থা-বিষয়ে বহু প্রকারে প্রযত্ন করিয়া অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীল গুরুদেব সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দ-দুলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরামগোপাল ব্রহ্মচারী।

## চণ্ডীগড়ে ও জলন্ধরে শ্রীল গুরুদেব

১১ চৈত্র ( ১৩৮৩ ), ২৫ মার্চ্চ ( ১৯৭৭ ) শুক্রবার হইতে ১৫ চৈত্র, ২৯ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত চণ্ডীগড় মঠে এবং ২৪ চৈত্র, ৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ২৭ চৈত্র, ১০ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার উদ্যোগে জলন্ধর সহরে দিবস চতুষ্টয়ব্যাপী বাষিক ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে যোগদান করিয়াছিলেন। চণ্ডীগড় মঠের বাষিক উৎসবে ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন চীফ কমিশনার শ্রীটি-এন্ চতুর্ব্বেদী, হরিয়াণার রাজ্যপাল শ্রীজয়শুক-লাল হাথী, অবসরপ্রাপ্ত চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদ্মভূষণ শ্রীপি-এল্ ভার্মা, এড্ভোকেট শ্রীহীরালাল সিব্বল, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর আর্-সি পাল, মাননীয় বিচারপতি শ্রীএম্-আর শর্ম্মা, সুপারিন্টেন্-ডেণ্ট অব পুলিশ শ্রীগৌতম কাউল, বিচারপতি শ্রীএম্-পি গোয়েল ও অধ্যাপক ডক্টর ভি-সি পাণ্ডে। **শ্রীল গুরুদেব** জলন্ধর সংকীর্ত্তন-সম্মেলনে **উদ্বোধন ভাষণে** বলেন—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষায় পরমার্থজগতের মান আজ এক অভিনব পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাঁহার বিতরিত অমূল্য সম্পদ আজ জীবমাত্রই ধনী হইয়া স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ ও বিরোধী স্বরূপের জ্ঞান লাভ করতঃ স্ব-স্বরূপানুবৃত্তিতে সকলেই নিঃ-শ্রেয়স বস্তুর সম্মুখীন হইয়াছেন। এতবড় spiritual game ও spiritual gain ইতঃপূর্ব্বে জীবভাগ্যে আর কখনও দেখা যায় নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদত্ত মার্গানুশীলনই আজ ব্যষ্টি তথা সমষ্টির শান্তি বা বিশ্বশান্তির একমাত্র পথ।' পাঞ্জাবের প্রাক্তন স্বাস্থ্য ও খাদ্যমন্ত্রী মহান্ত শ্রীরামপ্রকাশ দাসজী জলন্ধর নাগরিকগণের পক্ষে শ্রীল গুরুদেবকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতঃ বলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহা-প্রভুর পরম্পরায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রতিবৎসর জলন্ধরে শুভাগমন করতঃ সহস্র সহস্র নরনারীকে শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম অনুশীলনে প্রোৎ-সাহিত করিতেছেন।

## কলিকাতা মঠে ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে ইং ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীদামোদরব্রতানুষ্ঠানে শ্রীল গুরুদেব

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুদেবের শুভ উপস্থিতিতে ও নিয়ামকত্বে ৬ কার্ত্তিক, ২৩ অক্টোবর রবিবার শ্রীহরিবাসর তিথি হইতে ৫ অগ্রহায়ণ, ২১ নভেম্বর সোমবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত মাসব্যাপী শ্রীদামোদরব্রত-কার্ত্তিকব্রত বা নিয়মসেবা যথারীতি

পালিত এবং উত্থানৈকাদশীতে শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাবতিথিতে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল গুরুদেবের কৃপাপ্রার্থনামুখে পদ্য ও গদ্যাকারে লিখিত পুষ্পাঞ্জলিসমূহ রাত্রির বিশেষ ধর্ম্মসভায় ভক্তগণ পাঠ করেন। শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাণী—'আমরা যাহা বলি বা লিখি তাহা যাহাতে কার্য্যে বা আচারে পরিণত হয় তৎপ্রতি যেন সকলেই লক্ষ্য রাখি। আমাকে আমার শিষ্যগণ যে সকল স্তব স্তুতি করিতেছেন, আমি বসিয়া বসিয়া সে সকল শুনিতেছি বটে, কিন্তু আমি জানি ঐসকল পূজা সমস্তই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রাপ্য। আমি আমার সম্মুখে উপস্থাপিত যাবতীয় পূজাসম্ভারই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাদরে নিবেদন করিতেছি। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আপনাদের উপর প্রসন্ন হউন। কল্যাণকামিগণের কখনই অকল্যাণ হয় না।'

## শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চতুরধিকশততম আবির্ভাবপূর্ত্তি-তিথিপূজা-মহোৎসব

( ১৬ ফাল্গুন, ১৩৮৪ ; ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ মঙ্গলবার )

### পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন

[ ১৪ ফাল্গুন, ১৩৮৪ ; ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ রবিবার হইতে
১৮ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ]

শ্রীল গুরুদেবের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীপুরুষোত্তমধামে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব-স্থলী টাউন থানার নিকটবর্ত্তী গ্র্যাণ্ড রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ১০৪তম শুভাবির্ভাব তিথিপূজা ও তদুপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীল গুরুদেবের আহ্বানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ভক্ত ও গৃহস্থ সজ্জন-গণ সহস্রাধিক সংখ্যায় যোগদান করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যদেশের কতিপয় ভক্তও এই উৎসবে যোগ
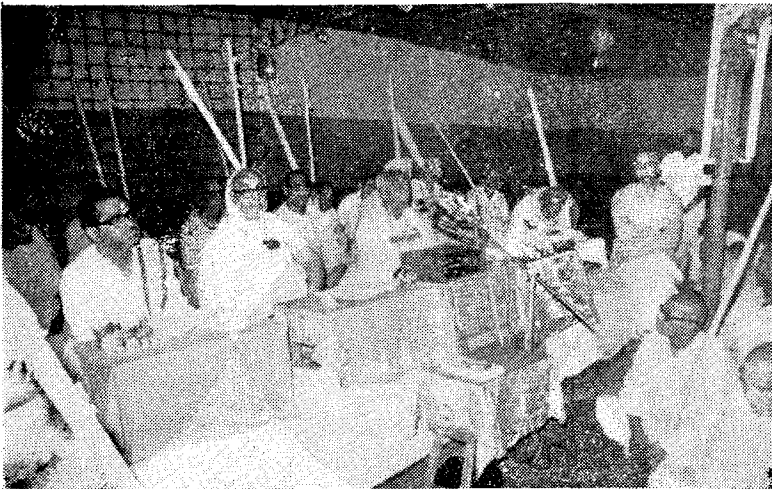
পুরীতে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন
বামদিক হইতে—বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র বসাক, শ্রীল গুরুদেব, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র

দিয়াছিলেন। অতিথিগণের অবস্থানের জন্য মঠের গৃহাদিতে সঙ্কুলান না হওয়ায় দুধওয়ালা, বাগারিয়া ও গোয়েঙ্কা ধর্ম্মশালার কক্ষসমূহে এবং তাহাতেও সঙ্কুলান না হওয়ায় বাড়ী ভাড়া করিয়াও অতিথিগণের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীমঠের সম্মুখস্থ গ্র্যাণ্ডরোডে বিরাট সভামণ্ডপে সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনের উদ্বোধন করেন ওড়িষ্যা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র। সভাপতির আসনে বৃত হইয়াছিলেন যথাক্রমে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র বসাক, সামন্ত চন্দ্রশেখর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীত্রিলোচন মিশ্র, শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ প্রাচ্য দর্শনানুশীলন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজ, ওড়িষ্যার সমাজ পত্রিকার সম্পাদক
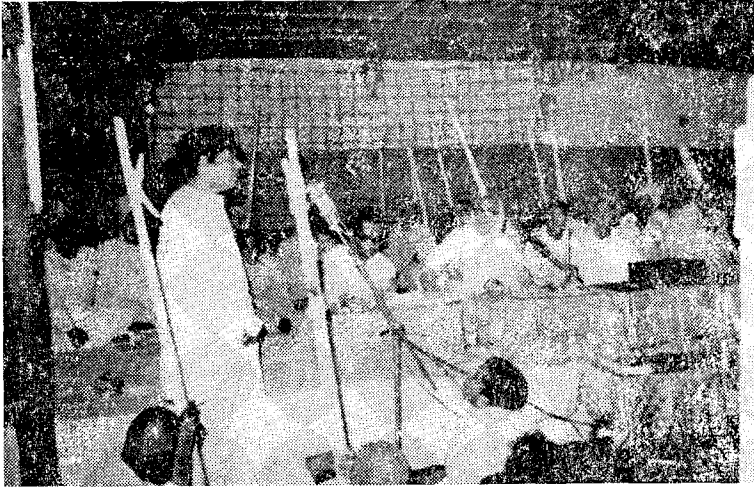
প্রথম অধিবেশনে ভাষণ দিতেছেন ডক্টর শ্রীবংশীধর পণ্ডা

শ্রীরাধানাথ রথ এবং পুরীর জেলাধীশ শ্রীএস্-এন্ রথ। ধর্ম্মসভার ১ম, ৩য় ও ৪র্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথি হইয়াছিলেন ওড়িষ্যার খ্যাতনামা শিল্পপতি শ্রীবংশীধর পণ্ডা, কলিকাতার বিশিষ্ট এড্‌ভোকেট শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় ও পুরীর বিশিষ্ট এড্‌ভোকেট শ্রীনারায়ণ মিশ্র। ধর্ম্মসভার ১ম ও ৩য় অধিবেশনে বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র এবং এড্‌ভোকেট শ্রীবামদেব মিশ্র। মুখ্য বক্তারূপে ৫ম অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র। শ্রীল গুরুদেবের এবং পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষন ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণের মধ্যে পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ। এতদ্ব্যতীত গুরুবর্গের নির্দ্দেশক্রমে বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ইস্কন প্রতিষ্ঠানের ভুবনেশ্বর শাখাকেন্দ্রের ডিরেক্টর মাকিনদেশীয় শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী ও ইস্কন প্রতিষ্ঠানের শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শাখাকেন্দ্রের সভ্য শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাসাধিকারী।

( ক্রমশঃ )

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

**Sree Chaitanya Bani**

35, Satish Mukherjee Road

Calcutta-26

BOOK POST

**Serial No.**

**To**

Name..........................

Vill..........................

P. O..........................

Dist..........................

Pin..........................

## নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

**কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—**

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

**মুদ্রণালয় :**—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুস্ত্রিংশ বর্ষ—২য় সংখ্যা
চৈত্র, ১৪০০

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

**মূল মঠ ঃ—**১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ ( নদীয়া ) ফোন ঃ ২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম )

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম )

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম ) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৪শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র ১৪০০
২ বিষ্ণু, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, মঙ্গলবার, ২৯ মার্চ্চ ১৯৯৪ | ২য় সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গঙ্গা ভবন, পোঃ মথুরা
১২ই কার্ত্তিক, ১৩৪১ ; ২৯ অক্টোবর, ১৯৩৩

বিহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বিকেয়ম্—

আপনার ৭ই কার্ত্তিকের লিখিত কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি আমাদের অনেকের প্রতি স্নেহবিশিষ্ট, তাহা আপনার প্রতি পত্রেই জানিতে পাই।

সম্প্রতি আমি শ্রীমথুরাধামে নিয়ম-সেবা-পালনে নিযুক্ত। আমার দৈহিক অবস্থা ভাল না থাকিলেও কৃষ্ণভজনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া কৃষ্ণভজন হইতে বিরত হইব না, মনে করিতেছি। তবে একেবারে অসমর্থ হইলে ভজন কেবল স্মরণ-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে।

শ্রীমথুরা—ভগবজ্জন্মভূমি। শুধু তাহাই নহে, এ স্থান নিয়মমাত্র-গ্রাহী স্মার্ত্তের পতনভূমি। এই পুরী—সাধারণী গণিকাভাবযুক্তা কুব্জার চিন্তা-স্রোতো-দমনী, লৌকিক জ্ঞান-দৃপ্ত জনসঙ্ঘের প্রতাপবান্ পথদ্বয়রূপ চাণুর মুষ্টিকাদি মল্লের মায়াবাদ-অপসারণী, আর কর্ম্ম-জ্ঞানাবৃত প্রতিকূল-কৃষ্ণানুশীলনকারীর সমাধিক্ষেত্র; সর্ব্বোপরি বিপ্রলম্ভ-বিধায়িনী এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও ভক্তগোষ্ঠীর সহিত শ্রীরূপের মাসাবধিকাল যাবৎ অধিষ্ঠান-ভূমিকা।

আপনি পণ্ডিত। আপনাকে এইসকল কথা লেখাই বাহুল্য। অত্রস্থ কুশল জানিবেন। ইতি

শ্রীকার্ষ্ণকিঙ্কর
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীমায়াপুর
১৬ই পৌষ, ১৩৪১ ; ১লা জানুয়ারী, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্র পাইলাম। পত্র পাইয়া আমি কিছু আশ্চর্য্যান্বিতই হইলাম। আপনার হস্তে অনেকগুলি কার্য্য সেদিন নিষ্পাদ্য ছিল। সেইজন্যই বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে, সেইগুলি না করিয়া বৃথা আমার সহিত কষ্ট করিয়া আসিবার আবশ্যকতা নাই,—ইহাতে অনাত্মীয়তার কি আছে ? * * *

যাহা বুঝিতে পারিতেছেন, উহা লিখিয়া Co-ordinate authority হইবার কেন যত্ন করিলেন, বুঝিলাম না। Co-ordinate authority ব্যতীত কি কেহ ঐরূপ ভাষায় বলিতে পারে ? অতিরিক্ত অর্থ ও বাহাদুরীর গরম ভগবদ্ভক্তের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। তাহা হইলেই লঙ্ঘনজনিত অসুবিধাই হইতে পারে। আপনি আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন, আমার চিত্ত কোন দিন "হাম বড়া বাহাদুর" হইবার দিকে ধাবিত না হয়। * * * আমি অনেক সময় যাঁহাদিগকে আত্মীয়জ্ঞানে কর্কশ ও রূঢ় বাক্য বলিয়া থাকি, তাঁহারা মাপ করিবেন—এই উদ্দেশ্যেই বলি। যাহা হউক, এই ক্ষেত্রে আপনি বা আপনার আলোচনাকারিগণ সে উদ্দেশ্য হইতে আমাকে বঞ্চনা করিতেছেন।

আমরা কোনদিন আমাদের গুরুবর্গের নিকট আমার নিজের বক্তব্য বিষয় অন্যের দ্বারা বলিয়া পাঠাই নাই, তাহাতে মর্য্যাদার হানি হইবে, জানিতাম। * * অর্থকে অনর্থ বলিয়াই শঙ্করাচার্য্য জানাইয়াছেন। কিন্তু আমরা জড় স্বার্থকেই 'অর্থ' মনে করিতেছি।

একদিন শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট "তিনি স্বামী মানেন না এবং ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে খুব মজবুত" বলিয়াছিলেন। এইরূপ মনোভাব পোষণ করিতে বল্লভাচার্য্যকে শ্রীমহাপ্রভু উৎসাহ দেন নাই। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী আমাদের ন্যায় মূঢ় ব্যক্তিকে "প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী" ইত্যাদি শ্লোক শিক্ষা দিয়াছেন। আপনার ভক্তবৃন্দকে এই সকল কথা বুঝাইয়া দিবেন এবং আপনি মর্ম্মাহত হইবেন না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**
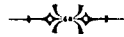
## শ্রীতত্ত্বসূত্র—তত্ত্ব প্রকরণম্

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৫ পৃষ্ঠার পর ]

**স সচ্চিদানন্দো জ্ঞানাগম্যো ভক্তিবিষয়ত্বাৎ ॥৪॥**

স চ পরমেশ্বরঃ সত্যজ্ঞানানন্দময় বিগ্রহোঽবাঙমনস গোচরো জ্ঞানেনাগ্রাহ্যঃ কেবলং ভক্তিগ্রাহ্যত্বাৎ। 'যদ্বাচা নভ্যুদিতং যন্মনো ন মনুতে' ইতি শ্রুতেঃ 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য' ইতি স্মৃতেঃ।

নন্বেবম্বিধ বিবিধ বিরুদ্ধধর্ম্ম-বিশিষ্টস্য কথং জ্ঞেয়ত্ব ইত্যপেক্ষায়ামাহ।

সেই সচ্চিদানন্দরূপ পরতত্ত্ব জ্ঞান-চক্ষের দ্বারা দৃষ্ট নহেন, কিন্তু কেবল ভক্তির দ্বারা উপলব্ধ। সচ্চিদানন্দ কাহাকে বলা যায়, ইহার বিচার করা কর্ত্তব্য।

শ্রুতৌ যথা,—'ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ লক্ষণম্'।

তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

বিষ্ণুপুরাণে সচ্চিদানন্দ শব্দের এই ব্যাখ্যা যথা,—

হলাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হলাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়িনোগুণবর্জ্জিতে॥

অস্য টীকা চ। হে ভগবন্ ত্বয়ি ভগবতি ঈশ্বরে সর্ব্বসংশ্রয়ে সর্ব্বেষামাশ্রয়ভূতে একা অচিন্ত্য শক্তি হলাদিনী সন্ধিনী সম্বিদিতি ত্রয়ং ভবতীত্যর্থঃ। কথম্ভূতে ত্বয়ি গুণবর্জ্জিতে সত্বরজস্তমস্ত্রিগুণাতীতে, হলাদতাপকরী সুখদুঃখময়ী মিশ্রাশক্তি র্নো ভবতী-ত্যর্থঃ। অতএবানন্দাখ্য পরমানন্দময়ী শক্তিস্ত্বয়ি বর্ত্ততে ইতি ধ্বনিতং।

পরতত্ত্বের উপলব্ধাংশকে ঈশ্বরের স্বরূপ বলিতে হইবে। ঈশ্বর অপরিমেয় পদার্থ। অতএব তাঁহার সম্পূর্ণ সাক্ষাৎ খণ্ডচৈতন্য-স্বরূপ জীবদিগের অপ্রাপ্য। কিন্তু যে কিছু অংশ জীবের ভক্তিবৃত্তি অর্থাৎ অনু-ভববৃত্তির দ্বারা উপলব্ধ হইতে পারে তাহাই তাঁহার স্বরূপ।

জীব অন্তবিশিষ্ট, অতএব ঈশ্বরের আনন্ত্য কখনও কোন অবস্থাতেই জীব-কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ উপলব্ধ হইবার সম্ভাবনা হয় না। কেবল ভক্তির উন্নতির সহিত ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারজনিত আহলাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবে এই মাত্রই সাত্বত পুরুষদিগের আশা। সেই এক পরতত্ত্ব যে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ঐ অনন্ত-শক্তির সমষ্টি একমাত্র অনাদিশক্তিকে বুঝায়। সেই অনাদিশক্তি অনন্ত-ভাবে পরিণত হইতে পারে অতএব সেই শক্তিকে অনন্ত কহা যায়। সেই ভগবচ্ছক্তির বিষয় মার্কণ্ডেয় পুরাণে শক্তিমাহাত্ম্যে চণ্ডী-প্রথমাধ্যায়ে—

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সম্মোহিতং জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরং।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসার বন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

পরমেশ্বরের সেই অনাদি-শক্তিকে অলঙ্কারের দ্বারা কর্ত্তৃত্বাদি আরোপ করিয়া চণ্ডিকারূপে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বেদব্যাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জড়গুণে স্ত্রীত্ব কল্পনা করা কবিদিগের পক্ষে দূষণীয় নহে। অতএব ব্রহ্মকবি বেদব্যাস শক্তি-শক্তিমানের বিশেষ বিচারের জন্য এরূপ পথ অবলম্বন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কোন কোন সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা চণ্ডিকাকে অপরা-শক্তি ব্যাখ্যান করতঃ বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকাকে পরাশক্তি বলেন। কিন্তু সমস্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পক্ষে মান্য নারদ-পঞ্চরাত্র গ্রন্থে ঈশ্বরের শক্তির অদ্বয়ত্ব-প্রতিপাদন দেখা যায়। চণ্ডিকাদেবী পর-মেশ্বরকে স্তব করিতে করিতে কহিলেন—

তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে।
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পাদপদ্মার্চ্চনে রতা॥

লক্ষ্মী বা দুর্গা বা অন্য কোন নামেই হউক ভগ-বানের যে এক পরাশক্তি তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইল। তত্ত্বনির্ণায়ক গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক বিবাদের কোন প্রয়ো-জন নাই। বাস্তবিক এক অদ্বয়তত্ত্ব নিমিত্ত ও উপা-দান উভয় কারণ স্বীকৃত হইলেই তাহাকে পুরুষ-প্রকৃত্যাত্মক কহা যায়।

গীতায়াং নবমাধ্যায়ে চোক্তং ভগবতা—
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীন বদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥

ফলতঃ ঈশ্বর স্বয়ং শক্তি ও শক্তিমান। ঐ শক্তি আহলাদরূপা অর্থাৎ বিলাসিনী অতএব আনন্দভাবে জীবের গ্রাহ্য। শক্তিমান ভাবটীতে কেবলমাত্র চৈতন্য বুঝায় এবং উভয়ের অভেদ্য-ঐক্য সনাতন অর্থাৎ সৎ। এ প্রযুক্ত পরমেশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দই বলিতে হইবে। যে প্রদেশে যে কোন ধর্ম্মানুযায়ী পরতত্ত্বের অনুশীলন হউক না কেন, সচ্চিদানন্দত্বই মাত্র ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধ হয়। এই স্বরূপটী কদাচ যুক্তির দ্বারা বিচারিত হয় না, কেবল স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা অনুভূত হয় মাত্র।

অনেকেই সেই পরতত্ত্বের স্বরূপ সাকার কি নিরাকার এই বিষয়ে বহুতর বিবাদ করিয়া থাকেন। সাকারবাদিগণ কহেন যে, পরমেশ্বরের আকার না থাকিলে উপাসনা বা কোনপ্রকার ক্রিয়ার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব তাঁহার একটি [illegible]

তথাহি নারদ-পঞ্চরাত্রে শিববাক্য—

তেজোঽভ্যন্তরে রূপঞ্চ ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ সদা।
দাসানাঞ্চ কুতো দাস্যং বিনা দেহেন নারদ ॥

পক্ষান্তরে নিরাকারবাদিগণ পরমেশ্বরকে পরমাত্মারূপে জ্ঞান করতঃ সর্ব্বব্যাপিত্বের ব্যাঘাৎ আশঙ্কায় নিরাকার বলিয়া প্রতিপাদন করেন। পুনরায় নারদ-পঞ্চরাত্রে লিখিয়াছেন—

শরীরং প্রাকৃতং সর্ব্বং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং।
গুণেন সজ্জতে দেহো নির্গুণস্য কুতো ভবেৎ ॥

বস্তুতঃ উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু কুসংস্কার আছে। নিরাকারবাদীরা সর্ব্বব্যাপী পুরুষের আকারকে অসম্ভব বলায় পরমেশ্বরের এককালে উভয় ভাবাপন্ন ( অর্থাৎ নিরাকার ও সাকার ) হইতে সামর্থ্য থাকার স্বীকার করেন না। এপ্রকার বিশ্বাসে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত হইয়া উঠে। অপিচ সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের নিরাকারত্ব অর্থাৎ সত্ত্বের অভাব যুক্তি-বিরোধী। বিচিত্র শক্তিক্রমে ভগবান্ এককালে সর্ব্বব্যাপী ও সাকার থাকিতে পারেন। ইহা কেবল ব্রহ্মেতর পদার্থের পক্ষে দুঃসাধ্য।

তথাহি হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে—

আনন্দো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূর্ত্তামূর্ত্ত প্রভেদতঃ।
অমূর্ত্তস্যাশ্রয়ো মূর্ত্তো মূর্ত্তানন্দোঽচ্যুতো মতঃ ॥
অমূর্ত্তঃ পরমাত্মাচ জ্ঞানরূপঞ্চ নির্গুণঃ।
স্বস্বরূপশ্চ কূটস্থো ব্রহ্মচেতি সতাং মতং ॥
অমূর্ত্ত মূর্ত্তয়োর্ভেদো নাস্তি তত্ত্ব বিচারতঃ।
ভেদস্তু কল্পিতো বেদৈ-র্মণি তত্তেজসাবিব ॥

কপিল-পঞ্চরাত্রে চ—

দ্বে ব্রহ্মণি তু বিজ্ঞেয়ে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বভাবোঽয়ং ধ্যেয়ো নারায়ণো বিভুঃ ॥

বেদসকলও পরতত্ত্বের উভয়ত্ব স্বীকার করেন; যথা হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে যতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয় সবিশেষমেব ॥

পরমেশ্বর বস্তুতঃ সাকার ও নিরাকার উভয়াত্মক। যে ব্যক্তিরা উভয়ের মধ্যে কোন একটীর প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া অপর স্বরূপকে অগ্রাহ্য করেন তাহারা উভয় চক্ষে দৃষ্টি করেন না বলিতে হইবে। সাকার-নিরাকার লইয়া বিবাদ করা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। পরমেশ্বরের ভৌতিক আকার নাই কিন্তু ভূতাতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বময় বিভুর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সকল ভক্তের গ্রাহ্য। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃত চক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃত চক্ষের পক্ষে সাকার—ইহা বলা যাইতে পারে, অতএব উভয় স্বরূপই তাঁহার স্বীকৃত। সাত্বত তত্ত্ব সমস্ত সম্প্রদায়ের অতীত। অতএব সাকার নিরাকাররূপ বিবাদে সারগ্রাহীগণ কদাচ লিপ্ত হইবেন না। ভক্তির উদয় হইলেই মনের বুদ্ধিবৃত্তিতে উভয়াত্মক ঈশ্বর প্রতীত হইবেন।

এই স্থলে একটি সংশয় উদয় হইতে পারে অর্থাৎ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ভক্তি সর্ব্বলোকের স্বাভাবিক বৃত্তি এবং অনায়াসে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের গ্রাহক হয়, তবে অনেকেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে কেন না পারেন ? এই সংশয়ের মীমাংসা এই যে, বৃত্তি হইতে বৃত্তির বিষয় যদি দূরে থাকে অথবা বৃত্তি ও বিষয়ের মধ্যে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকে, তাহা হইলে স্বাভাবিক বৃত্তিও অকর্ম্মণ্য হইয়া হতপ্রায় অবস্থিতি করে। যেমন অপুত্রক পিতার পুত্র-স্নেহ উদয় হয় না, অবিবাহিত স্ত্রীর স্বামীর প্রতি স্নেহ উপলব্ধ হয় না, উপকারী পুরুষের প্রতি অজ্ঞানবশতঃ উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ ইতরানুরাগী মূঢ়দিগের স্বতঃসিদ্ধ ভগবৎ প্রেমও কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। নাস্তিকেরা অধিকতর জড়বিষয়ের আলোচনা করতঃ বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেমের আস্বাদক হইতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষ-কর্ত্তা এরূপ বলিতে পারেন যে পরতত্ত্ব সম্বন্ধে যদি জ্ঞানের কোন সামর্থ্য নাই, তবে এই তত্ত্বসূত্রে বিচার পরিত্যাগ করিয়া কেবল জপ, ধ্যান, বন্দনা, পূজা ও শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনাদি ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়। তদুত্তরে বাচ্য এই যে, তত্ত্বসূত্র বিচারটী ব্রহ্মসূত্র, কর্ম্মসূত্র ও সাংখ্যসূত্র বিচারের ন্যায় নিরস নহে। এই তত্ত্বসূত্র বাস্তবিক নিরুপাধিক ভক্তিসূত্র মাত্র। উপযুক্ত স্থলে দর্শিত হইবে যে, ভক্তি রাগরূপা মাত্র, জ্ঞানরূপা বা কর্ম্মরূপা নহে। ঐ রাগ যদি পরতত্ত্ব স্বরূপ ভগবৎ-পদার্থে অর্পিত হয়, তবেই

ইহার চরিতার্থতা স্বীকার করা যায়, নতুবা ইতর পদার্থে তাহা অনুগত হইলে সংসাররূপ ঘোর বন্ধন তাহার ফল হয়। অতএব তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই সাধকের পরমার্থের মূল। 'আদৌ শ্রদ্ধা' প্রভৃতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্লোক বিচার করিলে ঐ শ্রদ্ধাকেই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা বলা যাইবে। শ্রদ্ধা-ব্যতীতই বা শ্রেয় কোথায় ? পদার্থ উপলব্ধ না হইলে তাহাতে রাগ কিরূপ হইবে ? জিজ্ঞাসা-ব্যতীতই বা কিরূপে পদার্থ উপলব্ধ হয় ? শুষ্ক তর্ক ও প্রতিকূল যুক্তিদ্বারা অবশ্যই শ্রদ্ধার ব্যাঘাত হয় কিন্তু পরতত্ত্ব-বিচার তদ্রূপ নহে। আত্মার স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ ও তদুভয়ের সম্বন্ধ-স্বরূপ যাঁহার বিচার নাই, তাঁহার রাগ উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত না হইয়া ইতর পদার্থে উপগত হইলেও তিনি স্বীয় অপগতি বুঝিতে পারেন না। তিনি মনে করেন যে, জ্ঞানশূন্য রাগের দ্বারা তাঁহার নির্ম্মল ভজন ও পুলকাশ্রু প্রভৃতি লক্ষণ-সকল প্রকাশ হইতেছে কিন্তু হয়ত তাঁহার রাগ ঔপাধিকভাবে কোন চিৎ বা অচিৎ-পদার্থে উপগত হওয়ায় তাঁহাকে বঞ্চনা করিতেছে। অতএব ভক্তদিগের পক্ষে শুষ্কজ্ঞান, ফল্গু-বৈরাগ্য ও বন্ধ্যা-তর্ক পরিত্যাগ যেরূপ আবশ্যক; তত্ত্ববিচার ও তৎপদার্থে বিমল-অনুরাগ অর্পণ করাও সেইরূপ আবশ্যক জানিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা রাগ-বাহুল্যপ্রযুক্ত তত্ত্ববিচারে অনাদর করেন, তাঁহাদিগকে নিতান্ত মুক্ত অথবা নিতান্ত বদ্ধ বলিয়া জানিবে। ইহাই এই তত্ত্বসূত্রের রহস্য।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু না পাইবে কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন ॥

সেই সচ্চিদানন্দ-পদার্থকে যদি কেহ ভাণ বা অচিরস্থায়ী বা স্বরূপতাবশতঃ দেশ কালের দ্বারা বদ্ধ ও আদি-অন্তযুক্ত কহেন, তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য এইরূপ সূচিত হইয়াছে যথা—

ননু পরমেশ্বরস্য ভক্তিগ্রাহ্যত্বে তত্ত্বে গ্রাহ্য জগদ্‌গুরু পাতিত্বং স্যাদিত্যাশঙ্কা নিরসনায় পঞ্চম সূত্রমারভতে—

(ক্রমশঃ)
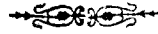
# বর্ষারম্ভে

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ১০ পৃষ্ঠার পর ]

শ্রীল প্রভুপাদ কূর্ম্মদেবের নিশ্বাস হইতে আমাদিগের শিক্ষণীয় বিষয় প্রদর্শন করিতেছেন—

(১) বেদশাস্ত্র শ্রীকূর্ম্মভগবানের নিশ্বাসে জীবহৃদয়ে সত্যের ধারণা প্রদান করিয়া অজ্ঞান তিরোহিত করেন।

(২) অধোক্ষজ কূর্ম্মের চিন্ময় শ্বাসবায়ু কৃপাপরবশ হইয়া বদ্ধজীবকে জড়ভোগ ও জড়ত্যাগবিচার রূপ অচিৎপ্রতীতি হইতে রক্ষা করতঃ চিন্ময়ী সেবাপ্রবৃত্তি প্রদান করেন।

(৩) শ্রীকূর্ম্মভগবানের শ্বাসবায়ু বদ্ধজীবের তর্ক-কণ্ডুয়নের উপশান্তি বিধান করুন। কূর্ম্মাবতারের প্রাকট্য ও কূর্ম্মলীলার প্রয়োজনীয়তা বদ্ধজীবহৃদয়ে অনুকূল বাতপ্রভাবে জড়ভোগ্যতা কণ্ডুয়নের শান্তি বিধান করুন।

কণ্ডুয়ন অর্থ চুলকানো। বদ্ধজীবের তর্কচেষ্টারূপ চুলকানি মায়াবাদাদি নানা ভক্তিবিরুদ্ধ অসৎ সিদ্ধান্তের অবতারণা করে। শ্রীভগবানের চিন্ময়দেহকে—তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিকে মায়িক বুদ্ধি করিয়া অপ্রাকৃত সবিশেষ বিচারকে নির্ব্বিশেষরূপে স্থাপন করিতে চাহে। তর্কপন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক নানা ভক্তিবিরুদ্ধ মতবাদ উত্থাপন করে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরংভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্ ॥"
—গীঃ ৯।১৬

অর্থাৎ 'অবিবেকিগণ আমার মনুষ্যাকৃতি শ্রীবিগ্রহাশ্রিত তত্ত্বই যে পরম উৎকৃষ্ট, ইহা না বুঝিয়া সর্ব্বভূতের মহামহেশ্বর আমাকে মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।'

এইসকল বিচারে তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার কূটতর্কের আবাহন করিয়া বালিশ অর্থাৎ তত্ত্বানভিজ্ঞজনের মস্তিষ্ককে বিঘূর্ণিত করিয়া ফেলেন। শ্রীকূর্ম্মের অপ্রাকৃততনু এবং অপ্রাকৃত সমুদ্রমন্থনাদি লীলা ভাগ্যবান্ জীবকে প্রকৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত বা সংস্থাপিত করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উক্ত 'পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদ্' শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—

শ্রীভগবানের কূর্ম্মাদিরূপে সমুদ্রমন্থন কার্য্যে দেবাদির যেমন নামমাত্র নিমিত্ততা, তদ্রূপ অপার বেদমহাসমুদ্রমন্থন কার্য্য ব্যাসাদিরূপে স্বয়ং ভগবানেরই কৃত্য। আবার যে ভগবান্ বেদসমুদ্রমন্থন করিলেন, তিনিই যেমন আবার মোহিনীরূপ ধারণ পূর্ব্বক সমুদ্রমন্থনোত্থ অমৃত অসুরগণকে বঞ্চনা করতঃ নিজভক্ত দেবগণকে পান করাইয়াছেন, তদ্রূপ সেই কূর্ম্মভগবান্ বেদসমদ্রমন্থনোত্থ ভক্ত্যমৃত স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে, অভক্ত অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়া ভক্ত আপনাদিগকে অর্পণ করুন, ইহাই শ্রীসূত গোস্বামীর শৌনকাদি ভক্তগণের প্রতি আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ। যে কূর্ম্মদেব তাঁহার পৃষ্ঠে ভ্রাম্যমাণ মহাগুরুভার মন্দর পর্ব্বতের প্রস্তরাগ্রভাগদ্বারা ঘর্ষণহেতু কণ্ডূয়নসুখজনিত নিদ্রাসুখ প্রাপ্ত হইতেছেন, সেই কূর্ম্মভগবানের শ্বাসবায়ু আপনাদিগকে তাঁহার (কূর্ম্মদেবের) বেদসমুদ্রমন্থনোত্থ ভক্তিরসামৃতস্বরূপ রসময় শ্রীভাগবত আস্বাদনের সৌভাগ্য প্রদান করিয়া রক্ষা করুন। সেই শ্বাসানিলের সংস্কারকলানুবর্তনবশতঃ জলনিধির নিরলসভাবে যাতায়াত অদ্যাপি বিরত হইতেছে না। যদি বল ঐ যাতায়াত ত' সমুদ্রেরই ক্ষোভ-বশতঃ হইতেছে, সংস্কারবশতঃ কেন হইবে? এরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে—'বেলা-নিভেন' অর্থাৎ বেলা ক্ষোভচ্ছলে।

শ্রীকূর্ম্মভগবানের অপ্রাকৃত শ্বাসবায়ু আমাদিগকে সার গ্রহণ ও অসার বর্জ্জনরূপ শিক্ষা প্রদান করতঃ নিত্যকাল রক্ষা করিতেছেন। শ্রীভগবান্ই তদভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ সদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের অন্তরের অন্তস্তল হইতে জড়বিষয়াসক্তি বর্জ্জন করাইয়া চিদ্ বিষয়ানুরাগ জাগাইয়া না দিলে বদ্ধজীব আমরা চিরকাল বিষয়বিষেই জর্জ্জরিত হইতে থাকিব, অমৃতের পুত্র হইয়াও আমরা অমৃতের উত্তরাধিকারিত্ব হইতে চিরবঞ্চিত থাকিব।

এজন্য কূর্ম্মভগবানের সমুদ্রমন্থনের দৃষ্টান্ত আমাদিগের হৃদয়ে নিত্যকাল জাগ্রত থাকিয়া আমাদের শ্বাসবায়ু তাঁহার (কূর্ম্মভগবানের) শ্বাসবায়ুর আনুগত্যে অসার বর্জ্জনপূর্ব্বক সারগ্রাহী হইবার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করুক—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু মন্থনোত্থ সুদুর্ল্লভ ব্রজপ্রেমসম্পল্লাভের অধিকারী হউক, শ্রীশ্রীকূর্ম্মদেব আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখা উদ্ধব শ্রীবসুদেব-ভ্রাতা দেবভাগের পুত্র (হরিবংশেও ইহা কথিত হইয়াছে), দেবগুরু বৃহস্পতি স্বয়ং ইঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছেন, অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন তিনি, কিন্তু একটি শাস্ত্র দেবগুরু বৃহস্পতিরও দুর্গম, সেই সর্ব্বমুকুটোত্তম (অর্থাৎ সর্ব্বমুকুটমণি—সর্ব্বোত্তম) কৃষ্ণবশীকারক প্রেমশাস্ত্র, উদ্ধবকে কৃষ্ণপ্রিয়তমজ্ঞানে ব্রজে গোপিকাই (নিজ যূথসহ গোপিকাশিরোমণি স্বয়ং শ্রীশ্রীরাধারাণীই) অধ্যয়ন করাইবেন। অপ্রাকৃত বুদ্ধিবলে উদ্ধব সেই ব্রজপ্রেমমাধুর্য্য নিজে উপলব্ধি করিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক তাঁহার পুরমহিষীগণকেও শুনাইবেন, এই মনোভাবসহ কৃষ্ণ তাঁহার বিরহসন্তপ্ত ব্রজবাসীকে—বিশেষতঃ গোপীগণকে যেভাবে সান্ত্বনা দিতে হইবে, তাহা বলিয়া তাঁহাকে ব্রজে পাঠাইলেন। উদ্ধব সন্ধ্যায় ব্রজে নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া সতীব্র কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত সন্তপ্ত—মৃতপ্রায় শ্রীনন্দযশোদার অবস্থা দেখিয়া ব্রজের বাৎসল্যপ্রেমের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আস্বাদন করিলেন। সারারাত্র নন্দমহারাজের অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে অবিরত নানাভাবে কৃষ্ণকুশল-প্রশ্ন আর মা যশোদারও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসসহ অশ্রুধারায় প্লাবিত বক্ষঃ—আহার নাই—নিদ্রা নাই! উদ্ধবের হৃদয় দ্রবীভূত, বহুকষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করতঃ

কৃষ্ণের ভগবত্তাদি জ্ঞানের কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেও সে প্রেমাবেগের নিকট কোন কথাই স্থান পায় না। প্রাতঃকালে উদ্ধব বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলে গোপীগণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইলেন। অতঃপর তাঁহার নিকট একটু নিভৃতে কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য, তাঁহাকে একটি নির্জ্জনস্থানে ( বর্ত্তমানে সে স্থান উদ্ধবকেয়ারী নামে অভিহিত ) লইয়া গেলেন। তথায় শ্রীউদ্ধব গোপিকাশিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণীর একটি কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমরকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত চিত্র-জল্পোক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রজপ্রেমের অত্যদ্ভুত নবনবায়-মান গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মাধুর্য্য অনুভব করতঃ অতীব চমৎকৃত হইলেন। প্রেমাশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃ প্লাবিত হইতে লাগিল। সমবেত সপরিকর কৃষ্ণ-কান্তাশিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণীকে কৃষ্ণকথিত সান্ত্বনাবাক্যাদি শ্রবণ করাইয়া উদ্ধব যেন উন্মত্তের ন্যায় কেবল বলিতে লাগিলেন—

'বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥"
—ভাঃ ১০।৪৭।৬৩

— অহো আমি সেই নন্দব্রজরমণীগণের শ্রীচরণ-রেণুকে নিরন্তর বন্দনা করি, যাঁহাদের হরিকথাগান ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকে, কেন না তাঁহারা যে হরিঅনুরাগিণী। আরও বলিতে লাগিলেন—

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥"
—ভাঃ ১০।৪৭।৬১

[ "যাঁহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি আত্মীয়স্বজন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর অন্বেষণ করিয়াছেন, অহো আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুল্ম-লতাদির মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্ম লাভ করিব।" ] 'গুল্ম' বলিতে 'স্তম্ব'—তৃণাদিগুচ্ছ বা তৃণাদির ঝাড়। 'ওষধি' বলিতে ফলপাকান্ত বৃক্ষাদি অর্থাৎ যে সমস্ত গাছ ফল পাকিবার পর মরিয়া যায়। কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী রাধারাণী নিজ সুখসহ কৃষ্ণসহ মিলিত হইবার জন্য অভিসারকালে বর্ত্মা-বর্ত্মজ্ঞানশূন্যা হইয়া যে সমস্ত গুল্মলতা ওষধিগণের উপর চরণ বিন্যস্ত করিয়া ছুটিতেছেন, উদ্ধব সেই সমস্ত অতিক্ষুদ্রজাতীয় গুল্মলতৌষধির মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্মগ্রহণ করিতে চাহিতেছেন, ইহার কারণ কি ? ভজনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সীমা—এমন কি তাঁহাদের ( ব্রজগোপীদের ) মধ্যে আছে, যাহা উপ-লক্ষ্য করিয়া হে উদ্ধব, আপনি ঐসকল ব্রজগোপী-গণের চরণরেণু বাঞ্ছা করিতেছেন ? আপনি ত' লক্ষ্মীগণেরও চরণরেণু চাহিতেছেন না ?—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে—যে ব্রজগোপীগণ লোকধর্ম্ম ধৈর্য্য লজ্জা কুলমর্য্যাদাদি মহাযোগের ন্যায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণপার্শ্বে গমন করিয়াছেন, এরূপ ভজন-চেষ্টা আমি কুত্রাপি দেখি নাই। অত-এব প্রতি রজনীতে যখন যখন তাঁহারা ( গোপীগণ ) বজ্রশলাকাতুল্য কুলধর্ম্মাদি মর্য্যাদা মহাযোগবলে ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণপার্শ্বে অভিগমন করিবেন, তখন তখন কৃষ্ণপার্শ্বাভিমুখে গমনকালে বর্ত্মাবর্ত্মজ্ঞানহীনা তাঁহারা তৃণাদিরূপধারী আমার মস্তকে তাঁহাদের শ্রীচরণ অর্পণ করিবেন। অধুনা কোটি কোটি সবি-নয় প্রার্থনাসত্ত্বেও তাঁহারা আমার মস্তকোপরি তাঁহা-দের শ্রীচরণ ধারণ করিবেন না, সুতরাং প্রেমোন্মত্তা-বস্থায় অভিসারকালে তাঁহাদের শ্রীচরণ মস্তকে ধারণ করিবার সৌভাগ্য যে লতাগুল্মাদিরূপে পাইব তাহা-কেই আমার অতি শ্লাঘনীয়—ধন্যাতিধন্য জন্ম বলিয়া বিচার করিব। ( উক্ত ভাঃ ১০।১১।৬১ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকা দ্রষ্টব্য। )

এইরূপ অপূর্ব্ব অসমোর্দ্ধ ব্রজপ্রেমমাধুর্য্য আস্বা-দন করিয়া উদ্ধব চিন্তা করিতেছেন—আহা আমার পরম অন্তরঙ্গ বান্ধব কৃষ্ণ আমাকে এইজন্যই ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন ! কৃষ্ণপ্রিয়তম সদ্‌গুরুপাদপদ্মই এই সুদুর্ল্লভ প্রেমসম্পদের সন্ধানপ্রদাতা, তাঁহারই কৃপালব্ধ—তচ্চরণে সমর্পিতাত্মা সচ্ছিষ্যই কেবল ঐ মহামূল্য সম্পদের অধিকারী হইতে পারেন। আমাদের পরমকরুণাময় গুরুপাদপদ্ম যিনি শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে ১৯১৮ সালে ফাল্গুনী পূর্ণিমা শুভবাসরে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস-গ্রহণলীলাকালে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible]

শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস নামেও আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধানিত্যজন—শ্রীরাধার 'নয়নমণি' প্রভুপাদ যদি কখনও মাদৃশ জীবাধমগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ঐ মহামূল্য প্রেমরতনধনের সেবায় অধিকার প্রদান করেন, তবেই আমাদের জীবন সার্থক হইতে পারিবে !

১৮৮৫ সালে—৩৯৯ গৌরাব্দে কৃষ্ণসিংহের গলিতে ( অধুনা বেথুন রো ) স্বধামপ্রাপ্ত রামগোপাল বসু মহাশয়ের ভবনে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'বিশ্ববৈষ্ণব সভা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৪০০ গৌরাব্দে —ইং ১৮৮৬ সালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চারিশত বার্ষিক জন্মোৎসব সম্পাদন করেন। শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী, শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী. শ্রীদ্বারিকানাথ গোস্বামী, শ্রীশিশির কুমার ঘোষ প্রভৃতি ঐ বিশ্ববৈষ্ণবসভার বিভিন্ন বিভাগের সভ্য ছিলেন। প্রতি রবিবারে ঐ সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে শাস্ত্রীয় আলোচনা হইত। তৎকালে প্রভুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ বহন করিয়া যাইতেন এবং বিশেষ মনোযোগের সহিত শাস্ত্রীয় আলোচনা শ্রবণ করিতেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপধামে গোদ্রুম দ্বীপে সরস্বতী নদীতটে ১৮৯৭ সালে শ্রীস্বানন্দসুখদ কুঞ্জ নামে নিজভজনকুঞ্জ স্থাপন করেন, তথায় আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতে যাইতেন। তথায় ঐ বৎসর শীতকালে প্রভুপাদ তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া স্বতঃই তচ্চরণে আকৃষ্ট হন। শ্রীল ঠাকুরের আদেশানুসারে ১৯০০ সালের মাঘমাসে তাঁহার নিকট হইতে ভাগবতী দীক্ষা লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার ভজনকুঞ্জ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীল বাবাজী মহারাজের জন্য একটি ভজনকুটীরও করিয়া দিয়াছিলেন, বাবাজী মহাশয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হরিকথা শুনিয়া অনেক সময়ে ঐ কুটীরে রাত্রিবাসও করিতেন। বর্ত্তমানে সেই কুটীরটি ভালভাবে সংস্কার করিয়া রাখা হইয়াছে।

১৯০০ সালের মার্চ্চ মাসে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরস্থ ক্ষীরচোরা গোপীনাথ এবং ভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া শ্রীপুরীধামে গমন করেন। তথায় শ্রীল প্রভুপাদ কিছুকাল সাতাসন মঠের অন্যতম শ্রীগিরিধারী-আসনে থাকিয়া ভজন করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৯০২ সালে সমুদ্রোপকূলস্থ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধিমন্দিরের নিকট, বর্ত্তমান শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠের ঠিক বিপরীত পার্শ্বে 'ভক্তিকুটী' নামক তাঁহার একটি ভজনকুটী নির্ম্মাণ করেন। উহার বহির্দ্দেশে ভিত্তিগাত্রস্থ প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—

[illegible] প্রেমবিলাস ভূমৌ
নিষ্কিঞ্চনো ভক্তিবিনোদ নামা।
কোঽপি স্থিতো ভক্তিকুটীরকোষ্ঠে
স্মৃত্বানিশং নামগুণং মুরারেঃ ॥"

সেই সময়ে ভক্তিকুটী ও সাতাসন মঠের পূর্ব্বাংশে কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীবাহাদুর তাঁবুতে থাকিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীপ্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেন, তিনি আত্মীয়-বিয়োগজন্য বড়ই শোকসন্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুপাদের তীব্র ভজনানুরাগ দর্শন করিয়া তাঁহাকে শ্রীধাম মায়াপুরে গিয়া ভজন করিতে বলেন। প্রভুপাদ পুরীধামে থাকাকালে তৎকালীয় বহু প্রসিদ্ধ ভক্তগণের সহিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত বিষয়ে আলোচনা করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত দাক্ষিণাত্যের তীর্থসমূহ দর্শন ও তত্তৎ তীর্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী প্রচার করেন। পেরেম্বেদুরে এক রামানুজীয় ত্রিদণ্ডিস্বামীর নিকট হইতে তিনি বৈদিক ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসবিধি সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৯০৫ সাল হইতে প্রভুপাদ শ্রীমায়াপুরে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তিনি কঠোর বৈরাগ্যসহ প্রতিদিন তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিতে করিতে শতকোটি মহামন্ত্রকীর্ত্তনব্রত উদ্‌যাপন করেন। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে শ্রীল প্রভুপাদ ব্রজপত্তনস্থ শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে একটি ভজনকুটীর নির্ম্মাণ করতঃ শ্রীরাধাকুণ্ডতটবিচারে তথায় নিরন্তর ভগবদ্ভজন করিতে থাকেন।

# সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

## অগস্ত্য ঋষি

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ]

ঋগ্বেদের বর্ণনানুযায়ী অগস্ত্য ঋষির জন্ম মিত্রাবরুণ (সূর্য্য ও বরুণদেব) হইতে। মহাতপা অগস্ত্য ঋষি কুম্ভে জন্মিয়াছিলেন, কুম্ভদ্বারা তাঁহার পরিমাণ হইতেছে ; এইজন্য তাঁহার একনাম 'মান'। কুম্ভ একটি পরিমাণের নাম (কুম্ভ ১৷৷৪ সের)। অগস্ত্যের আকার লাঙ্গলের জোয়ালের ন্যায় হইয়াছিল, আকার পরিমিত ছিল বলিয়াও তাঁহার নাম 'মান' হয়।

"অগস্ত্য মুনির প্রথম নাম 'মান'। পরে বিন্ধ্যাগিরির দর্প চূর্ণ করিয়া তিনি অগস্তি নাম প্রাপ্ত হন (অগ-স্ত্যৈ-ক অগৎ বিন্ধ্যাচলং স্ত্যায়তি)। ঋগ্বেদের প্রমাণানুসারে এই মহর্ষি মিত্রাবরুণের পুত্র। 'বাল্মীকিশ্চ মহাযোগী বল্মীকাদভবৎ কিল। অগস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ মিত্রাবরুণয়োর্ঋষী ॥'—ভাগবত ৬৷১৮৷৫। মিত্র ও বরুণ ইঁহারা দেবতা। কিন্তু বংশ রক্ষা না হইলে দেবতাদেরও সদ্গতি হয় না ; তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। অগস্ত্য ঋষি দারপরিগ্রহ করিবেন না এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন একটি গর্ত্তের মধ্যে তাঁহার পিতৃপুরুষেরা অধোমুখে ঝুলিতেছেন। মহর্ষি ব্যস্ত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—'বৎস, আমরা তোমার পিতৃলোক ; তুমি বংশ রক্ষা করিলে আমাদের সদ্গতি হইবে।"—বিশ্বকোষে উল্লিখিত মহাভারতের বনপর্ব্ব ৯৬ অধ্যায়।

পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য অগস্ত্য ঋষি তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অগস্ত্য ঋষি নিজবিবাহযোগ্য কোন স্ত্রী দেখিতে না পাইয়া তিনি যে প্রাণীর যে যে অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ অতি উৎকৃষ্ট সেই প্রাণীর সেই সেই অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ মনে মনে সংগ্রহপূর্ব্বক সেইপ্রকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত একটি কন্যা নির্ম্মাণ করিলেন। সেই সময় বিদর্ভরাজ সন্তানলাভের জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। অগস্ত্যমুনি নিজের জন্য নির্ম্মিতা কন্যাটিকে বিদর্ভরাজকে প্রদান করিলে বিদর্ভরাজের অপূর্ব্বসুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যার রূপ দেখিয়া বিদর্ভরাজ মহানন্দিত হইলেন। দ্বিজগণ ঐ কন্যার নাম রাখিলেন 'লোপামুদ্রা'। যেরূপ আকাশে তারকাসমূহের মধ্যে রোহিণীর প্রভা প্রকাশ পায়, তদ্রূপ 'লোপামুদ্রা' একশত কন্যা ও একশত দাসীর দ্বারা পরিবৃতা হইয়া দীপ্তিশালীভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। লোপামুদ্রা সচ্চরিত্রা, সদাচারসম্পন্না ও অপ্সরা অপেক্ষাও অধিক রূপবতী ছিলেন। বিদর্ভরাজ কন্যার উপযুক্ত পাত্রের কথা চিন্তা করিয়া হতবুদ্ধি হইলেন। মহর্ষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবেশের উপযুক্ত মনে করিয়া বিদর্ভরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া লোপামুদ্রাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। মহারাজ উক্ত প্রস্তাব শুনিয়া হতভম্ব ও ভীত হইলেন। মহাতপা মুনিকে কন্যা সম্প্রদান না করিলে তিনি অভিশাপ দিতে পারেন, এইরূপ আশঙ্কা হওয়ায় বিদর্ভরাজ নিজকন্যার নিকটই মুনির প্রস্তাবের কথা জানাইয়া তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিলেন। পিতার আশঙ্কার কথা বুঝিতে পারিয়া লোপামুদ্রা পিতাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—"আপনি আমার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবেন না, অগস্ত্য ঋষির নিকট আমাকে সম্প্রদান করিয়া আপনি চিন্তামুক্ত হউন।" মহারাজ কন্যাকে ঋষির নিকট সমর্পণ করিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কারসকল পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। পতির নির্দ্দেশানুসারে লোপামুদ্রা বসনাভরণসকল পরিত্যাগ করিলেন, ছিন্ন-বস্ত্র, মৃগচর্ম্ম ও বল্কল ধারণ করিয়া ব্রতচারিণী হইলেন। অগস্ত্য ঋষি পত্নীসহ গঙ্গাদ্বারে উপনীত হইয়া কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। লোপামুদ্রা অতীব শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত পতির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। অগস্ত্য ঋষি পত্নীর সেবায় সন্তুষ্ট হইলেন। পত্নীর পিতার ন্যায় সম্পদ্ লাভের অভিলাষ হইয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি প্রথমে 'শ্রুতবর্ষা' মহীপালের নিকট, তৎপরে 'রাজা ব্রধ্নশ্ব',

তৎপরে পুরুকুৎসের পুত্র 'মহারাজ ত্রসদস্যুর' নিকট উপনীত হইলে তাঁহারা সকলেই বলিলেন তাঁহাদের সকলেরই আয় ব্যয় সমান, তাঁহাদের অতিরিক্ত অর্থ দিবার সামর্থ্য নাই। সেই সকল রাজাগণ অগস্ত্য মুনিকে বলিলেন—'হে ব্রহ্মন্! পৃথিবীর মধ্যে ইল্বল দানবই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। চলুন আমরা যাইয়া তাহার নিকট ধন প্রার্থনা করি।' ইল্বল-দানব মহর্ষি অগস্ত্যসহ নৃপতিগণকে তাহার নিকট সমুপস্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহাদের সৎকারের ব্যবস্থা করতঃ আগমনের অভিপ্রায় জানিতে চাহিল। এই ইল্বল নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাতাপীর সাহায্যে ব্রাহ্মণ বধ করিত। বাতাপী মায়াবলে মেষরূপ ধারণ করিত, তাহাকে কাটিয়া ইল্বল মেষের মাংস মুনিদের খাওয়াইত। খাওয়াই-বার পরে ইল্বল বাতাপীর নাম ধরিয়া ডাকিলে বাতাপী মুনিদের পেট চিরিয়া বাহির হইয়া আসিত। এইভাবে সে অনেক ব্রাহ্মণমুনিকে হত্যা করিয়াছে। অগস্ত্য মুনিকেও এইভাবে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে সে বাতাপীকে 'মেষরূপ' ধারণ করিতে বলিল মেষের মাংস অগস্ত্যকে খাওয়াইবে স্থির করিয়া। রাজাগণ ইল্বলের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ও হতচেতন হইয়া পড়িলেন। অগস্ত্য ঋষি রাজাগণকে ভীত হইতে নিষেধ করিলেন, আশ্বাস-বাক্য দিয়া বলিলেন তিনি বাতাপীকে খাইয়া হজম করিয়া ফেলিবেন। দৈত্যেন্দ্র ইল্বলপ্রদত্ত দ্রব্য অগস্ত্য ঋষি সমস্তই ভক্ষণ করিলেন। অগস্ত্য ঋষি ভোজ-নের পর ইল্বল ভ্রাতা 'বাতাপীকে' পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিলেও বাতাপী অগস্ত্যের উদর হইতে বাহির হইল না, কেবলমাত্র মেঘগর্জ্জনের ন্যায় প্রচণ্ড শব্দে অগস্ত্যের অধোদেশ হইতে বায়ু নিঃসরিত হইল। অগস্ত্য ঋষি হাস্যসহকারে ইল্বলকে বলিলেন তাঁহার ভ্রাতাকে তিনি হজম করিয়া ফেলিয়াছেন, সে বাহির হইবে কি করিয়া। অগস্ত্য ঋষি বাতাপীকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন জানিয়া ইল্বল ভ্রাতৃশোকে বিষণ্ণ হইল। ইল্বল ভীত হইয়া অমাত্যবর্গসহ কৃতাঞ্জলি-পুটে অগস্ত্য ঋষির এবং রাজন্যবর্গের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল এবং তাহাকে কি করিতে হইবে জানিতে চাহিল। অগস্ত্য ঋষি অন্যের ক্ষতি না করিয়া রাজাগণকে এবং তাঁহাকে অগাধ পরিমাণ ধনরাশি দিবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। অগস্ত্য ঋষি হৃদয়ের কথা বলিতে পারিলে ইল্বল সকলকে অভি-প্রেত ধন দান করিতে স্বীকৃত হইল। অগস্ত্য ঋষি ইল্বলের হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিলেন। ইল্বল প্রচুর ধন এবং 'বিরাব' ও 'সুরাব' নামক অশ্বদ্বয়যুক্ত সুবর্ণ রথ অগস্ত্য ঋষিকে প্রদান করিতে বাধ্য হইল। উক্ত অশ্বদ্বয় সুবর্ণ রথে অগস্ত্য ঋষি ও রাজাগণকে ধনের সহিত দ্রুতবেগে বহন করতঃ নিমেষমধ্যে অগস্ত্যাশ্রমে আসিয়া উপনীত হইল। রাজাগণ ঋষির আজ্ঞা লইয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

'হ্রাদস্য ধমনির্ভার্য্যাসূত বাতাপিমিল্বলম্।
যোঽগস্ত্যায় ত্বতিথয়ে পেচে বাতাপিমিল্বলঃ ॥'
—ভাঃ ৬।১৮।১৫

'হ্রাদের ধমনীনাম্নী ভার্য্যা বাতাপি ও ইল্বল নামে দুই পুত্র প্রসব করে, যে ইল্বল অতিথি অগস্ত্যকে ভোজন করাইবার জন্য মেষরূপী বাতাপিকে পাক করিয়া দিয়াছিল!'

অগস্ত্যমুনি স্ত্রী লোপামুদ্রার মনোভিলাষ পূরণ করিলে লোপামুদ্রা পতির নিকট সন্তান প্রার্থনা করি-লেন। অগস্ত্য মুনি তখন তাঁহাকে কহিলেন—'তোমার সেবাদ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি সহস্র পুত্র চাও কিংবা দশ পুত্রের তুল্য ক্ষমতা রাখে এরূপ শত পুত্র চাও, কিংবা শত পুত্রের ন্যায় ক্ষমতা রাখে এইরূপ দশ পুত্র চাও অথবা সহস্র ব্যক্তিকে জয় করিতে পারে এইরূপ একটি পুত্র চাও'। লোপামুদ্রা একটি সদ্গুণসম্পন্ন বিদ্বান শক্তিশালী পুত্র চাহিলেন। অভিলাষ পূর্ত্তি করিয়া অগস্ত্য ঋষি বনে গমন করি-লেন। লোপামুদ্রার গর্ভে পুত্র সাতবৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সপ্তমবর্ষ অতীত হইলে 'দৃঢ়স্যু' নামে মহাতেজস্বী ও মহাকবি পুত্র গর্ভ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া সাঙ্গোপনিষৎ পাঠ করিতে করিতে পিতৃসমীপে উপনীত হইলেন। সেই তেজস্বী বালক বাল্যাবস্থাতেই পিতৃগৃহে ইন্ধনভার আহরণ করিতে লাগিলে 'ইধ্মবাহ' নামে বিখ্যাত হইলেন। ইধ্মানাং ভারমাজহ্রে ইধ্মবাহস্ততোঽভবৎ।—মহাভারত বনপর্ব্ব ৯৯ অং ২৩-২৭ শ্লোক। অগস্ত্য ঋষি নিজাপেক্ষা অধিক গুণশালী পুত্র দর্শন করিয়া পরমাহ্লাদিত

হইলেন। উৎকৃষ্ট পুত্র উৎপাদন করিয়া তিনি পিতৃলোকের উদ্ধারসাধন করিলেন। তদবধি এই স্থান অগস্ত্যাশ্রম নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধে ২৮শ অধ্যায়ে বিদর্ভনন্দিনীর আখ্যান-প্রসঙ্গে কৃষ্ণভক্তের সঙ্গপ্রভাব 'অগস্ত্যমুনি' 'ইধ্মবাহ' 'দৃঢ়চ্যুত' প্রভৃতির উল্লেখ করতঃ রূপক-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

'অগস্ত্যঃ প্রাগ্‌দুহিতরমুপযেমে ধৃতব্রতাম্‌।
যস্যাং দৃঢ়চ্যুতো জাত ইধ্মবাহাত্মজো মুনিঃ॥'
—ভাঃ ৪।২৮।৩২

'অগস্ত্য' (মন) মলয়ধ্বজের (কৃষ্ণভক্তের) প্রথমা কন্যাকে (কৃষ্ণসেবারুচিকে) বিবাহ করিলেন (মনকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে দৃঢ়রতি দ্বারা বন্ধন করিলেন)। ঐ কন্যাটি নৈষ্ঠিকব্রতপরায়ণা (শম-দমাদি ব্রতযুক্তা); ঐ কন্যার গর্ভে দৃঢ়চ্যুত (সত্যাদি লোক হইতে চ্যুতিরহিত অথবা ইহামুত্রভোগে বিরক্ত, কিংবা জ্ঞানাদি ও তৎসাধ্য মোক্ষাদি হইতেও চ্যুত অর্থাৎ শুদ্ধমনের বা আত্মবৃত্তির কৃষ্ণসেবারুচিতে একান্ত আসক্তিনিবন্ধন অন্য সাধন-সাধ্যস্পৃহা-রাহিত্য) নামক মুনি জন্মগ্রহণ করিলেন। এই অগস্ত্যের পুত্রের নাম ইধ্মবাহ বলিয়া অগস্ত্য 'ইধ্মবাহাত্মজঃ' নামে প্রসিদ্ধ। ইধ্মবাহাত্মজঃ—ইধ্মবাহঃ আত্মজ যস্য তাদৃশঃ।

অগস্ত্য মুনির আশ্রমও একস্থানে ছিল না। দণ্ডকারণ্যে তাঁহার আশ্রম ছিল। তিনি ভগবান্‌ রামচন্দ্রকে পথ দেখাইয়াছিলেন। মহাভারতের বর্ণনানুযায়ী তাঁহার আশ্রম গয়াতেও ছিল।

'এই মুনির অসাধারণ তপোবল। তিনি দেবতাদের অনুরোধে সাগর শোষণ করেন; ইল্বল ও বাতাপী অসুরকে নষ্ট করিয়া ফেলেন; বিন্ধ্যাচল সূর্য্যপথ রোধ করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিল, তিনি সেই পর্ব্বতের দর্প চূর্ণ করেন। রাম দণ্ডকারণ্যে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলে মহর্ষি তাঁহাকে বৈষ্ণব ধনু, ব্রহ্মার দত্ত শর, অক্ষয় তূণীর ও খড়্গ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এত প্রতাপ থাকিলেও অগস্ত্য মুনি নহুষ রাজার শিবিকা বহিয়া বেড়াইতেন। একদিন মহারাজ শিবিকা চড়িয়া যাইতেছেন, হঠাৎ তাঁহার পদ মহর্ষির গায়ে লাগিল। সে অপরাধে অগস্ত্য নহুষ রাজাকে সর্প করিয়া দিলেন। [ মহাভারত বনপর্ব্ব দেখ ]'—বিশ্বকোষ

শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় নহুষ রাজার চরিত্র-প্রসঙ্গে বিষয়টী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'বিন্ধ্যগিরির দর্পহরণের পর অগস্ত্য মুনি দাক্ষিণাত্যে গিয়া অবস্থিতি করেন। দ্রাবিড়াদি অঞ্চলের লোকেরা তাঁহার নিকট নানাপ্রকার বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন অগস্ত্য তিব্বতদেশের লোক। এই মহর্ষি এখন নক্ষত্ররূপে আকাশের দক্ষিণদিকে অবস্থিতি করিতেছেন।'—বিশ্বকোষ।

'অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্ব্বতের গুরু ছিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বত গর্ব্বিত হইয়া সূর্য্যের গতিরোধ করিলে দেবতাদের অনুরোধে তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের কাছে যান। বিন্ধ্য-গুরুকে প্রণাম করিলে অগস্ত্য তাঁহাকে প্রণামরত অবস্থায় থাকিতে বলিয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া যান, আর ফিরিয়া আসেন নাই। সেইদিন হইতে বিন্ধ্য-পর্ব্বত আর মাথা তুলিয়া সূর্য্যের গতিরোধ করিতে পারিল না। এই ঘটনা ভাদ্রমাসের প্রথম দিনে ঘটিয়াছিল। এই কারণে ঐ দিনকে 'অগস্ত্যযাত্রা' বলা হয়।'—(মহাভারত) (আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান)

মহাভারতে অগস্ত্য ঋষির দ্বারা সাগর শোষণের ইতিবৃত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ—সত্যযুগে 'কালকেয়' নামে দুর্দ্ধর্ষ ভয়ানক দানবদিগের গণ ছিল। তাঁহাদের প্রধান ছিলেন বৃত্রাসুর। কালকেয় দানবগণের অত্যাচারে দেবতাগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে ব্রহ্মা দেবতাগণকে পরমোদারহৃদয় মহর্ষি দধীচির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহার নিকট অস্থি যাচ্ঞা করিতে এবং সেই অস্থির দ্বারা শত্রুঘাতী মহাভয়ানক বজ্র নির্ম্মাণ করিতে, যে বজ্রের সাহায্যে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিতে পারিবেন। তদনুসারে দেবতাগণ দধীচি মুনির নিকট উপনীত হইয়া প্রার্থনা করিলে দধীচি মুনি তাঁহার অস্থি প্রদান করিলেন। সেই অস্থির দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক বজ্র নির্ম্মিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র সেই বজ্র গ্রহণ করতঃ বলশালী দেবতাগণের দ্বারা অভিরক্ষিত হইয়া বৃত্রাসুরের নিকট পৌঁছিলে দেবাসুরে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। ইন্দ্র কর্তৃক বজ্রের দ্বারা বৃত্র নিহত হইলেন। দানবেরা ভীত হইয়া

মৎস্য কুম্ভীরাদি সমাকীর্ণ অপ্রমেয় সমুদ্রে প্রবেশ করিল। সেই 'কালেয়' অসুরগণ বরুণালয় জলধিতে প্রবেশ করিয়া ত্রৈলোক্যনাশে প্রবৃত্ত হইল। দানবগণ নিশাকালে মুনির আশ্রমসমূহে যাইয়া মুনিগণকে ভক্ষণ করিতে ও বিনাশ করিতে লাগিল। দিবসে সমুদ্রে লুক্কায়িত থাকিয়া রাত্রিতে ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করিতে লাগিলে মানবগণ ভয়ে দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিল। দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবতাগণসহ নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। নারায়ণ দেবতাগণকে বলিলেন—'কালেয়' নামক ভীষণ অসুরগণ সমুদ্রে লুক্কায়িত থাকিয়া জগৎনাশ কার্য্য করিতেছে, তাহাদিগকে মারিতে হইলে সমুদ্র শোষণ করিতে হইবে, অগস্ত্য ঋষি সমুদ্র শোষণে সমর্থ। নারায়ণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া দেবতাগণ অগস্ত্য ঋষির নিকট যাইয়া সমুদ্র শোষণের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। অগস্ত্য ঋষি দেবতাগণসহ সমুদ্রে উপনীত হইয়া ক্রোধবশতঃ সমুদ্র পান করিয়া ফেলিলে দেবতাগণ উক্ত অদ্ভুতপূর্ব্ব প্রভাব দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। সমুদ্র শুষ্ক হইলে দেবতাগণ অসুরগণকে দিব্যাস্ত্রের দ্বারা নিধন করিতে থাকিলে কোন কোন কালেয়াসুর বসুধা বিদারণ করিয়া পাতালে পলায়ন করিল।

শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে অগস্ত্য ঋষির অভিশাপে পাণ্ড্যদেশীয় নৃপতি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের গজেন্দ্রদেহ প্রাপ্তির বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এই—মলয়াচলে যাইয়া মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক মৌনব্রত অবলম্বন করতঃ ভগবদারাধনায় ব্রতী ছিলেন। তৎকালে একদিন অগস্ত্য ঋষি বহু শিষ্যসহ তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলেন। মহারাজ ধ্যানমগ্নাবস্থায় থাকায় অগস্ত্য ঋষিকে যথোচিত অভ্যর্থনা ও সৎকার করেন নাই। তাহাতে মুনিবর ক্রুদ্ধ হইয়া 'স্তব্ধমতি গজদেহ প্রাপ্ত হও' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন মুনির অভিশাপে হস্তীদেহ লাভ করিয়া ভগবৎবিষয়ক সকল উপাসনা বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

> 'এবং শপ্ত্বাগতোঽগস্ত্যো ভগবান্ নৃপ সানুগঃ।
> ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি রাজর্ষির্দিষ্টং তদুপধারয়ন্ ॥
> আপন্নঃ কৌঞ্জরীং যোনিমাত্মস্মৃতিবিনাশিনীম্।
> হর্য্যর্চনানুভাবেন যদ্‌গজত্বেঽপ্যনুস্মৃতিঃ ॥'
>
> —ভাঃ ৮।৪।১১-১২

'হে রাজন, এই প্রকার অভিশাপ দিয়া ভগবান্ অগস্ত্য সশিষ্যে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন ঐ অভিশাপকে দৈবপ্রেরিত বলিয়া নির্দ্ধারণ করতঃ পরমাত্মস্মৃতিনাশিনী গজযোনি প্রাপ্ত হইলেন; হরির অর্চ্চনপ্রভাবে হস্তিযোনিতেও তাঁহার পশ্চাৎ স্মৃতি হইয়াছিল।'

শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ২৩শ অধ্যায়ে জ্যোতিশ্চক্রের আশ্রয়রূপে এবং শিশুমাররূপ তারাচক্রের উত্তরহনূতে অগস্ত্যের অধিষ্ঠান লিখিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধে ৮৪তম অধ্যায় কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে গোপীগণ কৃষ্ণমহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের আতিশয্য দর্শন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎকালে নারদাদি বহু ঋষি শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, সমাগত ঋষিগণের মধ্যে অগস্ত্য ঋষি অন্যতম।

"Agastya revered as the Brahman who brought Sanskrit Civilisation to South India, drank and digested the ocean. When the Vindhya mountain range would not stop growing, Agastya crossed it to the south and commanded it to cease growing until his return; he still has not returned."

—Encyclopædia Britannica
Volume 20 : 540 la

**Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'**

| | |
|---|---|
| 1. Place of publication : | Sri Chaitanya Gaudiya Math<br>35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26 |
| 2. Periodicity of its publication : | Monthly |
| 3. & 4. Printer's and Publisher's name : | Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj—( temporarily appointed as Printer & Publisher ) |
| Nationality : | Indian |
| Address : | Sri Chaitanya Gaudiya Math<br>35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26 |
| 5. Editor's name : | Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj |
| Nationality : | Indian |
| Address : | Sri Chaitanya Gaudiya Math<br>35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26 |
| 6. Name & Address of the owner of the newspaper : | Sri Chaitanya Gaudiya Math<br>35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26 |

I, Smd. Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj, hereby, declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj
Signature of Publisher

Dated 29. 3. 1994

# সদ্‌গুরুপাদাশ্রিত শুদ্ধভক্তমাত্রেরই বেদাদি শাস্ত্রচর্চ্চা ও শ্রীশালগ্রামশিলাপূজায় নিত্যাধিকার

[ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ]

আমাদের সাত্বত স্মৃতি-গ্রন্থরত্ন শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের পঞ্চম বিলাসে বহু প্রামাণিক শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করতঃ শ্রীশ্রীশালগ্রামশিলার অসংখ্য মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

শ্রীপদ্মপুরাণে কাত্তিকমাহাত্ম্যে যমধূম্রকেশ-সংবাদে লিখিত আছে—

"পূজ্য চ বিহিতা তস্য প্রতিমায়াং নৃপাত্মজ।
শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী শ্রীমূত্তিরষ্টধা স্মৃতা।
শালগ্রামশিলায়াস্তু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবনং।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র বাসুদেবো জগদ্‌গুরুঃ।।"

—হঃ ভঃ বিঃ ৫।২১৮ সংখ্যা

অর্থাৎ "প্রতিমাতে শ্রীহরির অর্চ্চনবিধি আছে। ( এই ) প্রতিমা অষ্টবিধা—শৈলী, দারুময়ী, লৌহী ( সুবর্ণাদি ধাতুময়ী ), লেপ্যা ( মৃচ্চন্দনাদিময়ী ), লেখ্যা ( চিত্রপটাদিতে অঙ্কিতা ), সৈকতী ( বালুকাময়ী ), মনোময়ী (হৃদিপূজিতা মনোময়ী মনঃকল্পিতা) ও মণিময়ী ( মণি রচিতা )। ( এই অষ্টবিধা প্রতিমার কথা শ্রীভাগবত ১১।২৭।১২ শ্লোকেও দ্রষ্টব্য। ) কিন্তু শালগ্রাম শিলায় পূজা করিলেই উহা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের ( সেবা বা ) আরাধনা করা হইয়া থাকে। জগদ্‌গুরু শ্রীভগবান্ বাসুদেব নিরন্তর ঐ শিলায় অধিষ্ঠিত থাকেন।"

স্কন্দপুরাণেও লিখিত আছে—

"শালগ্রামশিলায়ান্তু প্রতিষ্ঠা নৈব বিদ্যতে।
মহাপূজান্তু কৃত্বাদৌ পূজয়েত্তাং ততো বুধঃ ॥"
—ঐ হঃ ভঃ বিঃ ৫।২১৫

"শালগ্রাম শিলার প্রতিষ্ঠা করিতে নাই। সুধী ব্যক্তি প্রথমতঃ মহাপূজা করিয়া তৎপর শিলার অর্চ্চনা করিবেন।" [ 'মহাপূজা' অর্থাৎ মহাভিষেক সম্পাদনান্তে ভক্তিপূর্ব্বক মানসপূজাদি করতঃ যথা-বিধানে অর্চ্চন কর্ত্তব্য। প্রতিষ্ঠা-কৃত্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি যে সকল কৃত্য আছে, তাহা শালগ্রামে করিতে হয় না, তিনি নিত্য প্রতিষ্ঠিত। ] ॥ ২১৫ ॥

উক্ত স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীশিব-স্কন্দ ( বা কার্ত্তিকেয় )-সংবাদেও কথিত হইয়াছে—
"সুবর্ণার্চ্চা ন রত্নার্চ্চা ন শিলার্চ্চা সুরোত্তম।
শালগ্রামশিলায়ান্তু সর্ব্বদা বসতি হরিঃ ॥"
—ঐ হঃ ভঃ বিঃ ৫।২১৯

অর্থাৎ "হে দেবসত্তম, শ্রীহরি কি স্বর্ণপ্রতিমা, কি রত্নময়ী প্রতিমা, কি পাষাণপ্রতিমা—এ সমস্তে নিরন্তর অধিষ্ঠান করেন না, কিন্তু শালগ্রামশিলায় অনুক্ষণ বিরাজিত থাকেন ॥ ২১৯ ॥

"শালগ্রামশিলারূপ ভগবন্মহিমাম্বুধেঃ।
ঊর্ম্মীন্ গণয়িতুং শক্তঃ শ্রীচৈতন্যাশ্রিতোঽপি কঃ ॥"
—ঐ ২২১

অর্থাৎ "সর্ব্ববেত্তা হইলেও কেহ শালগ্রামশিলার মাহাত্ম্য-সমুদ্রের তরঙ্গমালার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ নহেন।"

[ উক্ত শ্লোকস্থ 'শ্রীচৈতন্যাশ্রিতোঽপি' বাক্যের 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"শ্রীযুক্তচৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞতাদিকং তেনাশ্রিতোঽপি। স্বমতে শ্রীচৈতন্যদেবমাশ্রিতঃ পরমশক্তিমত্ত্বং প্রাপ্তোঽপীত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতাদির আশ্রিত হইয়াও বা সর্ব্ব-বেত্তা হইয়াও। শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিতজনের পক্ষে ব্যাখ্যা এই যে—শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়ে পরমশক্তিমত্তা প্রাপ্ত হইয়াও কেহ অনন্তমহিমাময় শালগ্রামশিলা-মাহাত্ম্যের অন্ত লাভ করিতে পারেন না। ]

অতঃপর এই অনন্তমহিমাময়ী শ্রীশালগ্রাম শিলা-পূজার নিত্যতা সম্বন্ধে বলা হইতেছে ঃ—

শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—
"শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন।
স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ ॥"
—হঃ ভঃ বিঃ ৫।২২২

অর্থাৎ "শ্রীশালগ্রামের অর্চ্চনা না করিয়া ভোজন করিলে চণ্ডালাদির বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া কল্পকাল যাবৎ অবস্থিতি করিতে হয়।"

স্কন্দপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—
"গৌরবাচলশৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যতে তস্য বৈ তনুঃ।
ন মতির্জায়তে যস্য শালগ্রামশিলার্চ্চনে ॥"
—ঐ ২২২

অর্থাৎ "শ্রীশালগ্রামশিলাপূজায় যে ব্যক্তির মতি না জন্মে, মহাগুরুভার পর্ব্বতশৃঙ্গাগ্রদ্বারা তাহার দেহ বিদ্ধ বা বিদীর্ণ করা হয় ॥ ২২২ ॥"

"এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ ॥"
—ঐ ২২৩

"সুতরাং ( সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক ) শ্রীভগবানের পূজা-পরায়ণ হইলে বিপ্র, ক্ষত্র, বৈশ্য, স্ত্রী, শূদ্র—সকলেই শালগ্রামশিলারূপী ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন।" ২২৩।

উক্ত স্কান্দে শ্রীব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে চাতুর্ম্মাস্যব্রতে শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চা প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—
"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন ॥"
—ঐ ২২৪

ঐ স্কান্দে অন্যত্র অর্থাৎ স্থানান্তরেও কথিত হই-য়াছে—
"স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্ ॥"
—ঐ ২২৪

অর্থাৎ "স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে কথিত আছে—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং সচ্ছূদ্রগণেরও (অর্থাৎ হরিভক্তিপরায়ণ শূদ্রেরও ) শালগ্রামশিলাপূজায় অধি-কার আছে, কিন্তু ভক্তিহীন হইলে দ্বিজাতিরও অধিকার নাই।"

ঐ স্কন্দপুরাণের স্থানান্তরেও লিখিত আছে—

কি স্ত্রী, কি শূদ্র, কি দ্বিজাতি ( ব্রাহ্মণ ), কি ক্ষত্রিয়াদি—যে কেহ হউক না কেন, শিলাচক্র অর্থাৎ চক্রসমন্বিত শালগ্রামশিলার অর্চ্চন করিলে সে নিত্য-পদ প্রাপ্ত হয়।

"অতো নিষেধকং যদ্‌যদ্‌বচনং শ্রূয়তে স্ফুটং।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্ বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
যথা—ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ॥
প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চণ্ডালতামিয়াৎ॥"

—ঐ ২২৪ সংখ্যা

সুতরাং স্ত্রী-শূদ্রাদির পক্ষে শালগ্রামার্চ্চনা বিষয়ে যে সমস্ত নিষেধ-বচন স্পষ্ট শ্রুত হয়, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা বলেন যে, যাহারা বিষ্ণুভক্তিহীন, তাহা-দিগের পক্ষেই ঐ সমস্ত নিষেধবাক্য বুঝিতে হইবে। নিষেধবাক্য যথা—'পবিত্র হউন বা অপবিত্র হউন, দ্বিজাতিই ( ব্রাহ্মণই ) মদীয় অর্চ্চনার অধিকারী। স্ত্রী ও শূদ্রের করস্পর্শ আমার পক্ষে কুলিশ ( বজ্র ) অপেক্ষাও দুঃসহ। শূদ্র যদি প্রণব উচ্চারণ করে, শালগ্রামার্চ্চনা করে অথবা ব্রাহ্মণীগমন করে, তাহা হইলে সে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়'॥ ২২৪॥

[ উপরিউক্ত মূল সংস্কৃত শ্লোকসমূহের বঙ্গানু-বাদ কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে বিবিধ পুস্তক-প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক ১৩১৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ও তাঁহারই অনুজ্ঞানুসারে পণ্ডিত শ্রীশ্যামা-চরণ কবিরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। ]

অতঃপর নিম্নে হঃ ভঃ বিঃ ৫।২২২-২২৪ সংখ্যার শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ-কৃত দিগ্‌দর্শিনী টীকার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল—

শ্রীশ্রীশালগ্রামশিলাত্মক ভগবৎপূজার নিত্যতা প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—

শ্রীশালগ্রামশিলাত্মক ভগবদর্চ্চনে বা ভজনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী, শূদ্রাদি সকলেরই অধিকার আছে। কিন্তু যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়—'আমি ( ভগবান্ ) ব্রাহ্মণেরই পূজ্য, ব্রাহ্মণ শুচি হউক আর অশুচি হউক, তাহা বিচার করিতে হইবে না, পরন্তু স্ত্রীশূদ্র-করসংস্পর্শ আমার ( ভগবানের ) পক্ষে বজ্রপাততুল্য দুঃসহ ইত্যাদি শালগ্রামশিলা প্রসঙ্গে ভগবদ্‌বাক্যানু-সারে স্ত্রীশূদ্রাদি কর্ত্তৃক তৎপূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে।' এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের নিরসনার্থ বলা হইয়াছে—শাস্ত্রে যদি ঐ প্রকার নিষেধসূচক কোন বাক্য থাকে, তাহা হইলে ভগবৎপরায়ণ অর্থাৎ যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবৎপূজাপরায়ণ ভক্তজন-সম্বন্ধে ঐরূপ নিষেধসূচক বাক্য প্রযুক্ত হয় নাই, অবৈষ্ণব সম্বন্ধেই উহা প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা জানিতে হইবে।

অতএব উহা শ্রীনারদোক্তি দ্বারাই প্রমাণ করা হইয়াছে যে, সচ্ছূদ্রাণাম্ অর্থাৎ সতাং—বৈষ্ণবানাং শূদ্রাণাং শালগ্রামে অর্থাৎ শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চনে অধি-কার আছে, অন্যেষাং অসতাং শূদ্রাণাং অর্থাৎ অপর অবৈষ্ণব শূদ্রগণের উহাতে অধিকার নাই। সচ্ছূদ্র সম্বন্ধে বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে—

'অযাচকঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ।
পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েৎ॥' ইতি।

[ অর্থাৎ সচ্ছূদ্র—অযাচক—যাচঞারহিত ও প্রদাতা—প্রকৃষ্ট দানশীল হইবেন, বৃত্ত্যর্থ—জীবিকা-নির্ব্বা-হার্থ কৃষিকার্য্য করিবেন। নিত্য পুরাণ শ্রবণ করি-বেন এবং শ্রীশালগ্রামশিলাও পূজা করিবেন। ]

সুতরাং এইপ্রকার মহাপুরাণ-বাক্যের সহিত 'আমি কেবল ব্রাহ্মণেরই পূজ্য, সেই ব্রাহ্মণ শুচি বা অশুচি যাহাই হউক' ইত্যাদি বিরোধ দৃষ্ট হওয়ায় জানিতে হইবে—ঐরূপ বাক্য কোন মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্ত-কল্পিত। যদিও বা যুক্তিদ্বারা উহার মৌলিকতা স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে তাহা অবৈষ্ণব শূদ্র বা তাদৃশী অবৈষ্ণবী স্ত্রী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইতে পারে যে, অবৈষ্ণব স্ত্রীশূদ্রাদির শ্রীশালগ্রামপূজা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু 'গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাক' বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক শ্রীশালগ্রামপূজা অবশ্যই কর্ত্তব্যা, ইহাই ব্যবস্থাপনীয়। যেহেতু শূদ্র-সকলের মধ্যে যাহারা অন্ত্যজ অর্থাৎ চণ্ডালাদি, তাহা-দের মধ্যে যাঁহারা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত—বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ বৈষ্ণব, তাঁহাদিগকে কখনই শূদ্র বলা হয় না। নারদীয়-পুরাণে কথিত আছে—হে মহীপাল—রাজন্, চণ্ডালও যদি বিষ্ণুভক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে দ্বিজাধিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে। ইতিহাসসমুচ্চয়েও কথিত হইয়াছে—

'শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা ।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥'
ইতি ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত শূদ্র বা ব্যাধ চণ্ডালাদিকে জাতিসামান্যে দর্শন করে, তাহাকে অবশ্যই নরকগতি লাভ করিতে হয় । ( ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবে শূদ্রাদি জাতিবুদ্ধি করিলে নরকগতি লাভ হয় । )

পদ্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥" ইতি ।

অর্থাৎ শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্ত হইলে তাঁহাদিগকে কখনই শূদ্রবুদ্ধি করিতে হইবে না, তাঁহারা 'ভাগবত' বা 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিহিত হন । ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি সর্ব্ববর্ণমধ্যে তাহারাই শূদ্র, যাহারা শ্রীভগবান্ জনার্দ্দনে ভক্তিহীন ।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—এই সকল কথা অতঃপর শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য-বর্ণন প্রসঙ্গে আরও সবিস্তারে বর্ণন করা হইবে ।

এস্থলে আরও বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে,—

"ভগবদ্দীক্ষা-প্রভাবেন শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব ।"

অর্থাৎ ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবে শূদ্রাদিকুলোদ্ভূত ব্যক্তিরও বিপ্রসাম্য নিশ্চিতই সিদ্ধ হয় । ( এব শব্দ নিশ্চিতার্থে ব্যবহৃত । )

অবশ্য পূর্ব্বে দীক্ষামাহাত্ম্য বর্ণনকালে লিখিত হইয়াছে যে—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥"

অর্থাৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়া-প্রভাবে যেমন কাঁসা সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধানানুসারে সকল মনুষ্যেরই ( টীকা—নৃণাং সর্ব্বেষামেব ) দ্বিজত্ব বা বিপ্রত্ব লাভ হয় । ( টীঃ দ্বিজত্বং—বিপ্রতা )

[ হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিলাসে 'তত্ত্বসাগর' বাক্য এবং ঐ স্থলে টীকায় "নৃণাং সর্ব্বেষামেব, দ্বিজত্বং বিপ্রতা" এইরূপ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । ]

( ক্রমশঃ )

# শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত পালন ও ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

## [ মাসাধিকব্যাপী অনুষ্ঠান ]

### গোকুল মহাবন মঠে শ্রীবিগ্রহগণের নবপ্রকাশরূপে প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীবৃন্দাবন মঠে শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ-উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত — উর্জ্জব্রত— কার্ত্তিকব্রত— নিয়ম-সেবা-পালন ও ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা উপলক্ষে মাসাধিকব্যাপী ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান ৯ কার্ত্তিক (১৪০০ বঙ্গাব্দ ), ২৬ অক্টোবর ( ১৯৯৩ ) মঙ্গলবার হইতে ১৩ অগ্রহায়ণ, ২৯ নভেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে । ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুশত ভক্ত এই মহদ্ ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন । পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর যোগদানকারী ভক্ত-সংখ্যা অধিক হইয়াছিল । পূর্ব্বে ভক্তগণের এক শিবির হইতে অন্য শিবিরে যাওয়ার জন্য চারিটী রিজার্ভ বাসে সঙ্কুলান হইত, এইবার প্রথম হইতেই ছয়টী বাস এবং শেষের দিকে উহা বৃদ্ধি হইয়া আটটী বাস হয় । প্রথমে প্রায় চারিশত, পরে বৃদ্ধি হইয়া ভক্তসংখ্যা হয় ছয়শত । প্রত্যেক শিবিরে যাত্রিগণের অবস্থানের

জন্য ব্যবস্থাপকগণের চিন্তা ও উদ্বেগ হইলেও শ্রীশ্রী-গুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় বিশেষ কোনও অসুবিধার সৃষ্টি হয় নাই। এই বৎসরে পূর্ব্বে পুরুষোত্তম-মাস ( অধিক মাস ) আসায় শ্রীদামোদরব্রত বিলম্বে আরম্ভ হওয়ায় আবহাওয়াতে শৈত্যভাব ছিল, তজ্জন্য পদ-ব্রজে পরিক্রমাকারী ভক্তগণের কষ্টের লাঘব হই-য়াছে। অসুস্থ যাত্রীর সংখ্যাও এইবার অনেক কম। বিশ্রাম ও আহারাদির নিয়ম না থাকিলেও সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-স্মৃতির উদ্দীপনাতে দিন অতিবাহিত হওয়ায় ভক্তগণ একমাস সংসারের চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া চিত্তের প্রশান্তিরূপ আনন্দানুভব করিয়াছিলেন।

আটটী শিবিরে অবস্থান করতঃ দ্বাদশ বন পরি-ক্রমা হয়। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি, শ্রীকৃষ্ণের ও গৌর-পার্ষদগণের ভজনস্থলী ও সমাধি-মন্দির দর্শন করা হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য 'শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা' গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রত্যেক স্থানের মহিমা বুঝাইয়া দেন এবং পশ্চিমদেশীয় ভক্তগণের বোধ সৌকর্য্যার্থে হিন্দীতেও বলেন।

## বিভিন্ন শিবিরে অবস্থান

(১) মথুরা সহরে ( ৯ কার্ত্তিক, ২৬ অক্টোবর হইতে ১৪ কার্ত্তিক, ৩১ অক্টোবর )—ভিউয়ানি ধর্ম্ম-শালা ও পঞ্চায়ৎ ধর্ম্মশালা—বাঙ্গালীঘাট

(২) গোবর্দ্ধন ( ১৫ কার্ত্তিক হইতে ১৭ কার্ত্তিক )—সুনামওয়ালি ধর্ম্মশালা, বঘেল ধর্ম্মশালা, উজ্জৈন ধর্ম্মশালা এবং দুইটী অতিথিভবনে

(৩) কাম্যবন ( ১৮ কার্ত্তিক হইতে ২১ কার্ত্তিক [ বহুলাষ্টমী ] )—শ্রীবিমলাকুণ্ডের তীরে শ্রী-রাধাগোপাল মন্দির ও বিভিন্ন মন্দিরে

(৪) বর্ষাণা ( ২২ কার্ত্তিক হইতে ২৪ কার্ত্তিক )—ধাতরিয়া ধর্ম্মশালা, বেরেলিওয়ালা ধর্ম্মশালা ও পিলাওয়ালে ধর্ম্মশালা

(৫) নন্দগ্রাম ( ২৫ কার্ত্তিক হইতে ২৮ কার্ত্তিক [ অন্নকূট ] )—শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটীর ও ইণ্টার কলেজ ভবন পাবন সরো-বরের তটে

(৬) কোহসি ( ২৯ কার্ত্তিক হইতে ৩০ কার্ত্তিক ) - গয়ালাল স্মৃতিভবন [ ভবনের ছাদে ও নীচে তাঁবু খাটান হয়। ]

(৭) গোকুল মহাবন ( ১ অগ্রহায়ণ হইতে ৬ অগ্র-হায়ণ [ ৩ অগ্রহায়ণ—নবপ্রকাশরূপে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ] )—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ [ মঠের পাকাগৃহে এবং বহু তাঁবু-শিবিরে ] এবং স্থানীয় ধর্ম্মশালায়

(৮) বৃন্দাবন ( ৭ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩ অগ্রহায়ণ [ ৯ অগ্রহায়ণ—শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব, ১৩ অগ্রহায়ণ—রাসযাত্রা ] )— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মির্জ্জাপুর ধর্ম্মশালা ও মুঙ্গের ধর্ম্মশালা

মথুরা শিবির হইতে 'মধুবন', 'তালবন', 'কুমুদ-বন' ও 'বহুলাবন', কাম্যবন শিবির হইতে 'কাম্যবন', নন্দগ্রাম শিবির হইতে 'খদিরবন'—শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর ভজনস্থলী, গোকুলমহাবন শিবির হইতে 'মহাবন', লৌহবন', 'ভদ্রবন', 'ভাণ্ডীরবন' এবং বৃন্দাবন হইতে 'বৃন্দাবন' ও 'বিল্ববন'—দ্বাদশ বন পরিক্রমা হয়। এতদ্ব্যতীত গোবর্দ্ধন শিবির হইতে পদব্রজে সংকীর্ত্তনসহ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা, রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড, কুসুমসরোবর, গোবিন্দকুণ্ড,—শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের স্থান, উদ্ধবকুণ্ড প্রভৃতি। বর্ষাণা-শিবির হইতে পদব্রজে বর্ষাণধাম এবং নন্দগ্রাম আসিবার কালে 'প্রেমসরোবর', 'সঙ্কেতস্থান', 'উদ্ধবকেয়ারী' প্রভৃতি ; 'নন্দগ্রাম' হইতে 'কোহসি' আসিবার কালে পদব্রজে সংকীর্ত্তনসহ 'যাবট' ; 'কোহসি' হইতে 'গোকুল মহাবন' বাসযোগে আসিবার কালে 'সেরগড় —খেলনবন', 'রামঘাট', শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাবস্থলী —'শ্রীরাভেল ধাম' ; গোকুল মহাবন হইতে রিজার্ভ বাসযোগে সংকীর্ত্তনসহ পদব্রজে চারিবন দর্শনকালে 'মাঠবন' ও 'দাউজী' এবং গোকুল মহাবন হইতে 'বৃন্দাবন' আসিবার কালে 'অক্রূরঘাট', 'ভাতরোল' দর্শন করা হয়।

মথুরা শিবির হইতে চারিবন দর্শনকালে প্রতি-ষ্ঠানের অন্যতম শাখা মধুবনস্থ শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে, শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমাকালে 'উদ্ধবকুণ্ডে' এবং শ্রীগোকুল মহাবন হইতে ২২ নভেম্বর চারিবন ও মাঠবনাদি দর্শনকালে 'মানসরোবরে' অপরাহ্নে ভক্তগণ খিচুড়ী-প্রসাদ অমৃতসমবোধে আস্বাদন করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীমঠ হইতে প্রকাশিত 'শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা'-গ্রন্থ পাঠে জ্ঞাতব্য। পরিক্রমাকালে নিয়মসেবার কৃত্যসমূহ সম্পন্ন ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গজেন্দ্র মোক্ষণ-প্রসঙ্গ যথারীতি পঠিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের কৃপার নিদর্শনস্বরূপ একটী ঘটনার কথা উল্লিখিত হইতেছে ঃ—ভক্তগণের কোহসিতে 'গয়ালাল স্মৃতি-ভবনে' অবস্থানকালে 'বড় বৈঠান' ( বলরামের সহিত গোপগণের বৈঠক ), 'ছোট বৈঠান' ( শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপগণের বৈঠক ) এবং 'চরণপাহাড়ী' দর্শনের দিন ৩০ কার্ত্তিক, ১৬ নভেম্বর সোমবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, দুই এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ে। যাত্রিগণের থাকিবার ব্যবস্থা স্মৃতিভবনের কক্ষে এবং বারান্দাতেও সঙ্কুলান না হওয়ায় ছাদের উপরে অস্থায়ী আচ্ছাদন ( প্যাণ্ডেল ) করা হইয়াছিল। পশ্চিমদেশীয় আচ্ছাদন (প্যাণ্ডেল) প্রবল বায়ু ও বর্ষা প্রতিরোধে অসমর্থ। ভক্তগণের বিছানা বৃষ্টির দ্বারা সিক্ত হইলে শীতের রাত্রিতে তাঁহাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত হইবে আশঙ্কায় বিছানাগুলি বাঁধিয়া একটী কক্ষে সংরক্ষণের নির্দ্দেশ ব্যবস্থাপকগণ দিলেন। কোহসি হইতে চরণপাহাড়ী প্রায় ৭ কিলোমিটার, সতরাং যাতায়াত ১৪ কিলোমিটার। সকলকে পদব্রজে যাইতে ও আসিতে হইবে। রাস্তায় বর্ষা হইলে দর্শনের বিঘ্ন হইবে, ভক্তগণ আশ্রয়শূন্য হইবেন, চিন্তার বিষয় হইল। কিন্তু করুণাময় শ্রীহরির কৃপায় ইন্দ্রদেব বারিবর্ষণের ভয় মাত্র দেখাইলেন, বারিবর্ষণ হয় নাই। বরং সমস্ত রাস্তা মেঘের দ্বারা আবৃত থাকায় দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ভক্তগণকে তপ্ত হইতে হয় নাই। মহানন্দে ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ পরিক্রমা, দর্শন এবং মহিমা শ্রবণ করিয়াছেন। ভক্তগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপার কথা চিন্তা করিয়া সকলে পুলকিত হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্তগণের আনুগত্যে যাঁহারা মাথুরমণ্ডলে দামোদরব্রত পালন এবং শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন তাঁহারা ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী। শ্রীপদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

'যথা মাঘে প্রয়াগঃ স্যাদ্বৈশাখে জাহ্নবী যথা।
কার্ত্তিকে মথুরাসেব্যা ততোৎকর্ষপরো ন হি ॥
কিং যজ্ঞৈঃ কিন্তপোভিশ্চ তীর্থৈরন্যৈশ্চ সেবিতৈঃ।
কার্ত্তিকে মথুরায়াঞ্চেদচ্চ্যতে রাধিকাপ্রিয় ॥'

'মাঘমাসে প্রয়াগ ও বৈশাখ মাসে জাহ্নবীসেবার ন্যায় কার্ত্তিক মাসে মথুরা পরমাদরে সেবনীয়, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট আর নাই। কার্ত্তিকে যিনি মথুরাধামে শ্রীরাধাপ্রিয় দামোদরের অর্চ্চন করেন, তাঁহার আর যজ্ঞ, তপস্যা ও অন্যান্য তীর্থসেবার কি প্রয়োজন ?'

'গৌর আমার, যেসব স্থান, করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সবস্থান, হেরিব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে।'
—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ —শ্রীগিরিধারীদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী এবং গঙ্গাধর দাস-সহ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য ২১ অক্টোবর শ্রীবৃন্দাবন মঠে পৌঁছিয়াছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ, কলিকাতা ও আগরতলার যাত্রিগণ ৮ কার্ত্তিক, ২৫ অক্টোবর সোমবার বিজয়াদশমী তিথিতে তুফান এক্সপ্রেসযোগে যাত্রা করতঃ পরদিন অপরাহ্নে আগ্রা ক্যাণ্ট ষ্টেশনে পৌঁছিলে তথা হইতে দুইটী রিজার্ভ বাসযোগে সন্ধ্যায় মথুরা শিবিরে আসিয়া উপনীত হন। তাঁহাদের মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী। আগরতলার যাত্রিগণের তত্ত্বাবধানে ছিলেন শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে বাজার, রন্ধন, হিসাব-সংরক্ষণ এবং প্রসাদ পরিবেশনাদি-সেবা বিষয়ে মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ এবং শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী। তাঁহাদের সহায়করূপে ছিলেন শ্রীভূতভাবনদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীচরণদাস ব্রহ্মচারী। বিভিন্ন শিবিরে যাত্রিগণের থাকিবার মুখ্য ব্যবস্থাপকরূপে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ এবং শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীবিগ্রহসেবা নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী। কীর্ত্তন-সেবায় ছিলেন শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীদীনবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী। শোভাযাত্রায় যাত্রিগণের তত্ত্বা-

বধানে ছিলেন গৌহাটীর শ্রীস্তুতভাবনদাস ব্রহ্মচারী এবং পাঞ্জাবের শ্রীদামোদর দাসাধিকারী ( শ্রীদর্শন সিং ), শ্রীঅশ্বিনীকুমার ও শ্রীরাজ কাটিয়ার।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে বিভিন্ন শিবিরে মুখ্য-ভাবে মহোৎসবের আনুকূল্যবিধান করিয়া বৈষ্ণব-গণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন ঃ—

(১) শ্রীবজরংলাল আগরওয়াল, হায়দ্রাবাদ ( অন্ধ্র-প্রদেশ )
(২) শ্রীমতী অরুণা কর, কলিকাতা
(৩) আগরতলার ভক্তবৃন্দ ( শ্রীহরিচরণ দাসাধি-কারী ও শ্রীনেপাল সাহা এবং অন্যান্য )
(৪) কলিকাতার ও পশ্চিমবঙ্গের ভক্তবৃন্দ
(৫) হায়দ্রাবাদের ভক্তবৃন্দ ( শ্রীঅন্নকূট উৎসবে শ্রীসন্তোষ আগরওয়াল প্রভৃতি )
(৬) শ্রীগোপালদাস আগরওয়াল, কোশী (কোহসি)
(৭) পশ্চিমবঙ্গের বারাসতের শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সাহা ও শ্রীসিদ্ধেশ্বর সাহা
(৮) আসামের ভক্তগণ
(৯) শ্রীমতী বেলা দে, কলিকাতা
(১০) জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত ( গোকুল মহাবন মঠে শ্রীবিগ্রহগণের নবপ্রকাশ-প্রতিষ্ঠা উৎসবে এবং শ্রীবৃন্দাবন মঠে শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে মহোৎসবে )
(১১) কারতারপুরের ( জলন্ধর ) ভক্তবৃন্দ
(১২) আগ্রার শ্রীরাকেশ পরাশর

## গোকুল মহাবন মঠে শ্রীবিগ্রহগণের নব-প্রকাশরূপে প্রতিষ্ঠা ও তাঁহাদের শ্রীমন্দিরে শুভ-প্রবেশোৎসব

৩ অগ্রহায়ণ ( ১৪০০ ), ১৯ নভেম্বর ( ১৯৯৩ ) শুক্রবার শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরম-পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীকৃষ্ণ ) ও শ্রীলাড্ডুগোপাল শ্রীবিগ্রহগণের নবপ্রকাশরূপে প্রতিষ্ঠা-উৎসব এবং শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয়োৎসব হরিসঙ্কীর্ত্তন সহযোগে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্নে শুভ মুহূর্ত্তে আরম্ভ হইয়া অনুষ্ঠান অপরাহ্ন পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। নবপ্রকাশরূপে প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক-কার্য্যে সহায়করূপে ছিলেন মুখ্যভাবে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবুধ বোধায়ন মহারাজ, শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহা-রাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রী-মঠের বিশিষ্ট সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক এবং প্রতিষ্ঠার অন্যান্য সেবায় নিয়োজিত হন। মথুরার শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ উক্ত মঠের ত্যক্তা-শ্রমী গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ সঙ্কীর্ত্তনভবনে মধ্যাহ্নে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-সভায় হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং বৃন্দাবন মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। স্থানীয় ব্রজবাসী এবং নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের নরনারীগণ এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। গোকুল মহাবনস্থিত রমণরেতি মন্দিরের সাধুগণও যোগদান করিয়াছিলেন। মথুরার এম্-পি শ্রীসাক্ষী মহারাজ উক্ত অনুষ্ঠান দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীবিগ্রহ-গণের নবপ্রকাশরূপে আবির্ভাবে তিনি হৃদয়ের উল্লাস ব্যক্ত করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগান্তে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগদানকারী ছয় শতাধিক ভক্ত এবং স্থানীয় সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরি-তৃপ্ত করা হয়। মহোৎসবের পূর্ণানুকূল্য করিয়া জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। গোকুল মহাবন মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, শ্রীঅনঙ্গমোহন বনচারী, শ্রীঅচ্যুতকৃষ্ণ বনচারী, শ্রীরাধাপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅজিতগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী প্রভৃতি

গোকুল মহাবন মঠের সেবকগণ বিবিধ সেবায় নিষ্ঠার সহিত অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় বিশেষ ধর্ম্মসভায় স্থানীয় গৌড়ীয় মঠের পাণ্ডা শ্রীবাবুলাল পাটোয়ারীর উদ্বোধন ভাষণের পর শ্রীল আচার্য্যদেব 'শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব এবং তাঁহার সেবা' সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন।

৫ অগ্রহায়ণ, ২১ নভেম্বর রবিবার শ্রীগোপাষ্টমী তিথিবাসরে সন্ধ্যার সময় রমণরেতির মহান্ত মহারাজ শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণরূপে সজ্জিত দুইজন গোপবালক এবং বহু সাধুসহ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ পরিদর্শনে আসেন। সংকীর্ত্তনভবনে গোপবালকরূপে সজ্জিত কৃষ্ণবলরামের আরতি অনুষ্ঠিত হয়। মহান্ত মহারাজ আশ্রমের কয়েকশত গাভী লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহগণের নবপ্রকাশরূপ দেখিয়া উল্লসিত হন।

## শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব-মহোৎসব

'৯ অগ্রহায়ণ, ২৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীতে শ্রীহরির উত্থান তিথিবাসরে বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শুভাবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সংকীর্ত্তনভবনে সুসজ্জিত সিংহাসনে শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চা শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইলে পর গুরুদেবের কৃপাপ্রার্থনামূলক গীতি ও বাদ্যাদি-সহযোগে আরতি সম্পাদিত হয়। শুভানুষ্ঠানে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের এবং সমবেত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের এবং অন্যান্য মঠের পূজনীয় ত্রিদণ্ডী যতি সাধুগণের, পূজনীয় বৈষ্ণবগণের এবং শ্রীব্রজমণ্ডলের ব্রজবাসী পাণ্ডাগণের পূজা বিধান করেন শ্রীল আচার্য্যদেব বস্ত্রার্পণের দ্বারা। তৎপরে বৈষ্ণবগণ এবং শ্রীল গুরুদেবের আশ্রিত পুরুষ মহিলা শিষ্যগণ ও প্রশিষ্যগণ ক্রমানুযায়ী শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে ভোগ-আরাত্রিকের পর ভক্তগণকে ফল-মূলাদি ব্রতানুকূল প্রসাদ দেওয়া হয়। উক্ত দিবস রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল গুরুদেবের পূত চরিত্র ও শিক্ষা কীর্ত্তনমুখে কৃপাপ্রার্থনা করেন শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ তাঁহার রচিত ভক্তিকুসুমাঞ্জলি গীতি পাঠ করেন। পরদিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে পরিক্রমায় যোগদানকারী ভক্ত ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীমথুরার বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠের সাধুগণকে এবং ব্রজমণ্ডলের ব্রজবাসী পাণ্ডাগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীগুরুপূজাবাসরে সাধুগণকে ও ব্রজবাসী পাণ্ডাগণকে বস্ত্রার্পণের এবং পরদিবস মহোৎসবের পূর্ণানুকূল্য করেন জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত। কলিকাতার শ্রীল গুরুদেবের আশ্রিতা শিষ্যা শ্রীমতী কমলা ঘোষও বস্ত্রার্পণসেবায় আনুকূল্য করেন।'

২৭ নভেম্বর শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমাকালে কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে ভক্তগণকে পুরী-তরকারি ও হালুয়া প্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

২৯ নভেম্বর শ্রীকৃষ্ণের রাসপূর্ণিমা তিথিবাসরে বহু নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণভজনে ব্রতী হন।

পরিক্রমাকারী সাধু ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রীল আচার্য্যদেব ৩০ নভেম্বর মঙ্গলবার তিনটী রিজার্ভবাসে বৃন্দাবন হইতে বেলা ১০টায় রওনা হইয়া অপরাহ্নে নিউদিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছেন। কলিকাতা ও আগরতলার ভক্তগণের বিশ্বকর্ম্মা ধর্ম্মশালায় এবং আসামের ভক্তগণের পাহাড়গঞ্জস্থ পঞ্চায়েৎ ধর্ম্মশালায় থাকিবার ব্যবস্থা হয়। কলিকাতার, পশ্চিমবঙ্গের ও আগরতলার যাত্রিগণ পরদিবস Air Conditioned Expressএ কলিকাতা যাত্রা করেন।

# শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের
# পূতচরিতামৃত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠার পর ]

'শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথদেব এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদারলীলা', 'বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অবদান', 'শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পূতচরিত্র ও শিক্ষাবৈশিষ্ট্য', 'মনুষ্য সভ্যতার ভিত্তি ঈশ্বরবিশ্বাস', 'কলিযুগে ভাগবতধর্ম্ম ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের সর্ব্বোত্তমতা' যথাক্রমে সভার বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল। শ্রীল গুরুদেবের ত্যক্তাশ্রমী সতীর্থ ও শিষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ রাসবিহারী দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সজ্জন মহারাজ, শ্রীমদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন দণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবোধ মুনি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-সুব্রত পরমার্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ডাক্তার শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীযতিশেখর দাসাধি-কারী, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমদ্ গিরিধারীদাস বাবাজী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা।

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ এই মহদুৎসবানুষ্ঠানের জন্য হৃদয়ের উল্লাস ও নানাভাবে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

১৫ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী সোমবার প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বিশাল নগরসংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া পুরী সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করে। শোভাযাত্রায় বিপুলসংখ্যক ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর সমাবেশে নরনারীগণের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব উল্লাস ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার একটী দৃশ্য

১৬ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী শ্রীব্যাসপূজাবাসরে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবকক্ষে শ্রীব্যাসপূজা, শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা-ভোগরাগাদি পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ

পরীতে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-কক্ষে শ্রীব্যাসপূজাকালে তাঁহার অর্চ্চনরত
পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, চামর ব্যজন করিতেছেন শ্রীল গুরুদেব

পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে হরিসংকীর্তন-সহযোগে সুসম্পন্ন হয়। অগণিত নরনারীর সমা-বেশহেতু শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবকক্ষের সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে স্থানাভাব হওয়ায় শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছাক্রমে সভামণ্ডপে শ্রীল প্রভুপাদের সুসজ্জিত আলেখ্যার্চ্চায় ত্যক্তাশ্রমী সাধুগণ ও ভক্তগণ ক্রমানুযায়ী অঞ্জলি প্রদান করেন। পূর্ব্বাহ্ণকালীন ধর্ম্মসভায় পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের হৃদয়গ্রাহী সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ প্রভাবান্বিত হন। পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পর অপরাহ্ণে সমবেত অগণিত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীল গুরুদেব 'সাধুনিবাসের' এবং পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীহরিহর মহাপাত্র 'সংকীর্ত্তন-ভবনের' সংকীর্ত্তন-সহযোগে ভিত্তি সংস্থাপন করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের সহায়তায় বাস্তহোম ও বৈষ্ণবহোমাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

## শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মই বিশ্বসমস্যা সমাধানে ও হিংসাদ্বেষ দূরীকরণে সমর্থ

[ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় ১৮শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় শ্রীচৈতন্যবাণী বন্দনায়
শ্রীল গুরুদেবের উপদেশবাণী ]

'শ্রীচৈতন্যদেব চারিশত একানব্বই বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গার পূর্ব্বতটে বৃন্দারণ্যাভিন্ন সুরম্য শ্রীনবদ্বীপধামের

অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া নিজে আচরণ করতঃ জীবের পরম কল্যাণের নিমিত্ত যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অনুশীলন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহাই বর্ত্তমান কলিযুগে বিস্তৃত হইয়া অসদাচারী এবং নানাভাবে দুর্গত মনুষ্যকে পরম সুখময় শ্রীভগবৎপ্রেমানুশীলনে সুযোগ প্রদান করিতেছে।

কামক্রোধাসক্ত মনুষ্যগণ রাজসিক ও তামসিকনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক রজঃ ও তমোগুণের বিষয়-সমূহ গ্রহণ করতঃ পরস্পর হিংসা-দ্বেষাদির দ্বারা পর্য্যুদস্ত এবং নিরন্তর অশান্তির অনলে দগ্ধীভূত হইয়াও যেন নেশার ন্যায় ঐ সব রাজসিক এবং তামসিক ক্রিয়াকে নিজের এবং সমাজের সুখের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের আত্মধর্ম্মের তথা প্রেমধর্ম্মের উপদেশাবলী তন্নিজজনগণ কর্ত্তৃক জগতে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হওয়ায় বর্ত্তমান বিশ্বে বহু সুকৃতিমান্ ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য-বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীভগবৎপ্রেমই যে মনুষ্যের একমাত্র সুখ শান্তির পথ এবং বিবদমান দেশসমূহের মধ্যে ঐক্য ও শান্তি স্থাপনে সমর্থ, তাহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভের নিমিত্ত যেরূপ হিংসা-দ্বেষাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরস্পর প্রেমানুসন্ধানপথের যাত্রী হইতেছেন, তাহাতে আমরা খুবই উল্লাস বোধ করিতেছি। শ্রীচৈতন্য-বাণী কৃপাপূর্ব্বক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী ব্যক্তিগণের মধ্যে নিজের স্বরূপ বিস্তার না করিলে জগজ্জীবের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-দ্বেষাদি শীঘ্র শীঘ্র বিদূরিত হইবে না। শ্রীচৈতন্য-বাণী কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেই মনুষ্যের জন্মগত অভিমান, ঐশ্বর্য্যগত মত্ততা, বিদ্যাবত্তার দাম্ভিকতা এবং রূপ-যৌবনাদির গর্ব্ব ধীরে ধীরে বিদূরিত হইয়া যথার্থ তত্ত্ব অবধারণে যোগ্যতা আসিবে। কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে প্রমত্ত হইলে অন্যান্য বিষয়ের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না। অন্য কোন বিষয়ে আবিষ্ট হইলে বাস্তব তত্ত্বাবধারণে এবং জ্ঞান-লাভে মনুষ্য বঞ্চিত হয়। শ্রীচৈতন্য-বাণী কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে আমরা জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীতে প্রমত্ত না হইয়া শ্রীভগবান্, ভগবদ্ভক্ত এবং সৎশাস্ত্রাদির অনুশীলনে যোগ্যতা লাভ করিতে পারি।

আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সাধারণ লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য আধুনিক যুগে কেবল প্রাকৃত শিল্পোন্নতির প্রতিই দেশ-শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল আগ্রহ দৃষ্ট হয়। ধর্ম্ম এবং নীতি অনাবশ্যক মনে করায় দুর্নীতি ও যথেচ্ছাচারিতা যেন প্রবল প্রশ্রয় পাইতেছে। নীতিবিগর্হিত জীবনে ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত বাস্তব-সুখলাভের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। ধর্ম্মহীন জীবন কেহই পালন করে না। যাহাদের বোধের মধ্যে আত্মা বা জ্ঞান বলিয়া কিছু নাই, তাহারাও শারীর ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মানুসারে চলিয়া থাকে। কিন্তু শরীর ও মন ইহার কোনটিই জীবের স্বরূপ না হওয়ায় উক্ত দেহ-ধর্ম্ম এবং মনোধর্ম্ম জীবকে সুখ বা শান্তি প্রদান করিতে পারে না। জীবমাত্রেই চিত্তত্ত্ব অর্থাৎ আত্মা। সুতরাং আত্মধর্ম্মই জীবের জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে স্বরূপ-ধর্ম্ম। উক্ত আত্মধর্ম্মের অনুকূলে দেহ ও মনোধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেই উহা জীবের নিত্য মঙ্গলের আনুকূল্য করিয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রগতির চীৎকারের যুগে দীক্ষিত হইয়া জড় পদার্থের দিকে প্রগতি পরিচালিত করিলে উহা সীমাবিশিষ্ট বলিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইবে। চেতন বা ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবত্তত্ত্ব অসীম হওয়ায় তৎসম্বন্ধী প্রগতিই সুযুক্তিপূর্ণা হয়। অসীম সত্তা, অসীম জ্ঞান এবং অসীম আনন্দের দিকে প্রগতির জন্য আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় অথবা শাসক-সম্প্রদায় কিছু মনো-নিবেশ করিলে নিশ্চয়ই দেশের মধ্যে দুর্দ্দিন চলিয়া যাইবে এবং ক্রমশঃ সুখময় যুগের আবির্ভাব হইবে। আত্মসম্বন্ধে আমরা পরস্পর ভেদবুদ্ধি-শূন্য হইয়া বিদ্বেষ পরিত্যাগ করতঃ একত্রিত এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত ঐক্য স্থাপনেও সমর্থ হইতে পারি। শ্রুতি-মন্ত্র—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদি-ধ্যাসিতব্যঃ'—এই পরা বিদ্যা বিস্তার করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্য-বাণী উপদেশ করেন। অপরা বিদ্যা পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব, দম্ভ, দর্প আদি অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি করে। অপরা বিদ্যার মোহে যাঁহারা মুগ্ধ আছেন, তাঁহারা পরা বিদ্যার নাম শুনিলেই বিদ্বেষ পোষণ করেন এবং উহা অবাঞ্ছিত বলিয়া তফাৎ থাকেন, এমনকি উহা ধ্বংস করিবার জন্যও ব্যস্ত হইয়া উঠেন! অপরা বিদ্যা কাম, ক্রোধাদি রিপুর

এবং দম্ভ, দর্প, অভিমানাদির প্রশ্রয় দিয়া থাকে, পরা বিদ্যা উহা হইতে উদ্ধার করিয়া জীবকে আনন্দময় শ্রীভগবানের প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' ভগবদ্ভক্তির আনুকূল্যে তথা আত্মধর্ম্মের আনুগত্যে রাজ্য-শাসনাদি ব্যাপার হিতকর বলিয়া মনে করেন। আত্মধর্ম্মের অনুকূলে অর্থনীতির, শিল্পনীতি আদির বিস্তার বাঞ্ছনীয়। শ্রীচৈতন্য-বাণী জীবে দয়ার মূর্ত্ত-বিগ্রহ। সুতরাং জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল জীবের প্রতিই যথাযোগ্য দয়া বিধেয়। সমাজনীতিও আত্মধর্ম্মের অনুকূলে ব্যবস্থাপিত হওয়া সমাজের সমুন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। শ্রীচৈতন্য-বাণী বেদের মন্ত্র—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি' বিচারের পক্ষপাতী। হিংসার ফলস্বরূপ প্রত্যেককেই প্রতিহিংসিত হইতে হয়। যিনি নিজে হিংসিত হইতে চাহেন না, তাঁহার পক্ষে কখনও অপরের হিংসা করা উচিত নহে।'

## শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

শ্রীল গুরুদেবের অধ্যক্ষতায় ( ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে, ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে ) ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ২৬ আশ্বিন, ১৩ অক্টোবর শুক্রবার হইতে ২৬ কার্ত্তিক, ১৩ নভেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হয়। কলিকাতা হইতে ২৪ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর বুধবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় তুফান এক্সপ্রেসযোগে শ্রীল গুরুদেব ও পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ প্রথম শ্রেণীতে এবং ৮০ মূর্ত্তি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্ত ২য় শ্রেণীতে যাত্রা করতঃ পরদিন অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় মথুরা জংশন ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। দেরাদুন, দিল্লী, হায়দ্রাবাদ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান হইতেও বহু ভক্ত পরিক্রমায় যোগ দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে পাঞ্জাব হইতেও শ্রীল গুরুদেবের আশ্রিত ভক্তগণ আসিলে যাত্রিসংখ্যা চারি শতাধিক হয়। শ্রীব্রজমণ্ডলে মথুরা ( ভিওয়ানি ধর্ম্মশালা ), গোবর্দ্ধন ( মৈনা ধর্ম্মশালা ), কাম্যবন ( বিমলাকুণ্ডতীর ), বর্ষাণা ( ধাতরিয়া ধর্ম্মশালা ), নন্দগাঁও (পাবন-সরোবরে কলেজ), কোশী ( লালা গয়ালালজী আগরওয়াল স্মৃতিভবন ), গোকুল মহাবন ( শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ) ও শ্রীবৃন্দাবনধাম ( শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ )—আটটী শিবিরে ভক্তগণ অবস্থান করেন। পরিক্রমাকালে শ্রীউর্জ্জব্রত বা শ্রীদামোদরব্রতের নিয়মসেবাও যথারীতি পালিত হয়। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণের মধ্যে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ব্যতীত পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় সঙ্গে থাকিয়া হরিকথামৃত পরিবেশনের দ্বারা ভক্তগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীল গুরুদেব অসুস্থতালীলাভিনয় করায় তাঁহার দর্শন ও তাঁহার মুখপদ্মবিনিঃসৃত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হইয়া পরিক্রমাকালে ভক্তগণের হৃদয়ে পূর্ব্বের ন্যায় উল্লাস অনুভূত হয় নাই। কলিকাতা হইতে মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ডাক্তার শ্রীহলধর দাস গুরুদেবের চিকিৎসা-সেবায় বিশেষ যত্ন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব মথুরায় পরিক্রমাকালে ভক্তগণের সহিত শ্রীশ্বেতবরাহ-মন্দিরে উঠিয়া খুবই অসুস্থতা অনুভব করিলে ডাক্তারবাবুর প্রযত্নে কিছুটা সুস্থ হন। সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণে ডাক্তারের নির্দ্দেশ হওয়ায় তিনি বৃন্দাবন মঠে মাঝে মাঝে আসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ পরিক্রমা-পরিচালনা কিভাবে হইতেছে তদ্বিষয়ে খোঁজখবর লইতেন। তিনি গোবর্দ্ধনে, রাধাকুণ্ডে—বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় স্থানসমূহে মটরযানযোগে আসিয়া ভক্তগণকে দর্শন দিতেন ও উৎসাহ প্রদান করিতেন।

২৪ কার্ত্তিক, ১১ নভেম্বর শনিবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা ও শ্রীব্যাসপূজা শ্রীবৃন্দাবনধামস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল গুরুদেব যমুনাস্নান শ্রীবিগ্রহার্চ্চনান্তে বস্ত্রার্পণ দ্বারা সতীর্থগণের পূজা বিধান করিয়াছিলেন। তদাশ্রিত শিষ্যগণের প্রার্থনায় শ্রীল

( ক্রমশঃ )

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

**কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—**

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

---

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুস্ত্রিংশ বর্ষ—৩য় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৪০১

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ ( নদীয়া ) ফোন ঃ ২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম )

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম )

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম ) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৪শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ ১৪০১
৪ মধুসূদন, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, শুক্রবার, ২৯ এপ্রিল ১৯৯৪ { ৩য় সংখ্যা

## শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী
৩রা ফাল্গুন, ১৩৪১ ; ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু —

আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। * * মহাশয়ের পিতৃদেবের স্বধামপ্রাপ্তি হইয়াছে, জানিলাম। তাঁহার যে পুত্র দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহার দশাহের পরে একাদশ দিবসে মহাপ্রসাদ দ্বারা পিণ্ড দিতে এবং শুদ্ধভক্ত বিপ্রগণকে সেবা করাইতে হইবে। উহা শ্রীগৌড়ীয় মঠে করিলে বৃথা ও অবিবেচক স্মার্ত্তের হাঙ্গামায় পড়িতে হইবে না। আর যে সকল পুত্র হরিনাম করেন না ও সমাজের বাক্যবাণ সহ্য করিতে পারিবেন না, তাঁহারা স্মার্ত্তমতে পিণ্ড দান করিবেন, উহাতে * * মহাশয়ের আপত্তি থাকিবে না। শ্রীহরিনাম করিয়া পিতৃপুরুষগণকে প্রেত-জ্ঞান শাস্ত্রানুমোদিত নহে। তবে স্মার্ত্তমতে যেসকল ব্যবস্থা আছে, উহা অধিকার-বিচারে ব্যবস্থিত। বিশেষতঃ স্মার্ত্তমতে শ্রাদ্ধ করিলে পুনরায় মাতৃকুক্ষিতে গমন করিতে হয়। ভগবদ্ভক্তগণ তাহা কখনও স্বীকার করেন না।

শ্রীমানের জননী হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি পুত্রের বিচার গ্রহণ করিবেন। তিনি স্মার্ত্তের পললান্ন শ্রাদ্ধের বিষয়ে মৌন থাকিবেন। স্মার্ত্তের বিচার যখন শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ভগবানের নিজ-জনগণ জানাইয়াছেন, তখন অবিচারক স্মার্ত্তপদ্ধতি ভক্তগণ স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন। আর মুক্তগণের শাস্ত্র ও বিচার-প্রণালীও স্মার্ত্তের বোধগম্য নহে। আপনি এইসকল কথা বিলক্ষণ অবগত আছেন ; সুতরাং আমার উক্তি অনুসারে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবেন।

শ্রীমান্ * * শূদ্র-বিচারে শোকের চিহ্ন ধারণ করিবেন না ; কারণ, ভক্তের প্রাপ্তিতে ভক্তগণের শোক হয় না। কিন্তু তাঁহার অন্য শোকতপ্ত ভ্রাতৃগণ শূদ্র-বিচারে ত্রিংশৎ দিবস শোকচিহ্ন ধারণ ও কাচা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন।

শ্রীমান্ * * ও অন্যান্য নামাশ্রিত ভক্তগণ প্রত্যহ শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের স্মার্ত্ত-বিধির জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। পরলোকে গমন করিয়া বৈষ্ণব প্রেত হন এবং তাঁহার শ্রাদ্ধ অনিবেদিত বস্তুতে হইবে বলিয়া যে কুমত চলিত আছে, সে-সকল কথা হইতে আপনি দূরে থাকিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১৪ই ফাল্গুন, ১৩৪১ ; ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ২৬৷২৷৩৫ তারিখের পত্র ও কুঞ্জবাবুর নামীয় কার্ড দেখিলাম। অবৈষ্ণব গৃহী বাউলগণ ভোজন করিয়া থাকে, চীৎকার করিয়া গান গাইয়া পিত্ত বৃদ্ধি করে, আপনাদিগকে 'বৈষ্ণবব্রুব' বলে, অভক্তসজ্জায় ভগবদ্‌বিশ্বাস রহিত হয়, অর্চ্চন করে, পরিক্রমা করে, কপট ভেকধারীর বেষে বেড়ায়, ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য আচরণ না করিলেও উহাদের ন্যায় অনুকরণ করেন না—মহাজনের অনুসরণ করিয়া থাকেন। ভক্তের ক্রিয়া ও মিছাভক্তের দৌরাত্ম্য বাহিরে এক দেখা গেলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে দুধ ও চূণগোলার ন্যায় উভয়ের মধ্যে "আসমান্-জমিন্ ফারাক্"।

* * প্রভু এইসকল বুঝিয়া ছুঁচো মারিয়া হাতে গন্ধ করার পরিবর্ত্তে ঐসকল পাপী আর অরিদিগকে বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে প্রকৃত মহত্ত্বর পরিচয় দেওয়া হইবে। অভক্ত ও মিছাভক্ত প্রভৃতির সহিত আমাদের চিরদিনই দুঃসঙ্গ-ত্যাগের প্রস্তাব আছে, তবে তাহারা বে-আদবি করিলে "ন্যূনং নানামদোন্নদ্ধং শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ। তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥"—নীতির অবলম্বন ভাগবতের অভিপ্রেত হইলেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদাপবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি"॥—এই উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং রজস্তমোগুণ-তাড়িত দ্বিপাদ মানব-মূর্ত্তিধারী মানবেতর ব্যক্তিগণের নিন্দা-প্রশংসার প্রয়োজন নাই। কপট যাত্রিগণ আমাদের প্রজা বা শিষ্য নহে, সুতরাং তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করার আবশ্যকতা নাই। অসৎ লোক অসৎ চিন্তা করুন, ভক্তগণ ভক্ত ও ভগবানের চিন্তা করুন। অবৈষ্ণবগণের 'বৈষ্ণব' হইবার বাসনা বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

---

# শ্রীতত্ত্বসূত্র—তত্ত্ব প্রকরণম্

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৯ পৃষ্ঠার পর ]

**স চ সত্যো নিত্যোঽনাদিরনন্তো দেশকালাপরিচ্ছেদাৎ ॥ ৫ ॥**

স পরমেশ্বরঃ সত্যঃ, অসতঃ সত্তা প্রদত্ত্বাৎ সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ। নিত্যো অবিনাশী বাহ্যরেহয়মাত্মেতি শ্রুতেঃ। অনাদিরনন্ত আদ্যন্ত-শূন্যঃ দৈশিককালিকোভয় পরিচ্ছেদশূন্যত্বাৎ সভূমিং সর্ব্বতঃ

স্পৃষ্টহস্ত্যতিষ্ঠদিতি শ্রুতেঃ। সর্ব্বমাবৃত্যাতিষ্ঠতীতি স্মৃতেশ্চ।

সেই সচ্চিদানন্দ-পুরুষ সত্য, নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। জগতে এমন কোন বস্তুই দৃষ্ট হয় না যাহার আদি নাই বা অন্ত নাই। সকল দৃষ্ট-পদার্থই কোন না কোন সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে এবং কোন এককালে বিনাশ হইতে পারে। যাঁহারা ভৌতিক-পদার্থের নিত্যতা স্বীকার করেন তাঁহারাও তাহাদের রূপান্তরাদির দ্বারা সৃষ্টি সংহার স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু পরতত্ত্ব সেরূপ নহে। তাহা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না। দেশ ও কাল এই দুইটি ভাবের দ্বারা অসত্যত্ব, অনিত্যত্ব, আদিত্ব, সান্তত্ব এই ভাবসকলের স্থাপনা হয়। কিন্তু দেশ ও কাল উভয়েই ঈশ্বর-কৃত, অতএব ঈশ্বরের উপর তাহাদের পরাক্রম নাই। তথা ভাগবতে,—

নৈবেশিতুং প্রভুর্ভূম্ন ঈশ্বরো ধামমানিনাং
—ভাঃ ৩।১১।৩৯

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্বঞ্চ মিশ্রং
ন চ কাল বিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা
যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ॥
—ভাঃ ২।৯।১০

তথাচ কঠোপনিষদি,—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং
নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য
তং মৃত্যু-মুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

অচিৎ-পদার্থ-প্রকরণে দেশ-কালের বিশেষ বিচার করা যাইবে, অতএব এক্ষণে তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। এস্থলে ইহাই দ্রষ্টব্য যে পরমেশ্বর দেশ-কালের অতীত তত্ত্ব অতএব সত্য, অনাদি ও অনন্ত।

সেই গুণাতীত, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, সত্য, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, সচ্চিদানন্দ পরতত্ত্ব অবশ্য দুরূহ এবং কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞেয়, কিন্তু সৃষ্ট জীবদিগের শুষ্ক ধ্যানাস্পদ মাত্র—এইরূপ যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, তন্নিরসনের জন্য এইরূপ সূত্রিত হইল; যথা—

নন্বেবমপ্রাকৃতস্য কথং প্রাকৃতবিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বমিত্যাশঙ্কাং নিরাকরোতি,—

**পরোঽপি চিজ্জড়াভ্যাং বিলাসী বিশ্বসিদ্ধেঃ ॥৬॥**

চিজ্জড়াভ্যাং প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাং পরোপি ভগবান্ প্রকৃতি-পুরুষসম্বন্ধাত্মক বিশ্বসৃষ্টি হেতোর্বিলাসী বিবিধবিলাস-ভাববান্ ভবতীত্যর্থঃ। স ঐক্ষত একোঽহং বহুস্যাম প্রজায়েয় ইতি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ।

সেই পরমেশ্বর স্বীয় অনাদি শক্তির অনুশীলন-দ্বারা চিৎ ও অচিৎ, উভয়বিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বিলাস করেন। এই বিশ্বে কতই আশ্চর্য্য কৌশলের দৃষ্টি হয়, কতই সুখময় ব্যবস্থা দেখা যায় এবং কতই রচনা-সামঞ্জস্য সর্ব্বক্ষণেই লক্ষ্য হইতে থাকে। জড়-কর্ত্তৃক অথবা শুষ্ক-চৈতন্য কর্ত্তৃক যদি সৃজন হইত, তাহাতে এরূপ বিচিত্রতা দেখা যাইত না। ইন্দ্রিয়-সকলের সহিত বিষয়-সকলের অচিন্ত্য-সম্বন্ধ, শারীরিক অভাবানুযায়ী পদার্থের ব্যবস্থা, জল-স্থল বিভাগের দ্বারা মানব জাতির বাসস্থানের সমৃদ্ধি, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণের কার্য্যবিভাগের দ্বারা সৌর-জগতের সৌন্দর্য্য ও কার্য্যোপযোগিতা, ঋতুদিগের নিয়ম-সংস্থানের দ্বারা কালাকাল নিরূপণ এবং মানব শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা বদ্ধাবস্থার অভাব-পূরণ প্রভৃতি অপূর্ব্ব কার্য্য-সকল কি শুষ্ক চৈতন্য হইতে উদয় হইতে পারে? পরমেশ্বরের বিলাসভাব স্বীকার না করিলে কখনই সন্তোষকর সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

কঠোপনিষদে,—

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যত্র তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তথাচ ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে পঞ্চবিংশত্যধ্যায়ে,—

মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং, সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ॥

তথাচ ভাগবতে দশম স্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে,—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্যরন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

এ সমস্ত প্রমাণের দ্বারা বোধ হয় যে বিশ্বের মঙ্গল সাধনার্থে কোন বিলাসমান পুরুষ সমুদায় অলঙ্ঘ্য নিয়মের সংস্থাপন করিয়াছেন। ঈশ্বরের

বিলাস দুইপ্রকার, বোধ হয়। চিদচিদাত্মক ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন ও অলঙ্ঘ্য নিয়ম-সকলের দ্বারা জগতের ব্যবস্থাকরণই তাঁহার একপ্রকার বিলাস। শুষ্ক জ্ঞানীরা এইপ্রকার বিলাস যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন। এই রচিত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের যে লীলা তাহাই অন্যপ্রকার বিলাস, জীবই ভগবানের লীলার সহচর। জীব ভোগেচ্ছাপূর্ব্বক নিজ-স্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া জড়-সঙ্গবশতঃ, যে যে অবস্থাপ্রাপ্ত হন, সেই সেই অবস্থায় তদনুরূপ ভগবদাবির্ভাবও দৃষ্টি করেন। জীবের প্রতি অপার কারুণ্যই ভগবদাবির্ভাবের একমাত্র কারণ। এই আবির্ভাব-সকলকে অবতার কহা যায়। অদণ্ডাবস্থা হইতে মনুষ্যের পূর্ণাবস্থা পর্য্যন্ত কোন কোন মহর্ষিরা অষ্ট, কেহ কেহ অষ্টাদশ এবং কেহ কেহ চতুর্বিংশতি অবতার লক্ষ্য করেন। দশটী অবতারই প্রায় অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ঋষিদিগের প্রসিদ্ধ মত। ঐ সকল ঋষি জীবের প্রথম বদ্ধাবস্থার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দশটী বিশেষ বিশেষ অবস্থার কল্পনা করেন। প্রথমে অদণ্ডাবস্থা, দ্বিতীয়ে বজ্রদণ্ডাবস্থা, তৃতীয়ে মেরুদণ্ডাবস্থা, চতুর্থে উত্থিত মেরুদণ্ডাবস্থা অর্থাৎ নরপশু অবস্থা, পঞ্চমে ক্ষুদ্র নরাবস্থা, ষষ্ঠে অসভ্য নরাবস্থা, সপ্তমে সভ্য নরাবস্থা, অষ্টমে জ্ঞানাবস্থা, নবমে অতিজ্ঞানাবস্থা এবং দশমে প্রলয়াবস্থা। জীবের ঐপ্রকার ঐতিহাসিক অবস্থাক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বৌদ্ধ ও কল্কি এই দশটি অবতার অপ্রাকৃত লীলারূপে লক্ষিত হয়। এই অপ্রাকৃত লীলাচরিত পরোক্ষবাদরূপে পুরাণ-সকলে, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। যাঁহারা এই অবতার-বিজ্ঞান বিশেষ আলোচনা-দ্বারা বুঝিয়াছেন, সেই ভক্তিবিজ্ঞেরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রসাদে কৃষ্ণতত্ত্ব, বিশেষতঃ এ তত্ত্বের ব্রজবিলাসের একান্ত মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত বচনং—

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

তথাচ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রভুবাক্যং,—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর-নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥

এই লীলাতত্ত্ব বিচার করা ভক্তগণের পক্ষে অতীব আবশ্যক; অতএব প্রভু বলিয়াছেন-যথা—

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র স্মৃতির অর্থসার॥

পরোক্ষবাদ-বিচার সম্বন্ধে ভাগবতে চরমোপদেশ স্থলে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকবাক্য,—

কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং
বিতায় লোকেষু যশঃ পরেযুষাং।
বিজ্ঞান বৈরাগ্য বিবক্ষয়া বিভো
বচো বিভূতী-র্ন তু পারমার্থ্যম্॥

এই সমস্ত পুরাণ আখ্যান শ্রবণ ও কীর্ত্তন হইতে যদি নির্ম্মল ভগবদ্ভক্তির উদয় না হয়, তবে লভ্য কি হইল? অতএব সকলেই লীলাতত্ত্বের সম্যগ্‌বিচার করিয়া কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করুন।

তথাহি গোপাল-তাপনীশ্রুতি—

আবির্ভাবা তিরোভাবা স্বপদে
তিষ্ঠতি তামসী রাজসী সাত্ত্বিকী।
মানুষী বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন
সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি॥

এই শ্রুতিদ্বারা অবতার-বিজ্ঞান যথেষ্টরূপে ব্যাঘাত হইয়াছে। অবতার-চরিত্র নিত্য ও অপ্রাকৃত, কিন্তু ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক নহে। ইহাকে কবীদিগের কল্পনাসিদ্ধ বলিলেও প্রাকৃত বলিতে হয় যেহেতু কল্পনা প্রাকৃত-পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

চিৎ ও অচিৎ—এই পদার্থদ্বয় পরমেশ্বরের কোন শক্তির চালনা দ্বারা প্রসূত হইয়াছে। যদিও একমাত্র ঐশ্বর্য্যরূপা শক্তি হইতে অন্যান্য শক্তির প্রাদুর্ভাব স্বীকার করা যায়, তথাপি চিৎ ও অচিৎ—এ উভয়ই এতদূর বিরোধ-ভাবাপন্ন যে সাত্বত-বিচারকগণও চিৎকে চিচ্ছক্তি হইতে ও অচিৎকে মায়াশক্তি হইতে নিঃসৃত হইতে দৃষ্টি করেন। ঈশ্বর-শক্তিদিগের ভেদাভেদ সম্বন্ধে বস্তুতঃ কোন তর্ক নাই, কেন না এক পরমাশক্তি যাহাকে ঈশ্বরের সামর্থ্য বলিয়া উক্তি করা যায় তাহা ঈশ্বরাধীন হইলেও ঈশ্বরের অঙ্গই

বলিতে হইবে, পদার্থান্তর বা তত্ত্বান্তরের কল্পনা করা যাইবে না। চিৎ-পদার্থের সৃষ্টিকালে সেই শক্তিই স্বচ্ছরূপা হইয়া প্রকাশ হয় এবং অচিৎ-পদার্থের উদয়কালে সেই শক্তিই গাঢ় তমরূপাপন্ন বোধ হয়। অতএব শক্তির একত্ব ও বহুত্ব বিষয়ক যেসকল ব্যক্তি তর্ক করেন, তাঁহাদের পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়া থাকে। নৌকা-গঠনের সময় নির্ম্মাতা যে ভাবাপন্ন হয়, গৃহ গঠনের সময় তাহার ভিন্ন একটি ভাবের উদয় হয় স্বীকার করিতে হইবে। গঠন-সামর্থ্য একই শক্তি, কেবল ভাব-সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। অতএব শক্তির অদ্বয়ত্ব ও অনন্ত-সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই। উভয়-সিদ্ধান্তই সত্যমূলক। কিন্তু অনেকেই ঈশ্বর-শক্তি ও ঈশ্বরের ভেদ দৃষ্টি করিয়া বিশুদ্ধ বিচার হইতে পরাঙমুখ হয়েন। অতএব পরবর্ত্তী সূত্রে ভগবচ্ছক্তির তত্ত্বান্তরত্ব পরিহৃত হইয়াছে।

পরশক্তেস্তত্ত্বান্তরত্বং পরিহরতি— ( ক্রমশঃ )

# সদ্‌গুরুপাদাশ্রিত শুদ্ধভক্তমাত্রেরই বেদাদি শাস্ত্রচর্চ্চা ও শ্রীশালগ্রামশিলাপূজায় নিত্যাধিকার

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠার পর ]

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীদেবহূতিবাক্যও আলোচ্য—

'যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥'

—ভাঃ ৩।৩৩।৬

অর্থাৎ "হে ভগবন্, কুক্কুরভোজী অন্ত্যজ (চণ্ডাল)-কুলোৎপন্ন ব্যক্তিও যদি আপনার নাম শ্রবণ, শ্রবণানন্তর কীর্ত্তন, আপনাকে নমস্কার এবং আপনার স্মরণ করেন, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞের অধিকারী হন, আর যাঁহারা আপনার দর্শন লাভ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ?'

'সবনায়' অর্থ যজনায়—যাগ-করণায়, কল্পতে অর্থাৎ যোগ্যো ভবতি। অতএব 'বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা'—সুতরাং বিপ্রগণের সহিত বৈষ্ণবগণ একত্রই গণিত হইয়া থাকেন। [ আমরা এখানে উক্ত ভাঃ ৩।৩৩।৬ শ্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকারও কএকটি কথা উদ্ধার করিতেছি ]—

"শ্বাদোঽপি শ্বপচোঽপি সদ্যস্তৎক্ষণ এব সবনায় সোমযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণ ইব পূজ্যো ভবতীতি দুর্জাত্যারম্ভকপ্রারব্ধ-পাপনাশো ব্যঞ্জিতঃ। যদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ—"দুর্জ্জাতিরেব সবনাযোগ্যত্বে কারণং মতম্। দুর্জ্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ" ইতি।"

অর্থাৎ চণ্ডালও তৎক্ষণমাত্রই সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য হন—এস্থলে দুর্জাতি আরম্ভক প্রারব্ধপাপনাশই সূচিত হইতেছে। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—দুর্জ্জাতিত্বই সবন অর্থাৎ সোমযাগের অযোগ্যতার কারণ বলিয়া বিচারিত হয়। সেই দুর্জ্জাতি-আরম্ভকপাপই প্রারব্ধ। উহা শ্রীভগবানের মহাবীর্য্যবান্ নামের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার মাত্রেই দূরীভূত হইয়া যায়।

গরুড়পুরাণে কথিত হইয়াছে—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥"

— হঃ ভঃ বিঃ ১০।১১৭ ও ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যা ধৃত গরুড়পুরাণবাক্য

অর্থাৎ সহস্র ব্রাহ্মণ হইতে একজন সত্রযাজী

( যাজ্ঞিক ) ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তবিশারদ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোটি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, আবার সহস্র বিষ্ণুভক্তবৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী বা ঐকান্তিক বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। একান্তিবৈষ্ণবগণই পরমপদ লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রেও স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তারাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥

—গীঃ ৯।৩২-৩৩

অর্থাৎ "হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি নীচবর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্যভক্তিকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে। আমার ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতি-বর্ণাদি-সম্বন্ধী কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই॥" ৩২॥

"যখন অন্ত্যজ জাতিসকলও আমার বিশুদ্ধ ভক্তির অধিকারী এবং তাহাদের সংসর্গজ পাপাচার তাহাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, কেননা ভক্তির আবির্ভাবে চিত্তের সমস্ত পাপপ্রবৃত্তি অতি শীঘ্রই প্রশমিত হয়, তখন পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-দিগেরও স্বরূপগত ভক্তিসম্বন্ধীয় আচারদ্বারা পুণ্য ফলরূপ অমঙ্গল শীঘ্র দূরীভূত হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? অতএব এই অনিত্য ও অসুখময় লোকে অবস্থিতি লাভ করিয়া কেবলমাত্র আমারই নিরবদ্য ভজন কর॥" ৩৩॥ ( শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত মর্ম্মানুবাদ )

শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায় ১৮শ শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে—

"কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশা-
আভীর-শুহ্মা-যবনাঃ-খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥"

অর্থাৎ "কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খশ প্রভৃতি যে সকল লোক জাতিগত পাপে দুষ্ট এবং যাহারা কর্ম্মতঃ পাপযুক্ত হইয়াও যে ভগবানের আশ্রিত ভাগবতস্বরূপ সদ্গুরু-চরণাশ্রয় মাত্রেই জাতিগত ও কর্ম্মগত সকল পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করেন, সেই স্বাভাবিকী প্রভুতা-সম্পন্ন ভগবান্‌কে নমস্কার।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে—

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥
* * *
প্রভু কহে বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

—চৈঃ চঃ অ ৪।৬৬-৬৭, ১৯১-১৯৩

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও লিখিত হইয়াছে—

"যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্মে জন্মে অধম যোনিতে ডুবি মরে॥"

[ আমাদের গৌড়ীয় মঠ-সংস্করণ ভাগবতের উক্ত ২।৪।১৮ শ্লোকের তথ্যে হূণান্ধ্রাদি নীচজাতির বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীভগবদ্‌ব্রহ্মসংবাদে লিখিত আছে—

"তীর্থান্যশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রা স্তথা স্বয়ং।
মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে তনবো মমেতি॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

তীর্থসমূহ, অশ্বত্থ বৃক্ষসমূহ, গোসকল, বিপ্রগণ তথা স্বয়ং আমি ও আমার ভক্তগণ এই পাঁচটি আমার তনু অর্থাৎ দেহস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধে শ্রীমৎ পৃথু মহারাজের বর্ণনেও আছে—

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥"

—ভাঃ ৪।২১।১২

অর্থাৎ "পৃথু মহারাজ সপ্তদ্বীপবতী ( জম্বু-প্লক্ষ-শাল্মলী-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাক-পুষ্কর—এই সপ্তদ্বীপবতী বসুন্ধরা ) পৃথিবীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতা ছিল, কেবলমাত্র ঋষিকুল ব্রাহ্মণ ও অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণের উপরই তিনি কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই।"

'অন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ' টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—'অচ্যুতো গোত্রং প্রবর্ত্তকতুল্যং যেষাং বৈষ্ণবানাং তেভ্যোঽন্যত্র চেত্যর্থঃ।' অর্থাৎ অচ্যুত গোত্র বা প্রবর্ত্তকতুল্য যাঁহাদের, তাদৃশ বৈষ্ণবগণের—ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় ঐ অর্থ লইয়াছেন। যথা—অচ্যুত এব প্রবর্ত্তকতুল্যং যেষাং তেভ্যশ্চেতি বৈষ্ণবানাং—বর্ণাশ্রমাভাবো ব্যঞ্জিতঃ। অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের বর্ণাশ্রমাভাব সূচিত হইয়াছে।

স্বয়ং পৃথু মহারাজও বলিয়াছেন—

"মা জাতু তেজঃ প্রভবেন্মহদ্ধিভি-
স্তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যয়া চ।
দেদীপ্যমানেঽজিত-দেবতানাং
কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্দ্বিজানাম্॥"

—ভাঃ ৪।২১।৩৭

অর্থাৎ "মহাসম্পত্তিশালী রাজকুলের তেজঃ,—তিতিক্ষা, তপস্যা, বিদ্যা-দ্বারা স্বয়ং প্রকাশমান আত্মবিৎ ব্রাহ্মণকুল এবং অজিত শ্রীবিষ্ণুই যাঁহাদের একমাত্র পরমদেবতা, সেই বৈষ্ণবকুলে—যেন কদাপি প্রভাব বিস্তার না করে।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের হঃ ভঃ বিঃ দিগ্দর্শিনী এবং শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ভাঃ সারার্থদর্শিনী টীকায়ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—

মহাসমৃদ্ধিশালী রাজকুলের তেজঃ, তিতিক্ষা, তপস্যা ও বিদ্যাদি দ্বারা স্বয়ং দেদীপ্যমান বা প্রকাশমান আত্মতত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণকুল এবং অজিত বিষ্ণুই যাঁহাদের পরমদেবতা, সেই বৈষ্ণবকুলে কোন প্রভাব বিস্তার না করে, ইহা দ্বারা সমৃদ্ধিশালী রাজকুলের বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণকুলের প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা না হয়, তাহা বিশেষভাবে নিষেধ করা হইয়াছে।

পুরঞ্জনের উক্তিতেও দৃষ্ট হয়—

"তস্মিন্ দধে দমমহং তব বীরপত্নি
যোঽন্যত্র ভূসুরকুলাৎ কৃতকিল্বিষস্তম্।
পশ্যে ন বীতভয়মুন্মুদিতং ত্রিলোক্যা-
মন্যত্র বৈ মুররিপোরিতরত্র দাসাৎ॥"

—ভাঃ ৪।২৬।২৪

অর্থাৎ "হে সুন্দরি! আমি বীর (পুণ্যময় ভোগে উৎসাহী), তুমি আমার ভার্য্যা ( বুদ্ধি ), সুতরাং কেহ তোমার শত্রুতা ( সদ্বুদ্ধির সহিত বিরোধ ) করিলে আমি তাঁহার দণ্ড ( দান-পুণ্য-ব্রতাদির দ্বারা উপশান্তি ) প্রদানে সমর্থ। কেহ যদি তোমার চরণে অপরাধ করিয়া থাকে, তাহা আমাকে বল। তিনি যদি ব্রাহ্মণ বা মুররিপু শ্রীকৃষ্ণের দাস অর্থাৎ বৈষ্ণব না হন, ( যেহেতু ব্রাহ্মণের কোপ ও বৈষ্ণবাপরাধ হইতে উদ্ধারলাভ—দুরূহ ), তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাঁহার দণ্ডবিধান করিব, কিন্তু তোমার প্রতি অপকার করিয়া হৃষ্টচিত্তে জীবিত থাকিতে পারেন, এরূপ নির্ভীক পুরুষ ত্রিলোকে বা উহার বহির্ভাগে ত' কোথায়ও দেখি না! ( অধ্যাত্মপক্ষে—যদি প্রাক্তন সংস্কার বা কোন পাপাচরণবশতঃ জীবের সদ্বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুণ্যাত্মা ভোগী জীব দান ও পুণ্য ব্রতাদির দ্বারা তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধির দণ্ড প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু যদি ব্রাহ্মণকোপ বা বৈষ্ণবাপরাধ-হেতু সদ্বুদ্ধিভ্রংশ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা এবং তাঁহাদের প্রসন্নতালাভ ব্যতীত উক্ত কোপ বা অপরাধ দূর করিবার আর অন্য উপায় নাই।)॥"

( শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার দিগ্দর্শিনী টীকায় বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন— ) শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রামাণিক শাস্ত্রে এই প্রকার বহু প্রমাণ-বচন বিদ্যমান, তাহাতে বৈষ্ণবগণের বিপ্রসাম্য নিঃসংশয়িতভাবেই সিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয়—"ইত্থং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃসহ সাম্যমেব সিধ্যতি"।

বিশেষতঃ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ হইতে নীচকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠতা শ্রীভাগবতে স্পষ্টরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দ-বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।

মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥"
—ভাঃ ৭।৯।১০

অর্থাৎ "কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এবম্ভূত শ্বপচকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি মনে করি ; কেন না তিনি (শ্বপচকুলোদ্ভূত ভক্ত) স্বীয় কুল পবিত্র করেন, পরন্তু ভূরিমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না।"

[ এতৎপ্রসঙ্গে আরও দুইটি সমার্থবোধক শ্লোক উদ্ধার করা হইল—

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥"
ভাঃ ৩।৩৩।৭

অর্থাৎ "হে ভগবন্! যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ হইলেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আপনার নাম যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই সমস্তপ্রকার তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, তাঁহারাই সর্ব্বতীর্থে স্নান ও সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারাই আর্য্যমধ্যে পরিগণিত।"

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্ ॥"
—হঃ ভঃ বিঃ ১০।৯১ শ্লোকধৃত বচন

অর্থাৎ "চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেই যে ভক্ত হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ হইলেও আমার প্রিয়, সেই ভক্তই যথার্থ দানপাত্র এবং গ্রহণপাত্র। আমি যেমন সকলের পূজ্য, আমার সেই চণ্ডালকুলোদ্ভূত ভক্তও তদ্রূপ ব্রাহ্মণাদি সকলেরই পূজ্য।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"নীচজাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥"
—চৈঃ চঃ অ ৪।৬৬-৬৭ ]

এইরূপে ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বসাত্বত শাস্ত্রেই প্রদর্শিত হইয়াছে। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে শ্রীভগবান্ হয়গ্রীব, পুরুষোত্তম-প্রতিষ্ঠান্তে বলিয়াছেন—দেশিকের দক্ষিণার অর্দ্ধেক মূর্ত্তিপগণকে, তদর্দ্ধ বৈষ্ণবগণকে, তদর্দ্ধ দ্বিজাতিগণকে দাতব্য। সুতরাং এই সকল বাক্য হইতে দেখা যায়—ভগবৎপরায়ণ দ্বিজ-শূদ্র—সকলেরই শ্রীশালগ্রামপূজায় অধিকার আছে, ইহা যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধেরও শ্রীশালগ্রামশিলাপূজার কথা বলা হইয়াছে। ইহার আচারও মধ্যদেশীয় সাধুগণের মধ্যে (সতাং), বিশেষতঃ দক্ষিণদেশে মহত্তম শ্রীবৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রমাণ দৃষ্ট হয়। এইরূপে শ্রীভাগবতপাঠাদিতেও বৈষ্ণবগণের অধিকার জ্ঞাতব্য। যেহেতু ভগবদ্ভক্তগণের জন্য বিধিনিষেধের ব্যবস্থা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

'দেবর্ষিভূতাপ্ত-নৃণাং-পিতৃ্ণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম ॥"
—ভাঃ ১১।৫।৪১

অর্থাৎ "হে রাজন্, যিনি সংসারের সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবই সকল—এই জ্ঞানে সেই অখিললোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দপাদপদ্মে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূতসকল, আত্মীয়স্বজন এবং অপর মনুষ্যগণের কাহারও নিকট দাস্যে বা ঋণপাশে আবদ্ধ নহেন।" (অর্থাৎ শরণাগত ভক্তবৃন্দ সর্ব্বদাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণরত বলিয়া তাঁহাদিগকে বিধিনিষেধের অধীন হইতে হয় না।)

কর্ম্মপরিত্যাগাদিদ্বারাও তাঁহাদিগকে কোনপ্রকার দোষভাক্ হইতে হয় না—যেমন শ্রীভাগবতে কথিত হইয়াছে—

"তাবৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"
—ভাঃ ১১।২০।৯

অর্থাৎ "যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলভোগে বিরক্তি না হয়, অথবা ভক্তিমার্গে আমার (ভগবানের) কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তৎকাল পর্য্যন্তই কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান

কর্ত্তব্য। কর্ম্মমার্গে নির্ব্বিন্ন ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই।"

"যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥"

—ভাঃ ৪।২৯।৪৬

অর্থাৎ "যখন পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্ কোনও জীবাত্মার আত্মসমর্পণদর্শনে প্রসন্ন হইয়া অথবা আত্মবৃত্তির দ্বারা সেবিত হইয়া তাহার প্রতি কৃপা করেন, তখন সেই ভক্ত লৌকিক ব্যবহার ও বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তমতি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।"

আমরা এতাবৎকাল শ্রীশ্রীশালগ্রামশিলাত্মক শ্রীভগবানের পূজার নিত্যত্ব বিচারপ্রসঙ্গে হঃ ভঃ বিঃ ৫।২২২-২২৪ সংখ্যা পর্য্যন্ত সানুবাদ মূল শ্লোক ও তাহার দিগ্দর্শিনী টীকার মর্ম্মানুবাদ বিচারপূর্ব্বক জানিতে পারিলাম—

শৈলী দারুময়ী প্রভৃতি অষ্ট অর্চ্চা মূর্ত্তির যেমন বৈদিক বিধানানুসারে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়, শ্রীশালগ্রাম (বা শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা)-সম্বন্ধে তদ্রূপ প্রতিষ্ঠাবিধি অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। শালগ্রাম (বা গোবর্দ্ধনশিলা) স্বতঃপ্রতিষ্ঠিত চিন্ময়বিগ্রহ, কেবল অভিষেক অন্তে তাঁহাদের পূজা বিহিত হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবসদ্গুরুপাদাশ্রয়ে লব্ধদীক্ষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী, শূদ্রাদি কুলোদ্ভূত সকলেই তাঁহাদের নিত্য পূজার অধিকারী। শালগ্রামশিলার অর্চ্চন না করিয়া ভোজন করিলে সেই ব্যক্তিকে কল্পকাল পর্য্যন্ত চণ্ডালাদির বিষ্ঠার কৃমিকীট হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

স্ত্রীশূদ্রাদির শালগ্রামস্পর্শ সম্বন্ধে যেসকল নিষেধবাক্য আছে, তাহা যথাবিধানে দীক্ষাবিরহিত অবৈষ্ণবপর অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিহীন জনগণের পক্ষেই প্রযোজ্য বলিয়া জানিতে হইবে।

বৈষ্ণবগণের বিপ্রসাম্যসিদ্ধতা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। দ্বাদশগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্তিবিহীন হইলে পারমার্থিক সমাজে তাঁহার কোন মর্য্যাদা নাই, পরন্তু বিষ্ণুভক্তিসম্পন্ন অত্যন্ত নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণও তাদৃশ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য।

শ্রীনারদ ও শ্রীঅঙ্গিরা ঋষির কৃপাপ্রাপ্ত মহারাজ চিত্রকেতুকে শ্রীভগবান্ অনন্তদেব জানাইতেছেন—

"শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ॥"

—ভাঃ ৬।১৬।৫১

অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম—বেদ বা নামব্রহ্ম এবং পরংব্রহ্ম শ্রীভগবান্—উভয়েই আমার নিত্যবিগ্রহ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ বলিতেছেন—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

—গীঃ ৮।১৩

অর্থাৎ "ওঁ—এই বেদমূল অক্ষরটিকে উচ্চারণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করেন, তিনি মৎসালোক্যাদিরূপা পরমা গতি লাভ করেন।"

"ওঁ তৎ সদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃ ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥"

—গীঃ ১৭।২৩-২৪

অর্থাৎ 'ওঁ, তৎ, সৎ'—এই তিনপ্রকার ব্রহ্মের নাম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই নামব্রহ্মদ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞসমূহ পূর্ব্বকালে বিহিত হইয়াছে। সেইহেতু 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া বেদবাদিগণের বেদোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।"

সর্ব্বশ্রুতিতেই 'ওঁ' এই ব্রহ্মের নাম প্রসিদ্ধ। 'অতৎ' নিরসনপূর্ব্বক 'অতৎ' বস্তুর অতীত যে 'তৎ' বস্তু, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি ক্রিয়া জড়ীয় ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক করিলে তাহা ক্রমশঃ ভক্ত্যুদ্দেশক হইবে। 'সৎ' শব্দ সদ্ভাবে অর্থাৎ ব্রহ্মত্বে এবং সাধুভাবে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞত্বে প্রযুক্ত হয় এবং উপনয়নাদি প্রশস্ত মাঙ্গলিক কর্ম্মে ব্যবহৃত হয়। যজ্ঞ, তপস্যা, দানাদি কর্ম্ম, তাহাতে অর্থাৎ যজ্ঞাদি তাৎপর্য্যে অবস্থিতি 'সৎ' বলিয়া উক্ত হয়। তদর্থীয় অর্থাৎ ঈশ্বরার্থ—পরব্রহ্ম পরিচর্য্যার উপযোগী মন্দির নির্ম্মাণ ও মন্দিরমার্জ্জনাদি কর্ম্মও 'সৎ' বলিয়া অভিহিত হয়।

এস্থলে আমরা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত মর্ম্মানুবাদটি উদ্ধার করিতেছি—

'যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানেও 'সৎ' শব্দের তাৎপর্য্য, যেহেতু ঐসকল ক্রিয়া তদর্থক অর্থাৎ ব্রহ্মোদ্দেশক

হইলেই 'সৎ' শব্দ লাভ করে। ব্রহ্মোদ্দেশক না হইলে যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি ক্রিয়া—সমস্তই 'অসৎ'। সমস্ত জড়ীয় কর্ম্মই জীবের স্বরূপবিরোধী, কিন্তু যে সময়ে ঐসকল কর্ম্ম ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া পরাভক্তিকে উদয় করাইতে প্রতিজ্ঞা করে, তখন ঐসকল ক্রিয়াও জীবের সত্ত্ব-সংশুদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধিরূপ কৃষ্ণদাস্যের উপযোগী হয়।'

"অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥"
—গীঃ ১৭।২৮

অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন, নির্গুণ শ্রদ্ধা ব্যতীত অশ্রদ্ধায় যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কৃত্য অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমুদয়ই অসৎ, সেই সমস্ত ক্রিয়া ইহকাল ও পরকাল কোন কালেই উপকার করে না। অতএব শাস্ত্রসমুদায় নির্গুণ শ্রদ্ধারই উপদেশ করেন। শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিলে নির্গুণ শ্রদ্ধাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, নির্গুণ শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার একমাত্র বীজ।" (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

এইজন্য গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে নিখিল বেদ-বেদ্য, শ্রীব্যাসাদিরূপে সর্ব্ববেদান্ত-কর্ত্তা এবং সর্ব্ববেদ সারজ্ঞ শ্রীভগবান্ তাঁহার পরমপ্রিয় অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার হিত অর্থাৎ সর্ব্বজীবের হিতার্থ সর্ব্বগুহ্যতম পরমবাক্য বলিয়াছেন—

হে অর্জ্জুন অর্থাৎ হে জীবগণ, তোমরা মদ্গতচিত্ত হও (চিত্তের মধ্যে নানাপ্রকার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছামূলক ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি-বাঞ্ছা—লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা—হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্য প্রভৃতি ভক্তি-প্রতিকূল অপধর্ম্ম পুষিয়া রাখিও না, জাতি-কুল-বিদ্যা-ধনাদির অহঙ্কারে উন্মত্ত হইও না), আমাতে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পরিচর্য্যাদিময়ী শুদ্ধভক্তিপরায়ণ হও, আমার পূজা-পরায়ণ হও (আমার পূজায় আমি জীবমাত্রকেই অধিকার দিয়াছি—তবে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে লব্ধদীক্ষ হইয়া গুরূপদেশানুসারে পূজায় ব্রতী হও—দম্ভ পরিত্যাগ কর), আমাতে নমস্কার বিধান কর। (ন-শব্দে নিবৃত্তি, ম-শব্দে অহঙ্কার—জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত বা পাণ্ডিত্য, শ্রী বা সৌন্দর্য্যাদি—এইসকল জীবকে অহঙ্কারাচ্ছন্ন করে—সকল অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও।) উচ্চনীচ-সকল কুলোদ্ভূত জীবেরই ভগবদ্ভজনে অধিকার আছে। পতিত দুর্গত সকল জীবই ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া ত্রিগুণময়ী মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করুক, ইহা প্রত্যেক হৃদয়বান্ ভক্তেরই বিচার্য্য বিষয় হউক। কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ গৌরহরি অত্যন্ত ভয়াবহ গলিত কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত বিপ্রকেও আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে নাম প্রেম প্রদান করিবার মহদাদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন আর তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া সকলকেই "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥" এই উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। নিজেকে বৈষ্ণব, গুরু, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি অহঙ্কারে স্ফীত না করিয়া মহাপ্রভুর উপদেশ—'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসানুদাসঃ' এইরূপ হীন দীন জানিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে শ্রীনামের আচার-প্রচাররত হইবার ব্রত গ্রহণ করিতে পারিলেই ভগবান্ আমাদের উপর প্রসন্ন হইবেন। জগতের প্রকৃত কল্যাণ অবশ্যই হইবে। ভগবানের শ্রীমুখের বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না।

"নাম বিগ্রহ স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দরূপ ॥" নামভজনে যেমন শ্রীভগবান্ সকল শ্রদ্ধাবান্ জীবকেই অধিকার দিয়াছেন, নামাভিন্ন বিগ্রহসেবায়ও তদ্রূপ সকলেরই অধিকার আছে। শ্রীভাগবতে স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধুর বেদত্রয়ীর শ্রবণগোচর করাইতে যে নিষেধ, তাহা আমাদের প্রবন্ধে আলোচিত অবৈষ্ণবের পক্ষেই জানিতে হইবে। বৈষ্ণবের বিপ্রসাম্য সিদ্ধ, ইহা শাস্ত্রে বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং অবৈষ্ণব বা অভক্ত দ্বিজাধম—ব্রাহ্মণাধম বা অবৈষ্ণব স্ত্রী-শূদ্রাদির সম্বন্ধেই ঐরূপ নিষেধবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। শূদ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিলে শাস্ত্রবিচারে নিরয়গামী হইতে হইবে। পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু
নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং কলিমল-
মথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।

শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল-
কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-
সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ।।"

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কলমষবিনাশী বিষ্ণুনামমন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সে নারকী অর্থাৎ নরকগতি প্রাপ্ত হয় ।

শ্রীনামের এইপ্রকার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে—
নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নাম-নামিনঃ ।
—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২ লঃ ১০৮

অর্থাৎ কৃষ্ণনাম চিন্তামণি—চিন্ময়রত্নখনিস্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ অর্থাৎ মায়াতীত, নিত্যমুক্ত । কেননা নাম-নামীতে ভেদ নাই ।

যেই নাম, সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি ।
নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি ।।

সাক্ষাৎ ঋগ্‌বেদেও নামের মাহাত্ম্য এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে—

"ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ ।"
—ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৬ সূক্ত ৩য়া ঋক্

অয়মর্থঃ—

"হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপং । তস্মাৎ অস্য নাম্নঃ আ ঈষদপি জানন্তঃ ন তু সম্যক্ উচ্চারমাহাত্ম্যাদি-পুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ । যতস্তদেব ওঁ প্রণবব্যঞ্জিতং নাম সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি অতঃ ভয়দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্তেরিব সাঙ্কেত্যাদৌ অপ্যস্য মুক্তিদত্বং শ্রূয়তে ।।"

—ভগবৎসন্দর্ভ ৪৭ সংখ্যা, হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৭৬ এবং ভাঃ ৮।৩।৮-৯ শ্লোকেরও টীকা দ্রষ্টব্য ।

"হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশরূপ, সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা ( মাহাত্ম্য ) ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির অভ্যাসমাত্র করি, তবেই আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব । যেহেতু সেই প্রণব-ব্যঞ্জিত পদার্থ 'সৎ' অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ । অতএব ভয় ও দ্বেষাদিস্থলে শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তির ন্যায় ( অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি হয় বলিয়া ) তাদৃশ-অবস্থায় নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তিলাভ হইবে, কারণ 'সাঙ্কেত্য' ইত্যাদি স্থলেও নামোচ্চারণের ( নামাভাসের ) মুক্তিদত্ব শ্রুত হওয়া যায় ।"

সুতরাং সদ্‌গুরুপাদাশ্রিত ব্রাহ্মণাদি জাতিকুল-নির্বিবশেষে বেদ-বেদান্ত-ইতিহাস-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্র-পাঠ ও শ্রীশালগ্রামশিলাপূজাধিকার শাস্ত্র-সম্মত । অবৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিহীন স্ত্রীশূদ্রাদি দূরের কথা, ব্রাহ্মণেরও বেদাদি শাস্ত্রপাঠ ও শ্রীশালগ্রামশিলা পূজা ত' দূরের কথা স্পর্শে পর্য্যন্তও অধিকার নাই । ভক্তিহীন, ভক্তিসদাচারবিহীন, নাস্তিক ব্যক্তিগণও অবশ্য সদ্ভক্তসাধুসঙ্গে ভক্তিপথের পথিক হইলে তাঁহারাও অবশ্যই পারমার্থিক রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া বেদাদি শাস্ত্রচর্চ্চা ও শ্রীশালগ্রামশিলা স্পর্শন ও অর্চ্চনাধিকার লাভ করিবেন । শাস্ত্র যখন শুদ্ধভক্ত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাদি নীচকুলোদ্ভূত সকল ব্যক্তিকেই শালগ্রাম স্পর্শ ও পূজায় অধিকার দিয়াছেন, তখন বেদপাঠাদিতেও অধিকার কেন না দিবেন ? এজন্য শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া সদ্ভক্তিমার্গানুসরণ জীবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য । জীবমাত্রেরই পরমধর্ম্ম—বিশেষতঃ নামসংকীর্ত্তনপ্রধান পরোধর্ম্মানুশীলনে অধিকার আছে । বেদাদি শাস্ত্রানুশীলন ও শ্রীশালগ্রামশিলাদি অর্চ্চন ত' সেই ভক্তিরই অঙ্গ । তবে ভক্তির সকল অঙ্গের মধ্যে নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলা হইয়াছে ।

## বিশেষ জ্ঞাতব্য

আমার উল্লিখিত প্রবন্ধে বিশেষ বিচার্য্য বিষয় এই যে, 'ব্রাহ্মণ শুচি হউক বা অশুচি হউক, আমি ব্রাহ্মণেরই পূজ্য, স্ত্রী-শূদ্র-কর-সংস্পর্শ আমার পক্ষে বজ্রপতন হইতেও সুদুঃসহ' ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য বলিয়া কথিত বাক্য সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বহু প্রামাণিক শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন—

ঐরূপ কঠোর বাক্য কতিপয় মাৎসর্য্যপরায়ণ স্মার্ত্ত-কল্পিত বলিয়াই মন্তব্য। যদিও বা, শাস্ত্রে ঐরূপ বাক্য থাকে, তাহা অবৈষ্ণব স্ত্রী, শূদ্রাদি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হইতে পারে। যথাবিধি সদ্গুরুপাদাশ্রিত বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত স্ত্রী-শূদ্রাদি সম্বন্ধে উহা কখনই প্রযোজ্য হইতে পারে না। সর্ব্বজীবপ্রি ই পরমকরুণাময় ভগবান্ কখনও ঐরূপ কঠোরবাক্য বলিতে পারেন না।

এস্থলে আমাদের বক্তব্য বিষয় এই যে,—শুদ্ধ-ভক্ত মহতের কৃপা-লব্ধা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী শুদ্ধা ভক্তি দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী। তিনি অত্যন্ত অসম্ভবকেও সুসম্ভব বা অতীব দুঃসাধ্য বিষয়কেও সুখসাধ্য করিয়া দিতে পারেন। সেই ভক্তিদেবীই আমাদের অধিকার বা অনধিকার নির্ণয়কারিণী। দম্ভাহঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের চরণে একান্তভাবে শরণাগত হইতে পারিলে আমরা তাঁহাদিগের অঘটনঘটন-পটীয়সী কৃপায় শালগ্রামশিলাপূজা বা বেদাদি শাস্ত্র-চর্চ্চায় অধিকার লাভ করিতে পারিব। তবে স্ত্রীগণের বেদাদি শ্রবণ-পঠন-পাঠনাদি সম্বন্ধে শিষ্টাচারাভাব-হেতু অধিকার লাভ শুদ্ধভক্ত মহতের বিশেষ করুণার উপরই নির্ভর করে। বৈদিকযুগের গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি যে সকল মহা তেজিয়সী বিদূষী মহিলার কথা শুনা যায়, তাঁহাদের সহিত বর্ত্তমান যুগের অবস্থা তুলনা করিতে যাওয়া খুবই চিন্তাসাপেক্ষ। এজন্য শাস্ত্রে অধিকার দিলেও সেইরূপ অধিকার লাভের উপযুক্ত হওয়া, তদুপযোগী কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বড়ই কঠিন। তথাপি প্রকৃত মহৎ শুদ্ধভক্তের কৃপায় অবশ্য সকলই সম্ভব বা সুখসাধ্য হইতে পারে। মাঠর শ্রুতিবাক্য—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি
ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী।

অর্থাৎ ভক্তিই জীবাত্মাকে শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-সান্নিধ্যে লইয়া যান, ভক্তিই ভগবান্‌কে দর্শন করান, সেই ভগবান্ ভক্তিবশ্য অর্থাৎ ভক্তিদ্বারাই তিনি বশীভূত হন, ভক্তিই গরীয়সী—সর্ব্বশ্রেয়সী অঘটন-ঘটনপটীয়সী।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ অর্থাৎ মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালগণকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করেন।

ভক্তির নববিধ অঙ্গমধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম-সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে পারিলে নাম শীঘ্র শীঘ্রই পরম দুর্ল্লভ ব্রজপ্রেমসম্পৎ পর্য্যন্ত দান করেন।

# সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

## অঙ্গিরা ঋষি

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ]

অঙ্গিরা ঋষি ব্রহ্মার মানসপুত্র, সপ্তর্ষির অন্যতম। ( সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। ) শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মা সৃষ্টি বর্দ্ধনের জন্য দশটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। যথা—'মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। ভৃগুর্বশিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ ॥' ব্রহ্মার ক্রোড় হইতে নারদ, অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, প্রাণ হইতে বশিষ্ঠ, ত্বক্ হইতে ভৃগু, নাভিদেশ হইতে পুলহ, হস্ত হইতে ক্রতু, কর্ণদ্বয় হইতে পুলস্ত্য, মুখ হইতে অঙ্গিরা, চক্ষুযুগল হইতে অত্রি, মন হইতে মরীচি প্রাদুর্ভূত হইলেন। অঙ্গিরস্—অগি গতৌ-অস্-ইরুট্। ইঁহার ভার্য্যার নাম শুভা ( শ্রদ্ধা ), অঙ্গিরা ঋষির পুত্রের নাম বৃহস্পতি। তাঁহার ছয়টি কন্যা। ভানু-মতী, রাগা, সিনিবালী, অর্চ্চিষ্মতী, হবিষ্মতী ও পুণ্যজনিকা ( কুহু )।

"মহাভারতে কথিত আছে যে মহর্ষি অঙ্গিরা একবার কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তপোবলে তাঁহার শরীরের প্রভাব জগৎ ঢাকিয়া ফেলিল। সেই

সময়ে অগ্নিও তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন তপস্যায় থাকাতে আমার তেজ নষ্ট হইয়াছে, বোধ করি ব্রহ্মা সে কারণ অন্য অগ্নির সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। তাহার পর হুতাশন দেখিতে পাইলেন অঙ্গিরা অগ্নিসদৃশ হইয়া জগতে তাপ দিতেছেন। তখন অঙ্গিরা অগ্নিকে দেখিয়া বলিলেন—'আপনি শীঘ্র অগ্নি হইয়া নিজের অধিকার গ্রহণ করুন। আমি আপনার পুত্র হইব।' এই প্রার্থনানুসারে অগ্নি আপনার অধিকার লইলেন এবং অঙ্গিরা বৃহস্পতি নামে অগ্নির পুত্র হইলেন।"—বিশ্বকোষ।

মহাভারত বনপর্ব্বে বৈশম্পায়ন জন্মেজয় প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠির মহারাজ মার্কণ্ডেয় ঋষিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন হে ভগবন্—'পূর্ব্বে অগ্নি কি নিমিত্ত সলিলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং অগ্নি অদৃশ্যমান হইলে মহাদ্যুতি অঙ্গিরাই বা কি নিমিত্ত স্বয়ং অগ্নি হইয়া হব্য বহন করিয়াছিলেন?' যুধিষ্ঠির মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে মার্কণ্ডেয় ঋষি যে পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ করাইয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—পূর্ব্বকালে মহর্ষি অঙ্গিরা আশ্রমে অবস্থান করতঃ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তপোবলে তিনি হুতাশন অপেক্ষা অধিক তেজস্বী হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছিলেন। তৎকালে হুতাশনও তপস্যায় রত ছিলেন। কিন্তু তপস্যার ফলে তিনি সন্তপ্ত ও গ্লানিযুক্ত হইয়া পড়িলেন. ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মনে মনে এইরূপ অনুমান করিলেন তিনি তপস্যায় রত হওয়ায় তাঁহার তাপ বিতরণরূপ অগ্নিশক্তি বিলুপ্ত হওয়ায় বোধ হয় ব্রহ্মা লোকহিতের জন্য অন্য অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছেন। অগ্নি নিজ অগ্নিশক্তি কিভাবে পুনরায় লব্ধ হইতে পারে তদ্বিষয়ে চিন্তান্বিত হইলেন। যখন তিনি চিন্তামগ্ন হঠাৎ দেখিতে পাইলেন মহর্ষি অঙ্গিরা অগ্নিসদৃশ হইয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া লোকসকলকে তাপ দিতেছেন। অগ্নি ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া ধীরে ধীরে অঙ্গিরা ঋষির নিকটস্থ হইলেন। অঙ্গিরা ঋষি অগ্নিকে সম্মুখস্থ হইতে দেখিয়া বলিলেন 'হে অগ্নি! ব্রহ্মা অন্ধকার নাশের জন্য আপনাকেই প্রথমে অগ্নিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। ত্রিভুবনে আপনি বিশেষরূপে সকলের পরিচিত। এইজন্য আপনি শীঘ্র নিজাধিকার প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় অগ্নিরূপে লোকের মঙ্গল বিধান করুন।' অগ্নি প্রত্যুত্তরে বলিলেন—'আপনি এখন হুতাশন হইয়াছেন। আমার কীর্ত্তি লুপ্ত হইয়াছে, আপনাকেই 'পাবক' বলিয়া সকলেই জানিবে, আমাকে নয়। আমি অগ্নিত্ব পরিত্যাগ করিতেছি। আপনি প্রথম অগ্নি, আমি দ্বিতীয় অগ্নি।' অঙ্গিরা ঋষি পুনরায় বলিলেন—'হে অগ্নিদেব, আপনি হব্য বহন করিয়া প্রজাগণের হিত সাধন করুন এবং আমাকেও প্রথম পুত্ররূপে গ্রহণ করুন।' অঙ্গিরা ঋষির নির্দ্দেশে হুতাশন তাহাই করিলেন এবং অঙ্গিরা ঋষি বৃহস্পতিরূপে তাঁহার পুত্র হইলেন। 'বৃহস্পতি দেবতাগণের গুরু হইলেন' অঙ্গিরা ঋষির এই বাক্য দেবতাগণ স্বীকার করিলেন।

"অগ্নির বরে অঙ্গিরা ঋষির বৃহস্পতি নামে পুত্র জন্মে। অঙ্গিরা ঋষির জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম উতথ্য।"—আশুতোষ দেবের বাংলা অভিধান।

যেকালে পরীক্ষিৎ মহারাজ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গার তটে শুকরতলে উপনীত হইয়া প্রায়োপবেশন করতঃ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তৎকালে ভুবনপাবন মুনিগণ নিজ নিজ শিষ্যসমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, গাধিতনয় বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমর্দ, সুবাহু, মেধাতিথি, দেবল আর্ষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবষ, কুম্ভযোনি অগস্ত্য, দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, ভগবান্ নারদ প্রভৃতি বহু দেবর্ষি, মহর্ষিগণ শুকরতলে শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যে সকল মহর্ষিগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে অন্যতম **'অঙ্গিরা ঋষি'**।

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ ২৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে ব্রহ্মার নির্দ্দেশ অনুসারে কর্দ্দম ঋষি বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিগণকে—মরীচিকে 'কলা', অত্রিকে 'অনসূয়া', অঙ্গিরাকে 'শ্রদ্ধা' এবং পুলস্ত্যকে 'হবির্ভূ' নামক কন্যা দান করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধা-পত্নীকে অবলম্বন করিয়া অঙ্গিরা ঋষির চারটি কন্যা—সিনিবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'শ্রদ্ধা ত্বঙ্গি-

রসঃ পত্নী চতস্রোঽসূত কন্যকাঃ। সিনিবালী কুহূ রাকা চতুর্থ্যনুমতিস্তথা ॥' —ভাঃ ৪।১।৩৩। স্বারোচিষ মন্বন্তরে অঙ্গিরা ঋষির দুইটী পুত্র হয়। এক ভগবদবতার উতথ্য, দুই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি বৃহস্পতি।

শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম স্কন্ধের বর্ণনানুযায়ী জড়ভরতমুনি অঙ্গিরা গোত্রোদ্ভূত ব্রাহ্মণতনয় ছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধে প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক জীবসৃষ্টি বিষয়ক বর্ণনায় জ্ঞাত হওয়া যায় তিনি তাঁহার দুই কন্যাকে অঙ্গিরা ঋষির নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন। দুই কন্যার নাম স্বধা ও সতী। স্বধা পিতৃগণকে এবং সতী অথর্ব্বাঙ্গিরস নামক বেদকে পুত্রত্বে কল্পনা করিয়াছিলেন। —ভাগবত ৬।২, ১৯

মহারাজ চিত্রকেতুর চরিত্র বর্ণন-প্রসঙ্গে অঙ্গিরা ঋষির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। অঙ্গিরা ঋষি রাজা চিত্রকেতুকে ব্রহ্মজ্ঞান দিতে আসিলে রাজা পুত্রকামনা করিয়াছিলেন। অঙ্গিরা ঋষি রাজাকে হর্ষশোকপ্রদ পুত্র দিলেন। পুত্র মৃত হইলে অঙ্গিরা ঋষি নারদসহ আসিয়া শোকসন্তপ্ত রাজাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণনায় জানা যায় দেবাসুরের দ্বারা ক্ষীর সাগর মন্থনকালে যখন লক্ষ্মীদেবী উত্থিতা হইয়া ভগবান্‌কে পতিরূপে গ্রহণ করিলেন ভগবান্ তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে রাখিলেন। সেই সময় ব্রহ্মা রুদ্রাদির সহিত অঙ্গিরা ঋষিও ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণনায় জানা যায় অম্বরীষ মহারাজের তিন পুত্রের মধ্যে—বিরূপ, কেতুমান্ ও শম্ভু—বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব, পৃষদশ্বের পুত্র রথীতর। রথীতর নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি অঙ্গিরা ঋষিকে সন্তানার্থ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে অঙ্গিরা ঋষি ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন কতিপয় সন্তান প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৮৪তম অধ্যায়ে কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কৃষ্ণের মহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমাতিশয্য দর্শনে যেকালে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, অন্যান্য রাজপত্নীগণ এবং গোপীগণ বিস্মিতা হইয়াছিলেন, তৎকালে নারদাদি ঋষিগণ যাঁহারা কৃষ্ণদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন—তন্মধ্যে অন্যতম অঙ্গিরা ঋষি।

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধের বর্ণনানুযায়ী পিণ্ডারকক্ষেত্রে যে মুনিগণের অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল সেই মুনিগণের মধ্যে অঙ্গিরা ঋষিও তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধ একাদশ অধ্যায়ে প্রতিমাসে রবিব্যূহ বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—ইন্দ্র নামক সূর্য্য, বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব, শ্রোতা নামক যক্ষ, এলাপত্র নামক নাগ, **অঙ্গিরা নামক ঋষি**, প্রম্লোচা-নাম্নী অপ্সরা, বর্য নামক রাক্ষস ইঁহারা শ্রাবণ মাস নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

## বঙ্গীয় নববর্ষের শুভারম্ভে অভিনন্দন ও অভিবাদন

বঙ্গীয় নববর্ষ ১৪০১ সালের শুভারম্ভ ১লা বৈশাখ—ইং ১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৪ শুক্রবার (চতুর্থীতিথি, রোহিণী নক্ষত্র) শুভদিবসে আমরা আমাদের পরমমঙ্গলময়ী শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পারমার্থিক পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক-গ্রাহিকা পাঠক-পাঠিকাবর্গকে—আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-গোপীনাথ-জগন্নাথ-রাধানয়ননাথ-নয়নমণি জিউর পরমকল্যাণপ্রদ শুভ আশীর্ব্বাদ-সহ তাঁহাদের দাসানুদাস আমাদের শুভ অভিনন্দন ও অভিবাদন জ্ঞাপন করতঃ তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পরমকল্যাণময়ী অমৃতনি-স্যন্দিনী বাণীর অনুসরণে আমরা যেন সকলেই বিশুদ্ধ পরমার্থ পথের পথিক হইতে পারি—'স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি'—এই মহাজনবাক্যানুসরণে আমরা যেন সকলেই সর্ব্বজীব-স্বরূপের পরমাগতি সেই গোলোকবৃন্দাবনের পথ

অবলম্বন করিতে পারি, ইহাই আমাদের সকলেরই চরম পরম প্রার্থনীয় বিষয় হউক।

ব্যবহারিক জগতে দেখা যায়—বণিগ্‌বৃত্তিসম্পন্ন গৃহস্থ ব্যবসায়িগণ নববর্ষারম্ভে কোন শুভদিনে শুভক্ষণে ব্যবসায়ের আয় ব্যয় বা উন্নতি অবনতি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণার্থ 'হালখাতা' বা নূতনখাতা পূজাসম্বন্ধীয় একটি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এতদুপলক্ষ্যে ভগবৎপূজা এবং প্রসাদ বিতরণাদির আড়ম্বরও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে ভগবৎসেবোদ্দেশ্য মিশ্রিত থাকিলে তাহা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি নামে অভিহিত হইলেও মুখ্যতঃ জড়সংসারসুখভোগাকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য থাকায় ঐরূপ গৌণভক্তি শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছামূলা শুদ্ধভক্তির সহিত তুলিত হইতে পারে না। শুদ্ধভক্তিতে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্র থাকিবে না, যেমন হিরণ্যকশিপু বধের পর শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেব ভক্তবর প্রহলাদের শুদ্ধভক্তিপূর্ণ বহু স্তবস্তুতি শ্রবণে অত্যন্ত হৃষ্ট ও প্রসন্নচিত্তে কহিলেন—

"প্রহলাদ ভদ্র ভদ্রং তে প্রীতোঽহং তেঽসুরোত্তম।
বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপূরোঽস্ম্যহং নৃণাম্ ॥"

অর্থাৎ "হে ভদ্র প্রহলাদ তোমার মঙ্গল হউক। হে অসুরোত্তম, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হইয়াছি। আমি নরদিগের অভিলাষ পূর্ণ করি, সুতরাং তোমার অভীষ্ট বর প্রাথনা কর।"

শ্রীনারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—

"এবং প্রলোভ্যমানোঽপি বরৈর্লোকপ্রলোভনৈঃ।
একান্তিত্বাদ্ ভগবতি নৈচ্ছত্তানসুরোত্তমঃ ॥"

অর্থাৎ "অসুরোত্তম প্রহলাদ লোকসকলের মোহজনক তাদৃশ বহুবিধ বরের দ্বারা প্রলোভিত হইয়াও ভগবানে ঐকান্তিকতা-প্রযুক্ত সেগুলি অভিলাষ করিলেন না।"—ভাঃ ৭।৯।৫২, ৫৫

বালক প্রহলাদ শ্রীনৃসিংহ কথিত ঐসকল বর ভক্তিযোগের অন্তরায় বিচার করতঃ ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন—

"মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্ব্বরৈঃ।
তৎসঙ্গভীতো নির্ব্বিন্নো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ ॥"

অর্থাৎ "হে ভগবন্, স্বভাবতঃ কামাসক্ত আমাকে ঐসকল বরের দ্বারা লুব্ধ করিবেন না, আমি কামসঙ্গভীত, নির্ব্বেদপ্রাপ্ত এবং মুমুক্ষু হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।"

"নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মনঃ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্ ॥"

"নতুবা হে অখিলগুরো, করুণাময়, আপনাকর্ত্তৃক অন্যপ্রকার সম্ভব নহে। আপনা হইতে যে ব্যক্তি বিষয়াদি ভোগ প্রার্থনা করে সে আপনার ভৃত্য নহে, বণিক্।"

[ শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুর লিখিতেছেন—"বণিগিতি তুভ্যং কিঞ্চিৎ পত্রপুষ্পনৈবেদ্যাদিকং দত্ত্বা হস্ত্যশ্বরথাদিমতীং সম্পত্তিং ব্রহ্মেন্দ্রাদিপদং বা জিঘৃক্ষতীতি ভাবঃ।" অর্থাৎ বণিকের সহিত তুলনা দিবার উদ্দেশ্য এই যে, বণিক্ যেমন তোমাকে ( ভগবানকে ) কিছু ফুলতুলসীনৈবেদ্যাদি অর্পণ করতঃ হস্তী-অশ্ব-রথাদিময়ী মহামূল্য সম্পত্তি বা ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি পদ গ্রহণেচ্ছু হয়, তদ্রূপ বণিগ্‌বৃত্তিসম্পন্ন ভক্তব্রুবও সামান্য কএক পয়সার ফুলতুলসীনৈবেদ্যাদি ভগবান্‌কে নিবেদন করিবার অভিনয় করিয়া তাহার বিনিময়ে মহামূল্য জাগতিক ধনসম্পদ্ প্রার্থনা করে। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তিধন না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥ শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে হইলে ভক্তরাজ প্রহলাদের অনুসরণ করিতে হইবে। ]—ভাঃ ৭।১০।২, ৪

প্রহলাদ আরও কহিলেন—স্বামীর নিকট কল্যাণকামী ব্যক্তি যেমন ভৃত্য নহে, আবার ভৃত্যকে তাহার প্রার্থনামত ঐশ্বর্য্যাদি দিয়া তাহার নিকট প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিও প্রকৃত স্বামী নয়। অতএব আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত এবং আপনিও আমার নিরুপাধিক স্বামী। সুতরাং ঐপ্রকার স্বামী ও ভৃত্যের ন্যায় আমাদের অন্যপ্রকার প্রার্থনীয় বিষয় কিছুই নাই।

যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্ ॥

"হে বরদর্ষভ ( বরদাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ), আপনি যদি আমাকে আমার অভীষ্ট বরই দান করেন, তবে আমি আপনার নিকট হৃদয়ে কামবাসনার অনুৎপত্তি-( বর )ই প্রার্থনা করি।"

[ যেহেতু কামাঙ্কুরের উৎপত্তিমাত্রেই ইন্দ্রিয়সমূহ,

মন, প্রাণ, দেহ, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, লজ্জা, সম্পদ্, তেজ, স্মৃতি এবং সত্য—সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। মানুষ যখন হৃদয় হইতে সকল কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে, তখন সে ভগবৎকৃপায় ভগবত্তুল্য ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রহলাদ সার্ষ্টি, সারূপ্য সালোক্য সামীপ্য সাযুজ্য—কিছুরই প্রার্থী না হইয়া কেবল তাঁহাকে প্রণাম জানাইতেছেন— ]

"ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং পুরুষায় মহাত্মনে।
হরয়েঽদ্ভুতসিংহায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে॥"

—ভাঃ ৭।১০।১০

অর্থাৎ "ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, পরমপুরুষ, মহাত্মা, সকল দুঃখহন্তা, অদ্ভুত সিংহাকার, পরব্রহ্ম, পরমাত্ম-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার করি।"

অতঃপর শ্রীভগবান্ কহিলেন—

"নৈকান্তিনো মে ময়ি জাত্বিহাশিষ
আশাসতেঽমুত্র চ যে ভবদ্বিধাঃ।
তথাপি মন্বন্তরমেতদত্র-
দৈত্যেশ্বরাণামনুভুঙ্ক্ষ ভোগান্॥"

—ভাঃ ৭।১০।১১

"ভবাদৃশ মদীয় একান্ত ভক্ত ঐহিক বা পারত্রিক কোন কল্যাণ প্রার্থনা করে না। তথাপি তুমি এই মন্বন্তর পর্য্যন্ত এস্থানে দৈত্যগণের অধীশ্বর হইয়া বিষয়সকল ভোগ কর।"

ভক্তরাজ প্রহলাদের ঐহিক ও পারত্রিক কোন সুখবাঞ্ছা না থাকিলেও ভগবান্ তাঁহাকে মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত দৈত্যেশ্বরগণের উপভোগ্য সকল ভোগ স্বীকার, নিরন্তর ভগবৎপ্রিয় কথা শ্রবণ, শ্রীহরিতে সকল কর্ম্ম অর্পণরূপ কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কাম ভক্তি-যোগাবলম্বনে সর্ব্বলোকহিতার্থ যজ্ঞাদিকর্ম্ম অনুষ্ঠানের আদেশ করিলেন, প্রহলাদ ভগবদাদেশ স্বীকার করিয়া লইয়া নিরন্তর ভগবৎপাদপদ্ম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

বণিগ্‌বৃত্তিসম্পন্ন জনগণের ন্যায় আমাদেরও হালখাতায় সর্ব্বদা আলোচ্য বিষয় থাকিবে—পারমার্থিক জীবনের উন্নতি অবনতি চিন্তন। আমার জীবন দৈনন্দিন পরমার্থপথে কতটা অগ্রসর হইতেছে, নামভজনে আমার অনুরাগ বাড়িতেছে না কমিতেছে, না সমানভাবেই আছে, নামানুরাগ হইতেই ত' কৃষ্ণানুরাগ ধরা পড়িবে। শ্রীভাগবত বলিতেছেন—সেই হৃদয়টিই বজ্রতুল্য কঠিন, যে হৃদয় নামানুরাগশূন্য, অনুরাগের লক্ষণ—অশ্রুকম্পাদি। যে আয়ুষ্কাল কৃষ্ণচিন্তা ব্যতীত বৃথা অতিবাহিত হয়, তাহা সূর্য্যদেব হরণ করিয়া লইয়া যান। যাহা কৃষ্ণচিন্তায় যাপিত হয়, তাহাই জমার ঘরে থাকে, নতুবা সব খরচের দিকে। পরছিদ্রানুসন্ধানে পরচর্চ্চায় পরনিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়া বৃথা দিনাতিপাত না করিয়া নিজের জমাখরচ সাবধানে রাখিতে হইবে। নিজে গুরু বা বৈষ্ণব না সাজিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞাবাহী ভৃত্যানুভৃত্য হইয়া কৃষ্ণকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ আচার-প্রচার-কার্য্যেই সর্ব্বদা প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কোন সময় যেন আমার কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত বৃথা অতিবাহিত না হয়। নববর্ষারম্ভের প্রথম হইতেই শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। মনুষ্য জীবনই পরমার্থপ্রদ, কিন্তু তাহা নশ্বর, ইহা চিন্তা করিয়াই সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

# শুভ বৈশাখমাস মাহাত্ম্য

[ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ]

চৈত্র মাস—মধুমাস, মাধব মাস—বৈশাখ মাস। এই দুইমাসে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীভগবান্ বলদেবের নিজগোপীসহ রাসক্রীড়ার কথা শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে ( ভাঃ ১০।৬৫।১৭-১৮, ২১-২২ দ্রষ্টব্য ) বর্ণিত আছে। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিয়াছেন—

"তান রাসক্রীড়া কথা—পরম উদার।
বৃন্দাবনে গোপীসনে করিলা বিহার॥
দুইমাস বসন্ত মাধব-মধু নামে।
হলায়ুধ-রাসক্রীড়া কহয়ে পুরাণে॥"

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্ ॥
পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্ববনিতাশোভিমণ্ডলে।
রেমে করেণুযূথেশো মহেন্দ্র ইব বারণঃ ॥
নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা।
গন্ধর্ব্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্য্যৈরীড়িরে তদা ॥

[ শ্লোকানুবাদ—"শ্রীবৃন্দাবনধামে চৈত্র ও বৈশাখ—এই দুইমাসে নিশাকালে গোপরামাগণের রতি বর্দ্ধন পূর্ব্বক শ্রীবলদেব অবস্থান করিলেন।"

"পূর্ণচন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে স্থানটি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত, জ্যোৎস্না-বিকসিত কুমুদ কদম্বের গন্ধ লুণ্ঠন করিয়া সমীরণ যে স্থানে স্বচ্ছন্দ বহিয়া যাইত, সেই যমুনাপুলিনোপবনে গোপীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবান্ শ্রীবলরাম ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।"

"হস্তিনীযূথপতি ইন্দ্রহস্তী ঐরাবতের ন্যায় স্বীয় গোপীগণ-পরিশোভিত মণ্ডলমধ্যে অবস্থিত হইয়া ভগবান শ্রীরাম স্বচ্ছন্দ বিহার করিতে থাকিলেন। তৎকালে গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তব করিতেছিলেন।"

"ঐ সময়ে অন্তরীক্ষে দুন্দুভি-নিনাদ হইতে লাগিল, দেবগণ সহর্ষে কুসুমবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্ব ও মুনিবৃন্দ শ্রীবলভদ্রের বিক্রমসূচক স্তবদ্বারা তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।" ]

"যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণ করেন নিন্দন।
তাঁরাও রামের রাসে করেন স্তবন ॥
যাঁর রাসে দেবে আসি' পুষ্পবৃষ্টি করে।
দেবে জানে,—ভেদ নাহি কৃষ্ণ হলধরে ॥
চারিবেদে গুপ্ত বলরামের চরিত।
আমি কি বলিব, সব পুরাণে বিদিত ॥
মূর্খদোষে কেহ কেহ না দেখি পুরাণ।
বলরাম-রাসক্রীড়া করে অপ্রমাণ ॥
এক ঠাঁই দুই ভাই গোপিকা-সমাজে।
করিলেন রাসক্রীড়া বৃন্দাবনমাঝে ॥"

( তথাহি ভাঃ ১০।৩৪।২০-২৬ )

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্ব্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোগিতাম্ ॥
উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্ব্বদ্ধ-সৌহৃদৈঃ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ ॥
নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোডুপ-তারকম্।
মল্লিকাগন্ধমত্তালি জুষ্টং কুমুদবায়ুনা ॥
জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃ শ্রবণমঙ্গলম্।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্ ॥

[ শ্লোকানুবাদ—"অনন্তর ( শিবরাত্রি ব্রতান্তে ) কোনও এক জ্যোৎস্নাময়ী হোলিপূর্ণিমা রজনীতে অদ্ভুতবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ( সখাগণসহ ) ব্রজবনিতাগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন।"

"তাঁহারা উভয়েই উত্তম অলঙ্কার, চন্দনানুলেপন, বনমালা ও সুনির্ম্মল বস্ত্রে অলঙ্কৃত ছিলেন। সেই উত্তমললনাগণ তদ্গতহৃদয়ে মনোহরভাবে তাঁহাদের গুণগান করিতে লাগিলেন।"

"তখন রজনীর প্রারম্ভ, ( আকাশে ) শশধর ও তারকারাজি উদিত হইয়াছিল, ভ্রমরকুল মল্লিকার গন্ধে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আর কুমুদ কুসুমের গন্ধ বহন করিয়া সমীরণও ( মন্দমন্দ ) বহিতেছিল; সেই সময়কেই সমাদর অর্থাৎ উপযুক্ত বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিহার করিতে লাগিলেন।"

"শ্রীগোবিন্দ ও বলরাম উভয়েই যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে সুরগ্রামের মূর্চ্ছনা আলাপ করিতে করিতে নিখিলপ্রাণীর সুখপ্রদ গান করিতে লাগিলেন।" ]

"ভাগবত শুনি যার রামে নাহি প্রীত।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পথে সে জন বর্জ্জিত ॥
ভাগবত যে না মানে সে যবনসম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম ॥
এবে কেহ কেহ নপুংসক বেশে নাচে।
বোলে—বলরাম-রাস কোন্ শাস্ত্রে আছে ? ॥
কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেহ নাহি মানে।
এক অর্থে অন্য অর্থ করিয়া বাখানে ॥
চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই।
তান স্থানে অপরাধে মরে সর্ব্ব ঠাঁই ॥"

—চৈঃ ভাঃ ১।২২-৪২

শাস্ত্রে সৌর বৈশাখের মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে

বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি পর্য্যন্ত শ্রীকেশবব্রত ধারণ, সমর্থ-পক্ষে ত্রিকালস্নান, শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীতুলসীতে জলধারা দান প্রভৃতি বহু পরম পবিত্র মাঙ্গলিক কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। ভগবদ্ভক্ত সেই সমস্ত শাস্ত্রবিধি কৃষ্ণপ্রীত্যর্থ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিবেন। সাত্বতস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৪শ বিলাসে পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড শ্রীনারদাম্বরীষ-সংবাদে বর্ণিত কেশবব্রতধারণের বিশেষ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। সদ্গুরুপাদাশ্রিত বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তবৃন্দ সকলেই ত' শ্রীগুরুদত্ত বিধানানুসারে যথাবিধি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দের অর্চ্চন, শ্রীতুলসীমালিকায় সংখ্যানাম গ্রহণাদি নিয়ম পালন করিয়া থাকেন, বৈশাখ মাসে বিশেষ ভক্তিসহকারে সেই সকল বিধান পালন করিবেন. ঐকান্তিক ভক্তগণ বিধিনিষেধের অতীত। তাঁহাদের স্মরণ কীর্ত্তনই প্রধান কৃত্য।

বৈশাখে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান, নদীতড়াগাদিতে বারত্রয় স্নান (অসুস্থ শরীর পক্ষে গঙ্গোদকাদি পবিত্রোদক স্পর্শ ), ভগবন্নিবেদিত হবিষ্যভোজন (মঠবাসীর পক্ষে প্রসাদ সেবা), ব্রহ্মচর্য্য পালন, ধরাশয়ন, ইন্দ্রিয়-সংযম, সম্পত্তিশালী গৃহস্থের পক্ষে তিল, ঘৃত, মধু, শর্করা, ধেনু, জল, স্বর্ণ, বস্ত্র, অন্ন পাদুকা, ছত্র, জল-কুম্ভ, মধুসমন্বিত তিল প্রভৃতি দানের বহু ফল শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব ভগবানে প্রগাঢ় প্রীতি বা প্রেম ফল ব্যতীত অন্য কোন ফল প্রার্থনা করেন না।

বৈশাখব্রতের অনুষ্ঠান না করিলে বেদপারগ ব্রাহ্মণকেও বৃক্ষজন্ম লাভ করিতে হয়—

"অবৈশাখী ভবেচ্ছাখী বিপ্রঃ শ্রৌতপরোঽপি চ॥"

তুলারাশিস্থ ভাস্করে—কার্ত্তিক মাস, মকররাশি-গত ভাস্করে মাঘমাস অপেক্ষাও মেষরাশিস্থ ভাস্করে বৈশাখ মাসে স্নানদানাদির শতসহস্রগুণিত ফললাভের কথা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।

বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান, দান, জপ, যজ্ঞ, উপবাস, হবিষ্যভোজন, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়সংযম, একাহারী, নক্তভোজী বা অযাচিতব্রতী প্রভৃতি নিয়ম পালনকারীর যাবতীয় অভীষ্টসিদ্ধি হয়। এই মাসে মধুদ্রব্য সমন্বিত ভোজ্য, যবান্ন, তিল, জলপাত্র, ছত্র, বস্ত্র, পাদুকাদি দানের বহু প্রশংসা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। সৎপাত্রে ( ভক্তকে ) দান করিলে ভগবান্ শ্রীহরি অত্যন্ত প্রীত হন।

বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়ার মাহাত্ম্যের আর অন্ত নাই। এই তিথিতে ভগবান্ শ্রীহরি যব উৎপাদন করেন। এই তিথিতে সত্যযুগের শুভারম্ভ হয়। এই তিথিতে শ্রীভগবান্ ত্রিপথগা সুরধুনীকে ব্রহ্মলোক হইতে ধরাধামে অবতরণ করাইয়াছিলেন। এজন্য এই পরমপবিত্রা তিথিতে যবহোম এবং যবদ্বারা শ্রীহরির পূজা করা বিশেষ কর্ত্তব্য। এইদিন দ্বিজাতিগণকে যব দান করিয়া সযত্নে যব ভোজন করাইতে হয়। পদ্মপুরাণে বরাহ-পৃথিসংবাদে লিখিত আছে—এই শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে সত্যযুগের উদয় এবং এই শুভদিন হইতে ত্রিবেদ (ঋগ্‌যজুঃসাম) প্রতিপাদ্য ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এই তৃতীয়াতে দান, পূজা, শ্রাদ্ধ, জপ, পিতৃতর্পণাদি অক্ষয় ফলপ্রদ। এই তিথি শ্রীহরির পরম প্রীতিকরী। ইহাতে যবদ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চন, যবশ্রাদ্ধ ও যবদানকারী ধন্যবাদার্হ ও বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয় বলিয়া পরিগণিত।

এই দিবস হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ২১ দিবস-ব্যাপী চন্দনযাত্রা আরম্ভ হয় এবং রথযাত্রার রথের কার্য্যেরও সূচনা হয়। আর এই দিবস শ্রীশ্রীবদ্রী-নারায়ণের দ্বারও উদ্‌ঘাটন করা হয়। ছয়মাস পাঁচ-পোয়া ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়া ছয়মাসের উপযুক্ত ভোগের দ্রব্যাদি রাখিয়া পূজারীরা দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া যান। অত্যন্ত তুষারপাতহেতু কেহ এখানে থাকিতে পারেন না। এই ছয়মাস দেবতারা শ্রীভগবান্ বদ্রীবিশালের পূজা করিয়া থাকেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ছয়মাসের পরে যখন ঐ অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে দ্বার উন্মুক্ত করা হয়, তখন দেখা যায় উক্ত ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে।

অতঃপর শুক্লা সপ্তমীর মাহাত্ম্য এইরূপ শ্রুত হয় যে,—

ভগীরথ ভাগীরথীগঙ্গা আনয়নকালে গঙ্গাদেবী তপস্যা-রত জহ্নু মুনির কোশাকুশি প্রভৃতি তাঁহার স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিলেন বলিয়া এই শুক্লা সপ্তমী তিথিতে মুনিবর ক্রোধবশে গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন! পরে ভক্তবর ভগীরথের কঠোর তপস্যায়—অত্যন্ত কাতর প্রার্থনায় মুনিবর

ভগীরথের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার দক্ষিণ কর্ণরন্ধ্র-দ্বারা গঙ্গাদেবীকে বাহির করিয়া দেন, তদবধি গঙ্গা-দেবী জহ্নু মুনির কন্যাস্বরূপিণী হন এবং তাঁহার নাম হয় জাহ্নবী। এজন্য এই পরমপবিত্রা শুক্লা-সপ্তমী তিথি জহ্নুসপ্তমী নামে প্রসিদ্ধা। এই তিথিতে ভুবনমেখলা গঙ্গাদেবীর পূজা স্নান দান তর্পণাদি মহা ফলদায়িনী বলিয়া প্রসিদ্ধা।

অনন্তর পরমশুভদায়িনী শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই বৈশাখী শুক্লা-চতুর্দ্দশী শুভবাসরে ভক্তরাজ প্রহলাদেশ নৃসিংহদেবের পূজা বিশেষ যত্নসহকারে কর্ত্তব্য। বৃহন্নারসিংহ পুরাণে শ্রীভগবন্নৃসিংহ-প্রহলাদ-সংবাদে ব্রতবিধিকথনে এই-রূপ কথিত হইয়াছে—ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহার ভক্তবর প্রহলাদকে সম্বোধন করিয়া বলিতে-ছেন—হে প্রহলাদ, যাহারা ভবভয়ে ভীত তাহারা আমার প্রীত্যর্থ প্রতিবর্ষে এই অতি গোপনীয় ব্রতরাজ চতুর্দ্দশীব্রতের অনষ্ঠান করিবে। নতুবা চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নরকবাস করিতে হইবে। উক্ত পুরাণেই লিখিত আছে—যাবতীয় লোকই আমার এই ব্রতে অধিকারী। বিশেষতঃ মন্নিষ্ঠ ও মদ্ভক্ত—সকলেরই এই ব্রতের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। এই পরমপবিত্র ব্রতের মাহাত্ম্য এই-রূপ কথিত আছে,—(উক্ত পুরাণেই এইরূপ উক্ত হইয়াছে—) ভক্তরাজ প্রহলাদ অত্যন্ত দৈন্যভরে শ্রীনৃসিংহ দেবের শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছেন—হে ভগবন্! আমি আপনাকে প্রণাম করি, আমি আপ-নার ভক্ত। কিন্তু কিপ্রকারে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার এই ভক্তির উদয় হইয়াছে, কিরূপেই বা আমি আপনার প্রিয়পাত্র হইলাম, কৃপাপূর্ব্বক আপনি আমার নিকট তাহা বর্ণন করুন। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিতে লাগিলেন—বৎস প্রহলাদ, তুমি পূর্ব্ব-জন্মে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, পুরাকালে অবন্তীনগরে বসুশর্ম্মা নামে একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি প্রত্যহ বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম-নিষ্ঠ থাকিয়া অত্যন্ত সাধুভাবে জীবনযাপন করিতেন, সুশীলা নাম্নী তাঁহার পত্নীও সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠা ও পতিপরা-য়ণা ছিলেন। তাঁহাদের পাঁচটি পুত্রসন্তান লাভ হয়, তুমিই সর্ব্বকনিষ্ঠ, তোমার নাম ছিল বসুদেব। তোমার অগ্রজ ভ্রাতৃচতুষ্টয় পিতৃতুল্য বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ, সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচারসম্পন্ন ও পিতৃমাতৃভক্ত ছিল। কিন্তু তুমিই বিপরীত স্বভাববিশিষ্ট হইলে। নিরন্তর বেশ্যাসক্ত হইয়া বেশ্যাগৃহেই পড়িয়া থাকিতে, বিদ্যা-ভ্যাসাদি করিলে না, সর্ব্বদা মদ্যপানরত ও নানা পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়া কুৎসিৎ জীবন যাপন করিতে লাগিলে। একদিন—এই দিনটিই আমার ব্রতদিন, এই দিবস কোন কারণবশতঃ বেশ্যার সহিত তোমার তুমুল কলহ উপস্থিত হইল। তোমরা উভয়েই নিরা-হারে দিবারাত্র যাপন করিলে, রাত্রেও জাগরণ করিয়া কাটাইয়াছ। সুতরাং তোমাদের উভয়েরই আমার ব্রতদিনে অজ্ঞানবশে নিরাহার ও রাত্রিজাগরণবশতঃ বহুপুণ্যপ্রদ মহাশক্তিশালী ব্রতের আচরণ হইয়া গেল, তৎফলে তোমাদের অত্যন্ত অপবিত্র দেহও পবিত্র হইল। আমার এই ব্রত এমনই মহাফলপ্রদ যে, অত্যন্ত অজ্ঞান অবস্থায়ও ইহার আচরণ মহাফলপ্রদ হইয়া থাকে। ব্রহ্মা আমার এই ব্রত সাধন করেন, তৎফলে তিনি বিশ্বের স্রষ্টা হইয়াছেন। মহেশ্বরও ত্রিপুরাসুর বিনাশার্থ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করতঃ ঐ মহা দুর্দ্দান্ত অসুরকে বিনাশ করেন। অন্যান্য বহু-সংখ্যক দেবতা, প্রাচীন ঋষি ও নৃপতিগণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রতপ্রসাদে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া-ছেন, সেই বেশ্যাও ঐ ব্রতপ্রসাদে ত্রিভুবনসুখচারিণী ও আমার প্রিয়পাত্রী হইয়াছে। হে বৎস, ধূর্ত্তা বিলাসিনী নারীও এই ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফল লাভ করিতে পারে। এই ব্রতের কারণেই তোমার আমার প্রতি উত্তমা ভক্তির উদয় হইয়াছে, বেশ্যা সুরপুরে অপ্সরারূপে বহুবিধ ভোগসম্ভোগান্তে আমাতে বিলীন হইয়াছে, তুমিও আমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছ। অতঃপর কার্য্যার্থ অর্থাৎ ভক্তিপ্রবর্ত্তনার্থ (শ্রীসনাতন কৃত টীকা) আমার শরীর হইতে পৃথক্ হইয়া তোমার এই জন্ম হইয়াছে। আবার তুমি আবশ্যকীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া শীঘ্রই আমাতে প্রবিষ্ট হইবে, আমার এই ব্রতোত্তমের অনুষ্ঠাতার শতকোটি কল্পেও আর সংসারে পুনরাবৃত্তি লাভ করিতে হয় না।

অনন্তর এই ব্রতানুষ্ঠানের অসংখ্য মহাফল বর্ণন

করতঃ নৃসিংহ চতুর্দ্দশী মহাতিথির দিন নির্ণয় করিতেছেন—বৈশাখী শুক্লা চতুর্দ্দশীর সন্ধ্যাকালে ভক্তবৎসল শ্রীনৃহরি তাঁহার ভক্ত প্রহলাদ-প্রতি তৎ-পিতা হিরণ্যকশিপুর নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া পরমপুরুষ মহাবিষ্ণু নরহরি অতি ভয়ঙ্কর কট্‌কটা শব্দে সভাস্থ সকলকেই চমকিত করিয়া স্তম্ভাভ্যন্তর হইতে ভীষণ শব্দ আবির্ভূত হইলেন। ভক্তবাক্য সত্যকারী শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহার নিজভক্ত প্রহলাদের বাক্য সত্য করিবার জন্য এবং তিনি যে সর্ব্বব্যাপক নিখিল ভূতে নিজের সেই ব্যাপ্তি সন্দর্শনার্থ আধো নরাকার ও আধো সিংহাকার এক অত্যদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়া সেই স্ফটিকস্তম্ভ-মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। নিজেই নিজের নরসিংহ নাম ও অত্যদ্ভুত রূপ ব্যক্ত করিলেন।

বৈশাখী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে নৃসিংহদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া ঐ মহাপুণ্য তিথিতে উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যাসময়ে তাঁহার অর্চ্চন বিহিত হইয়াছে।

দৈবাৎ স্বাতীনক্ষত্রযুক্ত শনিবারে বা সিদ্ধিযোগের সংযোগে ঐ ব্রত উপস্থিত হইলে তাহা মহাফলপ্রদ হইয়া থাকে। তাদৃশ যোগ না ঘটিলে ত্রয়োদশীবিদ্ধা বর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধা চতুর্দ্দশীতেই ব্রত পালন বিধেয়।

আগমে লিখিত আছে—

প্রহলাদ ক্লেশনাশায় যা হি পুণ্যা চতুর্দ্দশী।
পূজয়েত্তত্র যত্নেন হরেঃ প্রহলাদমগ্রতঃ॥

অর্থাৎ প্রহলাদের ক্লেশনাশার্থ যে পবিত্রা চতুর্দ্দশীর উদ্ভব, তাহাতে নৃসিংহপূজার পূর্ব্বে সযত্নে প্রহলাদের পূজা কর্ত্তব্যা।

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা—এই ভাগবতবাক্যে ভক্ত-প্রেমবশ্য ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার পূজা অপেক্ষাও তাঁহার ভক্তের পূজাকে বড় করিতেছেন। সেই ভক্তের চরণে অপরাধ করিলে ভগবান্ কখনই তাহা সহ্য করিতে পারেন না।

এই নৃসিংহ ব্রতদিনে সর্ব্বদা নৃসিংহ ও তদ্ভক্ত প্রহলাদপাদপদ্ম সযত্নে স্মর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধ হইতে প্রহলাদচরিত্র পঠনীয়।

অনন্তর বৈশাখী পূর্ণিমার কথা বর্ণিত হইতেছে। শ্রীহরির প্রীতিকরী বৈশাখী পৌর্ণমাসী বিশেষ যত্ন-সহকারে পালন করা কর্ত্তব্য। এই তিথিই বরাহ-কল্পের আদি ও মহাফলদায়িনী। এই তিথিতে শ্রীভগবানের বিশেষ পূজা, ভগবৎপ্রীত্যর্থ স্নানদানাদি ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি বর্জ্জন করিলে নরকগতি লাভ হয়। শ্রীপদ্মপুরাণে যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদে উপরিউক্ত মহিমা-বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

ন বেদেন সমং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্।
ন দানং জল-গোতুল্যং ন বৈশাখী সমা তিথিঃ॥

অর্থৎ বেদের সমান শাস্ত্র নাই, গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, জলদান ও গোদানতুল্য দান নাই এবং বৈশাখী পূর্ণিমার তুল্য তিথিও আর নাই। উক্তস্থলেই ঘনশর্ম্মার প্রতি প্রেতোক্তিও আছে যে—

'ময়া নৈকাপি বৈশাখী পূর্ণা পূর্ণ ফলপ্রদা।
স্নানদানক্রিয়াপূজা সুকৃতৈঃ পরিপালিতা।
তেন মে বৈদিকং কর্ম্ম জাতং সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলম্।
ততো বৈশাখনামাহং প্রেতো জাতোঽস্মি গর্ব্বতঃ॥"

আমি স্নান, দান, পূজাদি ক্রিয়াদ্বারা একটিমাত্রও পূর্ণফলপ্রদা বৈশাখী পূর্ণিমা পালন করি নাই, তজ্জন্য আমার কৃত সমস্ত বৈদিকক্রিয়াই নিষ্ফল হইয়াছে এবং অহঙ্কারবশতঃ আমাকে বৈশাখ নামক প্রেত-যোনি লাভ করিতে হইয়াছে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উক্ত শ্লোকের পরে আরও লিখিত হইয়াছে—

পাপেন্ধনদবজালা তমোদ্রুম কুঠারিকা।
কৃতা নৈকাপি বৈশাখী বিধিনা তত্র পূর্ণিমা॥
অব্রতা যস্য বৈশাখী স বৈশাখী ভবেন্নরঃ।
দশ জন্মানি চ ততস্তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে॥

—হঃ ভঃ বিঃ ১৪।১৬০-১৬২

অর্থাৎ উক্তস্থানে আরও লিখিত হইয়াছে—

আমি পাপরূপ কাষ্ঠের দাবাগ্নিস্বরূপা ও তমো-দ্রুমের কুঠারস্বরূপিণী বৈশাখী পূর্ণিমার একটিও যথাবিধি পালন করি নাই। বৈশাখীপূর্ণিমা যে ব্যক্তির সম্বন্ধে ব্রত বর্জ্জিত হয়, সে ব্যক্তি শাখী অর্থাৎ বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং তৎপর তাহাকে দশ জন্ম তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম লাভ করিতে হয়।

টীকাতে আখ্যায়িকাটি এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—কোন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ পূর্ব্বজন্মে নিখিল বৈদিককৃত্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পৌরাণিক বৈশাখীকৃত্য একটিও করেন নাই, তজ্জন্য তাঁহার যাবতীয় বৈদিক

কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল, প্রত্যুত ভগবৎপ্রিয় বৈশাখের অনাদরহেতু তাঁহাকে প্রেতত্ব লাভ করিতে হইয়াছিল।

প্রেতত্বপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ ঘনশর্ম্মাকে এইরূপে তাঁহার প্রেতত্বপ্রাপ্তির কারণ জানাইয়াছিলেন। সুতরাং বেদার্থপূরক পঞ্চমবেদস্বরূপ পুরাণকে অনাদর করিতে নাই।

বৈশাখমাসের যাবতীয় কৃত্য ভগবদ্ভক্ত ক্ষয়িষ্ণু ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রীত্যর্থ সম্পাদন করিলেই শুদ্ধ ভক্তিফল লাভ হইবে।

# উত্তর ভারতে প্রচারকবৃন্দসহ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ২০ পৃষ্ঠার পর ]

**ভাটিণ্ডা ( পাঞ্জাব ) ঃ**—অবস্থিতি—১৬ অগ্রহায়ণ ( ১৪০০ ), ২ ডিসেম্বর (১৯৯৩) বৃহস্পতিবার হইতে ২৭ অগ্রহায়ণ. ১৩ ডিসেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত।

পূর্ব্ব কার্য্যসূচী-অনুযায়ী শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচার-পার্টিসহ ১লা ডিসেম্বর নিউদিল্লী হইতে বম্বে-জনতা এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া উক্তদিবস রাত্রিতে ভাটিণ্ডায় পৌঁছিবার কথা বিজ্ঞাপিত ছিল। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার যাত্রিগণকে নিউদিল্লী হইতে অপরাহ্নে কলিকাতাগামী ট্রেনে উঠাইবার ব্যবস্থা-সৌকর্য্যার্থে উক্ত কার্য্যসূচী পরিবর্তিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ১৯ মূর্ত্তি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে নিউদিল্লী হইতে উদ্যানআভা-তুফান এক্সপ্রেসযোগে যাত্রা করতঃ পরদিন ২ ডিসেম্বর প্রত্যূষে ( প্রাতঃ পৌনে পাঁচটায় ) ভাটিণ্ডা রেলষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। [ শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন—শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী ( কলিকাতা ), শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশুকদেবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবংশীবদনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী, শ্রীরাধামোহন দাস, শ্রীমদনলাল গুপ্ত ( জম্মু ), শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাসাধিকারী ( লুধিয়ানা ), শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র, শ্রীঅহীন্ সিন্‌হা ও শ্রীমানিক কুণ্ডু ( কলিকাতা )। ]

**(ক) ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল-কলোনি-গৃহে** ( quarters-এ ) ঃ—অবস্থিতি ঃ—১৬ অগ্রহায়ণ, ২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ১৯ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত।

থার্ম্মেল কলোনিস্থ শ্রীহরিমন্দিরে ২ ও ৩ ডিসেম্বর প্রত্যহ অপরাহ্নে, ৫ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে এবং ২ ডিসেম্বর হইতে ৫ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি অধিবেশনে প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে অপরাহ্নে ও পূর্ব্বাহ্নে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ। ৪ ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীহরিমন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা এবং ৫ ডিসেম্বর মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসবানুষ্ঠানে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে থার্ম্মেল কলোনিতে বিভিন্ন দিনে প্রাতে শ্রীচিমনলাল বাংশাল, শ্রীপদ্মনাভ দাসাধিকারী ( শ্রীপূরণচাঁদ ধীমান্ ), শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী ( শ্রীরাজকুমার গর্গের ) বাসভবনে এবং ৫ ডিসেম্বর অপরাহ্নে এন্-এফ্-এল্ কলোনিতে ( National Fertilizer Colonyতে ) শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীরাজকুমার গর্গের বাসভবনে সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে এবং এন্-এফ্-এল্ কলো-

নিতে অনুষ্ঠিত বিশেষ ধর্ম্মসভাদ্বয়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। এন্-এফ্-এল্ কলোনিতে ধর্ম্মসভার বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—'সনাতনধর্ম্ম ও প্রভু অর্চ্চন'।

**(খ) শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দির, ভাটিণ্ডা সহর ঃ—** অবস্থিতি ঃ—শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে এবং তন্নিকটবর্ত্তী মিউনিসিপ্যালিটীর অতিথিভবনে ৬ ডিসেম্বর সোমবার হইতে ১৩ ডিসেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত।

চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী এবং কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত চণ্ডীগড় হইতে ভাটিণ্ডা সহরের উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসেন। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতেও বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। সনাতনধর্ম্ম মন্দিরে বিরাট সভামণ্ডপে প্রত্যহ রাত্রিতে এবং ৬ ডিসেম্বর হইতে ১০ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্নে, ১২ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে এবং ১৩ ডিসেম্বর রাত্রিতে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধ শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য এবং সনাতনধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিশ্লেষণমুখে অভিভাষণ প্রদান করিলে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বাহ্ন ও অপরাহ্নকালীন ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহারাজ।

১১ ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দির হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসে। পরদিন মধ্যাহ্নে মহোৎসবে অগণিত নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

১০ ডিসেম্বর শুক্রবার শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বাদ্যভাণ্ড ও হস্তিসহ বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাতেও শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে যোগদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ সহরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দিনে বৈদ শ্রীওমপ্রকাশ শর্ম্মা, শ্রীবেদপ্রকাশ লুম্বা, শ্রীতারসেমলাল গর্গ, শ্রীপ্রেম গুপ্ত, শ্রীওমপ্রকাশ লুম্বা, শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তলের বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তলের গৃহে মধ্যাহ্নে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তনও অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীরাজকুমার গর্গ), বৈদ শ্রীওমপ্রকাশ শর্ম্মা, শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তল, শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীকুলদীপ চোপরা), শ্রীদামোদর দাসাধিকারী (শ্রীদর্শন সিংজী), শ্রীপ্রেম শেখ্‌রি, শ্রীরামপ্রসাদজী, শ্রীরামকীর্ত্তি প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ও উৎসবানুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

**মনসা (পাঞ্জাব) ঃ—** অবস্থিতি ঃ— ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩ ডিসেম্বর সোমবার।

পাঞ্জাবে মনসাজেলার জেলাসদর মনসা-সহর-নিবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারী (শ্রীবিশ্বম্ভরলাল চোটানির) বিশেষ অনুরোধে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থবৃন্দসহ একটী মোটরকারে এবং একটী রিজার্ভ বাসে ভাটিণ্ডা-সহর শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দির হইতে ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩ ডিসেম্বর সোমবার প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ দেড় ঘণ্টা বাদে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় মনসা-সহরে শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারীর গৃহে উপনীত হইলে স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারীর গৃহ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারী বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্থানীয় নরনারীগণকেও মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আনুকূল্য করিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারী এবং তাঁহার পরিজনবর্গ সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় রিজার্ভ মটরকার ও বাসযোগে 'মনসা' হইতে রওনা হইয়া ভাটিণ্ডা সহরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকলে ফিরিয়া আসেন।

**নিউদিল্লী-জনকপুরী** ঃ—এ-১ বুক শ্রীসনাতন-ধর্ম্মসভা (শ্রীহরিমন্দিরে) অবস্থিতি ঃ—২৯ অগ্রহায়ণ, ১৫ ডিসেম্বর বুধবার হইতে ৪ পৌষ, ২০ ডিসেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব ষোড়শ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ ১৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ভাটিণ্ডা হইতে বম্বে-জনতা এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া উক্ত দিবস ১-৩০ ঘটিকায় দিল্লী জংসন-ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ১॥ ঘণ্টা প্রতীক্ষা করার পর অপরাহ্ণ ৩-১৫ মিঃ-এ নিউদিল্লী ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। বম্বে-জনতা দিল্লীজংসন-ষ্টেশনে না থামিয়া বরাবর নিউদিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছিবে এইরূপ নির্ঘণ্ট সূচিত থাকায় দিল্লীজংসন ষ্টেশনে নামিবার প্রোগ্রাম ছিল না। কিন্তু হঠাৎ রেলওয়ে বিভাগ উহা পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বম্বে-জনতার দিল্লীজংসন ষ্টেশনে দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষার ব্যবস্থা করায়, উহা অপরিজ্ঞাত থাকায়, সকলকে নিউদিল্লীতে অল্প সময়ের মধ্যে ভীড়ের মধ্যে নামিতে খুবই উদ্বেগ পাইতে হইয়াছিল এবং গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতেও বহু বিলম্ব হয়। হঠাৎ কোনও সময়ের পরিবর্ত্তন হইলে রেলওয়ে বিভাগের উচিত উহা পূর্ব্ব হইতেই রেডিও, টেলিভিশন (দূরদর্শনে) ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত করা যাত্রিসাধারণের অবগতির জন্য। মোটরকারাদিযোগে নিউ-দিল্লী ষ্টেশন হইতে জনকপুরীতে পৌঁছিতে বৈকাল পাঁচ ঘটিকা হয়। সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় সকলে প্রসাদ সেবা করেন। জনকপুরী শ্রীহরিমন্দিরের সন্নিকটে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারীর (শ্রীওমপ্রকাশ বেরেজার) দ্বিতলগৃহে শ্রীল আচার্য্য-দেবের থাকিবার সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেব উহা সমীচীন মনে না করায় শ্রী-হরিমন্দিরের কামরাতেই কিছু অসুবিধা হইলেও দর্শনার্থিগণের সৌকর্য্যার্থে অবস্থান করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডী যতিগণের হরিমন্দিরের দুইটী কক্ষে এবং অন্যান্য সকলের হলঘরে থাকিবার ব্যবস্থা হয়।

শ্রীহরিমন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে শুদ্ধভক্তি সম্মেলনের আয়োজন হয়। রাত্রির বিশেষ সম্মেলনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব দীর্ঘ তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। প্রাতঃকালীন সম্মেলনে শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। মহোৎসবদিবসে ১৯ ডিসেম্বর মধ্যাহ্ন-কালীন সম্মেলনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পরমার্থী মহা-রাজ ও শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারীও বক্তৃতা করেন। ১৮ ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীহরি-মন্দির হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া জনকপুরীর A/1 ও A/2 Blokএর মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। সংকীর্ত্তনে ভক্ত-গণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

এইবার মহোৎসবে প্রসাদ পরিবেশনের ব্যবস্থা হরিমন্দির সংলগ্নস্থ পার্কে সভামণ্ডপে হইয়াছিল। সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীরতনচাঁদ মহাজন, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমনমোহন পাশী, শ্রীচরণদাস খুরানা, শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীওমপ্রকাশ বেরেজা), শ্রীআত্মারাম শর্ম্মা—এড্‌-ভোকেট শ্রীচেতন শর্ম্মার গৃহে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ শুদ্ধভক্তিপরিপোষক ভাগবতকথামৃত পরিবেশন করেন।

নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীওমপ্রকাশ বেরেজা), তাঁহার পুত্র শ্রীতেজেন্দ্র (রাজু) এবং পরিজনবর্গ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আন্তরিকতার সহিত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের ও সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার সভাপতি শ্রীপি-সি ভাটিয়া, জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীজে-আর গুপ্ত, সহকারী সভাপতিদ্বয়—শ্রীএস্-পি শেঠি ও ইঞ্জিনিয়ার শ্রীএম্-এল্ পাসি ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীএম্-এল্ শর্ম্মা শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে আনুকূল্য করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী ও শ্রীরাধামোহন দাস আসামের গৃহস্থ ভক্তগণ নিউদিল্লী হইতে আসামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গোকুল মহাবন মঠের শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী আসামে সরভোগ মঠের সেবার জন্য প্রেরিত হন।

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ) ঃ** অবস্থিতি ঃ—৫ পৌষ, ২১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইতে ১০ পৌষ, ২৬ ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব একাদশ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারি-সমভিব্যাহারে ২১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার জনকপুরী-হরিমন্দির হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় রওনা হইয়া নিউদিল্লী-ষ্টেশন হইতে উজ্জইন এক্সপ্রেসে দেরাদুন যাত্রা করেন। সকলে অপরাহ্ন ৩-৩০টায় সাহারাণপুর জংশনষ্টেশনে নামিয়া ট্যাক্সিযোগে বৈকাল ৫ ঘটিকায় দেরাদুন ডি-এল্-রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। সাহারাণপুরের ভক্তগণ এবং দেরাদুন মঠ হইতে, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, যিনি প্রাক্-ব্যবস্থাদির জন্য পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছিলেন ও শ্রীতুলসীদাস প্রভু সাহারাণপুরে আসিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও লুধিয়ানার শ্রীকেবলকৃষ্ণদাস প্রভু পাহাড়গঞ্জস্থ নিউ-দিল্লী মঠে যাইয়া অবস্থান করেন। শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (ছোট—পাতিয়ালার) চণ্ডীগঢ় মঠে যান মুদ্রণবিভাগের কার্য্যের জন্য। রোপরের শ্রীঅশ্বিনী দুইদিন বাদে দেরাদুনে আসিয়া পৌঁছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ চণ্ডীগঢ় হইতে দেরাদুনে আসিয়া প্রচার-পার্টিতে যোগ দেন।

দেরাদুন মঠে নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরের সম্মুখে দ্বিতলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সেবাপ্রযত্নে সংকীর্ত্তনভবনের মনোজ্ঞ প্রকাশ দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব এবং বৈষ্ণবগণ সকলেই সুখী ও উৎসাহিত হন। সংকীর্ত্তনভবনে জানালায় এবং শ্রীমন্দিরের পশ্চাতে প্রবেশদ্বারে গ্রিলের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ আনুকূল্য বিধান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তনভবনে প্রত্যহ অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন। অপরাহ্নকালীন ধর্ম্মসভায় ভক্তগণ বিপুলসংখ্যায় যোগ দেন। প্রাতের ভক্তসমাবেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ হরিকথা বলেন। ২৫ ডিসেম্বর শনিবার দিবসে মহোৎসবে ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে আর্য্যনগরস্থ শ্রীকুসুমলতা নেগির গৃহে, রায়পুর এ.স্টেট শ্রীঅঞ্জন খান ও শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ প্রভুর পুত্র শ্রীভি-সি উপাধ্যায়ের গৃহে, ডালেনওয়ালায় শ্রীইন্দিরা শর্ম্মার গৃহে এবং রাজপুর রোডস্থ শ্রীসুন্দরদাসজীর বাসভবনে সাধুগণসহ শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

(ক্রমশঃ)

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name........................
Vill........................
P. O........................
Dist........................
Pin........................


# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।


**কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—**

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীচৈতন্য বাণী
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
চতুস্ত্রিংশ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৪০১
সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ
সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ ( নদীয়া ) ফোন ঃ ২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৩৪২১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম )

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম )

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, প.হাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম )
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৪শ বর্ষ
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০১
৫ ত্রিবিক্রম, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ৩০ মে ১৯৯৪
৪র্থ সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী
৮ই ফাল্গুন, ১৩৪১ ; ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু —

তোমার পেন্সিলে লেখা একখানি চিঠি পাইলাম। ভগবানে ভক্তি থাকিলে জীবের অসন্তোষের কোন কারণ থাকে না। এই পৃথিবীতে আমরা সেবাবিমুখ হইয়াই কর্ম্মফলাধীন হই। কর্ম্মফলে কখনও সুখ-ভোগ বা প্রণয়, আবার কখনও দুঃখভোগ বা বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হই। ভগবৎসেবার প্রয়োজনবোধ উদিত হইলে যাবতীয় ক্লেশ ও সুখৈষণা আমাদের কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। তুমি সর্ব্বদা ভগবানের সেবায় মন দিবে। কেহই তোমার ক্ষতি করিতে পারিবে না। চঞ্চল হইয়া বা কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট ভাব প্রদর্শন করিয়া যদি তুমি পৃথিবীতে থাক, তাহা হইলে ভগবৎসেবার কথা তোমার মনে পড়িবে না। বাক্‌যুদ্ধ, দেহযুদ্ধ ও মানসিক অসন্তোষরূপ যুদ্ধ তোমাকে হরিসেবা করিতে দিবে না। সুতরাং তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন হইয়া ভগবদিচ্ছাক্রমে স্যমন্ত-পঞ্চকে থাক, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। যেদিন শ্রীগৌরহরি তোমাকে অন্যত্র পাঠাইবেন, সেই দিনের জন্য তুমি অপেক্ষা কর।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা
২৩শে চৈত্র, ১৩৪১ ; ৬ই এপ্রিল, ১৯৩৫

প্রিয়,—

তোমার ২৯শে মার্চ্চ তারিখের বিমানডাকের পত্র এইমাত্র প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপনের জন্য অদ্য আমরা প্রায় বিশমূর্ত্তি ঢাকা যাত্রা করিতেছি। ৮ই এপ্রিল সোমবার ভিত্তি-সংস্থাপন-কার্য্য সম্পন্ন হইবে এবং ১২ই এপ্রিল শুক্রবার ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠে অর্চ্চাবিগ্রহগণ প্রকাশিত হইবার কথা আছে। * * মে মাসের পূর্ব্বে আমাদের এখান হইতে বিলাত যাত্রা করার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আগামী সিলভার জুবিলি-উৎসবকালে লণ্ডন যাওয়া সম্ভব হইবে না।

তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর যতটা স্মরণ হয়, তারিখাদিসহ অতি সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল—

১। আমি রাণাঘাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করি। তৎপরে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় ওরিয়েণ্টেল্ সেমিনারিতে ভর্ত্তি হই। পরে ১৮৮৩ অব্দে অর্থাৎ কলিকাতার প্রদর্শনীর বৎসর অক্টোবর মাসে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন স্কুলে ছাত্ররূপে প্রবেশ করি। ১৮৮৭ অব্দে অর্থাৎ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের জুবিলি-বর্ষে আমি শ্রীরামপুর স্কুল পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হই।

২। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করি।

৩। তৎপূর্ব্বেই ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সারস্বত চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয় এবং উহা ১৯০১ বা ১৯০২ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়াছিল।

৪। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আমি স্বাধীন ত্রিপুরা-ষ্টেটে কর্ম্ম গ্রহণ করি এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমাকে পূর্ণ বেতনে পেন্‌সন্ দেওয়া হয়। আমি উহা ১৯০৮ সন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম।

৫। আমি ১৯০১ সালে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করি। ইহার কএকমাস পূর্ব্বে আমি শ্রীগুরুদেবের দর্শন পাইয়াছিলাম।

৬। আমি ১৯০১ সালে পুরী গমন করি। এই সময় হইতে পুরীর সহিত আমার সম্পর্ক অধিক হইল এবং ১৯০৪ সনে পূর্ণ এক বৎসর তথায় অতিবাহিত করি। আমি ১৯০৪ সালের শেষভাগ হইতে ১৯০৫ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত পুরী হইতে যাত্রা করিয়া দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করি।

৭। এই সময় হইতে আমি শ্রীমায়াপুরে বাস করিতে থাকি এবং মধ্যে মধ্যে পুরী যাই। শ্রীমায়াপুরে আমি ১৯০৫ সাল হইতে শ্রীমহাপ্রভুর বাণী প্রচারের কার্য্য আরম্ভ করি।

৮। ১৯০৬ সালে শ্রীযুক্ত রোহিণী কুমার ঘোষ আমার প্রথম বান্ধব ( দীক্ষিত শিষ্য ) হইয়াছিলেন।

৯। আমার সমাজ-সংগঠন-আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ভক্তসমাজেই আবদ্ধ ছিল। অভক্ত বা নাস্তিক সম্প্রদায়ের সমাজসংস্কারে আমার কোন অভিপ্রায় নাই। সমাজ-বিধানের সংস্কার-কার্য্য কোনদিনই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ যাহাতে তাঁহাদের পারমার্থিক অনুষ্ঠান-সমূহ অবাধে পালন করিতে পারেন, তদুপায়-প্রবর্ত্তনে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম। ভগবদ্ভক্তগণের অসুবিধা দূরীকরণরূপ আমার এই কার্য্যে স্মার্ত্ত ও অন্যাভিলাষিগণের বদ্ধসংস্কারসমূহ বিভিন্ন বিঘ্নকর হইয়াছিল।

আমি জানিতাম যে, দৈব-বর্ণাশ্রমে অনুষ্ঠীয়মান বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্ম্ম। প্রচলিত বর্ণাশ্রম বাস্তব বর্ণাশ্রমের অনবদ্য বিচার হইতে ভ্রষ্ট ও বিকৃতগ্রস্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ, সংস্কার ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াসমূহ সাধকগণের পারমার্থিক স্বাস্থ্য-সম্পাদনের সহায়ক। অতএব আমি স্মার্ত্ত ও নিরীশ্বর সমাজের নির্দ্দয়তা-বঞ্চিত সমাজ-বিধান-সমূহ প্রবর্ত্তনে বাধ্য হইয়াছিলাম।

স্মার্ত্ত জনসাধারণের সমাজ-সংগঠনের পরিবর্ত্তে প্রধানতঃ ভাগবতগণের সেবার নিমিত্ত যোগ্য সেবক-সংগ্রহ-কার্য্যে আমার প্রাথমিক প্রযত্ন নিযুক্ত হইয়া-

ছিল। তুমি অবগত আছ যে, আমি যখন হরিসেবার উদ্দেশ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনরুদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছিলাম, তখন নিরীশ্বর জনসাধারণের মতবাদের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার আমি গ্রহণ করি নাই।

ভাগবতগণ একটি পৃথক্ জাতি গঠন করিলে অবস্থা কিরূপ হইবে, আমি জানি না। আমার বিচারে তাঁহাদের নিজ (পূর্ব্ব) বর্ণ-ব্যবহার-সংরক্ষণে স্বতন্ত্রতা দেওয়া যাইতে পারে, অথবা তাঁহারা যদি নিষ্কপট ও সৎসাহসী হন, তবে ভ্রান্ত-সমাজের নিগড় হইতে আপনাদিগকে পরিমুক্ত রাখিবেন। এই সমস্ত বিচার ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বিচার ও অবস্থানুরূপ প্রয়োজনীয়তার উপর রক্ষিত হইয়াছে।

স্মার্ত্ত বিচারের পোষণকারিগণ বৈষ্ণব-বিচারের প্রতি যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না। সুতরাং ব্যবহারাপেক্ষাযুক্ত ও তন্নিরপেক্ষগণের মধ্যে যে পার্থক্যসমূহ, তাহা তুমি নিজেই বুঝিতে পার। ব্যক্তিবিশেষের কি বর্ণ হওয়া উচিত, তন্নিরূপণই দৈব-বর্ণাশ্রমের মর্ম্ম, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বভাব-ধারার সহিত বংশগত পরিচয়ের একাকার করা উহার উদ্দেশ্য নহে।

যদি তুমি যত্নপূর্ব্বক "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" শ্লোকটী স্মরণ কর, তবে আমার বিচারধারা বুঝিতে পারিবে। বিশেষতাকে সামান্যশ্রেণীভুক্ত করার প্রয়োজন নাই।

তুমি জান যে, আমাদের প্রত্যেকটি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উপদেশ সংযুক্ত থাকায় আমরা স্বমত-বিরুদ্ধ হইতে পারি না। কিন্তু অপরপক্ষের অস্থির দর্শনে আপাত বিরোধী বিচার-সমূহ একাকার বলিয়া মনে হইতে পারে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

# শ্রীতত্ত্বসূত্র—তত্ত্ব প্রকরণম্

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫৩ পৃষ্ঠার পর ]

**তচ্ছক্তিস্তত্তত্ত্বাধিক্যমিতিচেন্ন তদভেদাৎ ॥৭॥**

তস্য পরমেশ্বরস্য সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদিকং শক্ত্যপেক্ষঞ্চেৎ শক্তিরপি পৃথক্ তত্ত্বমস্তু ইত্যাশঙ্কাং পরিহরতি তদভেদাদিতি। তস্য পরমেশ্বরস্য তাভিঃ শক্তিভিঃ সহ অভেদাৎ শক্তির্ন পদার্থান্তরং শক্তিশক্তিমতোরভেদ ইতি ন্যায়াৎ নান্য-প্রমাণাপেক্ষা নহ্যগ্নের্দাহশক্তিরগ্নিভিন্নত্বেনোপলভ্যতে ইতি সর্ব্বলোক সিদ্ধত্বাৎ তথাপি স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচেতি শ্রুতির্বর্ত্ততে।

ঈশ্বর ও ঐশ্বর্য্যের ভেদ নাই। তদুভয়ে মিলিতরূপে অদ্বয়ত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। অগ্নি ও দাহশক্তি যেমন স্বতন্ত্র হয় না, বজ্র ও কাঠিন্য যেরূপ অভেদ্য, শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন একই পদার্থের অংশীভূত, সূর্য্য ও রৌদ্র যেরূপ পদার্থদ্বয় হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বর ও তদীয় পরাশক্তির দ্বৈত সম্ভাবনা নাই। লৌকিক তুলনাসকল দেওয়াতেও বিশুদ্ধতত্ত্বের প্রকাশ হয় না, যেহেতু ঈশ্বর ও ব্রহ্মাণ্ডে সমলিঙ্গত্ব দৃষ্ট হয় না।

যৎকালে ভক্তপুরুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন তখন এই অদ্বয়ত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহার মনে উদয় হয়। তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—১।২২।৫৪

একদেশস্থিতস্যাগ্নে-র্জোৎস্নাবিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥

কিঞ্চ মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্যে ঋষিরুবাচ—

এতত্তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
এবং প্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥
বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া।
তয়া ত্বমেব বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ ॥

তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে দ্বিতীয়রাত্রে তৃতীয়াধ্যায়ে মহাদেববাক্যং—

এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
একা স্ত্রীবিষ্ণুমায়য়া পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ ॥
স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ং।
তাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লীলাং রতিঃ কর্তুং সমুদ্যতেঃ ॥

এই সমস্ত শ্লোকের দ্বারা শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। শক্তি পরাধীনা, এই প্রযুক্ত স্ত্রীরূপে কল্পিতা হইয়া শক্তিমান্ চৈতন্যের আলিঙ্গনের পাত্রী হইয়াছেন। তত্ত্বে যৎকিঞ্চিৎ পরিষ্কার মনোগম্য ভাব সংযোগ করিবার প্রার্থনায় ব্রহ্মর্ষিগণ আলঙ্কারিক বিবরণ করেন। বস্তুতঃ রাধা-কৃষ্ণ একই পরমতত্ত্ব।

ননু পরমেশ্বরস্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্বে বিকারিত্বং প্রসজ্জেতেত্যাশঙ্কাং নিরস্যতি।

**কর্ত্তাপ্যবিকারঃ স্বাতন্ত্র্যাৎ ॥ ৮ ॥**

লোকে যঃ কর্ত্তা ভবতি স রাগদ্বেষাদি বিকারবান্ ভবতি ইতি স্বকৃত নিয়মে স্বস্য স্বতন্ত্রত্বাৎ তাদৃশ নিয়মাধীনত্বাভাবাৎ স পরমেশ্বরো জগৎকর্ত্তাপি বিকাররহিতঃ। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনমিতি শ্রুতেঃ।

জগতে যত কিছু নিয়ম দৃষ্ট হয় সকলই ঈশ্বর-কৃত। পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিবল হইতে বিধি-সকল অলঙ্ঘ্য হইয়াছে। বিধিসকলের অলঙ্ঘ্যতাও ঈশ্বরের মহিমা বলিতে হইবে। বিধি অনেক প্রকার। তন্মধ্যে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক প্রভৃতি বিধিসকল সর্ব্বদা সংসারে পরিচিত হয়। ঐ সকল বিধি সর্ব্বকালে বলবান্। কাষ্ঠ ও অগ্নি সংযোগ হইলে কাষ্ঠ দগ্ধ হয় ইহা শারীরিক-বিধি। কোন বিষয়ে উত্তম আলোচনা না করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করিলে তাহা মানস-বিধির বিরুদ্ধ হওয়ায় ভ্রমজনক হইয়া থাকে। পরদ্রব্য-হরণ, লাম্পট্য ও মিথ্যা-বাক্য এসকল আধ্যাত্মিক-বিধি-বিরুদ্ধ। এ সকল বিধি-বিরুদ্ধ যে কোন ব্যক্তি যে কোন কর্ম্ম করুন না কেন, তাহার অবশ্যই ফলভোগ করিতে হইবে। মানবগণ বিশেষ বিশেষ বিধির বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে সমর্থ নহে। শারীরিক নিয়ম এই যে এক হস্ত পরিমিত দড়িতে আর এক হস্ত দড়ি সংযোগ করিলে দুই হস্ত হইবে; কখনই তিন হস্ত হইবে না। কিন্তু এ সমস্ত নিয়মে পরমেশ্বর বাধ্য নহেন। তিনি বিধিসকলের বিধাতা অতএব স্বকৃত বিধিতে তিনি বাধ্য হন না। তথা কঠোপনিষদি,—

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতা কৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাশ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥

তথাচ শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে,—

নচান্তর্নবহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরং।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥
তদ্দাম বধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ।
দ্ব্যঙ্গুলোনসভূত্তেন সন্দধেহন্যচ্চ গোপিকা ॥
যদাসীত্তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে।
তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্‌যদাদত্ত বন্ধনম্ ॥

এই পবিত্র বর্ণনের দ্বারা পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হইতেছে। যে ব্যক্তি কর্ত্তা হয় সে অবশ্যই ইচ্ছাসংযুক্ত বিকারবান্ হইবে ইহাও পরমেশ্বরের বিধি, কিন্তু পরমেশ্বর স্বয়ং উক্ত বিধির বাধ্য না হওয়ায় তিনি চিৎ ও অচিতের সম্বন্ধ সৃজন করিয়াও অবিকার থাকেন।

বিশ্ব সৃষ্টি প্রলয়াভ্যাং তস্য বৃদ্ধি হ্রাসাভাবৌ সূচয়তি—

**সদৈকরূপঃ পূর্ণত্বাৎ ॥ ৯ ॥**

অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মাণ্ড রচনায়াং বিশ্বপ্রলয়েঽপি সদা পরমেশ্বরস্য একরূপত্বং বৃদ্ধিহ্রাসৌ ন ভবত ইত্যর্থঃ। যথা নদ্যাদি বৃদ্ধিহ্রাসাভ্যাং সমুদ্রস্যো-পচয়াপচয়ো ন-স্তঃ। তত্র হেতুঃ তস্য পরমেশ্বরস্য পূর্ণত্বাদিতি পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ইতি শ্রুতেঃ।

সেই পরমেশ্বর সর্ব্বকালে পূর্ণস্বরূপ। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। পরমেশ্বর সমস্ত ঐশ্বর্য্যপূর্ণ অতএব বেদস্তুতিতে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

জয় জয় জহ্যজামজিতদোষগৃভীত গুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ সমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিল শক্ত্যববোধক তে
কৃচিদজয়াত্মনাচ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥

—ভাঃ ১০।৮৭।১৪

পরমেশ্বর সর্ব্বদা পূর্ণ অথচ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা —এ বিষয়ে সংশয় এই যে, চিৎ ও অচিৎ সৃজনে তাঁহার কি প্রকার রুচি হয়? এবং সেই ক্রিয়ার হেতু কি? অতএব সূত্রিত হইল—

পূর্ণরূপস্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বে কো হেতুরিত্যপেক্ষায়ামাহ।

**কারুণ্যং তৎক্রিয়াহেতুর্নান্যদাপ্তকামত্বাৎ ॥১০॥**

তস্য পরমেশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিক্রিয়ায়াং প্রবৃত্তিহেতু কারুণ্যং করুণাবিলাস এব অন্যৎ কারণান্তরং নাস্তি আপ্তকামত্বাৎ। জীবানাং হি তৎ তৎ কামস্তয়া তত্তৎ কর্ম্মণি প্রবৃত্তির্ভবতি, আত্মনঃ কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতীতি শ্রুতে, ঈশ্বরস্য ন তথা আপ্তকামত্বাৎ পূর্ণকামত্বাদিত্যর্থঃ। সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি শ্রুতেঃ, নানবাপ্তমবাপ্তব্যমিতি স্মৃতেশ্চ।

পূর্ণকাম পুরুষের লীলা সম্বন্ধে সকলেরই সন্দেহ হয়। তথাহি ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে বিদুর-কৃত প্রশ্ন—

ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ।
লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ ॥
ক্রীড়ায়ামুদ্যমোর্ভস্য কামশ্চিক্রীড়িষান্যতঃ।
স্বতস্তৃপ্তস্য চ কথং নিবৃত্তস্য সদান্যতঃ ॥

শ্রীমৈত্রেনোক্তং উত্তরং—সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে।

অস্য টীকা—ভগবতোঽচিন্ত্য শক্তেরীশস্য সেয়ং মায়ানয়েন তর্কেন বিরুদ্ধ্যত ইতি।

এই প্রশ্নটী যেরূপ গম্ভীর, উত্তরটীও তদ্রূপ সন্তোষজনক। মৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! তুমি একটি দুরূহ প্রশ্ন করিয়াছ, যাহার উত্তর জীব-কর্ত্তৃক হইতে পারে না। অতএব ভগবানের লীলার প্রতি বিশ্বাস করাই প্রয়োজন। তর্কের দ্বারা তদ্বিষয়ক কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না। তর্ক সেই অপরিমেয় পদার্থে বা তাহার ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুই নির্ণয় করিতে পারে না। কেবল তাহা স্বীকার করা যায় মাত্র।

তথাহি ভাগবতে—১।৩।৩৬

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ
সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।
ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ
ষাড়্‌গিকং জিঘ্রতি ষড়্‌গুণেশঃ ॥

এই বিশ্বই তাঁহার লীলার আধারস্বরূপ অতএব ইহাকে বিলাস-সম্ভূত বলা যায়। কিন্তু ঈশ্বরের বিলাস-কার্য্যে স্বার্থ কি? এরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে তাহাতে স্বার্থ নাই, কেবল চেতন পদার্থের প্রতি করুণাই এই বিলাসের হেতু।

তথাচ শ্রুতি—আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।

# ভাগবত ধর্ম্ম

( ২ )

[ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ]

[ আমরা 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার গত ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষের ১৪০০ বঙ্গাব্দ পৌষমাসের ১১শ সংখ্যা ২২১ পৃষ্ঠা হইতে উক্ত প্রবন্ধের প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছিলাম। অতঃপর '২', '৩' ইত্যাদি ক্রম পর্য্যায়ে উহা ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। ১ম সংখ্যায় মহারাজ নিমির 'আত্যন্তিক ক্ষেম অর্থাৎ মঙ্গল কি?'—এই প্রশ্নের উত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম মহাভাগবত কবি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—জীবমাত্রেরই শ্রীভগবানের অশোক-অভয়-অমৃত আধার—সকল মঙ্গলনিলয় শ্রীচরণযুগলের আরাধনাই সর্ব্বভয় বিনাশন ও পরমমঙ্গলদায়ক—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৩৩ শ্লোকাবলম্বনে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতঃপর উক্ত ভাঃ ১১।২ অধ্যায়োক্ত শ্রীকবির অন্যান্য উক্তি বর্ত্তমান প্রবন্ধে ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে— ]

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত ভাঃ ১১।২।৩৩

শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—অমন্দোদয় কল্যাণ একমাত্র ভাগবত-ধর্ম্মেই অবস্থিত—এতৎপ্রসঙ্গে নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটি আলোচ্য—

"তাবদ্‌ভয়ং দ্রবিণ-দেহ-সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা-পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥"
—ভাঃ ৩।৯।৬

অর্থাৎ "অনাত্মভূত দেহাদি অসৎ (অনিত্য) বস্তুতে যে 'আমি ও আমার' এইরূপ অভিমান উপস্থিত হয়, ইহাই ভয়-শোকাদির মূল কারণ। হে ভগবন্, যে কাল পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেই কাল পর্য্যন্তই তাহার অর্থ, দেহ ও আত্মীয়স্বজন-কুটুম্বাদি বন্ধুবর্গ পাছে বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর তিরস্কার, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল তৃষ্ণা, পুনরায় কোনপ্রকারে উহা প্রাপ্ত হইলে 'আমি আমার' এইরূপ জড়াসক্তি বিদ্যমান থাকে।"

উপরিউক্ত শ্লোকে 'পরিভব' বা 'পরিভাব' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—পরাভব, তিরস্কার বা অবজ্ঞা। অর্থাৎ সংসারাসক্তিজন্য নিজেকে ধিক্কার দান, এসব কিছু নয় ইত্যাদি উক্তি সহযোগে সাময়িক শ্মশান-বৈরাগ্য প্রদর্শন, কিছু পরে স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়োপ-ভোগার্থ বিপুল তৃষ্ণা ইত্যাদি। শুদ্ধভক্ত-মহতের কৃপা ব্যতীত জীবের মনের এইপ্রকার দোদুল্যমান অবস্থাকে অতিক্রম করতঃ শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবচরণে শরণাপন্ন হইয়া নিষ্কপটে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ হয় না। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে স্পষ্টরূপেই জানাইয়াছেন, তাঁহার অলৌকিকী ত্রিগুণময়ী দুরতিক্রমণীয়া বহিরঙ্গা মায়াকে জয় করিবার একমাত্র উপায় তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপট শরণাগতি। তাদৃশ শরণাগত ভক্তই মায়ার ভয়শোকমোহাদি যাবতীয় বিক্রম অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারেন, এজন্য প্রত্যেক নিত্যমঙ্গল লাভেচ্ছু জীবের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণৈকশরণ সাধুসঙ্গ লাভের জন্য শ্রীভগবৎপাদপদ্মে অহর্নিশ নিষ্কপটে কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন। প্রকৃত নিষ্কপট সাধু—সর্ব্বদাই পরদুঃখে দুঃখী কৃপাম্বুধি। তিনি বর্ত্ম-প্রদর্শকরূপে সকল জীবকেই কিপ্রকারে শুদ্ধভক্তসঙ্গ লাভ বা সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় লাভ করিয়া হরিভজন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক সৎপরামর্শ প্রদান করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে ব্রহ্মস্তবে ( ভাঃ ১০।১৪। ৩৬ ) উক্ত হইয়াছে—

"তাবদ্‌রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥"

অর্থাৎ "হে কৃষ্ণ, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ আপনার প্রতি অনুরাগী না হয়, সেকাল পর্য্যন্তই রাগাদি তস্কর, গৃহ কারাগার এবং মোহ পাদশৃঙ্খল স্বরূপ হইয়া থাকে॥"

ইহার সারার্থদর্শিনী টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করিতেছেন—"হে কৃষ্ণ, জীবসকল যৎকাল পর্য্যন্ত তোমার ভক্তের অনুগ্রহপাত্র রূপে তোমার ভক্ত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত রাগাদি চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে। ত্বদীয় অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত ভক্ত হইলে তোমার ভক্তজনের প্রতি তাহাদের অর্থাৎ রাগাদির রাগ—আসক্তি বা অনুরাগ, ভক্তিপ্রতিকূল বস্তুতে তাহাদের দ্বেষ বা রাগহীনতা এবং তোমাতে তাহাদের অভিনিবেশ হইবে। প্রত্যুত ( পরন্তু ), হে ভগবন্, ত্বন্নিষ্ঠ জ্ঞানানন্দাদি আনিয়া দেওয়ায় তাহারা পরম সাধু হইয়া নিত্য উপকার সাধন করিবে। এই প্রকারে যে গৃহ ভদ্রাভদ্র কর্ম্মসাধক কারাগারতুল্য ছিল, তাহাতে তোমার ভক্তগণের তোমার পরিচর্য্যা কীর্ত্তনাদি সাধিত হওয়ায় তাহা তোমার নিত্যধাম-প্রাপক পরম তীর্থ হইবে। এইপ্রকারে মোহ-বিষয়েরও ত্বদ্ভক্তত্বহেতু সেও তোমার প্রেমানুভাবরূপ মোহপ্রাপক হইবে।

ইহা দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে, যে পর্য্যন্ত জীব ভগবদনুরক্ত না হয়, সে পর্য্যন্তই রাগাদি ( রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশাদি ) তাহার জীবনের সর্ব্বস্ব স্বরূপ মহামূল্য 'প্রেমরত্ন' ধনের অপহারক হয়, গৃহ মহা কষ্টদায়ক কারাগারসদৃশ এবং মোহ মহাভয়ঙ্কর দুঃখপ্রদ পাদশৃঙ্খল স্বরূপ হয়। পরন্তু ভগবদনুরক্ত ভক্তের পক্ষে ঐসকল রাগাদি ভক্তি অনুকূল হইয়া

পরমপ্রয়োজন প্রেমফলপ্রদ হইয়া জীবের পরম বান্ধব হইয়া থাকে।

অতঃপর শ্রীকবি বলিতেছেন—

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্ম লব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥

—ভাঃ ১১।২।৩৪

অর্থাৎ "ভগবান্ অজ্ঞজনগণেরও অনায়াসে আত্মলাভের জন্য যে-সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই 'ভাগবত ধর্ম্ম' বলিয়া জানিবে।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার টীকায় ব্যাখ্যা করিতেছেন—ভগবান্ শ্রীহরি মন্বাদি মুখে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম বলিয়া অতিরহস্যত্বহেতু নিজমুখেই অত্যন্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণও যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র 'আত্মলব্ধয়ে স্বপ্রাপ্ত্যে যে উপায়াঃ প্রোক্তাস্তান্ ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ বিদ্ধি' অর্থাৎ আত্মলাভের জন্য বা স্ব (শ্রীভগবানের নিজেকে) প্রাপ্তির জন্য যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাকেই ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া জানিতে হইবে।

"যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥"

—ভাঃ ১১।২।৩৫

অর্থাৎ "হে রাজন্, ঐ সমস্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে মানব কখনও বিঘ্ন কর্ত্তৃক বাধিত কিম্বা নেত্র নিমীলনপূর্ব্বক ধাবিত হইলেও অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে কোন কর্ম্ম করিলেও স্খলিত অর্থাৎ প্রত্যবায়গ্রস্ত বা পতিত হন না।"

শ্রীচঃ টীঃ—যান্ আস্থায় অর্থাৎ যে সকল ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া কিম্বা আস্তিক্যহেতু বিশ্বাসবিষয়ীভূত করিয়াও—আচরণ করিলে ত' আর কথাই নাই, ন প্রমাদ্যেত—'ন প্রকর্ষেণ মাদ্যেত' অর্থাৎ কর্ম্মী বা যোগীর ন্যায় কখনও মদ বা গর্ব্বযুক্ত হইবে না অথবা 'প্রমাদ' শব্দের অনবধানতা অর্থ লইলে 'অসাবধান' হইবে না—এইরূপ অর্থ। অতএব এখানে বিঘ্নসমূহের প্রভবিষ্ণুতা বা প্রভুত্ব নাই। আরও—যান্ অর্থাৎ ভগবন্মার্গভূত ধর্ম্মসমূহকে আশ্রয় করিয়া। 'নেত্রে নিমীল্য উন্মীল্য বা ধাবন্ ন স্খলেৎ ন বা পতেৎ'—চক্ষু বুঁজিয়া বা মেলিয়া ধাবিত হইলেও পদস্খলন বা পতনের কোন আশঙ্কা নাই, অথবা এইরূপ অর্থ—কোন ব্যক্তি কাহাকেও কোন সমীচীন বা অতিসুগম পথে লইয়া গিয়া যদি বলেন—মহাশয়, আমার উপদিষ্ট এই পথ ধরিয়া আপনি দুইচক্ষু মুদ্রিত করিয়া বেশ আনন্দের সহিত দ্রুতগতি চলিয়া যান, আপনার কোন সংশয়ের কারণ নাই—পদস্খলন বা পতনেরও কোন আশঙ্কা নাই। ভক্তিমার্গে ভজনধর্ম্মের অঙ্গিগণের বিহিত অঙ্গসমূহের অল্পতর বা বহুতর অতিক্রমে কর্ম্মমার্গের ন্যায় প্রত্যবায়ী হইতে হইবে না। কিন্তু অঙ্গিগণের অতিক্রম দোষাবহ; তাহা হইলে মার্গচ্যুত হইতে হইবে।

ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত পৃথক্ মার্গকরণ অতিশয় দূষণাবহ। কেননা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"

অর্থাৎ "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি ও পঞ্চরাত্রবিধিকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ঐকান্তিকী হরিভক্তির উদ্ভাবন উৎপাতেরই কারণ বলিয়া বিচারিত হয়।"

ভাগবত ধর্ম্মে প্রবর্ত্তমান ব্যক্তির বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অধিকার নাই। তাহার (বর্ণাশ্রমধর্ম্মের) অনুষ্ঠান বা অননুষ্ঠান বিচার এই ভাগবতধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করাইবার কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।২০।৯)—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

অর্থাৎ যৎকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মমার্গে নির্ব্বেদ না আসে বা আমার (শ্রীভগবানের) কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধার উদয় না হয়, তৎকাল পর্য্যন্তই কর্ম্মাদি (বর্ণাশ্রমধর্ম্মকর্ম্ম) করিবে।

অগ্রিমবাক্যে (পরবর্ত্তি ৩৭ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে—বিবেকী ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবকে আরাধ্য দেবতা ও প্রিয়তমজ্ঞানে অনন্য-ভক্তিসহকারে সেই ভগবান্‌কে আরাধনা করিবেন। এস্থলে 'একয়া ভক্ত্যা' এই বাক্যে 'একয়া' বিশেষণ দ্বারা কর্ম্মাদি মিশ্রা ভক্তির প্রস্তাব নিষিদ্ধ হইয়াছে।

তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি আবরণশূন্যা, কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষবর্জ্জিতা, অনুকূলভাবে কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত কৃষ্ণানুশীলনকেই উত্তমা বা শুদ্ধা ভক্তি বলিয়াছেন।

সম্পূর্ণভাবে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারহিত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা সহিত কৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধা ভক্তি, তাহা হইতেই শুদ্ধকৃষ্ণপ্রেমোদ্গম হইয়া থাকে।

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥"

—ভাঃ ১১।২।৩৬

অর্থাৎ "মানব বিধিবশতঃ অথবা স্বভাবের প্রেরণাবশতঃ কায়, মনঃ, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা চিত্তদ্বারা যে সকল কর্ম্মের আচরণ করেন, তৎ-সমস্তই পরমপুরুষ নারায়ণের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবেন।"

উপরিউক্ত শ্লোকে কায়-মনোবাক্যাদি কৃত কর্ম্ম কি ভাবে ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে, তাহার অর্থ শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন যে, যেমন বিষয়িগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মূত্র-পুরীষোৎসর্গ, মুখ প্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান, দর্শন, শ্রবণ কথনাদি ব্যাপার কেবল বিষয়সুখভোগোদ্দেশ্যে সম্পাদন করিয়া থাকেন, কর্ম্মিগণ যেমন ঐসকল কৃত্যাদি দেব পিত্রাদি পূজার্থ অনুষ্ঠান করেন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তগণ ঐসকল কৃত্য ভগবৎসেবার জন্য করা হইতেছে বিচারে করিলে উহা তাঁহাদের অর্থাৎ ভক্ত-গণের পক্ষে তৎসমুদায় ভক্তিরই অঙ্গস্বরূপ হইয়া যাইবে, কেন না তিনি যে তাঁহার সমস্ত জীবন ভগ-বৎপাদপদ্মে ভগবৎসেবার জন্যই উৎসর্গ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা বা চিত্ত দ্বারা বা অনুসৃত স্বভাবাৎ অর্থাৎ কেবল যে বিধিবশতঃ কৃত, তাহা নহে, স্ব স্ব স্বভাবের প্রেরণাবশতঃ যাহা কিছু কৃত হয় তৎসমুদয়ই শ্রীনারায়ণের সেবার নিমিত্ত বিনিয়োগ করিবেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে সমর্পিতাত্মা ভক্তের স্থূল সূক্ষ্ম সকল দেহই তদীয় বস্তু বলিয়া বিচারিত, সুতরাং স্বতন্ত্রতাশূন্য। তদীয় দেহ মনের যাবতীয় কৃত্য—তৎসম্বন্ধীয়। এইরূপ নিবেদিতাত্মা ভক্ত সর্ব্বদাই অপার্থিব আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিয়া কীর্ত্তন করেন—

"আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি
হইনু পরম সুখী।
(আমার) দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক অভয় অমৃত আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন শরণ লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয়॥"

"এখন বুঝিনু প্রভো তোমার চরণ।
অশোক-অভয়ামৃত পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদতলে॥
তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব সংসারে॥
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালনভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ওপদ বরণে॥"

—শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

অনন্তর কবি কহিলেন—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

—ভাঃ ১১।২।৩৭

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়, ভগবানের মায়াবলে তাহারই স্বরূপ বিষয়ে বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে এবং তাহা হইতে 'আমি দেহ'—এই জ্ঞানরূপ বিপর্য্যয়, তাহা হইতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ উপাধিভূত দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহঙ্কার ও তাহা হইতে যাবতীয় ভয়ের উপস্থিতি হইয়া থাকে, সুতরাং বিবেকী ব্যক্তি গুরুদেবকে আরাধ্য দেবতা ও প্রিয়-তমজ্ঞানে কামনান্তররহিত হইয়া অনন্যভক্তিসহকারে সেই ভগবান্‌কে আরাধনা করিবেন॥"

যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়—'ননু কিমেবং পরমেশ্বরভজ-নেন, অজ্ঞান-কল্পিত-ভয়স্য জ্ঞানৈকনিবর্ত্তকত্বাদিত্যা-শঙ্ক্যাহ—ভয়মিতি যতঃ' অর্থাৎ যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, ভয় নিবৃত্তির জন্য আবার পরমেশ্বরভজনের কি প্রয়োজন? অজ্ঞান-কল্পিত ভয় ত' একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই নিবর্ত্তিত হইতে পারে? এইরূপ পূর্ব্ব-

পক্ষের আশঙ্কায়ই ভয়মিত্যাদি শ্লোকের অবতারণা।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার সারার্থদর্শিনী ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—

ভক্তগণের সংসারবন্ধন হইতে ভীত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। ভক্তিতে প্রবর্ত্তমান জনের ভয় আপনা হইতেই দূরীভূত হইয়া যায়। দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিভূত দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ অর্থাৎ অহংমমাভিমান বশতঃ ঈশবিমুখ জীবের ভয়-স্বরূপ সংসার আসিয়া উপস্থিত হয়। ঈশ বা কৃষ্ণোন্মুখ জীবের এতাদৃশ ভয়ের কোন কারণ নাই, ইহা পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মস্তবের 'তাবদ্রাগাদয়ঃ' ইত্যাদি বাক্যে বিচারিত হইয়াছে। এই ভয়টি দ্বিবিধ—বিপর্য্যয়-রূপ ও অস্মৃতিরূপ। আত্মভিন্ন দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধিই বিপর্য্যয়। আর আত্মাতে স্মৃতিভ্রংশ হওয়াতেই অস্মৃতি। এই স্মৃতিভ্রম কি প্রকার, তাই বলিতেছেন—আমি কে, আমার কি কর্ত্তব্য, পূর্ব্বে আমি কি প্রকার ছিলাম, পরে (ভবিষ্যতে) কি হইব, কোথায় যাইব ইত্যাদি পূর্ব্বাপরানুসন্ধান-রাহিত্যই আত্মার অস্মৃতি। শ্রীভগবানের মায়াদ্বারাই এইরূপ ভয়ের উদয়। শ্রীভগবদ্গীতাতেও বলা হইয়াছে—স্মৃতিভ্রংশ হইবার জন্য বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য—শ্রীভগবদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুচরণ-প্রসাদে লব্ধবিবেক হইয়া শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে আরাধ্য দেবতা ও আত্মা অর্থাৎ পরম প্রেষ্ঠ বা প্রিয়তম জ্ঞানে সকল অবান্তর কামনা বাসনা-রহিতা অনন্যা কেবলা বা ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে (জ্ঞানকর্ম্মাদি মিশ্রাভক্তিকে বর্জ্জন করতঃ) সেই ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলেই ঐ অনু-রাগময়ী অনন্যা ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই ঐসকল ভয়শোকাদিময় সংসারাসক্তি সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইবে।

শ্রীভগবদ্বিমুখ জীবের শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াবলে স্বরূপবিস্মৃতি এবং দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃ অনাত্ম বস্তুতে আত্মবুদ্ধিরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। তাহা হইতেই শোক-মোহ-ভয়াদিজনক এই ত্রিতাপজ্বালাময় দারুণ সংসার উপস্থিত হয়। সেই মহাদুঃখময় সংসার হইতে উদ্ধার লাভের জন্য মহাভাগবত নবযোগেন্দ্রের অন্য-তম কবি মহারাজ নিমিকে উপলক্ষ্য করিয়া মাদৃশ সকল মায়াবদ্ধ জীবকেই গুরুদেবতাত্মা হইয়া ঐকান্তিকীভক্তি সহকারে শ্রীভগবৎপাদপদ্মের আরা-ধনার উপদেশ করিতেছেন। শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ এবং তাঁহার অতীব প্রিয়তম নিজজন জানিয়া —অর্থাৎ সাক্ষাৎ বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণই আমার সম্মুখে আশ্রয়বিগ্রহ রূপ ধারণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন মাদৃশ পতিতকে উদ্ধারার্থ—এইরূপ জ্ঞানে তাঁহার শ্রীচরণকমলে আমার কায়-মনো-বাক্যাদি যথাসর্ব্বস্ব নিষ্কপটে নিবেদনপূর্ব্বক নিজেকে তাঁহার একান্ত ভৃত্যানুভৃত্যবিচারে সর্ব্বস্বাতন্ত্র্য রহিত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করতঃ তাঁহার আনুগত্যে—তাঁহার উপদেশা-নুসারে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেই ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজনের দাসানুদাসবিচারে আমাকে অবশ্যই কৃপা করিবেন। গুরুদেবের নিকট সম্পূর্ণ সরলভাবে আত্মোৎসর্গ করতঃ শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত শ্রীভগবানের ত্রিগুণময়ী দুষ্পারা মায়াকে জয় করিবার আর কোন উপায়ন্তর নাই।

আমরা প্রায়ই দেখিতেছি—তথাকথিত শিষ্য-গণের মধ্যে আজকাল নানাপ্রকার কুটিলতা ঢুকিয়াছে, সেইজন্য নানাপ্রকার অশান্তির উদয় হইতেছে। এই-জন্যই গুরু-শিষ্যের পরীক্ষার কথা শাস্ত্রে বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। গুরু শিষ্যকে একবৎসরকাল পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন—সত্য সত্যই সেই শিষ্য সচ্ছাস্ত্র-অনুবর্ত্তী হইয়া ভগবদ্ভজনেচ্ছু কিনা, সচ্চরিত্র ও সদাচারসম্পন্ন কিনা। শিষ্যও এক বৎসর ধরিয়া গুরুদেবের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবেন। শাস্ত্র 'নাসম্বৎসরবাসিনে দেয়াৎ' এইরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। যথাশাস্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরু-পাদপদ্মের নিষ্কপট শিষ্য হইতে পারিলে অবশ্যই সুফল মিলিবে। শাস্ত্রে গুরু শিষ্যের (সদ্গুরু ও সচ্ছিষ্যের) লক্ষণ কীর্ত্তিত আছে।

বিষ্ণুস্মৃতিতে লিখিত আছে—

'পরিচর্য্যা-যশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্গুরুর্ন হি।'

অর্থাৎ যিনি শিষ্যের নিকট হইতে পরিচর্য্যা, যশঃ ও ধনাদি লাভের কামনা করেন, তিনি গুরু-

পদের উপযুক্ত নহেন।

"কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সর্ব্বসংশয় সংচ্ছেত্তাহনলসো গুরুরাহৃতঃ ॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ৩৫ সংখ্যা

অর্থাৎ যিনি কৃপাসিন্ধু, সুসম্পূর্ণ, সর্ব্বভূতের উপকারী, নিস্পৃহ, সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ, সর্ব্বসংশয়সংচ্ছেত্তা ও নিরলস, তিনিই গুরু নামে অভিহিত।

[ কৃপাসিন্ধু—পরম দয়ালুতাবশতঃই পরোপকারে নিরত, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে। সুসম্পূর্ণ—সর্ব্বগুণবিশিষ্ট, যিনি পরম পরিপূর্ণ বস্তু শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করেন, তাঁহাতে আর অপূর্ণতা কি থাকিতে পারে? কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই জড়লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদির আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জিত, তিনিই সদ্‌গুরুপদবাচ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

"যস্যাস্তিভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতোবহিঃ ॥"

—ভাঃ ৫।১৮।১২

অর্থাৎ "শ্রীভগবান্ বিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কাম সেবা-প্রবৃত্তি বিদ্যমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি—অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানযোগ-রত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত; তাহাতে মহদ্‌গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?"

সদ্‌গুরু শ্রীভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তিবিশিষ্ট, এইজন্য তিনি শ্রীভগবানের পরমপ্রিয়তম নিজজন। সুতরাং তিনি যাবতীয় জড়বিষয় ভোগস্পৃহা বিবর্জ্জিত, তাঁহাতে তদীয় নিত্যারাধ্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছা ব্যতীত আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছার লেশমাত্র নাই। অতএব তিনি সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ। শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দের নিকট প্রশ্ন করিতেছেন—

"(প্রভু কহে—) কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?

শ্রীরায় তদুত্তরে বলিতেছেন—( রায় কহে— ) কৃষ্ণ-ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥"

সুতরাং যিনি কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রকৃত ভক্তিমান্, তিনিই সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ। অতএব তিনি সকলের সকল সংশয় সম্পূর্ণরূপে ছেদন বা নিরাকরণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম দিবারাত্র চব্বিশঘণ্টার মধ্যে চব্বিশঘণ্টাই কৃষ্ণভজনরত বলিয়া তিনি অনলস বা নিরলস—যিনি ভগবৎপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে সমর্পিতাত্মা, তাঁহার বিশ্রাম বা শৌচাদি-ক্রিয়াকালও সুতরাং ভগবৎসেবা-সম্পর্কিত। ( এই প্রবন্ধে পূর্ব্বোক্ত 'কায়েন বাচা' ইত্যাদি ভাঃ ১১।২।৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। )

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৮।১২৭

এস্থলে আমি উক্ত পয়ারের 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য' নিম্নে উদ্ধার করিতেছি ঃ—

"প্রভু কহিলেন—আমি ব্রাহ্মণঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, সতরাং শূদ্রদিগের নিকট হইতে ধর্ম্মশিক্ষা আমার অনুচিত, এরূপ মনে করিও না। কেন না, বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মশিক্ষা ও দীক্ষাতেই ব্রাহ্মণগুরুর প্রয়োজনীয়তা; কিন্তু কৃষ্ণ-তত্ত্ব জ্ঞান—সর্ব্বজীবের পরমার্থ। এই তত্ত্বজ্ঞানের গুরু হইবার অধিকারবিচারে এইমাত্র সিদ্ধান্তিত আছে যে,—বিপ্রই হউন বা শূদ্র জাতিই হউন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই 'গুরু' হইতে পারেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উচ্চবর্ণে যোগ্য পুরুষ থাকিতে হীনবর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত না,—এরূপ যে কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষি বৈষ্ণবপর অর্থাৎ সংসারে যাঁহারা প্রচলিত বিধিমতে কথঞ্চিৎ পরমার্থের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে। পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির তাৎপর্য্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমেই পাওয়া যাউক

না কেন, তাঁহাকেই 'গুরু' বলিয়া গ্রহণ করাই বিধি। শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত পদ্মপুরাণ বচন—

"ন শূদ্রাঃ ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥
ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥
মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্।
শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্রকুলোদ্ভূত হইলেও তাঁহাদিগকে কখনই শূদ্রবুদ্ধি করিতে হইবে না, তাঁহারা ভাগবতোত্তম। সর্ব্ববর্ণমধ্যে তাঁহারাই শূদ্র, যাঁহারা শ্রীভগবান্ জনার্দ্দনে ভক্তিহীন। মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদ ষট্‌কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণ অবৈষ্ণব বা অভক্ত হইলে তিনি গুরু হইবার যোগ্য নহেন, পরন্তু বৈষ্ণব শ্বপচ-কুলোদ্ভূত হইলেও তিনিই গুরু হইবার যোগ্য। ব্রাহ্মণ মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও বেদের সহস্রশাখাধ্যায়ী হইলেও অবৈষ্ণব বা ভক্তিহীন হইলে তিনি কখনও গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না। বর্ণাশ্রমবিধানমতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শূদ্র-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণের গুরু হইতে পারেন বটে, কিন্তু ভগবৎপ্রিয় শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদি ত্রিবর্ণের গুরু হইতে পারেন। ]

অনেকে গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করিতে চাহেন না, কিন্তু তাহা বেদবিরুদ্ধ মত।

শ্রুতি বলিতেছেন—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

—মুণ্ডক ১।২।১২

অর্থাৎ সেই অমৃতস্বরূপ পরমবস্তু—ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তিসহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি (শিষ্য) সমিধ্‌হস্তে বেদতাৎপর্য্য ও কৃষ্ণতত্ত্ব-বিৎ সদ্‌গুরুসমীপে অভি অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।

তদ্বস্তু—অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্ম। তিনি পরাবিদ্যা-দ্বারাই অধিগম্য—'পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে'। সেই বিদ্যা লাভ করিতে হইলে শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদান্তাদি শাস্ত্রে পারঙ্গত এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ—সেই পরব্রহ্ম—পরমপুরুষে একান্ত নিষ্ঠাভক্তিযুক্ত, এমন যে বাস্তবতত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরু, তাঁহার নিকট অভিগমন করিতে হইবে—কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে, সমিৎপাণি অর্থাৎ সমিধ্ বা যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে লইয়া যাইতে হইবে। গুরুদেব শরণাগত শিষ্যকে বলেন—সমিধং সৌম্য আহর উপ ত্বা নেষ্যে অর্থাৎ হে বৎস তুমি সমিধ্ আহরণ কর, আমি তোমাকে বেদ-সমীপে লইয়া যাইব বা পরব্রহ্ম ভগবৎসেবায় অধিকার দিব। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

—গীঃ ৪।৩৪

অর্থাৎ "তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাতপূর্ব্বক ও অকৃত্রিম সেবা করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন।"

পরব্রহ্ম সম্বন্ধে অপরোক্ষানুভূতি সম্পন্ন মহাত্মাই সদ্‌গুরু। নিষ্কপট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই ত্রিবিধ ভাবময় সমিৎপাণি হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারিলেই তাঁহার কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে—

'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ'—ছাঃ ৬।১৪।২

—(এইরূপ) আচার্য্যচরণে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন।

অতঃপর সচ্ছিষ্যের লক্ষণ সম্বন্ধে কথিত হইতেছে—মন্ত্রমুক্তাবলীতে লিখিত হইয়াছে—

"শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধীর্দম্ভবর্জ্জিতঃ।
কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ।
দেবতা প্রবণঃ কায়মনোবাগ্‌ভির্দিবানিশং।
নীরুজো নির্জ্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দ্বিজদেবপিতৃ্ণাঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ।
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ।
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্॥"

একাদশ স্কন্ধেও—

"অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্ ॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ১৷৪৩-৪৪

"শিষ্য শুদ্ধকুলসম্ভূত, শ্রীমান্, বিনয়বান্, প্রিয়-দর্শন, সত্যভাষী, পবিত্রচরিত, অদভ্রধীঃ ( মহাবুদ্ধি ), দম্ভবর্জ্জিত, কাম-ক্রোধ-শূন্য, শ্রীগুরুপাদদ্বয়ে ভক্তিযুক্ত কায়মনোবাক্যে অহর্নিশ দেবতাপ্রবণ অর্থাৎ দেবতার প্রতি অনুরক্ত, নীরোগ, অশেষপাতকজয়ী, শ্রদ্ধাবান্, নিত্য দেবতা, বিপ্র ও পিতৃগণের পূজায় রত, যুবা, নিখিল ইন্দ্রিয়বিজয়ী ও করুণানিদান হইবেন। উল্লিখিত লক্ষণযুক্ত শিষ্যই দীক্ষাধিকারী হইয়া থাকেন। একাদশ স্কন্ধেও লিখিত আছে—

অভিমান ও মাৎসর্য্যবিহীন, দক্ষ ( নিরলস—টীকা দ্রষ্টব্য ), নির্ম্মম (জায়াদিতে মমতাশূন্য—টীঃ), দৃঢ়সৌহৃদ ( অন্যত্র মমতাশূন্য হইলেও গুরুদেবের প্রতি দৃঢ়সৌহৃদ—টীঃ ), অসত্বর ( অব্যগ্র—টীঃ ), অর্থ অর্থাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসু ) অসূয়াশূন্য ও অমোঘবাক্ অর্থাৎ ব্যর্থালাপরহিত (টীঃ) ব্যক্তিই শিষ্যের উপযুক্ত।

ঐ শ্রীভাগবত ৭ম স্কন্ধে কথিত হইয়াছে—

রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥
যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জর শৌচবৎ ॥

—ভাঃ ৭৷১৫৷২৫-২৬

অর্থাৎ গুরুর অবজ্ঞা একটি ভীষণ নামাপরাধ, সত্ত্বগুণ দ্বারা রজস্তমো গুণকে এবং উপশম দ্বারা সত্ত্বকে জয় করার বিধি আছে। কিন্তু গুরুভক্তি দ্বারা সে সকলই অনায়াসে সিদ্ধ হয়। সেই সাক্ষাৎ ভগবদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ দিব্যজ্ঞানালোক প্রদাতা গুরুদেবে যাহার অসতী মর্ত্ত্য ( মরণশীল মানব ) বুদ্ধি হয়, তাহার পক্ষে গুরুদেবের নিকট শ্রুত মন্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞানাদি সমস্তই হস্তীস্নানবৎ নিষ্ফল হইয়া যায়। ( হাতীকে মাহুত নদীতড়াগাদি জলমধ্যে লইয়া গিয়া উত্তমরূপে গা ঘষিয়া ঘষিয়া স্নান করাইলেও সে তটে আসিয়া তাহার শুণ্ডদ্বারা ধূলি উঠাইয়া সর্ব্বগাত্রে ছড়াইয়া দেয়, মাহুতের গায়েও দেয়, মাহুত তখন তাহাকে ডাঙ্গশ মারিতে থাকে।) হতভাগ্য শিষ্যব্রুবগণ ঐরূপে শ্রীগুরুচরণে অপরাধ করিয়া আত্মবিনাশ বরণ করে।

সুতরাং সচ্ছিষ্য বিশেষ সাবধানে গুরুদেবতাত্মা অর্থাৎ গুরুদেবকে আরাধ্যদেবতা ও পরমপ্রিয়তম জ্ঞানে তদানুগত্যে ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে ভগবৎ-সেবাপরায়ণ হইলেই গুরুকৃপাবলে শিষ্য সর্ব্বানর্থমুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা লাভে সমর্থ হইবেন, তাঁহার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।

( ক্রমশঃ )

# সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

## কশ্যপ ঋষি

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ]

প্রলয়-পয়োধিজলশায়ী পরমপুরুষ ভগবানের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মার মন হইতে মরীচি। মরীচির ঔরসে দাক্ষায়ণীর গর্ভে কশ্যপ ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। ( কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বিবস্বান জন্মগ্রহণ করিলেন )

'মরীচির্মনসস্তস্য জজ্ঞে তস্যাপি কশ্যপঃ।
দাক্ষায়ণ্যাং ততোঽদিত্যাং বিবস্বানভবৎ সুতঃ ॥'

—ভাঃ ৯৷১৷১০

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ে কশ্যপ ঋষির জন্মবৃত্তান্ত এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—'মরীচির পত্নী কর্দ্দমদুহিতা 'কলা' কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। এই দুইজনের বংশদ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে' ঃ—

'পত্নী মরীচেস্তু কলা সুষুবে কর্দ্দমাত্মজা।
কশ্যপং পূর্ণিমানঞ্চ যয়োরাপূরিতং জগৎ ॥'

—ভাঃ ৪৷১৷১৩

ততঃ প্রচেতসোঽসিক্ন্যামনুনীতঃ স্বয়ম্ভুবা ।
ষষ্টিং সঞ্জনয়ামাস দুহিতৃঃ পিতৃবৎসলাঃ ॥১
—ভাঃ ৬।৬।১

'অনন্তর ব্রহ্মার অনুরোধে প্রচেতা ( দক্ষ প্রজাপতি ) অসিক্নী নাম্নী ভার্য্যাতে পিতৃবৎসলা ষষ্টি ( ষাটটি ) কন্যা উৎপাদন করিলেন ।'

প্রচেতা তেরটি কন্যা কশ্যপ ঋষিকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। কশ্যপ ঋষির পত্নীগণের গর্ভ হইতেই এই জগৎ প্রসূত হইয়াছে। তাঁহারাই সকল লোকের জননী। কশ্যপ ঋষির পত্নীগণের নাম শ্রবণ করিলে পরম মঙ্গল লাভ হয় শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র-পাঠে জানা যায়। 'শৃণু নামানি লোকানাং মাতৃণাং শঙ্করাণি চ ॥' ভাঃ ৬।৬।২৪। কশ্যপ ঋষির পত্নীগণের নাম—অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা এবং তিমি। কশ্যপ ঋষির পত্নী তিমির গর্ভে জলজন্তুগণ এবং সরমার গর্ভে সিংহ ও ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণ, সুরভির সন্তান মহিষ—গাভী দুই খুরবিশিষ্ট জন্তু, তাম্রার গর্ভে শ্যেন—গৃধ্র প্রভৃতি বিহঙ্গগণ, ক্রোধবশার সন্তান দন্দশূক ( মশক এবং সর্প ), মুনির সন্তান অপ্সরাসমূহ, ইলার গর্ভে বৃক্ষসমূহ, সুরসার উদরে রাক্ষসগণ, অরিষ্টার গর্ভে গন্ধর্ব্বগণ, কাষ্ঠার গর্ভে একখুরবিশিষ্ট অশ্বাদি পশুগণ, দনুর গর্ভে ( ৬১টী সন্তান ) দানব, দিতির গর্ভে দৈত্য এবং অদিতির গর্ভে দেবতাগণ জন্মগ্রহণ করেন। অদিতির প্রধান সন্তানগণ বিবস্বান, অর্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, উরুক্রম।

"কশ্যপ ব্রহ্মার পৌত্র ও মরীচির মানসপুত্র। অন্যমতে মরীচির ঔরসে কলা নামে পত্নীর গর্ভে জন্ম। কাহারও মতে তাঁহার পত্নী সাতটী, কাহারও মতে তেরটী। তিনি দেব, দানব, নাগ, বিহঙ্গ প্রভৃতির জনক বলিয়া বর্ণিত আছেন। বরুণের ধেনু চুরি করার জন্য ব্রহ্মার শাপে তিনি মর্ত্তে বসুদেব নামে জন্মগ্রহণ করেন।"—আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান

কশ্যপ-পত্নী দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর জন্মবৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে—দাক্ষায়ণী দিতি পতি কশ্যপ-ঋষির নিকট সন্ধ্যাকালে পুত্র কামনা করিয়াছিলেন। কশ্যপ ঋষি সন্ধ্যা অতিবাহিত হইলে পত্নীর মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন বলিলেও দিতি কামপ্রপীড়িত হইয়া সন্ধ্যার সময়েই ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিলে কশ্যপ ঋষি পত্নীর ইচ্ছা পূর্ত্তি করিলেন। অবশ্য দিতি তাঁহার কার্য্যের জন্য পরে অনুতপ্ত হইয়া বিষাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি পতির নিকট জানিতে পারিলেন তাঁহার ঐ কার্য্যফলে তাঁহার দুইটী অধম ও অত্যাচারী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে এবং উহারা অপরের দ্বারা বিনষ্ট হইবে। দিতি পতির নিকট প্রার্থনা করিলেন তাঁহার পুত্রদ্বয় যেন ভগবানের হস্তে নিহত হয়। কশ্যপ ঋষি 'তাহাই হইবে' বলিলেন। দিতির সেই পুত্রদ্বয়ই হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। কশ্যপ ঋষি পত্নীকে ইহাও বলিলেন হিরণ্যকশিপুর গৃহে প্রহলাদ নামক মহাভাগবত বৈষ্ণবপুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। পৌত্র মহাভাগবত হইবে, ইহা শুনিয়া দিতি কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ঊনপঞ্চাশ মরুৎগণের উৎপত্তির বিবরণ এইরূপভাবে লিখিত আছে—দেবরাজ ইন্দ্রকে সাহায্য করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলে দিতি ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত হইলেন। তিনি পতি কশ্যপ ঋষিকে সেবাদ্বারা মুগ্ধ করিয়া ইন্দ্র-হত্যাকারী পুত্র কামনা করিলেন। স্ত্রীর ঐপ্রকার অনুচিত প্রার্থনায় কশ্যপ ঋষি মর্ম্মাহত হইলেন এবং স্ত্রীসঙ্গের দ্বারা কিপ্রকার বিষময় ফল হইতে পারে, তাহা বর্ণন করিলেন। ক্ষুরধারার ন্যায় স্ত্রীচরিত্র। তিনি নিজেকেও ধিক্কার দিলেন। কশ্যপ ঋষি চিত্তশোধক বৈষ্ণব-ব্রতের কথা স্ত্রীকে উপদেশ করিলেন। উক্ত ব্রত সম্বৎসর যথাবিহিত পালনের দ্বারা ইন্দ্রহন্তা পুত্র জন্মিবে, কিন্তু যদি ব্রতবৈগুণ্য হয়, দেববান্ধব ইন্দ্রপক্ষপাতী পুত্র জন্মিবে। পতির উপদেশানুসারে পত্নী দিতি যথাবিহিতভাবে ব্রতানুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র দিতির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দিতির সেবার ছলনায় তাহার ব্রতানুষ্ঠানে ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। দিতি সুষ্ঠুভাবে ব্রত করায় তাঁহার ব্রতে ছিদ্র ইন্দ্রদেব বাহির করিতে পারিলেন না। কিন্তু একদিন ব্রত-কাতরা

দিতি দুর্দ্দৈববশতঃ উচ্ছিষ্টাবস্থায় জল স্পর্শ না করিয়া এবং চরণ ধৌত না করিয়া সায়ংকালে নিদ্রা গিয়াছিলেন। সেই ছিদ্র পাইয়া দেবরাজ ইন্দ্র যোগসিদ্ধি প্রভাবে দিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভস্থ সন্তানকে উনপঞ্চাশ খণ্ডে খণ্ডিত করিলেন। তাহাতেই উনপঞ্চাশ মরুৎগণের উৎপত্তি হয়। বৈষ্ণব ব্রতানুষ্ঠানের ফলে দিতিপুত্র মরুৎগণ অদেববান্ধব না হইয়া দেববান্ধব ইন্দ্রের সহচর হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে গজেন্দ্র-মোক্ষণ-প্রসঙ্গ—শ্রবণমাহাত্ম্য বর্ণনায় কশ্যপ ঋষির ধর্ম্মপত্নী দক্ষসুতাগণের স্মরণে মানবগণের সর্ব্ববিধ পাপ ধ্বংস হয় লিখিত হইয়াছে। উক্ত অষ্টম স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে অজিত ভগবানের নির্দ্দেশক্রমে ক্ষীরসমুদ্র মন্থনের দ্বারা অমৃত লাভের জন্য কশ্যপ ঋষির পত্নী অদিতির সন্তান দেবতাগণ এবং পত্নী দিতির সন্তান দানবগণ সম্মিলিতভাবে ক্ষীরসাগর মন্থন করিয়াছিলেন।

'কশ্যপোঽত্রির্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ।
জমদগ্নির্ভরদ্বাজ ইতি সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥'

—ভাঃ ৮।১৩।৫

'কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি এবং ভরদ্বাজ—ইঁহারা সপ্তর্ষি বলিয়া কথিত।'

'অত্রাপি ভগবজ্জন্ম কশ্যপাদদিতেরভূৎ।
আদিত্যানামবরজো বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্ ॥'

—ভাঃ ৮।১৩।৬

'এই মন্বন্তরে কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব হয়। যে বিষ্ণু আদিত্যগণের মধ্যে কনিষ্ঠরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিই বামনরূপী।'

অষ্টম স্কন্ধে 'ভগবান্ বামনদেব কশ্যপ ঋষি ও অদিতি মাতাকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন দেবকার্য্য সাধনের জন্য', তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

উপরিউক্ত প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত সারকথা এই—দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত দৈত্যরাজ বলি গুরু শুক্রাচার্য্যের অনুগ্রহে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক মহা তেজীয়ান্ হইয়া স্বর্গরাজ্য অবরোধ করিয়াছিলেন। বলির মহাপরাক্রম দর্শন ও অনুভব করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট উপনীত হইলেন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতে। বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবতাগণকে স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে অবস্থানের জন্য উপদেশ দিলেন। গুরুর উপদেশে দেবতাগণ স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বলি মহারাজ বিনা যুদ্ধে স্বর্গরাজ্য দখল করিয়া ত্রিলোক-পতি হইলেন। শিষ্যবৎসল ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ বলি মহারাজের দ্বারা শতাশ্বমেধ যজ্ঞ করাইলেন।

দেবতাগণ স্বর্গরাজ্য হইতে চ্যুত হইলে অদিতি মাতা পুত্রবিরহে অত্যন্ত কাতরা হইলেন। বহুকাল পরে কশ্যপ ঋষি তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি আশ্রমটি শ্রীহীন ও পত্নীকে মলিনা ও কৃশা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ঐরূপ হওয়ার কারণ কি পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলে, অদিতি মাতা পুত্রগণের স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হওয়ার সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং যাহাতে পুত্রগণ পুনঃ স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হয় তাহার জন্য বিহিত ব্যবস্থা-গ্রহণে প্রার্থনা জানাইলেন। এতৎপ্রসঙ্গে কশ্যপ ঋষির গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য বিচারে দুইটী উপদেশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

'অপি বাতিথয়োঽভ্যেত্য কুটুম্বাসক্তয়া।
গৃহাদপূজিতা যাতাঃ প্রত্যুত্থানেন বা ক্বচিৎ ॥'

—ভাঃ ৮।১৬।৬

'অথবা তুমি কুটুম্বাসক্ত থাকায় কদাচিৎ গৃহাগত অতিথি প্রত্যুত্থানাদি দ্বারা অভ্যর্থিত না হইয়া গৃহ হইতে চলিয়া যান নাই ত'?'

'গৃহেষু যেষ্বতিথয়ো নার্চিতাঃ সলিলৈরপি।
যদি নির্যান্তি তে নূনং ফেরুরাজগৃহোপমাঃ ॥'

—ভাঃ ৮।১৬।৭

'যে সকল গৃহ হইতে অতিথিগণ কিছু না থাকিলে, কেবল জলের দ্বারাও সৎকৃত না হইয়া চলিয়া যান, সেই সকল গৃহ শৃগালগণের বিবরতুল্য।'

অসুরগণকে বিতাড়িত করিয়া নিজপুত্র দেবতাগণকে স্বর্গরাজ্য ফিরাইয়া দিতে অদিতির এইরূপ প্রার্থনাকে তত্ত্বজ্ঞ কশ্যপ ঋষি বহুমানন করিতে পারি-

লেন না। ভগবন্মায়ামোহিত ব্যক্তিগণেরই স্ব-পর ভেদবুদ্ধি ও শত্রুমিত্র দর্শন হইয়া থাকে। শ্রীহরির ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিদ্বারা আবৃত হইয়া জীবের দুর্গতি ও অনিত্য দেহসম্বন্ধীয় ব্যক্তিদের প্রতি স্নেহপাশবদ্ধাবস্থা লাভ হয়। মায়ামোহিত হইয়া বদ্ধজীব দেহেতে এবং দেহ সম্পর্কে অন্য দেহেতে মিথ্যা 'আমি', 'আমার' বুদ্ধির দ্বারা আসক্ত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ কে কাহার পতি, কে কাহার পুত্র, সবই মোহ। কশ্যপ ঋষি সর্ব্বজীবের একমাত্র সম্বন্ধ শ্রীহরির আরাধনার জন্য পত্নী অদিতিকে উপদেশ করিলেন। ভগবান্ বাসুদেব জীবের শুদ্ধ অন্তঃকরণে আবির্ভূত হন। শ্রীহরি জীবের সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিতে পারেন। ভগবদ্ভক্তিই অব্যর্থ। অন্য সাধন তদ্রূপ নহে।

অদিতি মাতা পতির উপদেশসমহ কল্যাণপ্রদ জানিয়াও পুত্রগণ যাহাতে স্বর্গরাজ্য পায় তাহার জন্য পুনরায় পতির নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। কশ্যপ ঋষি ভগবদিচ্ছা বুঝিয়া পত্নীকে পুত্রপ্রাপ্তির জন্য কেশবতোষণ-ব্রত উপদেশ করিলেন। ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে দ্বাদশদিবস পয়োব্রত ধারণপূর্ব্বক পদ্ম-লোচন শ্রীহরির পরম ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা ও অন্যান্য বিধির কথাও উপদেশ করিলেন। কশ্যপ ঋষির উপদেশানুসারে অদিতি মাতা ব্রতধারণ করি-লেন। ভগবান্ শ্রীহরি কশ্যপ ঋষির বাক্য সত্য করিতে পীতবাস চতুর্ভুজরূপে অদিতিমাতার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন। অহো! কশ্যপ ঋষির বাক্যের কি অলৌকিক শক্তি! অদিতি মাতা ভগবানের অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠা ও প্রেমাপ্লুতা হইলেন। অদিতির স্তবে ভগবান্ তুষ্ট হইয়া অদিতির পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ত্তি করিবেন বাক্য দিলেন। অনন্তর ভগবান্ কশ্যপ ঋষির সমাধিযুক্ত হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে, কশ্যপ ঋষি অদিতির হৃদয়ে ভগবজ্জ্ঞান সঞ্চারিত করিলেন। ক্রমশঃ ভগবান গর্ভে আসিলে ব্রহ্মা গুহ্যনাম দ্বারা ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রবণদ্বাদশী তিথিতে অভিজিৎ নক্ষত্রে মধ্যাহ্নে শুভমুহূর্ত্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্যামসুন্দর পীতাম্বর শ্রীনারায়ণ কশ্যপ ঋষি ও অদিতি মাতাকে পিতামাতারূপে অঙ্গী-কার করতঃ আবির্ভূত হইলেন। কশ্যপ ঋষি ও অদিতি মাতা উভয়েই ভগবানের অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের সমক্ষেই ভগবান্ বটু-বামনরূপে প্রকটিত হইলেন। বটু বামনকে দেখিয়া কশ্যপ ঋষি ও অদিতি মাতা পুত্র-স্নেহে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। মহর্ষিগণ সকলেই আনন্দে কশ্যপ ঋষিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বামনরূপী কুমারের জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করিলেন।

শ্রীবামনদেবের উপনয়নকালে সূর্য্যদেব সাবিত্রী উপদেশ, বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র, কশ্যপ ঋষি মেখলা, পৃথিবী কৃষ্ণাজিন, বনস্পতি সোমদণ্ড, অদিতিদেবী কৌপীন বসন, স্বর্গ ছত্র, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, সপ্তর্ষি কুশ এবং সরস্বতী অক্ষমালা প্রদান করিলেন।

শ্রীবামনদেব উপনয়ন সংস্কারের পর ভৃগুকচ্ছ-ক্ষেত্রে বলি মহারাজের নিকট ত্রিপাদভূমি যাচঞার ছলনায় ত্রিলোক লইয়া দেবতাগণকে স্বর্গরাজ্য প্রত্যর্পণরূপ অদিতি মাতার ইচ্ছা পূর্ত্তি করিয়াছিলেন।

দ্বারকাসমীপবর্ত্তী পিণ্ডারকক্ষেত্রে যে মুনিগণের অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছিল সেই মুনিগণের মধ্যে কশ্যপ ঋষিও উপস্থিত ছিলেন। কশ্যপ ঋষির মধ্যে বিষহরণ যোগ্যতা ছিল, তাহা ভাগবতে দ্বাদশ-স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১১, ১২ শ্লোক পাঠে জানা যায়।

"তক্ষকঃ প্রহিতো বিপ্রাঃ ক্রুদ্ধেন দ্বিজসূনুনা।
হন্তুকামো নৃপং গচ্ছন্ দদর্শ পথি কশ্যপম্ ॥"
তং তর্পয়িত্বা দ্রবিণৈর্নিবর্ত্য বিষহারিণম্।

'হে বিপ্রগণ! অনন্তর ক্রুদ্ধ মুনিপুত্র কর্ত্তৃক প্রেরিত তক্ষক পরীক্ষিতের বিনাশার্থ গমন করিয়া পথে বিষহারী কশ্যপকে দেখিতে পাইল।' তখন ধনদ্বারা কশ্যপকে সন্তুষ্ট করিয়া······রাজাকে দংশন করিয়াছিল!

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশস্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে উল্লি-খিত ছয়জন পৌরাণিক আচার্য্যের মধ্যে কশ্যপ ঋষি অন্যতম।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস মুনি রচিত মহাভারতান্ত-র্গত হরিবংশেও কশ্যপের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

# উত্তর ভারতে প্রচারকবৃন্দসহ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৭২ পৃষ্ঠার পর ]

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী ঃ—**

নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের উদ্যোগে এবং শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও তথায় ঊনবিংশ বার্ষিক হরিনাম-সংকীর্ত্তন সম্মেলন ১১ পৌষ, ২৭ ডিসেম্বর সোমবার হইতে ১৩ পৌষ, ২৯ ডিসেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ সমভিব্যাহারে ২৬ ডিসেম্বর রবিবার রাত্রিতে মুশৌরী এক্সপ্রেসযোগে দেরাদুন হইতে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে দিল্লী জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিয়া স্থানীয় ভক্তগণের ব্যবস্থায় নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জ-হরিমন্দির রোডস্থ শ্রীমঠে শুভ-পদার্পণ করেন।

প্রত্যহ প্রাতে হরিমন্দির রোডস্থ শ্রীমঠে এবং রাত্রিতে শ্রীমঠের সন্নিকটে শ্রীহরিমন্দিরে ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ রাত্রির বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ শাস্ত্রালোচনামুখে হরি-কথা বলেন। ২৮ ডিসেম্বর রাত্রির সভায় শ্রীসতীশ চন্দ্র খাণ্ডেলওয়াল, এম্-এল্-এ এবং দিল্লী কর্পো-রেশনের ভূতপূর্ব্ব কাউন্সিলার শ্রীগোবিন্দরাম বার্ম্মা প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথিরূপে ভাষণ প্রদান করেন।

২৮ ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্রীহরিমন্দির হইতে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া পাহাড়গঞ্জের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। পরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠা-শ্রিত ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

**জয়পুর (রাজস্থান)** ঃ—অবস্থিতি ঃ—১৪ পৌষ, ৩০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ১৬ পৌষ, ১ জানু য়ারী শনিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব পঁচিশ মূর্ত্তি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থভক্ত সমভিব্যাহারে দিল্লী জংশন-ষ্টেশন হইতে আহ্‌মেদাবাদ এক্সপ্রেসযোগে ৩০ ডিসেম্বর বৃহস্পতি-বার পূর্ব্বাহ্ণ ৮-৪০ মিঃ এ যাত্রা করতঃ উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৬-৩৫ মিঃ এ জয়পুর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী, শ্রীরঘুবীর সিং, শ্রীসত্যেন্দ্রভান চতুর্ব্বেদী প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। স্থানীয় ভক্তগণের সহিত শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারীও ষ্টেশনে আসিয়া-ছিলেন। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী একদিন পূর্ব্বে অগ্রিম তথায় পৌঁছিয়া-ছিলেন। মঠাশ্রিত প্রাচীন গৃহস্থভক্ত শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী ( শ্রীওঁকার সিং শেখাওত ) বহুদিন যাবৎ শ্রীল আচার্য্যদেবকে জয়পুরে এবং তাঁহাদের গ্রামে পাঁচুডালায় পদার্পণের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইয়া আসিতেছিলেন। গত বৎসর জয়পুরে যাওয়ার প্রোগ্রামও হইয়াছিল, কিন্তু দেশের পরিস্থিতি অশান্ত ও জয়পুরে সান্ধ্য আইন জারি হওয়ায়, উহা বাতিল হয়।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারানুকূল্যের জন্য শ্রীল আচার্য্য-দেব সমভিব্যাহারে যান—শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পর-মার্থী মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্ম-চারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবংশীবদন ব্রহ্মচারী, শ্রীরাজারামজী ( জলন্ধরের ), শ্রীকেবলকৃষ্ণ প্রভু ( লুধিয়ানার ), শ্রীমদনলাল গুপ্ত ও শ্রীরাসবিহারী দাস ( জম্মুর ), শ্রীকুলদীপ চোপ্‌রা ( ভাটিণ্ডার ), শ্রীঅশ্বিনীকুমার ( রোপর ), শ্রীরামনাথ প্রভু (পাহাড়-গঞ্জ-নিউদিল্লী ), শ্রীঅমরনাথ শর্ম্মা, শ্রীভূপেন্দ্র, শ্রীরাম, শ্রীযোগেশ, শ্রীপ্রেমপ্রকাশ ও শ্রীসূরযভানজী শাহনি

( পাহাড়গঞ্জ-নিউদিল্লী )। জয়পুর সহরে সামাদ হাউসের ( Samad House এর ) সন্নিকটে গঙ্গা-পোলস্থ নবনির্ম্মিত বিশাল জয় শ্রীসীতারাম ধর্ম্মশালায় সকলের থাকিবার সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছিল।

৩১ ডিসেম্বর শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় জয় সীতারামজীর ধর্ম্মশালা হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীল রূপ গোস্বামীর সেবিত প্রসিদ্ধ শ্রীরাধা-গোবিন্দজীউর শ্রীমন্দিরে উপনীত হন। শ্রীরাধা-গোবিন্দজীউর দর্শন ও সংকীর্ত্তনসহ পরিক্রমণান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব সমুপস্থিত নরনারীর বিপুল সমাবেশে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। পুনঃ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ ভক্তগণ শ্রীমধুপণ্ডিত সেবিত শ্রীরাধা-গোপীনাথ মন্দির, শ্রীরাধাদামোদর মন্দির ও শ্রীরাধা-বৃন্দাবনচন্দ্র দর্শনান্তে বেলা পৌনে বারটায় নিবাসস্থানে ফিরিয়া আসেন। পরদিন প্রাতেও নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দিরে যাওয়া হয় এবং শ্রীমন্দির পরিক্রমণান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। সমুপস্থিত নরনারীগণ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-মূলক হৃদয়গ্রাহী কৃষ্ণকথামৃত শুনিয়া আকৃষ্ট হন। ভক্তগণ অধিক দিন অবস্থানের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও রাজস্থানে পাঁচুডালা গ্রামে প্রচার-প্রোগ্রাম পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট থাকায় জয়পুর সহরে অবস্থান-প্রোগ্রাম বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নাই।

প্রত্যহ রাত্রিতে জয় শ্রীসীতারাম মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। অবসরপ্রাপ্ত Income-Tax Officer মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীসত্যেন্দ্র ভান চতুর্ব্বেদীর প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব দ্বিতীয় দিবস শ্রীগোবিন্দজীউর শ্রীমন্দির হইতে মোটরকারযোগে সদলবলে শিবাজী মার্গস্থ তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন! মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের প্রকট কালে যখনই গুরুদেব জয়পুরে শুভাগমন করিতেন, তখনই তিনি নিয়মিতভাবে হরিকথা শুনিতে আসিতেন এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় আনুকূল্য করিতেন। তিনি সুদর্শন পুরুষ, অমায়িক ব্যবহারের দ্বারা সাধুগণের প্রীতি-ভাজন হইয়াছেন। এখনও তিনি মঠের সেবায় সাধ্যমত সাহায্য করিয়া থাকেন।

১ জানুয়ারী ( ১৯৯৪ ), ১৬ পৌষ শনিবার কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব তিথিতে বিরহোৎসব সম্পন্নের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীল আচার্য্যদেবের গুরুভ্রাতা শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী এবং মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীললিতা প্রসাদ রাওত প্রভৃতি ভক্তগণ মধ্যাহ্নে বিরহোৎসবের আয়োজন করেন। স্থানীয় বহু নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রভুপাদের কৃপাপ্রার্থনামূলক গীতি কীর্ত্তন এবং তাঁহার অন্তিম-বাণী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

**পাঁচুডালা ( রাজস্থান )** ঃ—২ জানুয়ারী রবিবার প্রাতে জয়পুরে জয় সীতারাম মন্দিরের সন্নিকটবর্ত্তী শ্রীললিতাপ্রসাদ রাওতের গৃহে শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারীর ও তাঁহার পুত্র শ্রীরঘুবীর সিংএর ইচ্ছায় সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহারা বৈষ্ণবসেবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

উক্ত দিবস প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব সাধু ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে দুইটী মিনিবাস-যোগে রওনা হইয়া বেলা ১২টায় পাঁচুডালা গ্রামের সীমানায় পৌছেন। কোনও কারণবশতঃ সদর রাস্তায় গাড়ী সব দাঁড়াইয়া থাকায় ( জাম থাকায় ) গ্রাম্যপথ দিয়া মিনিবাস চলে, রাস্তা খুবই উচু-নীচু যে কোন সময়ে গাড়ী উল্টাইবার ভয়। সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় কোনও বিশেষ অসুবিধা হয় নাই, তবে গাড়ী বিলম্বে পৌঁছে। গ্রামের প্রান্তে সকলে মিনিবাস হইতে নামেন, মাল-গুলি ট্রাক্টরে দেওয়া হয়। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ ১॥ কিলোমিটার রাস্তা চলিয়া পাঁচুডালা গ্রাম অতিক্রম করিয়া, পাহাড়ের উপর উঠিয়া, নীচে নামিয়া প্রাচীর বেষ্টিত শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারীর গ্রামে উপনীত হইতে বেলা ১টা হয়। নগ্নপদে পাহাড়ী রাস্তায় চলা অনভ্যস্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে কষ্টদায়ক। শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং সাধুগণের গ্রামে প্রবেশের জন্য প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া রাস্তা করিয়া দেওয়া হয়। শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী প্রভু পাকাবাড়ী এবং

সেনিটারী পায়খানাদি নির্ম্মাণ করায় শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং সন্ন্যাসিগণের অবস্থানের পক্ষে কোনও অসুবিধা হয় নাই। শুনা যায় ইহা পূর্ব্বে ব্যাঘ্র আদি হিংস্র জানোয়ার ও বিষধর সর্পাদিসঙ্কুল স্থান ছিল। বর্ত্তমানে হিংস্র পশু বিশেষ দেখা যায় না। নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থভক্ত অনিরুদ্ধ দাসাধিকারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীওমরাও সিং সেখাওতের গৃহে এবং অন্যান্যের গৃহে গৃহস্থভক্তগণ অবস্থান করিয়াছিলেন। উক্ত দুর্গম স্থানেও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। উক্ত দিবস অপরাহে ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। গ্রামবাসিগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। গ্রামবাসিগণ সরল, বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় স্বাভাবিক রুচিসম্পন্ন। যদিও স্থান দুর্গম, তথাপি গ্রামবাসিগণের সরল প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট। ভক্তগণ রাজস্থানের উপাদেয় খাদ্য ডাল-বাটি চূর্মা, বাজরার রুটী ও বাজরার খিচুড়ী-প্রসাদ সেবা করেন।

পরদিবস ৩ জানুয়ারী গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনাম-মন্ত্র লইবার জন্য ব্যস্ত হন। কিন্তু হরিনাম মালিকা না থাকায় ৬৩ মূর্ত্তি নাম-মন্ত্রাদি গ্রহণ করেন।

উক্ত দিবস রাত্রিতে শ্রীল আচার্য্যদেব কতিপয় সাধুসহ উটের গাড়ী, জীপ ও ট্রাক্টরযোগে পাঁচুডালা গ্রামে মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীবংশীধর আগরওয়ালার গৃহে উপনীত হইয়া পাঠকীর্ত্তন করেন। তথায়ই রাত্রিতে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ অনিরুদ্ধ দাসাধিকারীর গৃহে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন; তথায়ও বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব জীবনে এই প্রথম উটের গাড়ীতে উঠার অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

৪ জানুয়ারী প্রাতঃ ৭টায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে জীপ, ট্রাক্টরাদি যোগে পাঁচুডালা গ্রাম হইতে রওনা হইয়া গ্রামের শেষপ্রান্তে আসিয়া বাসে উঠেন, কোটপুটলি পর্য্যন্ত আসিয়া পুনঃ নামিয়া অন্য নিউদিল্লীগামী বাস ধরিয়া বেলা ১-৩০টায় নিউদিল্লী মঠের নিকটবর্ত্তী পাহাড়গঞ্জে আসিয়া উপনীত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ৫ জানুয়ারী নয় মূর্ত্তি সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিসহ পূর্ব্ব এক্সপ্রেসযোগে নিউদিল্লী হইতে কলিকাতা যাত্রা করেন।

পাঁচুডালা হইতে আসিবার কালে শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী প্রভু মঠের সেবার জন্য আনুকূল্য করেন। যদিও তাঁহারা হৃদয় দিয়া প্রচুর সেবা করিয়াছেন, সাধুগণকে কষ্ট দিয়াছেন এইরূপ মনে করিয়া অনিরুদ্ধ প্রভু ও গৃহের সকলে রোদন করিতে থাকেন। তাঁহাদের রোদনে সাধুগণের চিত্ত দুঃখভারাক্রান্ত হয়। তাঁহারা পুনরায় উক্ত গ্রামে আসিবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবকে ও সাধুগণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকেন। রাজস্থানের নরনারীগণ স্বাভাবিকভাবে হরিভক্তিতে রুচিবিশিষ্ট ও বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবাপরায়ণ।
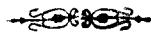
# কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক-উৎসব

## পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান, সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীবিগ্রহগণের নগর-ভ্রমণ

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে এবং মঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় দক্ষিণ কলিকাতা-কালীঘাটে ৩৫-সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ হেড-অফিস শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব বিগত ১২ মাঘ (১৪০০), ২৬ জানুয়ারী (১৯৯৪) বুধবার হইতে ১৬ মাঘ, ৩০ জানুয়ারী

রবিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে কলিকাতা মঠের শ্রীবিগ্রহগণ প্রকটিত হইয়াছিলেন, তদুপলক্ষে প্রতি বৎসর এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ ৮৬এ রাসবিহারী এভিনিউস্থ মঠে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। সুতরাং বর্ত্তমান বর্ষে উহা অষ্টত্রিংশ বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান। বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য কলিকাতা সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং মফঃস্বল হইতেও বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন— কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীচন্দন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার নায়ক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী এবং কলিকাতা সহরের প্রাক্তন শেরিফ পদ্মশ্রী ডাঃ অনুতোষ দত্ত। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ হৈমীপ্রসাদ বসু, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅবনীমোহন সিন্‌হা, আলীপুর অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রীরাধারমণ দেব, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী এবং কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক। পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ এবং শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিশিষ্ট বক্তারূপে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের

ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশন

ডান দিক হইতে ঃ— সম্মুখে উপবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, বিচারপতি শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ ( ভাষণরত ), ডাঃ অনুতোষ দত্ত, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ

সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, বাঁকুড়া-কেঞ্জেকুড়া শ্রী-ভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-নন্দন স্বামী মহারাজ।

'শান্তিলাভের উপায় ভগবৎ-প্রপত্তি', 'শ্রীবিগ্রহ-সেবা সনাতনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য', 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীভাগবত ধর্ম্ম', 'ভক্তিই ভগবদ্প্রাপ্তির একমাত্র উপায়' ও 'সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ'— নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয়ের উপর সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তৃমহোদয়গণ তাঁহাদের ভাষণে প্রচুর আলোকসম্পাত করেন।

প্রাতের অধিবেশনে হরিকথা পরিবেশন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিনন্দন স্বামী মহারাজ।

১৩ মাঘ, ২৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা তিথিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী ও পূজারী শ্রীপ্রাণপ্রিয় ব্রহ্মচারীর সহায়তায় পূর্ব্বাহ্নে সংকীর্ত্তন-সহ শ্রীবিগ্রহগণের পূজা, মহাভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১৬ মাঘ, ৩০ জানুয়ারী রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথজীউ শ্রী-বিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বাদ্যভাণ্ড ও বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন-সহযোগে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রায় অগ্রসর হইলে পরবর্তিকালে মূল কীর্ত্ত-নীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। আনন্দপুরের ভক্তগণ মৃদঙ্গ-বাদন-সেবা নিষ্ঠার সহিত করিয়া সংকীর্ত্তনের উল্লাস বর্দ্ধন করেন।

কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমঠের ব্রহ্মচারী সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

## শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে নয়দিনব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশী-র্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিংবডির পরিচাল-নায় এবং বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ষোলক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে বিগত ২২ গোবিন্দ, ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ রবিবার হইতে ১ বিষ্ণু, ১৪ চৈত্র, ২৮ মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত নয়দিনব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধামমায়াপুর

ঈশোদ্যানে মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত মহদনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অগণিত নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলীতে তাঁহার আবির্ভাব মহোৎসব বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন জাতির নরনারীগণ উপস্থিত হইয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব অধুনা পৃথিবীতে সার্ব্বজনীন মহোৎসবরূপে পরিণত হইয়াছে। এমনকি রুশ-দেশের কয়েকশত ভক্ত এইবার পদব্রজে নবদ্বীপধাম পরিক্রমা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী পৃথিবীর সর্ব্বজাতির নরনারীগণের মহামিলনস্থলী।

৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ রবিবার শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাসতিথিতে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে শ্রীনবদ্বীপধামের স্বরূপ ও সর্ব্বোত্তমতা এবং শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার তাৎপর্য্য ও বিধি সম্বন্ধে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডিযতিগণ তাঁহাদের অভিভাষণে যোগদানকারী যাত্রিগণকে বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া বলেন।

৭ চৈত্র ২১ মার্চ্চ সোমবার আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ, ৮ চৈত্র ২২ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ, ৯ চৈত্র ২৩ মার্চ্চ বুধবার কীর্ত্তন ও স্মরণ ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ, ১১ চৈত্র ২৫ মার্চ্চ শুক্রবার পাদসেবন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ, বন্দন ও দাস্য ভক্তিক্ষেত্রদ্বয় শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ এবং ১২ চৈত্র ২৬ মার্চ্চ শনিবার সখ্য-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহযোগে সুসম্পন্ন হয়। পরিক্রমাকালে প্রত্যেক স্থানের মহিমা শ্রীল আচার্য্যদেব শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া বাংলা ও হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া দেন। এই বৎসর শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতের শুভাগমন হেতু বিলম্বে পরিক্রমা আরম্ভ হওয়ায় পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ অতিরিক্ত গরম হইবে আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কিন্তু পতিতপাবন করুণাময় শ্রীগৌরহরির কৃপায় ভক্তগণের অধিক তাপ অনুভব হয় নাই, বরং কোন কোন স্থানে তাপমাত্রা কমই অনুভূত হইয়াছে। ঝড় বৃষ্টিদ্বারা কোন বিঘ্নও সৃষ্টি হয় নাই। প্রথমদিন ভক্তগণ ঈশোদ্যানস্থ মঠে ফিরিয়া আসিয়া বেলা তিনটায় প্রসাদ সেবা করেন। পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবসে ভক্তগণকে বেলপুকুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বামনপুকুরে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের নিকটে 'আমবাগানে' অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় অন্ন প্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। পরিক্রমার তৃতীয় দিবসে দেবপল্লীস্থ নৃসিংহক্ষেত্রে ব্রতপালনকারী ভক্তগণকে ফলমূল অনুকল্প প্রসাদ দেওয়া হয়। পরিক্রমার চতুর্থ দিবসে বিদ্যানগরে দীর্ঘিকার পাশে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় পরিক্রমাকারী ভক্তগণ এবং গ্রামের নরনারীগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরম সুখলাভ করেন। পরিক্রমার শেষদিবস ভক্তগণ রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া মধ্যাহ্নে মঠে ফিরিয়া আসিয়া প্রসাদ সেবা করেন। ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার দ্বাদশীদিবসে ভক্তগণকে বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস আমবাগানে এবং পরিক্রমার চতুর্থ দিবস বিদ্যানগরে স্থানীয় ব্যক্তিগণ বিভিন্নভাবে সহায়তা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পরিক্রমার চতুর্থ দিবস ভক্তগণ সারাদিন পরিক্রমা করিয়া রাত্রিতে মোদদ্রুমদ্বীপে পৌঁছেন। সেখান হইতে তিনটি রিজার্ভ বাসযোগে নবদ্বীপে গঙ্গাঘাটে রাত্রি প্রায় ৮-৩০ ঘটিকায় উপনীত হইয়া ভট্‌ভটি নৌকাদ্বারা গঙ্গার অপরপার্শ্বে মায়াপুর ঘাটে আসিয়া মঠে পৌঁছিতে রাত্রি প্রায় ৯-৩০টা হয়। আরও একটী বাসের ব্যবস্থা থাকিলে যাত্রিগণের ভীড়ে কষ্টের লাঘব হইত। সেইদিন রাত্রির সভাতে অনেকেই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পরিক্রমার চতুর্থ দিবসে গঙ্গাঘাট হইতে ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণের অনুগমনে বাদ্যভাণ্ডাদি ও বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে নবদ্বীপ সহর পরিভ্রমণ করেন। সহরেতে প্রৌঢ়ামায়া ও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ দুইস্থানে অবস্থান করা হয়। চাঁপাহাটী শ্রীগৌরগদাধর মঠের মঠরক্ষক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সৎপ্রসঙ্গানন্দ প্রভুর নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টায় মঠের সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া সকলে উল্লসিত হন।

১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে গৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধি-

বেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ বিদ্যা-পীঠের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে সংস্কৃত শিক্ষার অনুশীলন ও বিস্তা-রের আবশ্যকতার কথা বলেন। কতিপয় ব্যক্তি বিদ্যাপীঠের নূতন সদস্য হন।

১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ রবিবার গৌরাবির্ভাব পৌর্ণ-মাসী তিথিতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের পৌরো-হিত্যে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে উহা অনুমোদিত হয়। শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত ১৯৯২-৯৩ সালের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত Audited Report এ সহি করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ১৯৯৪-৯৫ সালের বার্ষিক হিসাব হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষার জন্য চক্র-বর্ত্তী এণ্ড নাথ Auditor রূপে নিযুক্ত হন।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য যত্ন করেন ঃ—(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীসনন্দন দাস। (২) ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীগোপাল প্রভু, শ্রীদেবকীসুত দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী—শেষের দিকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ পার্টির সহিত যোগ দেন। (৩) শ্রীপরেশা-নুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে সভা-পতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ নিম্নলিখিত বৈষ্ণবাচার্য্য, ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থভক্ত-গণের এবং মঠের শুভানুধ্যায়িগণের নির্য্যাণে, স্বধাম-প্রাপ্তিতে ও প্রয়াণে বিরহ-বেদনা জ্ঞাপন করেন ঃ—

(১) পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকঙ্কণ তপস্যী মহারাজ
(২) পূজ্যপাদ শ্রীমৎ গোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ
(৩) পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিনিলয় সজ্জন মহারাজ
(৪) শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী
(৫) শ্রীরোহিণীনন্দন দাসাধিকারী
(৬) শ্রীগুণনিধি দাস
(৭) শ্রীবিমল কৃষ্ণ ধর
(৮) শ্রীমতী থানেশ্বরী দাস
(৯) শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়
(১০) শ্রীসুশীল কুমার দাস

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারসেবায় যত্নের জন্য শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহা-রাজ গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন—

(১) শ্রীবালকিষণ আগরওয়াল ( নিউদিল্লী ) — ভক্তিবিজয়
(২) শ্রীসতীশ আগরওয়াল ( নিউদিল্লী )—সেবাপ্রাণ
(৩) শ্রীমনসা দে ( কলিকাতা )—ভক্তবন্ধু
(৪) শ্রীসুবোধ চন্দ্র চৌধুরী ( বাঁকুড়া )—সেবাকুশল

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও ভক্তিশাস্ত্রানু-শীলনে উৎসাহ প্রদানের জন্য শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা গৃহীত হয়।

১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ রবিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি-পূজা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ, উপবাস ও হরিনাম সংকীর্ত্তন সহযোগে পালিত হয়। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে সায়ংকালে শ্রীগৌরবিগ্রহের পূজা, মহা-ভিষেক ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গৌরাবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ করেন। সন্ধ্যারতি ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে ব্রতপালনকারী ভক্তগণকে অনুকল্প প্রসাদ দেওয়া হয়। পরদিন ১৪ চৈত্র, ২৮ মার্চ্চ সোমবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব-দিবসে সর্ব্বসাধারণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার ব্যবস্থাপনায় মুখ্যভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রচার পর্য্যটক মহারাজ। ভাণ্ডার ও বাজারসেবায় নিযুক্ত ছিলেন যথাক্রমে শ্রীভাগবৎপ্রপন্ন দাস বনচারী ও শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী। শ্রীভগবৎলীলা প্রদর্শনী, শ্রীমঠকে সজ্জিতকরণ এবং পরিক্রমাকালে রন্ধনাদি সেবার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীদয়ানিধি দাস ব্রহ্মচারী। গ্রন্থবিভাগের সেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থায় মুখ্যভাবে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ ও শ্রীবলভদ্র ব্রহ্ম-চারী। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ পরিক্রমাকালে যাত্রি-সাধারণের যানবাহনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার মুখ্যদায়িত্বে ছিলেন।

চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রভাব মহাবীর মহারাজ পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ।

পরিক্রমাকালে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায়, সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন শ্রীগোপাল প্রভু, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রী-গোবিন্দ দাস ও শ্রীযোগেশ। শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনসেবা সম্পাদন করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ব্রহ্মচারী ও শ্রীজগন্নাথ দাস।

# বিরহ-সংবাদ

**শ্রীমুরারিমোহন দাস ( শ্রীমুসুদ্দীলাল ), দেরাদুন ( উত্তরপ্রদেশ ) ঃ**—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্ত নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব শ্রীমুরারিমোহন দাস বিগত ৯ চৈত্র ( ১৪০০ বঙ্গাব্দ ), ২৩ মার্চ্চ ( ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ ) বুধবার একাদশী তিথিবাসরে মধ্যরাত্রে ৬৮ বৎসর বয়সে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি দেরাদুনস্থ প্রাচীন শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইনি ইং ১৯৫১ সালে ১৯ আগষ্ট শ্রীল গুরুদেবের নিকট শ্রীহরিনাম এবং ইং ১৯৫৩ সালে ৬ ডিসেম্বর মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করতঃ শ্রীমুরারি-মোহন দাস প্রভু নামে খ্যাত হন। ইনি ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ছিলেন, ইঁহার পূর্ব্বনাম শ্রীমুসুদ্দীলাল যোশী। ইঁহার জন্মস্থান দেরাদুন সহরের নিকটবর্ত্তী দেরাদুন জেলার অন্তর্গত আমওয়ালা গ্রামে। ইনি কৃষ্ণভক্তিতে রুচিবিশিষ্ট ছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব উত্তরভারতে দেরাদুন সহরে সপার্ষদে শুভ-পদার্পণ করতঃ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচার করিলে ইনি শ্রীল গুরুদেবের মহাপুরুষোচিত ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত হন এবং সর্ব্বতোভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। ইনি হরিকথা শ্রবণে আগ্রহবিশিষ্ট ছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ভক্তিসদাচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিষ্ঠার সহিত কৃষ্ণভজন করিয়া ইনি সাধু-গণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ইনি Survey of India Office, হাথিবরকলা, দেরাদুনে কার্য্য করি-তেন। ইনি অবিবাহিত ছিলেন। ইঁহার স্বধাম-প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই, বিশেষতো দেরাদুনবাসী ভক্তগণ বিরহ-সন্তপ্ত।

**শ্রীত্রিলোকচাঁদ আগরওয়াল, ঘিমণ্ডী, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী ঃ**—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থশিষ্য নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জ ( ঘিমণ্ডী )-নিবাসী শ্রীত্রিলোক-চাঁদ আগরওয়াল বিগত ২ জ্যৈষ্ঠ (বাংলা ১৪০১ সন), ১৭ মে ( ইং ১৯৯৪ সন ) মঙ্গলবার শুক্লা সপ্তমী তিথিতে মধ্যরাত্রে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের স্মরণমুখে নিজালয়ে স্বধামপ্রাপ্ত হন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ন্যূনাধিক ৭০ বৎসর। তিনি স্ত্রী, দুইপুত্র, এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ধনাঢ্য ব্যক্তি হইলেও অভিমানশূন্য ছিলেন। তিনি হরি-গুরুবৈষ্ণবসেবায় রুচিবিশিষ্ট স্নিগ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার গৃহের স্ত্রী, পুত্র, পৌত্রাদি সকলেই মঠাশ্রিত বৈষ্ণব। তাঁহার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব তাঁহার গৃহে সপার্ষদে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণসহ তাঁহার গৃহে দ্বিতলে কএকবার অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী আগরওয়ালা ধর্ম্মশালার একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। আগরওয়ালা ধর্ম্মশালায় পূর্ব্বে ধর্ম্মসম্মেলন হইত। উক্ত ধর্ম্মশালায় সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থায় তৎকালে সঙ্কুলান না হওয়ায় কতিপয় সাধু শ্রীল আচার্য্যদেবসহ ধর্ম্মশালার নিকট-বর্ত্তী শ্রীত্রিলোকচাঁদজীর গৃহে দ্বিতলে অবস্থান করি-তেন। সুতরাং শ্রীত্রিলোকচাঁদ এবং তাঁহার গৃহের সকলে সাধুগণের সাক্ষাৎ দর্শন এবং তাঁহাদের সেবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ল্লভ তীর্থ মহারাজ উত্তর ভারতে প্রচার ভ্রমণান্তে সদলবলে দেরাদুন হইতে মুসৌরি এক্সপ্রেসযোগে ১৮ মে প্রাতে দিল্লী জংশন ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য উপস্থিত গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে শ্রীসতীশ আগরওয়ালের নিকট তাঁহার পিতামহ শ্রীত্রিলোকচাঁদজীর অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদে সকলে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। সতীশ আগরওয়াল বৈষ্ণববিধানমতে কিভাবে পিতামহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হইবে জানিতে চাহিলে বৈষ্ণবগণ করণীয় বিষয়ে বুঝাইয়া দেন। সাধুগণের উপদেশানুযায়ী তাঁহারা শ্রীত্রিলোকচাঁদজীকে স্নান করাইয়া দ্বাদশাঙ্গে তিলকের দ্বারা সজ্জিত ও নববস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত করতঃ সং-কীর্ত্তন সহযোগে স্কন্ধে বহন করিয়া নিকটবর্ত্তী শ্রীহরিমন্দির রোডস্থ শ্রীমঠে লইয়া আসিলে শ্রীমঠের আচার্য্য দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপনান্তে তাঁহার মস্তকে ও শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী মালা অর্পণ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ কর্ত্তৃক ক্রমানুযায়ী প্রসাদী মালা অর্পিত হয়। তৎপরে স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তগণ এবং স্থানীয় গুণমুগ্ধ নরনারীগণ সঙ্কীর্তনসহ যমুনার তট-বর্ত্তি-শ্মশানঘাটাভিমুখে যাত্রা করেন। কতিপয় ভক্ত রিজার্ভ বাসে এবং কতিপয় ভক্ত পদব্রজে গমন করিয়া শ্মশানঘাটে পৌঁছিয়া যথাবিহিতভাবে ত্রিলোকচাঁদজীর শেষকৃত্য সুসম্পন্ন করেন।

শ্রীত্রিলোকচাঁদ আগরওয়াল হরিদ্বারে কুম্ভের সময় শ্রীল গুরুদেবের নিকট ইং ১৯৬২ সালে ১৫ এপ্রিল হরিনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রিলোকচাঁদজীর পিতৃদেবের নাম ছিল শ্রীমিঠল লাল আগরওয়াল।

শ্রীত্রিলোকচাঁদজীর পুত্রদ্বয় শ্রীবালকিষণ আগর-ওয়াল ও শ্রীমহাবীরপ্রসাদ আগরওয়াল ত্রয়োদশাহে তাঁহাদের সমাজের বিধান অনুসারে পাহাড়গঞ্জ-ঘিমণ্ডীস্থিত নিজালয়ে সম্পন্ন করেন এবং উক্ত দিবসই শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের বিশেষ ভোগরাগ এবং বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, ব্রজবাসিগণের সুষ্ঠুসেবার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীত্রিলোকচাঁদজীর অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..........................................
Vill..........................................
P. O..........................................
Dist..........................................
Pin..........................................

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

**কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—**

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুস্ত্রিংশ বর্ষ—৫ম সংখ্যা

আষাঢ়, ১৪০১

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

**মূল মঠ ঃ—**১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ ( নদীয়া ) ফোন ঃ ২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম )

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম )

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম )
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"


৩৪শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ় ১৪০১
৭ বামন, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ৩০ জুন ১৯৯৪ { ৫ম সংখ্যা


# শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"Armadale"
দার্জ্জিলিং
১লা আষাঢ়, ১৩৪২ ; ১৬ই জুন, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * ! তোমার ৬ই জুন তারিখের এক কার্ড কিছুদিন হইল পাইয়াছি। শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের পরে চৈত্র-বৈশাখ মাসে মথুরা মণ্ডলে যাইবার প্রবল ইচ্ছা-সত্ত্বেও কৃষ্ণ-বাঞ্ছা প্রবল হওয়ায় আমাদের অবৈধী ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এজন্য চৈত্রমাসে তথায় যাইতে পারি নাই। আগামী দুর্গোৎসবের পরে বিজয়া-দশমী-দিবস বা তাহার পূর্ব্ব হইতে মথুরামণ্ডলে থাকিব, ইচ্ছা করিয়াছি। তবে কৃষ্ণের ইচ্ছা যদি অন্যরূপ হয়, তাহাতে আমার কোন হাত নাই, বরং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চেণ্টা করায় আমি দোষী সাব্যস্ত হইব। যাঁহারা আমার চৈত্রমাসে তথায় যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট বলিব যে, আমার ভজনের ত্রুটী থাকায় শ্রীধাম আমাকে আকর্ষণ করিবার পরিবর্ত্তে বিকর্ষণ করিয়াছেন। হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—তিনটীই ভাল থাকিবে। আমার মত ভজন-বিমুখ হইলে তিনটীই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে।

ভজন করিতে পারিলে আমাদের আর * * এর গীতা সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা হইবে না। ঐ দুঃসঙ্গ কৃষ্ণের ইচ্ছায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। আবার সেই দুঃসঙ্গ করিবার ইচ্ছাকে সংরক্ষণ করার কি প্রয়োজন? যেরূপ সংসারসুখ-প্রমত্ত সাংসারিক ব্যক্তি

সুখের আধার হইতে বঞ্চিত হইলে পুনঃ তাহার অন্বেষণ করে, সেরূপ তোমার ন্যায় ভক্ত আবার মায়াবাদীর গীতা পড়িবার জন্য এত আগ্রহ করিবে কেন ? মায়াবাদীর সহিত ভক্তের কোলাকুলি করা উচিত নহে।

ইতি
নিত্যাশীর্ব্বাদক
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা
২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ ; ১৬ই মে, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১২ই তারিখে বালিয়াটি হইতে এবং ১৫ই তারিখে ঢাকা হইতে লিখিত কার্ড পাওয়া গেল। * * ঢাকার মন্দির-নির্ম্মাণ কার্য্য শীঘ্র শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তজ্জন্য তথায় আপনার থাকার প্রয়োজন নাই। আমি সম্প্রতি কলিকাতায় আছি।

ভক্তগণের বাড়ীতে বাড়ীতে আমাদের অয়েল-পেণ্টিং না থাকাই বা না রাখাই ভাল। প্রতিষ্ঠাশা-রূপিণী শৌকরী-বিষ্ঠার কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। * * মৃত্যুর পর ঐগুলি আবশ্যক হইতে পারে। জীবদ্দশায় প্রতীক পূজার সৃষ্টি হইলে আমাদের অধঃপতন হয়। শ্রীচরিতামৃতের আদি ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রসঙ্গে শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামীর ভাষা আমাদের সর্ব্বদা আলোচ্য। পথ দুইটী—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। ভক্তিপথের পথিকগণ—শ্রেয়ঃপন্থী ; বিষয়ীসঙ্গ আমাদের পক্ষে অমঙ্গলকর।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"Armadale"
দার্জ্জিলিং
১লা আষাঢ়, ১৩৪২ ; ১৬ই জুন, ১৯৩৫

বিহিত-বৈষ্ণব-সম্মান-পুরঃসর নিবেদন,—

আপনার ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের লিখিত পত্র আমি এখানে দার্জ্জিলিং-এ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি এবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম—গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপার ব্রত অভ্যাস করিবার জন্য হংসক্ষেত্র বা কলিকাতায় গ্রীষ্ম ভোগ করিব। কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছা অন্যরূপ হওয়ায় কএকজনের প্রচেষ্টায় এই শৈলে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি।

জড়জগতে অবস্থানকালীন নানা বিপত্তির বিচার আপনার পত্রে লিখিত হইয়াছে। ঐগুলি আমাদের কর্ম্মফলের অন্তর্গত। প্রাপঞ্চিক বিষয়সমূহ—সকলই কৃষ্ণলীলার অনুকূল। আপনি ( ব্রজবিলাস-স্তবে ) অবশ্যই পড়িয়াছেন যে—

যৎকিঞ্চিত্তৃণগুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরম্।
শাস্ত্রৈরেবং মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাচঞ্চয়া
ব্রহ্মাদেরপি সস্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে ॥

আমরা সংসারে সুখ পাইলে ভগবানকে ভুলিয়া যাইব বলিয়া আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই দয়াময়ের এই প্রপঞ্চ-নির্ম্মাণ। সুতরাং এখানে সুখে থাকিলে কৃষ্ণ-বিস্মৃতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই তাঁহার এই দয়ার পরিচয়। স্থূল আধ্যক্ষিকভাবে গৌড়ীয় মঠে অবস্থানের ব্যাঘাত হইলে আপনি ভক্তজনাবাস

গৌড়ীয় মঠে নিরন্তর মানসে বাস করুন। "অলব্ধে বা বিনষ্টে বা" আমরা জানিতে পারি যে, ব্রজ-যাত্রায় আমাদের নিজেচ্ছাই কৃষ্ণের প্রতিকূল অনুশীলন ও বাধকস্বরূপ। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

# তত্ত্বসূত্র—চিৎপদার্থ প্রকরণম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নন্ু পরমেশ্বরস্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি ক্রিয়ায়াং করুণায়াঃ কারণত্বে কেষু করুণা কিমর্থং বা করুণা ইত্যপেক্ষাং জীবার্থমীশ্বরসৃষ্ট্যাদিকং করোতীতি সর্ব্ববেদান্ত সদ্ভাবাজ্জীব স্বরূপাবগমার্থং চিৎ পদার্থ প্রকরণমারভতে শ্রীসূত্রকার ঃ—

**চেতনাঃ পরানুগতাস্তদ্বিধিবশ্যত্বাৎ ॥১১॥**

অথ চেতনাশ্চৈতন্য বিশিষ্টা জীবাঃ বহুবচনোপদেশাৎ তেচ বহবঃ কিন্তু পরস্য ঈশ্বরস্য অনুগতাস্তেন নিয়মিতাস্তদধীনা ইত্যর্থঃ তৎকৃত বিধিবশ্যত্বাৎ। য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তর্যময়তীতি শ্রুতেঃ, ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতীতি স্মৃতেশ্চ।

কোন কোন বেদান্তবাদীর মত এই যে, জীবাত্মা এক পদার্থ, কিন্তু নানা আধারে নানারূপে প্রতিভাত আছেন। এই অযুক্ত-সিদ্ধান্ত নিরাকরণার্থে জীবকে বহুবচনের দ্বারা 'চেতনা' শব্দে উক্তি করা হইয়াছে। এসমস্ত জীব ঈশ্বরানুগত যেহেতু ইঁহারা সকলেই তাঁহার বিধি-বশীভূত।

তথাহি নারদ-পঞ্চরাত্রে দ্বিতীয় রাত্রে প্রথমাধ্যায়ে সদাশিব বাক্যং—

জীবস্তৎপ্রতিবিম্বশ্চ ভোক্তাচ সুখদুঃখয়োঃ।
কেচিৎ বদন্তি তং নিত্যং কারণস্য গুণেন চ ॥
বিদ্যমানা তিরোধানং তিরোধানাচ্চ সম্ভবঃ।
দেহাদ্দেহান্তরং যাতি ন মৃত্যুস্তত্র কুত্রচিৎ ॥

তথাহি ভগবদ্গীতায়াং সপ্তমোহধ্যায়ে,—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেহপরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥
এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বানীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥

তথা চোপনিষদি,—শ্বেতকেতো তত্ত্বমসি। অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো, তুমি তাঁহার।

গুরু শিষ্যকে বলিতেছেন, 'হে শ্বেতকেতো তৎ ত্বং অসি'। কোন কোন বেদান্তবাদীরা বলেন যে হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই ব্রহ্ম, যাহাকে তুমি অনুসন্ধান কর। কিন্তু তত্ত্বমুক্তাবলী মায়াবাদ শতদূষণী গ্রন্থে গৌড়াচার্য্য পূর্ণানন্দস্বামী লিখিয়াছেন যে,—

সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতি বেদ-বিষয়ে বাক্যন্তু যদ্বিদ্যতে।
তস্যার্থং কুরুতে স্বকীয়মতরিৎ ভেদেহর্পয়িত্বামিতিং ॥
তচ্ছব্দোহব্যয়মেবভেদক ইতি তন্তত্র ভেদ্যো যতঃ।
ষষ্ঠিলোপমিতা ত্বমেব নহি তদ্বাক্যার্থ এতাদৃশঃ ॥

বস্তুতঃ গুরু শিষ্যকে কহিতেছেন, হে শ্বেতকেতো সেই পরমেশ্বরেরই তুমি, অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া নিয়মিত হইয়াছে। অথবা যদি বিবর্ত্তবাদিদিগের অর্থ খণ্ডন না করা যায় অর্থাৎ সেই ব্রহ্মই তুমি এরূপ যদি বলা যায়, তাহার অর্থ এই যে, অচিৎ-পদার্থে ব্রহ্মের কোন স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে না। তুমি স্বয়ং চিৎ-পদার্থ অতএব তোমার স্ব-স্বরূপে তাঁহাকে অনুসন্ধান কর।

কিঞ্চ চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে ধৃতং সাত্বতাং মতং বাসুদেব পরাদেবতা বাসুদেব পরাৎপরমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণো জীব ইত্যাদি জীবয়তি জীবং করোতীতি জীবঃ। নতু স্বয়ং জীবঃ। সচাত্মা শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম। মমোভে শাশ্বতী তনু ইতি তদুক্তেঃ। তস্মাদেব জীবসৃষ্টিরিত্যর্থঃ ॥

জীবদিগের নিত্যানিত্যতা নির্ণয়ের জন্য সূত্রিত হইল যথা,—

নন্ু অয়মাত্মা ব্রহ্মেত্যাদি শ্রুতিষু জীবানাং ব্রহ্মা-

ভিন্নত্বা প্রতিপাদনেন কথমত্রজীবানামীশ্বরাধীনত্বং সূত্রকারেন নিশ্চিতং ইত্যমাহ ;

**তেচানাদ্যনন্তাঃ পরশক্তিবিশেষত্বাৎ ।।১২।।**

তে চ জীবা অনাদয়োনন্তাশ্চ যতঃ পরমেশ্বরস্য শক্তিরূপাস্তচ্ছক্তেরাদ্যন্তরহিতত্বাৎ যথাগ্নের্বহবো বিস্ফুলিঙ্গা ইতি শ্রুতেঃ, মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত ইতি স্মৃতেশ্চ ।

জীবের সত্তা-সম্বন্ধে অনেক বিবাদ আছে। কেহ কেহ কহেন জীব নিত্য, যথা নারদ পঞ্চরাত্রে শিবেনোক্তং—কেচিদ্বদন্তি তং নিত্যং কারণস্য গুণেন চ। শিব পুনরায় কহিলেন, কেচিদ্বদন্ত্যনিত্যঞ্চ মিথ্যৈব কৃত্রিমঃ সদা। প্রলীয়তে পুনস্তত্র প্রতিবিম্বো যথা রবেঃ ।।

বাস্তবিক জীবের নিত্যানিত্যের বিবাদ, তাহা অকারণ যেহেতু জীবকে নিত্যও বলা যায় এবং অনিত্যও কহা যায়। জীবের কারণই পরমেশ্বরের শক্তি এবং ঐ শক্তি নিত্য অনাদি ও অনন্ত, অতএব কারণগুণের অবলম্বনে জীবের নিত্যতা স্বীকার করা যায়। জগদীশ্বর যে শক্তিদ্বারা জীবের সৃজন করিয়াছেন তাহাকে জীবশক্তি অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ কহি।

গীতায় ভগবদ্বাক্য যথা,—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেহপরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ।।

এই অনাদি অনন্ত-শক্তির পরিণাম যে জীব, তিনি কারণগুণে নিত্য, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ অতএব যদি কখনো জীবকে লয় করিবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে লয় অবশ্যই হইতে পারিবে। এজন্য জীবকে অনিত্যও কহা যায়। জীবকে যখন জীবশক্তির পরিণাম বলিয়া স্বীকার করা গেল, তখন কারণগুণের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব ইহাতে আরোপিত হইতে পারে।

তথাচ গীয়তে—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ।।

তথাচ কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায় দ্বিতীয় বল্লী অষ্টাদশ মন্ত্রং—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।।

এই সূত্রের বিশেষণের দ্বারা জীবের ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব সিদ্ধ হয়। জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পরব্রহ্ম যে পরমেশ্বর তাঁহা হইতে ভিন্ন লক্ষণযুক্ত, ইহাই দর্শাইবার জন্য সূত্রিত হইল যথা,—

জীবানাং পরশক্তি-বিশেষরূপত্বেঽভেদএবাপদ্যত ইত্যাশঙ্কায়াং ভেদং দৃঢ়ীকরোতি,—

**চিদানন্দস্বরূপা অপি পরতো ভিন্না নিত্যসত্যত্বাভাবাৎ ।।১৩।।**

তে জীবাশ্চিদানন্দ স্বরূপা অপি পরতঃ পরমেশ্বরাৎ ভিন্না তত্র হেতু নিত্য-সত্যত্বাভাবাদিতি তত্রেয়ং প্রক্রিয়া জীবানাং সত্যত্বেঽপি তেষাং সত্তাপ্রদঃ পরমেশ্বর এব নিত্যসত্যঃ ন তু তে তথা। নিত্যো নিত্যানামিতি সত্যস্য সত্যমিতি পরাৎ পরমিত্যাদি শ্রুতেঃ, নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থ ইতি স্মৃতেশ্চ।

জীবের স্বরূপ চিদানন্দ এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া ইত্যাদি মুণ্ডকোপনিষৎ বাক্যে জীব এবং ব্রহ্ম যে একত্র বসতি করিয়া সমানধর্ম্মী হয়েন তাহা স্থিরীকৃত আছে। সমান ধর্ম্মের প্রকৃতার্থ এই যে উভয়েই চিদানন্দ-স্বরূপ। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া অপক্বুদ্ধি ব্যক্তিরা ব্রহ্ম ও জীবে কোন ভেদ দৃষ্টি করেন না। বাস্তবিক জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় না, যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং নির্ব্বিকার ও অপরিণত কিন্তু পরব্রহ্মের জীবশক্তি হইতে জীব নিঃসৃত হইয়া পরিণামকে লাভ করিতেছেন। এজন্য জীব ও ব্রহ্মের কোন একবিষয়ে বিশেষ ভেদ আছে এরূপ উপলব্ধি হয়। তথা তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় মন্ত্রে কথিত আছে,—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া
শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমান-
মেতি বীতশোকঃ ।।

জীব যেকাল পর্য্যন্ত স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার শান্তি নাই, যেহেতু তিনি স্বয়ং দুর্ব্বল, অক্ষম ও অসম্পূর্ণ কিন্তু যখন তিনি

ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন, তখন তাঁহার আর শোক থাকে না। এই শ্রুতির দ্বারা স্থির হইতেছে যে, জীবের পূর্ণতা নাই কিন্তু পরব্রহ্মের তাহা আছে। জীব সত্য কিন্তু নিত্যরূপ সত্য নহেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন জীবের সত্ত্বা, অতএব জীব সত্য হইলেও নিত্য-সত্য নহেন এবং নিত্য হইলেও নিত্য-নিত্য নহেন। ইহাতেই জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ। জীব খণ্ড-চৈতন্য কিন্তু পরমেশ্বর নিত্য-চৈতন্য। পূর্ব্ব সূত্রে জীবের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব স্বীকৃত হইলেও পরমেশ্বরের সহিত জীবের স্বাভাবিক ভিন্নতা আছে। কোন কোন বেদান্তবাদীরা জীবের জীবত্ব-উপাধি দ্বারা ঈশ্বরের সহিত ভেদ স্বীকার করিয়াও অদ্বৈতবাদের স্থাপনা করেন, অতএব সেই সকল বিচারকদিগের মত সমুদায়কে ব্যাখ্যা করিয়া তাহার সমাধান করণার্থ এই সূত্রদ্বয় হইল।

ভেদাভেদ বিচারহেতুকং সম্প্রদায়ভেদং নিরূপয়তি,—

( ক্রমশঃ )

# ভগবদ্ভজন মনুষ্যমাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য

[ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ]

বৃহদারণ্যক শ্রুতি প্রথম অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়—মনুষ্যদেহ সৃষ্টির প্রারম্ভে দ্বিতীয় পুরুষাবতার ( গর্ভোদশায়ী ) হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব হয়। তিনি নিজ দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন—একভাগ পুরুষ, অপরভাগ স্ত্রী। ইঁহাদের সহযোগে মানব উৎপন্ন হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে দৃষ্ট হয়—

"কস্য রূপমভূদ্দ্বেধা যৎকায়মভিচক্ষতে ॥"

—ভাঃ ৩।১২।৫১ ( দ্বিতীয় চরণ )

অর্থাৎ "ব্রহ্মা চিন্তা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ঐ মূর্ত্তি দুইভাগে বিভক্ত হইল, ঐ বিভক্ত রূপকেই লোকে 'কায়' বলিয়া থাকে।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় লিখিয়াছেন—

(১) "কস্য ব্রহ্মণঃ রূপং একমেব দ্বিধা একং শমশ্রু ( মুখরোম অর্থাৎ গোঁপদাড়ী )-যুক্তমপরং কুচদ্বয়যুক্তমিতি দ্বিবিধমভূৎ। যদুভয়মপি কায়ং ক-সম্বন্ধিত্বাৎ কায়-শব্দবাচ্যং।"

(২) শ্রীমধ্বতাৎপর্য্যেও কথিত হইয়াছে—

"কেন ব্যাপ্তত্বাৎ কায়ঃ।"

অর্থাৎ (১) ব্রহ্মার একটি রূপই দুইভাগে বিভক্ত হইল—একভাগ পুরুষচিহ্ন ও অপরভাগ স্ত্রীচিহ্নযুক্ত। সেই উভয়ই 'ক' অর্থাৎ ব্রহ্মার সম্বন্ধযুক্তত্ব-হেতু কায়-শব্দ-বাচ্য।

(২) শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদও বলিয়াছেন—'ক' অর্থাৎ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক ব্যাপ্তত্ব-হেতু 'কায়' শব্দ।

তাই শ্রীভাগবত বলিলেন—

"তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত"

—ভাঃ ৩।১২।৫২

অর্থাৎ "ঐ 'কায়' হইতে স্ত্রী ও পুরুষ মিথুন উৎপন্ন হইল।"

যস্তু তত্র পুমান্ সোহভূন্মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বরাট্।
স্ত্রী যাসীচ্ছতরূপাখ্যা মহিষ্যস্য মহাত্মনঃ ॥

—ঐ ৫৩ শ্লোক

অর্থাৎ তন্মধ্যে ( মিথুনদ্বয়ের মধ্যে ) যিনি পুরুষ, তিনি সার্ব্বভৌম স্বায়ম্ভুব মনু হইলেন এবং যিনি স্ত্রী, তিনি সার্ব্বভৌম মহিষী শতরূপা নামে পরিচিতা হইলেন।

"তদা মিথুনধর্ম্মেণ প্রজা হ্যেধাম্বভুবিরে ॥"

—ঐ ৫৪

অর্থাৎ সেই সময় হইতে মিথুনধর্ম্ম দ্বারা প্রজাসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

স্বায়ম্ভুব মনু পত্নী শতরূপাতে পাঁচটি সন্তান উৎপাদন করিলেন। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ—এই দুইটি পুত্র এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি—এই তিনটি কন্যা।

মনু আকূতিকে রুচি, দেবহূতিকে কর্দ্দম এবং প্রসূতিকে দক্ষ নামক ঋষিকে সম্প্রদান করিলেন। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি-দ্বারাই জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মার প্রিয়তম পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু প্রিয়তমা ভার্য্যা শতরূপার সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া পিতা ব্রহ্মাকে পুত্রোচিত বিনীতভাবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণার্থ প্রার্থনা জানাইলে ব্রহ্মা মনুকে কহিলেন—বৎস, তুমি নিজপত্নীতে আত্মসদৃশ গুণবান্ অপত্য উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মদ্বারা সসাগরা পৃথিবী পালন কর এবং যজ্ঞদ্বারা পরমপুরুষ শ্রীভগবানের আরাধনা কর। হে রাজন্, প্রজাপালন দ্বারাই আমার পরিচর্য্যা হইবে এবং প্রজাপালক তোমার প্রতি ভগবান্ হৃষীকেশও প্রসন্ন হইবেন; যজ্ঞলিঙ্গ বা যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ জনার্দ্দন যাঁহাদের উপর প্রসন্ন না হন, তাঁহাদের শ্রম নিষ্ফল হইয়া থাকে। [ 'যজ্ঞলিঙ্গ' শব্দের অর্থ শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এইরূপ কহিয়াছেন ঃ—যজ্ঞৈর্যজনৈঃ অর্চ্চন-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদ্যৈরেব লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে ইতি সঃ অর্থাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ অর্চ্চন শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা জ্ঞাত হইয়া থাকেন অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ করেন। যদ্ যস্মাদাত্মৈব নাদৃতঃ, পরমাত্মানাদরেণ স্বত এব আত্মানাদরাৎ তস্মিন্ন তুষ্টে স্বার্থস্যৈবাসিদ্ধেঃ। অর্থাৎ স্বয়ং আত্মস্বরূপ পরমাত্মা হরিকে অনাদর করায় আত্মা স্বতঃই অনাদৃত হন; কেননা তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ—শ্রীহরি তুষ্ট বা প্রীত হইলেই জগতের বা জগজ্জীবের তুষ্টি বা প্রীতি। যে রাজ্যে হরিতোষণব্রত উদ্‌যাপিত না হয়, সে রাজ্যে প্রজার তুষ্টি কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ( ভাঃ ৩।১৩।১১-১৩ দ্রষ্টব্য ) এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের ২০শ বিলাসে জীর্ণোদ্ধার-প্রসঙ্গে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর তৃতীয় কাণ্ডের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে—

"যস্য রাজ্ঞস্তু বিষয়ে দেববেশ্ম বিশীর্য্যতে।
তস্য সীদতি তদ্‌রাজ্যং দেববেশ্ম যথা তথা॥
কৃত্বা শীর্ণস্য সংস্কারং তথা দেবেশ-বেশ্মনি।
দ্বিগুণং ফলমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥"

অর্থাৎ যে নৃপতির রাজ্যে দেবালয় অবশীর্ণ হয়, তাঁহার রাজ্যও সেইরূপ অবশীর্ণ হইয়া থাকে। দেবমন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করিলে দ্বিগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই। এইরূপ পতিত দেবালয়ের পুনর্নির্ম্মাণ, পতনোন্মুখ মন্দিরের রক্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু মাহাত্ম্য লিখিত আছে। ]

ব্রহ্মার বাক্য-শ্রবণে মনু খুব তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া কহিলেন—হে দেব, সর্ব্বপ্রাণীর বাসস্থানরূপা ধরিত্রী এক্ষণে প্রলয়সলিলে নিমগ্না, আপনি তাঁহার উদ্ধারার্থ কৃপাপূর্ব্বক যত্ন করুন। ব্রহ্মা তচ্ছ্রবণে খুবই চিন্তামগ্ন হইলেন, স্থির করিলেন—'আমি যে গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছি, ভগবদাদেশক্রমেই আমি সৃষ্ট্যর্থ নিযুক্ত হইয়াছি, সেই ভগবান্ই কৃপাপূর্ব্বক আমার কর্ত্তব্য বিধান করুন। এইরূপে ব্রহ্মা চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার নাসিকাবিবর হইতে অকস্মাৎ একটি অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত সূক্ষ্ম বরাহমূর্ত্তি নির্গত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার সম্মুখেই সেই মূর্ত্তি আকাশচুম্বী বিরাট্ হস্তীশরীরপরিমিত হইলেন, ব্রহ্মা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক সেই বিশাল বরাহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—অহো, ইনিই কি প্রথম মন্বন্তরাবতার যজ্ঞস্বরূপ ভগবান্ নিজরূপ গোপন করতঃ আমার মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছেন? ব্রহ্মা মন্বাদি পুত্রগণসহ নানা তর্কবিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে সেই গিরিরাজতুল্য বিরাট্ বরাহাকৃতিধারী সর্ব্বব্যাপী যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু গর্জ্জন দ্বারা দিক্‌সমূহ প্রতিধ্বনিত করতঃ ব্রহ্মা ও দ্বিজোত্তমগণের উৎসাহ ও আনন্দ বিধান করিলেন, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোকনিবাসী মুনিগণের সেই গর্জ্জন শ্রবণে সকল দুঃখ দূরীভূত হইল, তাঁহারা বেদত্রয়োক্ত দিব্য মন্ত্রদ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বেদবিতান মূর্ত্তি ( বেদগণ-স্তুত বরাহমূর্ত্তি ) ব্রহ্মাদি দেবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

বিরাট্ বরাহরূপধারী সেই ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ যজ্ঞেশ্বররূপ হইয়াও পশুর ন্যায় ঘ্রাণের দ্বারা পৃথিবীর

স্থান অন্বেষণ করিবার লীলা করিতে লাগিলেন এবং অতি ভয়ঙ্কর রূপধারী হইয়াও স্তবকারী বিপ্রগণের প্রতি প্রসন্ন নয়নে ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ সলিল-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রসাতলে পৃথিবীকে দর্শন করিলেন এবং নিজ দন্তদ্বারা সেই রসাতলস্থ পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়া রসাতল হইতে উত্থিত হইলেন। তৎকালে (অর্থাৎ পৃথিবীর উদ্ধারণকালে) প্রবল পরাক্রমশালী দৈত্য হিরণ্যাক্ষ সলিলমধ্যে গদা উত্তোলন করিয়া তাঁহার গতিরোধ করিতে উদ্যত হইল। তখন চক্রধারী বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণু অত্যন্ত ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া তাহাকে বধ করিশেন এবং দন্তাগ্র-দ্বারা পৃথিবীকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। কবিবর জয়দেব তাই তাঁহার দশাবতার স্তোত্রমধ্যে বরাহদেবকে স্তব করিয়াছেন—

"বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না
কেশবধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে।"

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেশবই মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি বিভিন্ন রূপ ধারণ পূর্ব্বক লীলা করিয়াছেন। এস্থলে স্বায়ম্ভুব মনুর আবির্ভাবকালে হিরণ্যাক্ষবধ সম্বন্ধে একটি বিচার লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমরা নিম্নে তদ্বিষয়ক 'তথ্য'টি উদ্ধার করিতেছি—

তথ্য ঃ—"লঘুভাগবতামৃত লীলাবতার প্রকরণে ৬-১৭ সংখ্যায় বরাহদেবের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ভাঃ ১।৩।৭, ২।৭।১ শ্লোকেও বরাহদেবের কথা বর্ণিত আছে। লঘুভাগবতামৃত কারিকা বলেন —ব্রাহ্মকল্পে বরাহদেব দুইবার আবির্ভূত হন। তন্মধ্যে প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ব্রহ্মার নাস্যরন্ধ্র হইতে এবং ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথিবী উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষকে বধ করিবার জন্য জল হইতে আবির্ভূত হন। ভাগবতামৃতকারিকা বলেন— উত্তানপাদ-বংশসম্ভূত প্রচেতার পুত্র দক্ষ, সেই দক্ষের কন্যা দিতি, সেই দিতির পুত্রই—হিরণ্যাক্ষ। যে সময়ে আদিবরাহ অবতীর্ণ হন, সেই কল্পারম্ভে স্বায়ম্ভুব মনুরও পুত্র কন্যা হইতে সুতোৎপত্তি হয় নাই, তখন প্রচেতার পুত্র দক্ষ, দক্ষকন্যা দিতি ও দিতিপুত্র হিরণ্যাক্ষ কিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারে? সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের প্রশ্নানুরোধে বরাহদেবের স্বায়ম্ভুব ও চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় উভয় লীলাই একস্থানে বর্ণন করিয়াছেন।"

—ভাঃ ৩।১৩।৩৩-৩৪ তথ্য দ্রষ্টব্য

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও ভাঃ ৩।১৩।৩৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীভাগবতামৃতকারিকা (১৯৯-১০৮) বিচারানুসারে লিখিয়াছেন—"অত্র শ্বেতবরাহকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরারম্ভে ব্রহ্মনাসাত এব শ্বেতবরাহ আবির্ভূয় কেবলং পৃথ্বীমুদ্ধৃত্যৈবান্তরধাত্ততঃ ষষ্ঠে চাক্ষুষমন্বন্তরে পুনরাকস্মিকে প্রলয়ে জলাদেরাবির্ভূয় নীলো বরাহঃ পৃথ্বীমুদ্ধরন্ হিরণ্যাক্ষং জঘানেতি বরাহদ্বয়লীলামেকীকৃত্যৈবাত্র মৈত্রেয়ঃ প্রাহ স্মেতি শ্রীভাগবতামৃত-কারিকাভ্যোহবগন্তব্যম্।"

অর্থাৎ এস্থলে শ্বেতবরাহকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরারম্ভে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে শ্বেতবরাহ মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া কেবলমাত্র পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াই অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন। অতঃপর ষষ্ঠ চাক্ষুষমন্বন্তরে পুনরায় আকস্মিক প্রলয়কালে জলাদি হইতে আবির্ভূত হইয়া নীলবরাহরূপে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার সময়ে হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন, সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী বিদূরসমীপে মুনিবর মৈত্রেয় দুই বরাহের অবতার-লীলা একসঙ্গে বর্ণন করায় স্বায়ম্ভুব মনুর অবতার-কালেই পৃথিবীউদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষবধ-লীলা একসঙ্গেই সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

ভাঃ ১।৩।৭ শ্লোকে বরাহাবতারের কথা এইরূপ লিখিত আছে—

"দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতল-গতাং মহীম্।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ॥"

অর্থাৎ "সেই বিশ্বের সৃষ্টি অথবা মঙ্গলের জন্য রসাতলপ্রাপ্ত পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই যজ্ঞাদিদেব যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু দ্বিতীয় অবতার বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।"

উক্ত ভাঃ ২।৭।১ শ্লোকেও বরাহদেব-কথা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"যত্রোদ্যতঃ ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় বিভ্রৎ
ক্রৌড়ীং তনুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ।
অন্তর্মহার্ণব উপাগতমাদিদৈত্যং
তং দংষ্ট্রয়াদ্রিমিব বজ্রধরো দদার॥"

"শ্রীব্রহ্মা ( নারদকে ) বলিলেন—ভগবান্ বিষ্ণু ভূতল উদ্ধারের জন্য উদ্যত হইয়া যখন বরাহ শরীর ধারণ করিলেন, তখন মহাসাগরে আগত সেই আদি-দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দন্তদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন।" ( এস্থলেও ভাঃ ৩।১৩।৩৫ শ্লোকের বিশ্বনাথ টীকা দ্রষ্টব্য। )

বেদজ্ঞ মুনিগণ শ্রীভগবান্ বরাহদেবের অনেক স্তব-স্তুতি করিয়া কহিলেন—হে ভগবন্ স্থাবরজঙ্গমের বাসস্থানজন্য আপনা কর্ত্তৃক রসাতল হইতে উত্থিতা জগজ্জননী ধরণীকে সংস্থাপন করুন, আপনি জগতের পিতা, আপনার সহিত মাতা ধরণীকে আমরা নমস্কার করি। আপনি আপনার মায়ার গুণসংযোগ-মোহিত এই সনগ্র জগতের মঙ্গল বিধান করুন। শ্রীভগবান্ তদ্‌ভক্ত ব্রাহ্মণগণের এইরূপ স্তবাদি শ্রবণ করতঃ প্রসন্ন হইয়া পৃথিবীকে জলোপরি সংস্থাপন-পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

"কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ
পুরা কথানাং ভগবৎকথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্॥"
—ভাঃ ৩।১৩।৫২

অর্থাৎ "একমাত্র পশু ব্যতীত পুরুষার্থসারবেত্তা কোন্ ব্যক্তি পূর্ব্ববৃত্তান্তমধ্যে সংসারবিনাশক ভগবৎ-কথামৃত কর্ণাঞ্জলিদ্বারা পান করিতে বিরত হয়?"

উক্ত শ্লোকের বিবৃতিতে পরমারাধ্য প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"মানবের সহিত পশুর অক্ষজজ্ঞানে বিষয়ভোগের সৌসাদৃশ্য আছে। পশুগণ বা মানব-নামের অনুপযুক্ত ব্যক্তিগণ হরিকথা শ্রবণের যোগ্যতা লাভ করেন না। মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতা ও সফলতা এই যে, তিনি হরিকথামৃত সাধুগুরুর মুখে শ্রবণ করিবার অধিকার পান। যে ভাগ্যহীন মানব তাদৃশ সৌভাগ্য-লাভে বঞ্চিত, তাহাকে পশু জানিতে হইবে।" অত্রি বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি, ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
স চৈব তেন পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥"

( অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না, অথচ ব্রহ্ম-সূত্রের গর্ব্ব করে, সেই বিপ্র সেই পাপে পশু বলিয়া উদাহৃত হয়। )

ঠাকুর নরোত্তমও লিখিয়াছেন—

'সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার॥'

কুরুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বিদুর মুনিবর মৈত্রেয়মুখে হরি-কথা শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

"শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য
নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্ গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্॥"
—ভাঃ ৩।১৩।৪

অর্থাৎ "( হে মুনে, ) যাঁহাদের হৃদয়-দেশে ভগবান্ মুকুন্দের পদারবিন্দ বিরাজিত, তাঁহাদের গুণানুবাদ পুনঃ পুনঃ শ্রবণই পুরুষগণের বহু আয়াস-সাধ্য বেদ অধ্যয়নের ফল, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।"

এই শ্লোকটির বিবৃতিতেও প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"হরিবিমুখ মানবগণ স্ব স্ব ভোগপর বিষয়-কথা হৃদয়ে স্থান দেন, কিন্তু জীবের স্বরূপ যাঁহাদের উপলব্ধি হইয়াছে, তাঁহাদের হৃদ্‌গত বৃত্তি সর্ব্বদাই কৃষ্ণানুশীলনে ব্যস্ত। সেইসকল হরিসেবাপর বৈষ্ণবের গুণানুবাদ শ্রবণক্রিয়াই পণ্ডিতগণের একমাত্র বরণীয় ও প্রশংসার্হ। গুরুদাসবৈষ্ণব শ্রীগুরুমুখ হইতে অবহিতচিত্তে উহাই প্রয়োজনজ্ঞানে চিরদিন শ্রবণ করিয়া থাকেন। হরিজনগুণানুবাদ শ্রবণরূপ তদীয়-সেবাতেই মানবের যাবতীয় চেষ্টার একমাত্র সার্থকতা।"

উক্ত শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ১৪শ অধ্যায়ে বিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদে বিদুরের প্রশ্নোত্তরে মৈত্রেয় মুনি কহিতে লাগিলেন—একদিন প্রাচেতস দক্ষকন্যা দিতি নিজ-পতি মরীচিনন্দন কশ্যপসমীপে অসময়ে সন্ধ্যাকালে সন্তানাভিলাষিণী হইয়া স্বামীর কৃপা প্রার্থনা করিলে মহর্ষি কশ্যপ সন্ধ্যা অতিবাহিত হইলে পত্নীর প্রার্থনা পূরণ করিবেন, ইহা বলিলেও পত্নী দিতির আগ্রহাতি-শয্যে কশ্যপ তাঁহার পত্নীর মনোবাসনা পুরণ করিলেন বটে, কিন্তু পত্নীকে জানাইলেন—তাঁহার গর্ভে দুইটি সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে এবং তাহারা অন্য কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। দিতি স্বীয় দুষ্কার্য্যের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্তা হইয়া পতিদেবতার নিকট

প্রার্থনা জানাইলেন, তাহারা ( পুত্রদ্বয় ) যেন শ্রীভগবানের হস্তেই নিহত হয়। দিতির সেই যমজ পুত্রদ্বয়ই—হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যাক্ষ অগ্রে প্রসূত হওয়ায় তিনি জ্যেষ্ঠ হইলেও মহর্ষি কশ্যপের বীর্য্য-নিষেক ক্রমানুসারে হিরণ্যকশিপুই হইলেন জ্যেষ্ঠ। দিতির কাতর প্রার্থনায় মহর্ষি কশ্যপ জানাইলেন—হিরণ্যকশিপুর 'প্রহলাদ' নামক এক মহাভাগবত পুত্র হইবেন, তাঁহার আবির্ভাবে সকলেরই মঙ্গল হইবে। তচ্ছ্রবণে দিতির মনঃকষ্ট অনেকটা প্রশমিত হইল।

অতঃপর ঐ ভাগবত ৩।১৫ অধ্যায়ে উক্ত হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ পুত্রদ্বয়ের জন্মরহস্য বর্ণিত হইয়াছে। দিতি এক শত বর্ষ কাল কশ্যপ ঋষির অমোঘ বীর্য্য ধারণ করিয়া দুইটি মহাভয়ঙ্কর অসুর পুত্র প্রসব করিলেন। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় বিজয়ই চতুঃসন কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ঐরূপ অসুরযোনি লাভ করেন। চতুঃসন অর্থাৎ সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মানসপুত্র। একদা সেই পরমহংস দিগম্বর মুনিগণ বৈকুণ্ঠপতি শ্রীভগবান্ নারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনার্থ বৈকুণ্ঠধামে গমনপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠের ছয়টি কক্ষদ্বার অতিক্রম করতঃ সপ্তম কক্ষদ্বার অতিক্রম করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে তত্রস্থ দুইজন গদাধারী দ্বাররক্ষক দিগম্বর মুনিগণকে উপহাসপূর্ব্বক বেত্র উত্তোলন করিয়া প্রবেশ করিতে বাধা দিলেন। শ্রীনারায়ণ-চিন্তামগ্ন মুনিগণ সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রিয়তম শ্রীহরির দর্শনেচ্ছা প্রতিহত হইবার জন্য রোষকষায়িতনেত্রে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন—শ্রীভগবানের মহতী পরিচর্য্যাপ্রভাবে বৈকুণ্ঠলোক লাভ করিয়া যে সকল ভগবদ্ভজনপরায়ণ ও সমদর্শী পুরুষ এই ধামে বাস করিতেছেন, তোমরাও তাঁহাদেরই মধ্যে দুইজন, কিন্তু তোমাদের এরূপ বিষম স্বভাব কেন? ভগবান্ শ্রীহরি প্রশান্ত পুরুষ, তাঁহার ত' কোনও শত্রু নাই। তোমরা নিজেরাই কপট, তজ্জন্য আত্মদৃষ্টান্তে অপর সাধুগণকেও কপট মনে করিতেছ। এই বৈকুণ্ঠরাজ্যে ভগবদ্ভক্তগণ ব্যতীত অন্য কেহই আসিতে পারে না, সুতরাং এরূপ শঙ্কা করিবার অবসর কোথায়? অতএব হে পরমেশ্বর বৈকুণ্ঠনাথের ভৃত্যদ্বয়, তোমাদের সম্যক্ মঙ্গল বিধানার্থই এই অপরাধের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত আমরা চিন্তা করিতেছি। ভেদদর্শনরূপ অপরাধনিবন্ধন তোমরা সেই পাপীয়সী লোকসমূহে গিয়া জন্মগ্রহণ কর, যে স্থানে কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই (গীতোক্ত) রিপুত্রয় বর্ত্তমান। [ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ।।"
—গীঃ ১৬।২১

অর্থাৎ "আত্মনাশি নরকদ্বার তিন প্রকার—অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ। সুতরাং উত্তমলোক-সকল ঐ তিনটি পরিত্যাগ করিবেন।" ]

মুনিগণের এইরূপ বাক্যকে বিষ্ণুর উভয় অনুচরই অতিভয়ঙ্কর অনিবার্য্য ব্রহ্মশাপজ্ঞানে অতি কাতরভাবে মুনিগণের পদধারণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—হে মুনিগণ, আপনারা আমাদের ন্যায় পাপিদ্বয়ের প্রতি উপযুক্ত দণ্ডই বিধান করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের একটি প্রার্থনা—আমাদের পাপযোনিতে ভ্রমণকালে যেন ভগবৎস্মৃতি প্রতিঘাতক কোন মোহ উপস্থিত না হয়।

এদিকে শ্রীভগবান্ নিজভৃত্যদ্বয়ের মহদতিক্রম-রূপ অপরাধ জানিতে পারিয়া নগ্নপদে মা লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ পদব্রজে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনিগণ তাঁহাদের আরাধ্যদেবতাকে সহসা সমাগত দেখিয়া আনন্দাতিশয্যে অনিমিষনেত্রে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। মুনিগণ দেখিতেছেন—শ্রীনারায়ণ পীতবসন পরিহিত, তদুপরি কটিভূষণ বিরাজিত, বক্ষঃস্থলে বনমালা ও মণিবন্ধে বলয় সুশোভিত, বামহস্ত প্রিয়তম গরুড়ের স্কন্ধদেশে স্থাপিত এবং দক্ষিণ হস্তে লীলাকমল ঘূর্ণায়মান। শ্রীনারায়ণের গণ্ডস্থল অত্যুজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডলভূষিত এবং মস্তক অপূর্ব্ব মণিময় কিরীটে সুশোভিত। তাঁহার বাহুচতুষ্টয়ের মধ্যস্থিত বক্ষঃস্থল পরমসুন্দর লম্বিত হারে এবং কণ্ঠদেশ কৌস্তুভ মণিতে শোভিত ছিল, মুনিগণ মহালক্ষ্মীসহ শ্রীনারায়ণের অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে আত্মহারা হইয়া পরমানন্দ-ভরে মস্তক বিলুণ্ঠিত করতঃ প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন।

"তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্র-তুলসীমকরন্দবায়ুঃ ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥"

—ভাঃ ৩।১৫।৪৩

অর্থাৎ "সনকাদি মুনিগণ পদ্মপলাশলোচন শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিলেপর ভগবানের শ্রীচরণকমলের কেশরের সহিত সংলগ্ন তুলসীপত্রের গন্ধযুক্ত বায়ু মুনিগণের নাসারন্ধ্রযোগে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন সেই মুনিবৃন্দের চিত্তে অতিশয় হর্ষ এবং গাত্রে পুলক উৎপন্ন করিল।"

"জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি ব্রহ্মময় ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন ।
গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২৪

( ক্রমশঃ )

# সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

## পরাশর ঋষি

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ]

পরাশর ঋষি শ্রীবশিষ্ঠপুত্র শ্রীশক্তির ঔরসে এবং অদৃশ্যন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

'পরাসুঃ স যতস্তেন বশিষ্ঠঃ স্থাপিতো মুনিঃ ।
গর্ভস্থেন ততো লোকে পরাশর ইতি স্মৃতিঃ ॥'

—মহাভারত ১।১৭৬।৩

'পরাসোরাশাসনমবস্থানং যেন স পরাশরঃ, আঙ্ পূর্ব্বাচ্ছাসতেঃ উরন্।' ( নীলকণ্ঠ )

'ইনি যে সময়ে গর্ভে অবস্থিতি করেন, সেই সময় বশিষ্ঠ মৃত্যু ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এইজন্য ইঁহার পরাশর নাম হয়।'

পরাশর ঋষি সম্বন্ধে মহাভারতে আদি পর্ব্ব ১৭৫ অধ্যায় হইতে ১৮২ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম বিশ্বকোষে এইরূপভাবে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"মহর্ষি বশিষ্ঠের শত পুত্রের মধ্যে শক্তি জ্যেষ্ঠ পুত্র। অদৃশ্যন্তীর সহিত ইঁহার শুভ পরিণয় হয়। একদা শক্তি অরণ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় ইক্ষ্বাকুবংশীয় কল্মাষপাদ নামে এক রাজা মৃগয়ায় অতিশয় শ্রান্ত হইয়া শক্তি যে স্থলে বিচরণ করিতেছিলেন, সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পথ অতি সঙ্কীর্ণ, একজনের বেশী কেহ ইহাতে গমন করিতে পারে না। রাজা শক্তিকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। শক্তি রাজাকে পথ ছাড়িয়া দিলেন না। এই লইয়া দুইজনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। নৃপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মোহবশে রাক্ষসের ন্যায় তাঁহাকে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। শক্তি প্রহারে অভিহত ও ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া সেই ভূপালকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন—'আমি তাপস, তুমি আমাকে রাক্ষসের ন্যায় প্রহার করিলে, এই কারণে তুমি অদ্যাবধি রাক্ষস হইবে।' পুনরায় ভূপতি অন্য আর এক জন ঋষি কর্ত্তৃক এইরূপ শাপাভিভূত হন। শাপাভিভূত ভূপতি তৎক্ষণাৎ রাক্ষস হইয়া প্রথমেই শক্তিকে ভক্ষণ করিলেন। এইরূপে ক্রমে বশিষ্ঠের শতপুত্র বিনষ্ট হইল।

বশিষ্ঠের শতপুত্র নাশ বিশ্বামিত্রের কৌশলেই হইয়াছিল।* বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া স্বশরীরপাতের জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তখন পুনরায় আশ্রমে প্রত্যাবৃত হইতে লাগিলেন। পশ্চাদ্দিকে হঠাৎ বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে

* পুরাণান্তরে এইরূপ কথিত হয় বিশ্বামিত্র যোগবলে একটি নরঘাতক রাক্ষসকে রাজা কল্মাষপাদের দেহে প্রবেশ করাইয়া তদ্দ্বারা বশিষ্ঠের শতপুত্র ভক্ষণ করান। বিশ্বামিত্রের শাপে ঐ শতপুত্র সাতশতজন্ম পতিত সমাজবাহ্য জাতিরূপে জন্মগ্রহণ করে।

বেদধ্বনি করিতেছে?' তখন অদৃশ্যন্তী কহিল, 'আমি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ অদৃশ্যন্তী। আপনি যে বেদ-ধ্বনি শুনিয়াছেন, তাহা আমার গর্ভস্থ দ্বাদশবর্ষীয় পুত্রের জানিবেন।' তখন বশিষ্ঠদেব অদৃশ্যন্তীর গর্ভে এক সন্তান আছে জানিয়া পরমাহলাদিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে এক রাক্ষস আসিয়া অদৃশ্যন্তীকে আক্রমণ করিল, বশিষ্ঠদেব তাহাকে মন্ত্রদ্বারা জলপ্রোক্ষণ করিলেন, ইহাতে তাহার শাপ বিমোচন হইল। ইনিই ইক্ষ্বাকুবংশীয় কল্মাষ-পাদ।

অদৃশ্যন্তী আশ্রমে প্রত্যাবৃত হইয়া শক্তির ন্যায় শক্তির বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন। বশিষ্ঠদেব স্বয়ং তাহার জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সম্পাদন করিলেন। ঐ পুত্র যে সময় গর্ভস্থ ছিল, সেই সময় বশিষ্ঠদেব পরাসু অর্থাৎ জীবন বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, এজন্য এই পুত্র পরাশর নামে খ্যাত হন। পরাশর জন্মাবধি বশিষ্ঠকেই পিতা বলিয়া জানিতেন। একদা তিনি মাতা অদৃশ্যন্তীর সমক্ষে বশিষ্ঠকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন। অদৃশ্যন্তী ইহা শুনিয়া সজলনয়নে তাহাকে কহিলেন, পুত্র, তুমি যাহাকে পিতা বলিয়া জানিতেছ, ইনি তোমার পিতা নহেন, পিতামহ। বনমধ্যে এক রাক্ষস তোমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে। পরাশর এইকথা শুনিয়া সর্ব্বলোক সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বশিষ্ঠ তাহাকে এইরূপ সকল লোক বিনাশকরণে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া অনেক প্রবোধবাক্যে এই পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পরাশর সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না, ক্রোধ সম্বরণও করিলেন না। অনন্তর তিনি এক রাক্ষসসত্রের অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি শক্তির বিনাশ স্মরণ করিয়া আবালবৃদ্ধ সকল রাক্ষসকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেব তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া এইবার আর কিছুই নিষেধ করিলেন না। ক্রমে রাক্ষসসকল দগ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর পুলস্ত্য ও পুলহ প্রভৃতি ঋষিগণ পরাশরের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষ হইতে পরাশরকে কহিলেন, 'তাত! যে সকল রাক্ষস তোমার পিতৃবধের কিছুই অবগত নহে, সেই সকল নির্দ্দোষ রাক্ষস বধ করিয়া অনর্থক সৃষ্টির ধ্বংস করিতেছ, এখন আমাদের অনুরোধ, এই ভয়ানক হত্যা হইতে নিবৃত্ত হইয়া যজ্ঞ সমাপন কর। বিশেষতঃ তপস্বিব্রাহ্মণদিগের ইহা ধর্ম্ম নহে, শান্তিই তাহাদের পরমধর্ম্ম। তুমি রোষপরতন্ত্র হইয়া এই ভয়াবহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কেবল আমার প্রজা-বর্গের সমুচ্ছেদ করিতেছ। তোমার পিতাকে যে রাক্ষস ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র দোষ নাই। তোমার পিতা আত্মদোষেই ইহলোক হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। নচেৎ তোমার পিতাকে ভক্ষণ করে রাক্ষসের এরূপ সামর্থ্য কোথায়? বিশ্বামিত্রও কেবল এ বিষয়ে নিমিত্তমাত্র হইয়াছিলেন। তোমার পিতা ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরগণ এবং রাজা কল্মাষপাদ* সকলেই স্বর্গে দেবগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন। তোমার পিতামহ বশিষ্ঠদেব এ সকল বৃত্তান্ত অবগত আছেন। এখন তুমি তোমার যজ্ঞ সমাপন কর, তোমার মঙ্গল হউক।' তখন

* কল্মাষপাদ ঃ—শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধ নবম অধ্যায়ে 'কল্মাষপাদ' সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—সুদাসপুত্র রাজা সৌদাস মদয়ন্তীর স্বামী ছিলেন। এই সৌদাসকে লোকে মিত্রসহ কখনও বা কল্মাষপাদ বলিতেন। ইনি কর্ম্মদোষে নির্ব্বংশ এবং বশিষ্ঠশাপে রাক্ষস হইয়াছিলেন। সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই—সৌদাস মৃগয়ায় গিয়া একজন রাক্ষসকে বধ করেন, কিন্তু তাহার ভাইকে বধ করেন নাই। উক্ত রাক্ষসের ভ্রাতা তাহার ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজার গৃহে পাচকের বৃত্তি অবলম্বন করিল। একদিন বশিষ্ঠ রাজগৃহে আসিলে সেই পাচকরূপী রাক্ষস নরমাংস রন্ধন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিল। যোগৈশ্বর্য্য-শালী বশিষ্ঠ অভক্ষ্য দ্রব্য পরিবেশিত হইতেছে জানিয়া রাজা সৌদাসকে 'তুমি রাক্ষস হও' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। পরে বশিষ্ঠ উক্ত গর্হিতকার্য্য রাক্ষসের দ্বারা হইয়াছে, রাজার দ্বারা হয় নাই বুঝিতে পারিয়া নিরপরাধ রাজার প্রতি অভিশাপ প্রদানরূপ দোষ নিরাকরণের জন্য দ্বাদশ বৎসরব্যাপী ব্রতধারণ করেন। রাজা সৌদাসও জলাঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক বশিষ্ঠকে প্রত্যাভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু রাজপত্নী মদয়ন্তী তাহাতে বাধা দিলেন। রাজা সৌদাস দশদিক্, আকাশ, পৃথিবী সকল স্থান জীবময় দর্শন করিয়া জীবহত্যাভয়ে মন্ত্রপূত জল নিজপদদ্বয়ে নিক্ষেপ করিলেন। এইপ্রকারে সৌদাস রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়া পদে কল্মাষতা ( কৃষ্ণবর্ণতা ) প্রাপ্ত হইলেন। এইহেতু তিনি 'কল্মাষপাদ' এই নাম প্রাপ্ত হইলেন। মিত্রস্বরূপ কলত্র ( স্ত্রী ) বাক্য সহন বা গ্রহণ করায় তাঁহার অপর নাম মিত্রসহ।

পরাশর উঁহাদের আদেশানুসারে যজ্ঞ সমাপন করিলেন এবং সকল রাক্ষসসত্রের জন্য যে অগ্নি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে মহারণ্যে পরিত্যাগ করিলেন। তথায় সেই বহ্নি অদ্যাপি প্রতিপর্ব্বে রাক্ষস, বৃক্ষ ও প্রস্তরসকল দগ্ধ করিয়া থাকে।"

এই পরাশর ঋষি হইতে বেদবিভাগ-কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনির আবির্ভাব হয়।

'ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ ॥'
—ভাঃ ১।৩।২১

'তৎপরে ভগবান্ শ্রীহরি সপ্তদশাবতারে মানবকুলকে অল্পপ্রজ্ঞ দেখিয়া পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে অবতীর্ণ হইয়া মানবের কল্যাণের নিমিত্ত বেদবৃক্ষের বিভিন্ন শাখা বিস্তার করিয়াছিলেন।'

পরীক্ষিৎ মহারাজ অভিশপ্ত হইয়া যেকালে গঙ্গার তটবর্ত্তী শুকরতলে আসিয়া প্রায়োপবেশনব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, স্বয়ং তীর্থস্বরূপ যে সকল সাধুগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতম পরাশর ঋষি। ভাগবত প্রথম স্কন্ধে ১৯শ অধ্যায়ে ৯ ও ১০ শ্লোকে উল্লিখিত সাধুগণের নাম—অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, গাধিতনয় বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, সুবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবষ, কুম্ভযোনি অগস্ত্য, দ্বৈপায়নবেদব্যাস ও নারদ।

'বিচিত্রবীর্য্যশ্চাবরজো নাম্না চিত্রাঙ্গদো হতঃ।
যস্যাং পরাশরাৎ সাক্ষাদবতীর্ণো হরেঃ কলা ॥'
—ভাঃ ৯।২২।২১

'চিত্রাঙ্গদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য। চিত্রাঙ্গদ চিত্রাঙ্গদ-নামধারী জনৈক গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক নিহত হন। উক্ত দাসকন্যা সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে ভগবদংশ-সম্ভূত বেদপ্রবর্তক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সংজ্ঞক বেদব্যাস আবির্ভূত হন।'

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৪৮, ৪৯ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীহরি বৈবস্বত মন্বন্তরে ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রার্থিত হইয়া পরাশর মুনি ও সত্যবতীকে অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনিকে আবির্ভাব করান। বেদব্যাসমুনি বেদশাস্ত্রকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করেন। মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বলিতেছেন—

'সাংখ্যায়নঃ পারমহংস্যমুখ্যো
বিবক্ষমাণো ভগবদ্বিভূতীঃ।
জগাদ সোঽস্মদ্‌গুরবেঽন্বিতায়
পরাশরায়াথ বৃহস্পতেশ্চ ॥
প্রোবাচ মহ্যং স দয়ালুরুক্তো
মুনিঃ পুলস্ত্যেন পুরাণমাদ্যম্।
সোঽহং তবৈতৎ কথয়ামি বৎস
শ্রদ্ধালবে নিত্যমনুব্রতায় ॥'
—ভাঃ ৩।৮।৮-৯

( ভগবান্ সঙ্কর্ষণ সনৎকুমারকে জীবের দুঃখনিবারণকারী ভাগবত শুনাইয়াছিলেন, সনৎকুমার সাংখ্যায়ন মুনিকে শ্রবণ করান।) 'পরমহংসশ্রেষ্ঠ সাংখ্যায়ন মুনি ভগবানের ঐশ্বর্য্যবর্ণনে ইচ্ছুক হইয়া আমাদের গুরুদেব একান্ত অনুগত পরাশর মুনিকে এবং পরে বৃহস্পতিকেও বলিয়াছিলেন। পরমকারুণিক মহর্ষি পরাশর পুলস্ত্য-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়া আমার নিকট এই সনাতন পুরাণ বর্ণন করেন। হে বৎস, তুমি অতি শ্রদ্ধাবান্ এবং আমার নিত্য অনুগত। অতএব আমি এই শ্রীমদ্ভাগবত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি।'

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনির আবির্ভাব সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত দেবীভাগবতেও বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ইতিবৃত্তের সংক্ষিপ্ত সারকথা ঃ—পরাশর ঋষি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সমস্তদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যমুনা পার হইবার জন্য তিনি একজন ধীবরের সাহায্য চাহিলেন। ধীবর কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তাহার কন্যা মৎস্যগন্ধাকে যমুনা পার করিয়া দিবার জন্য বলিলেন। বসুকন্যা মৎসগন্ধা ধীবরের আদেশানুসারে নৌকা চালাইয়া যমুনামধ্যে আসিলে দৈববশতঃ মৎস্যগন্ধার প্রতি পরাশর মুনির প্রীতি জন্মে। মৎস্যগন্ধার শরীরে মৎস্যের দুর্গন্ধ পরিপূর্ণ ছিল। পরাশর মুনির আশীর্ব্বাদে সেই মৎস্যগন্ধা চারুবদনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও যোজনগন্ধা হইলেন। সেই মৎস্যগন্ধার ইচ্ছাক্রমে পরাশর

মুনি দিবসকে কুজ্ঝটিকাময় অন্ধকারাচ্ছন্ন করিলেন। মৎস্যগন্ধাকে পরাশর ঋষি এই বরও প্রদান করিলেন যে তাহার কন্যাব্রত নষ্ট হইবে না, তাঁহার গর্ভে উৎপন্ন পুত্র ( পরাশরের ন্যায়ই ) তেজস্বী ও গুণী হইবে এবং তাহার শরীরের গন্ধ চিরস্থায়ী থাকিবে। মৎস্যগন্ধার সহিত পরাশর ঋষির সম্বন্ধ দৈবকৃত। মৎস্যগন্ধার গর্ভে পরাশর ঋষির ঔরসে শুভ মুহূর্ত্তে বিষ্ণুঅংশসম্ভূত কৃষ্ণদ্বীপে প্রসূত ত্রিভুবন বিখ্যাত পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি আবির্ভূত হইলেন। জন্মগ্রহণ মাত্রই বেদব্যাস মুনি জননীকে গৃহে গমনের জন্য অনুরোধ করিলেন এবং জননীকে এইরূপ বলিলেন যখনই তিনি পুত্রকে স্মরণ করিবেন তখনই পুত্র ( বেদব্যাস মুনি ) তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবেন। বেদব্যাস মুনি জন্মগ্রহণ করিয়াই তপস্যায় নিরত হইলেন।

পরাশর ঋষি একটি সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, উক্ত সংহিতার নাম 'পরাশর সংহিতা'। উক্ত সংহিতায় কলিযুগের কর্ত্তব্যসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

'কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমস্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পরাশরস্মৃতঃ॥'

'সত্যযুগে মনূক্ত ধর্ম্মই প্রধান, ত্রেতাযুগে গৌতম, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিত এবং কলিযুগে একমাত্র পরাশরের মতই গ্রহণীয়। এই সংহিতায় ১২টি অধ্যায়।*

# হে আমার প্রভু

[ ডঃ নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ]

(প্রভু) (যেন) নয়ন ভরিয়া, তোমার মূরতি,
বিভোর হইয়া দেখি।
আন কোন রূপে, মজে নাকো মন,
দৃষ্টি না পড়ে ফাঁকি॥
দুটি হাত রত, পুষ্পচয়নে,
তোমার পূজার লাগি'।
তব লীলাকথা, রচনা করিতে,
হৃদয় রহুক জাগি'॥
কৃষ্ণ মন্ত্রে, রসনা নৃত্য,
করে যেন অবিরত।
মত্ত আবেশে, পুলকিত হিয়া,
জুড়ায় মনের ক্ষত॥
গ্রহণ করুক, নাসিকা আমার,
(তব) চরণ-পুষ্প-গন্ধ।
বিকশিত হোক, মম অন্তর,
ঘুচায়ে মায়ার বন্ধ॥
কলুষ-নাশক, হরে কৃষ্ণ নাম,
শুনিতে থাকুক কর্ণ।
নিখিল ভুবনে, শুধু গীত হোক,
'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' বর্ণ॥
তব পদ-প্রান্তে, মাথা নত করি,
অবলুণ্ঠিত দেহ।
চরণ-ধূলায়, ভূষিত অঙ্গ,
লভুক পরম শ্রেয়॥
দুর্লভ দেহ, ইন্দ্রিয় সহ,
(হে) কৃষ্ণ করেছ দান।
তোমারি পূজায়, তোমারি সেবায়,
করিতে চাহি যে দান॥
বাহির পৃথিবী, ডাকে বারবার,
হেরিব না কোন দিন।
হে প্রিয় আমার, হে প্রভু আমার,
(জাগো) অন্তরে নিশিদিন॥
(কর) সকল বাসনা ক্ষীণ॥

* প্রথম অধ্যায়—যুগভেদে ধর্ম্মাদি ভেদ কথন, (২) আচারধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্মাদি কথন (৩) অশৌচ ব্যবস্থা ও বিবাহবিধি (৪) প্রায়শ্চিত্ত মত, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও কুশপুত্তলিকা কথন (৫) প্রাণিদণ্ড প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা (৬) প্রাণিবধ প্রায়শ্চিত্ত কথন (৭) দ্রব্যশুদ্ধি প্রভৃতি (৮) গোবধাদি প্রায়শ্চিত্ত (৯) গোবধ অপবাদ প্রভৃতি (১০) অগম্যাগমনাদি প্রায়শ্চিত্ত (১১) অমেধ্য ভক্ষণাদি প্রায়শ্চিত্ত (১২) প্রায়শ্চিত্তাঙ্গ স্নানভেদাদি

পরাশর সংহিতায় বক্তা পরাশর, শ্রোতা মুনিগণ।

# বিরহ-সংবাদ

**শ্রীমতী রাণী মিত্র, মাণিকতলা, কলিকাতা** ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতা দীক্ষিতা শিষ্যা কলিকাতা সহরের মাণিকতলানিবাসী শ্রীমতী রাণী মিত্র ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ৬ ফাল্গুন ( ১৪০০ বঙ্গাব্দ ), ১৯ ফেব্রুয়ারী ( ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ ) শনিবার শুক্লাষ্টমী তিথিবাসরে স্বধাম প্রাপ্তা হন। ইনি ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীল গুরুদেবের নিকট হরিনাম ও মন্ত্রে দীক্ষিতা হন। ইনি বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবায় রুচিবিশিষ্টা এবং রন্ধনাদি সেবায় পারঙ্গতা ছিলেন। ইনি শেষ বয়সে খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িলে রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালেই স্বধামপ্রাপ্তা হন। তাঁহার শেষকৃত্য কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সাধুগণ অনেকেই সংকীর্ত্তনসহ গিয়াছিলেন। বৈষ্ণববিধানমতে তাঁহার শ্রাদ্ধকৃত্য শ্রীমঠে ১৭ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ বুধবার শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব তিথিতে শ্রীব্যাসপূজাবাসরে সুসম্পন্ন হয়। তাঁহার স্বধামগতা আত্মার নিত্যকল্যাণের জন্য প্রার্থনা জানান হইতেছে।

**শ্রীবলদেব দাসাধিকারী ( শ্রীবজ্রাঙ্গ সিং ), হায়দরাবাদ ( অন্ধ্রপ্রদেশ )** ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থশিষ্য শ্রীবলদেব দাসাধিকারী প্রভু অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদ সহরে আলিয়াবাদস্থিত নিজগৃহে সজ্ঞানে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে বিগত ৬ ফাল্গুন ( ১৪০০ বঙ্গাব্দ ), ১৯ ফেব্রুয়ারী ( ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ ) শনিবার শুক্লা নবমীতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের তিরোভাব তিথিতে অপরাহ্ণ ৫-৩০ ঘটিকায় স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী ( শ্রীজি চন্দ্রাইয়া ), শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস ( শ্রীকরুণাকর ), শ্রীমধুমঙ্গল দাস প্রভৃতি মঠাশ্রিত ভক্তগণ এবং শ্রীমহেন্দ্র আগরওয়াল ও ডাক্তার সি-পি গুপ্তা প্রভৃতি শ্রীবলদেব দাস প্রভুর পরিচিত বন্ধুগণ তাঁহার আলিয়াবাদস্থ গৃহে উপনীত হন। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে স্নান ও দ্বাদশ অঙ্গে তিলক করাইয়া দিলে সকলে সংকীর্ত্তন সহযোগে পুরাণাপুর শ্মশানঘাটে উপনীত হইয়া তাঁহার শেষকৃত্য যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন করেন। শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারীও বিরহবেদনা জ্ঞাপনের জন্য তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন। শ্রীমহেন্দ্র আগরওয়াল, শ্রীমোহন ও শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ বলদেব দাস প্রভুর পুত্র গোপালকে সঙ্গে লইয়া পাণ্ঢারপুরে যান এবং চন্দ্রভাগা নদীতে অস্থি সমর্পণ করেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৭০ বৎসর। ইনি শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের নিকট ইং ১৯৬৪ সালে ২৮ মার্চ্চ গৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল শ্রীবজ্রাঙ্গ সিং। ইঁহার দীক্ষানাম শ্রীবলদেব দাসাধিকারী। ইনি স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিন পুত্র ( শ্রীপ্রকাশ, শ্রীরাজু ও শ্রীগোপাল ) এবং তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। হিসাব-সংরক্ষণে পারঙ্গতি থাকায় ইনি মঠের হিসাব-লিখনে নিযুক্ত ছিলেন।

ইনি মঠের প্রচারকার্য্যে এবং মঠের বিবিধ সেবায় আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রীতির ভাজন হইয়াছিলেন। হায়দরাবাদ মঠের সমস্ত উৎসবানুষ্ঠানে ইনি সক্রিয়ভাবে যোগ দিতেন। ইনি মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি বিশেষভাবে প্রীতিযুক্ত ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

ইঁহার পারলৌকিককৃত্য একাদশাহে ১ মার্চ্চ গৃহে এবং শ্রীমঠে ৩ মার্চ্চ বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইঁহার বিরহোৎসবে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ বলদেব দাস প্রভুর গৃহে পদার্পণ করতঃ গৃহের সকলকে হরিকথামৃত পরিবেশনের দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন।

ইঁহার ন্যায় একজন নিষ্কপট বন্ধুকে হারাইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই অত্যন্ত বিরহসন্তপ্ত।

## ইং ১৯৯৪ সালে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গৌরপূর্ণিমা-তিথিবাসরে (১৩ চৈত্র, ১৪০০ ; ২৭ মার্চ্চ, ১৯৯৪ রবিবার ) গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল গুণানুসারে

দ্বিতীয় বিভাগ

(১) কুমারী ঝর্ণা পণ্ডিত, নবদ্বীপ
(২) শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী, নিমুয়াগাওঁ, বরপেটা ( আসাম )
(৩) শ্রীসনন্দন দাস, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আগরতলা
(৪) শ্রীসুনীতি দত্ত, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর ( নদীয়া )
(৫) শ্রীমতী চন্দনা মেধি, নিমুয়াগাওঁ ( আসাম )
(৬) শ্রীমতী মামণি দাস, সরভোগ ( আসাম )

তৃতীয় বিভাগ

(৭) শ্রীমতী মাধবী-দেবী, জম্মু
(৮) শ্রীমতী গঙ্গারাণী দেবী, জম্মু

## পশ্চিমবঙ্গে—যশড়া-চাকদহ, বারাসত, মালদহ, শিলিগুড়ি ও বাঁকুড়ায় এবং আসামে—তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গুয়াহাটী ও সরভোগে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ও তৎসমভিব্যাহারে শ্রীমঠের বিশিষ্ট প্রচারকবৃন্দ

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশী-র্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীমঠের বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারী প্রচারকবৃন্দসহ পশ্চিমবঙ্গে ও আসামের বিভিন্ন স্থানে শুভ পদার্পণ করতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী বিপুলভাবে প্রচার করেন। চাকদহ-যশড়া গ্রামে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে বার্ষিক উৎসবে শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহাবাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ( শ্রীঅমরেন্দ্র ), শ্রীঅচিন্ত্য-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগিরি-ধারী দাস ও শ্রীসনন্দন দাস। বারাসতে প্রচারে ছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহা-রাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ গোপাল দাস প্রভু, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্ম-চারী, শ্রীভূতভাবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকমলাকান্ত দাস, শ্রীগোবিন্দ দাস ও ইস্কন প্রতিষ্ঠানের একজন ব্রহ্ম-চারী। মালদহ-চাঁচলে, শিলিগুড়িতে ও আসামে প্রচারানুকূল্য করিয়াছেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহা-রাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরগোপাল

দাস। শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী চাঁচলে পৌঁছিবার পর অসুস্থ হইয়া পড়িলে পরদিন কলিকাতায় ফিরিয়া যায়। গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ শিলিগুড়িতে প্রচার-পার্টির সহিত যোগ দিয়াছিলেন। আসামে প্রচারে কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ্ দামোদর মহারাজ উক্ত মঠের সেবক শ্রীঅচ্যুত-কৃষ্ণ দাসাধিকারী ( শ্রীঅজিত বিশ্বাস ) সহ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ যোগদান করেন। বাঁকুড়া প্রচারের প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ ও শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী (বড়) কলিকাতা হইতে অগ্রিম তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের কলিকাতা হইতে বাঁকুড়া যাত্রাকালে শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী পুনঃ প্রচারপার্টিতে যোগ দেয়। সরভোগ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ তেজপুর মঠের বার্ষিক উৎসবের প্রারম্ভে উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আসামে প্রচারে শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ দাস, শ্রীজীবেশ্বর দাস, শ্রীমুকুন্দবিনোদ দাস, শ্রীপুরুষোত্তম দাস প্রভৃতি ব্রহ্মচারী সেবকগণ এবং গোলাঘাটের শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীথানেশ্বর দাসাধিকারী ও বজালী অঞ্চলের শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীরাধামোহন দাস প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণও যোগ দিয়াছিলেন।

আসাম প্রদেশে তেজপুর, গোয়ালপাড়া ও সরভোগ মঠত্রয়ে বহু ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

**শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট ( শ্রীজগন্নাথ মন্দির ), যশড়া, নদীয়া** ঃ— অবস্থিতি ঃ—২৮ পৌষ ( ১৪০০ ), ১৩ জানুয়ারী (১৯৯৪) বৃহস্পতিবার এবং তৎপরদিবস শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব তিথি এবং শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথিবাসরে।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ-সহ মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত প্রদত্ত মারুতি ভ্যানযোগে ও অন্যান্য সকলে ট্রেনযোগে ২৮ পৌষ পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা হইতে যশড়া শ্রীপাটে আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীমায়াপুর হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ মঠের সেবক-সহ যশড়া শ্রীপাটের বার্ষিক উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া যশড়া গ্রামের ও চাকদহ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শ্রীপাটে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ফিরিয়া আসে। শ্রীমঠের আচার্য্য গুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে পরবর্ত্তিকালে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। যশড়া গ্রামের বালক-বালিকা এবং নরনারীগণ বিপুল উৎসাহে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় এবং পরদিবস পূর্ব্বাহ্নকালীন ও রাত্রির সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর পূতচরিত্র ও শিক্ষা বিষয়ে আলোচনামুখে ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

২৯ পৌষ, ১৫ জানুয়ারী শুক্রবার শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব তিথিতে মধ্যাহ্নে অনুষ্ঠিত বার্ষিক মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুতদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনীলমাধব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতারিণী দাস, শ্রীবলরাম দাস ( যশড়া ), শ্রীমোহিনীমোহন দাস প্রভৃতি স্থানীয় মঠের সেবকগণের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসার্হ।

**বারাসত ( উত্তর ২৪ পরগণা )** ঃ—১০ মাঘ, ২৪ জানুয়ারী সোমবার

শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী ( শ্রীঅতুল কৃষ্ণ সাহা ) ও শ্রীসুমঙ্গল দাসাধিকারী ( শ্রীসিদ্ধেশ্বর সাহা ) মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তদ্বয়ের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব মঠের সাধুগণ সমভিব্যাহারে বারাসতে শুভ পদার্পণ করতঃ শ্রীসুমঙ্গল দাসাধিকারীর গৃহে আয়োজিত অপরাহ্নকালীন ধর্ম্মসভায় ভক্তগণের সমাবেশে

শুদ্ধভক্তির মহিমা কীর্ত্তনমুখে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসুমঙ্গল দাসাধিকারী মধ্যাহ্নে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। বহু নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হন। শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারীর প্রার্থনায় তাঁহার গৃহেও শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। সস্ত্রীক শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী এবং সস্ত্রীক শ্রীসুমঙ্গল দাসাধিকারী ও তাঁহাদের পরিজনবর্গের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে উৎসাহ এবং বৈষ্ণবসেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ। ইঁহারা ইতঃপূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মাসাধিকব্যাপী দ্বাদশবনাত্মক শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় ব্রজের বিভিন্ন নিবাসস্থানে অবস্থান করতঃ যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট ভক্তদ্বয় বিশেষভাবে প্রার্থনা করিয়াছেন ভবিষ্যতে বারাসত অঞ্চলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে অধিক সময় ও সুযোগ তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে।

**চাঁচল ( মালদহ )**ঃ—মালদহ জেলার অন্তর্গত চাঁচলনিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারী চাঁচলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের শুভ পদার্পণ উপলক্ষে ২১ মাঘ ( ১৪০০ ), ৪ ফেব্রুয়ারী ( ১৯৯৪ ) শুক্রবার হইতে ২৩ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত স্থানীয় হিন্দু হোষ্টেলের পশ্চাতে স্বীয় বাসভবনের অন্তর্গত প্রাঙ্গণে দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন করেন। শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারী কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সদলবলে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ৩ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার গৌড় এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ পরদিন প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় মালদহ ষ্টেশনে পৌঁছেন। শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারীর পুত্র শ্রীসুজিত ঘোষ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সকলে মালদহ হইতে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে সামসি ষ্টেশনে নামিয়া মিনি ট্রাকযোগে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় চাঁচলে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধীকারীর ১৷৷ ফার্লং এর মধ্যে নির্ম্মিত দুইটী দ্বিতল এবং একটি ত্রিতল বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণ অবস্থান করেন।

সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে বক্তব্য বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল 'দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার', 'মানবজাতির ঐক্যবিধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' এবং 'যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন'। শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ ভাষণ ব্যতীত প্রত্যহ বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

৫ ফেব্রুয়ারী শনিবার মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ ভোগরাগ আরাত্রিকান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় সভামণ্ডপ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া চাঁচল সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা দিয়া স্থানীয় রাজবাড়ীর মন্দির পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় সভামণ্ডপে ফিরিয়া আসে। নগর-সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীল আচার্য্যদেবের পরে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী।

শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারী, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পুত্র শ্রীসুজিত ঘোষ এবং অন্যান্য পরিজনবর্গ বিষ্ণুবৈষ্ণব সেবার জন্য নিষ্কপটভাবে যত্ন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

**শিলিগুড়ি ( দার্জ্জিলিং )**ঃ—শিলিগুড়ি সহরের দেশবন্ধুপাড়াস্থিত শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিলয় সজ্জন মহারাজের সন্ন্যাসী শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিনিলয় জনার্দ্দন মহারাজের প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব শিলিগুড়িতে প্রচার প্রোগ্রাম করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিলয় সজ্জন মহারাজ তাঁহার প্রকটকালে তাঁহার শিলিগুড়িস্থ মঠে আসিবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবকে পত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেব নিজ প্রতিষ্ঠানের সেবাকার্য্যে এবং প্রচারে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় তৎকালে যাইতে পারেন নাই। শ্রীমদ্ভক্তিনিলয় সজ্জন মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবের জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছা পূর্ত্তির জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠে একবার যাওয়া সমীচীন মনে করায় তথায় যাওয়া স্থির হয়। কিন্তু দৈব অনুকূল

না হওয়ায় তথায় প্রচারে কিছু বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। ৭ ফেব্রুয়ারী মালদহ ষ্টেশন হইতে শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে Sleeper Coachএ বার্থ রিজার্ভ ছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সেদিন বাতিল হওয়ায় বিভ্রাট উপস্থিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত দিবস চাঁচল হইতে সাধুগণ সমভিব্যাহারে ম্যাটাডোরযোগে পূর্ব্বাহ্ন ৯-২০ মিঃ-এ রওনা হইয়া মালদহ ষ্টেশনে ১১-২০ মিঃ-এ পৌঁছিয়াছিলেন। মালদহ ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টারের সহিত পরামর্শান্তে তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসে ৩টি ফার্ষ্ট ক্লাস এবং ৭টি সাধারণ টিকেট খরিদ করা হয়। শিলিগুড়িনিবাসী রেলের অফিসার শ্রীল আচার্য্যদেবের সুপরিচিত শ্রীনিবারণ চন্দ্র বর্ম্মণের ( C.T.T.I. ) সহিত সাক্ষাৎকার হইলে সকলেই উল্লসিত হন। তিনি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত ষ্টেশনে থাকিয়া ট্রেনে উঠিতে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। সাধুগণ মালদহ ষ্টেশনে প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৮ ফেব্রুয়ারী প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় নিউ-জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে সকলে পৌঁছেন। শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠে যাইয়া সংবাদ দিলে গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ ও নরোত্তম গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিনিলয় জনার্দ্দন মহারাজ শিলিগুড়ি ষ্টেশনে আসিয়া দুইটী মারুতিকারে সাধুগণকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা বলিলেন তাঁহারা পূর্ব্বদিবস সাধুগণকে মঠে লইবার জন্য একটি বাস রিজার্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস বাতিল হওয়ায় তাঁহাদের ব্যবস্থাতেও বিভ্রাট উপস্থিত হয়। উক্ত দিবস শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে অপরাহ্নে আয়োজিত ধর্ম্মসভায় বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রদত্ত দীর্ঘ ভাষণের পর তথায় বক্তৃতা করেন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শক্তিগড়স্থ মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। পরদিন প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইবার প্রোগ্রাম বিজ্ঞাপিত ছিল। কিন্তু প্রবল বর্ষা হওয়ায় নগর-সংকীর্ত্তন স্থগিত হয়। এমনকি সহরের জজরিয়া মার্কেটে মারোয়াড়ী মহল্লায় বিজ্ঞাপিত বিশেষ অধিবেশনও প্রবল বর্ষণফলে হইতে পারে নাই।

১০ ফেব্রুয়ারী প্রাতে বর্ষাসিক্ত রাস্তা দিয়াই নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা মঠ হইতে বাহির হইয়া সহর পরিভ্রমণ করে। ৯ ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে শ্রীনিবারণ চন্দ্র বর্ম্মণের গৃহে ও পরদিবস স্বধামগত যমুনাবিহারী দাসাধিকারীর গৃহে পাঠকীর্ত্তন ও মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে দেশবন্ধুপাড়াস্থিত শ্রীসুকুমার রায়ের গৃহে ও শ্রীঅনিল পালের গৃহে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ প্রচার-পার্টীর সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

বহুদিন বাদে মঠের পুরাতন বন্ধুদ্বয়—শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত গৃহস্থশিষ্য শ্রীমদ্ মোহিনীমোহন দাসাধিকারীর ( শ্রীমতি প্রভুর ) এবং শ্রীল গুরুদেবের বিশেষ প্রীতিভাজন এড্ভোকেট শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎকার হওয়ায় শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ যারপরনাই আনন্দ লাভ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার গুরুদেবের প্রকটকালে শ্রীল গুরুদেব-সমভিব্যাহারে শিলিগুড়িতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারোদ্দেশ্যে যাইয়া একাধিকবার ফণীবাবুর বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

১০ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে শিলিগুড়ি হইতে গুয়াহাটী যাত্রার জন্য Sleeper Coach বার্থ রিজার্ভ ছিল। সেদিনও বিভ্রাট হয়। ভারত বন্ধ ঘোষণা করায় ষ্টেশন পর্য্যন্ত মালপত্র লইয়া কিভাবে যাওয়া যাইবে তদ্বিষয়ে চিন্তার বিষয় হয়। স্কুটার যাইতে না চাহিলে শ্রীল আচার্য্যদেব নিরুপায় হইয়া অন্ততঃ টিকেটগুলি ফেরৎ দিবার জন্য ষ্টেশনের দিকে পদব্রজে চলিতে থাকিলে পরে স্কুটার অধিক পয়সায় যাইতে স্বীকৃত হয়। শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ ৩ কিলোমিটার দূরবর্ত্তী শিলিগুড়ি ষ্টেশনে পৌঁছিবার জন্য পদব্রজে রওনা হন। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠের

শ্রীমদ্ভক্তিনিলয় জনার্দ্দন মহারাজ চার-পাঁচগুণ মূল্য দিয়া রিক্সা স্কুটারাদিতে সাধুগণকে কোনও প্রকারে মালপত্রসহ লইয়া ষ্টেশনে পৌঁছেন। সেদিনও কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ৬ ঘণ্টা বিলম্বে রাত্রি ১১টায় আসে। শ্রীমদ্ভক্তিনিলয় জনার্দ্দন মহারাজ পুনঃ মঠে যাইয়া সাধুদের জন্য রুটী তরকারী প্রসাদ লইয়া আসেন। শ্রীমদ্ভক্তিনিলয় জনার্দ্দন মহারাজ ও শ্রীমদ্ নিবারণ চন্দ্র বর্ম্মণ মহোদয় বহুপ্রকারে সহায়তা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পরদিন পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় সকলে গুয়াহাটী মঠে পৌঁছেন।

**শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর ( আসাম )**ঃ— শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক, নদীয়া জেলা-সদর কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক এবং মঠের পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ সেবক শ্রীঅচ্যুত-কৃষ্ণ দাসাধিকারী সহ কৃষ্ণনগর মঠ হইতে রওনা হইয়া পূর্ব্বেই গুয়াহাটী মঠে পৌঁছিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ কার্য্য-ব্যপদেশে তাঁহার পরিচিত গ্রামাঞ্চলে গিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব দশমূর্ত্তি সাধুসহ গুয়াহাটী মঠ হইতে শ্রীপূর্ণকান্ত গগৈ মহোদয়ের প্রদত্ত মিনিবাসে ২৯ মাঘ, ১২ ফেব্রুয়ারী শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০টায় রওনা হইয়া বেলা ২টায় তেজপুর মঠে শুভ পদার্পণ করিলে তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। পূর্ণকান্তবাবু সঙ্গে আসিয়াছিলেন তেজপুর মঠ পর্য্যন্ত।

তেজপুর মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নমোহন জীউর প্রকটতিথি শ্রীবসন্ত পঞ্চমীতে। উক্ত শুভ তিথি উপলক্ষে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও ৩০ মাঘ, ১৩ ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে ২ ফাল্গুন, ১৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত তেজপুর মঠের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

১৪ ফেব্রুয়ারী সোমবার মহোৎসব-দিবসে সর্ব্ব-সাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীবিগ্রহগণের প্রকট-তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং অপরাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ ও সরভোগ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রচার পর্য্যটক মহারাজ ১৪ ফেব্রুয়ারী তেজপুর মঠে আসিয়া বার্ষিক উৎসবে যোগ দেন। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবের ব্যবস্থার জন্য পরদিনই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ শিলি-গুড়ি হইতে তেজপুর মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগ-দানের জন্য আসেন। Corrugated Iron Sheet এর দ্বারা ( ঢেউ তোলা টিনের দ্বারা ) নির্ম্মিত নাট্য-মন্দির জীর্ণ হওয়ায়, তাহা ভগ্ন করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের উদ্যোগে ও তত্ত্বা-বধানে তৎস্থলে বিশাল পাকা নাট্যমন্দির এবং নাট্য-মন্দিরের দ্বিতলে সাধুগণের অবস্থানের জন্য অনেক-গুলি কক্ষ ও স্নানাগারাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। তেজপুর মঠের মনোজ্ঞ নবপ্রকাশ দেখিয়া বৈষ্ণবগণ সকলেই উল্লসিত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহা-রাজ শ্রীমন্দিরের পঞ্চচূড়া-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যও কারুকার্য্য বিষয়ে পারঙ্গত একজন অভিজ্ঞ মিস্ত্রীকে নিয়োগ করিয়াছেন। নাট্যমন্দির ও কক্ষাদি নির্ম্মাণ সেবায় যাঁহারা মুখ্যভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শ্রীবনোয়ারীলাল টিব্রেওয়ালা, শ্রীবিজেন্দ্র প্রসাদ আগরওয়াল, শ্রীনকুল পাল, শ্রীনারা-য়ণ সাহা, শ্রীসুকুমার সাহা, শ্রীসুভাস সাহা, শ্রীমুকুল দত্ত ও শ্রীপুলক সরকার ( শ্রীপ্রেমানন্দ দাস )।

মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী শ্রীনকুল পালের আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডী যতিগণ সমভি-ব্যাহারে ১৬ ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে তাঁহার বাসভবনে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বনচারী, শ্রীপ্রেমানন্দ দাস (শ্রীপুলক সরকার), শ্রীকরুণাময় বনচারী, শ্রীভুবনমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীমুকুন্দবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীনিরঞ্জন দত্ত, শ্রীনারায়ণ সাহা, শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির হার্দ্দী সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়ালপাড়া (আসাম)ঃ—** অবস্থিতি ঃ—৫ ফাল্গুন, ১৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার হইতে ৯ ফাল্গুন, ২২ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অদ্বৈত সপ্তমী তিথিবাসরে রিজার্ভ মিনিবাসযোগে দ্বাদশ মূর্ত্তিসহ তেজপুর মঠ হইতে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় গুয়াহাটী যাত্রা করেন। মিনিবাসটী দ্রুতবেগে চলে কিন্তু নওগাওঁ সহরের পূর্ব্বে 'পুরানীগাওঁ'য়ে আসিয়া চাকা ভাঙ্গিয়া চৌচির হইলে গাড়ীটীকে মেরামত করিতে, চাকা বদল করিতে কিছু সময় অতিবাহিত হয়। গাড়ীর চাকা একেবারে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় নওগাওঁএ আসিয়া গাড়ীর মালিকের তরফের ব্যক্তি অন্য গাড়ী ব্যবস্থা করিয়া দেন তাঁহাদের নিজ খরচায়। সকলে সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় গুয়াহাটী মঠে আসিয়া উপনীত হন। পরদিন গুয়াহাটী হইতে প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় মাছখোয়া বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে সরকারী বাসে রওনা হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব বেলা ১টায় সদলবলে গোয়ালপাড়া মঠে শুভপদার্পণ করিলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত ও সম্পূজিত হন। পার্টীর সহিত গুয়াহাটী মঠের দুইজন সেবক— শ্রীপুরুষোত্তম দাস ও শ্রীমুকুন্দবিনোদ দাস যোগ দেয়। গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে ব্রহ্মচারী, বনচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ— শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীথানেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীরাধামোহন দাস ও শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী ১৫ ফেব্রুয়ারী অগ্রিম তেজপুর হইতে বাসযোগে গোয়ালপাড়া যাত্রা করেন।

গোয়ালপাড়া মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাদামোদর জীউ শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হন শ্রীল রামানুজাচার্য্যের তিরোভাব তিথিবাসরে। উক্ত তিথিবাসর বর্ত্তমান বৎসরে ৮ ফাল্গুন, ২১ ফেব্রুয়ারী সোমবার। এতদুপলক্ষে প্রতিবৎসরের ন্যায় এই বৎসরও গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিক উৎসবের আয়োজন হইয়াছে ৬ ফাল্গুন, ১৯ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ৮ ফাল্গুন, ২১ ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত। শ্রীমঠে সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। এড্‌ভোকেট শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষ এবং শ্রীহেমচন্দ্র ভঁরালী প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—'পরতত্ত্বের স্বরূপ ও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ', 'বর্ত্তমান বিশ্বে হিংসাপ্রবণ মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির উপায়', 'ভগবৎসৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভজনোপযোগী মনুষ্যজন্ম'। ৭ ফাল্গুন, ২০ ফেব্রুয়ারী রাববার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বিচিত্র বাদ্যাদি সহ নগর পরিভ্রমণ করেন। পরদিবস শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেকান্তে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। পাহাড়ী জাতির ভক্তগণ মহোৎসবের আনুকূল্য প্রদানে এবং সর্ব্ববিধ সেবায় মুখ্যভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের ও বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

গুয়াহাটী মঠের মঠরক্ষক শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারীর উদ্যমে ও ঐকান্তিক সেবাপ্রচেষ্টায় গোয়ালপাড়া মঠে বিরাট সংকীর্ত্তনভবনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইতোমধ্যে তিনি বহু অর্থ তজ্জন্য ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার এই সেবাপ্রযত্নের জন্য তিনি গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name........................................
Vill........................................
P. O........................................
Dist........................................
Pin........................................

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

**কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—**

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুস্ত্রিংশ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৪০১

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

**অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

**অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

**মূল মঠ ঃ**—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ ( নদীয়া ) ফোন ঃ ২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম )

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম )

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৪শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ ১৪০১
১০ শ্রীধর, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, সোমবার, ১ আগষ্ট ১৯৯৪ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Armadale
দার্জ্জিলিং
৪ আষাঢ়, ১৩৪২ ; ১৯শে জুন, ১৯৩৫

প্রিয়,—

তোমার ৭ই জুন তারিখের ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি পত্র পড়িলাম। তাহার ৫ম পৃষ্ঠায় তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিতেছি। "সিদ্ধান্ত-তস্ত্বভেদেহপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥" কবিরাজ গোস্বামীর রস-শব্দ-ব্যবহার কিছু আউল-বাউলাদি ত্রয়োদশ প্রকার অপধর্ম্মীর বিশ্বাসানুকূলে নহে। কৃষ্ণরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস। গৌররূপ সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসের আস্বাদক। গৌররূপ বা রাধিকারূপ অভিন্ন। গৌরসুন্দর কৃষ্ণরূপ নহেন। তিনি কৃষ্ণরূপ-রসোৎ-কর্ষের প্রকাশক ও প্রচারক। এইজন্য সেই কৃষ্ণ ঔদার্য্যরস বিগ্রহ নামে পরিচিত। গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ-মাধুর্য্যরস বিগ্রহ। গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ আস্বাদক-সূত্রে আস্বাদ্য গৌররূপ আস্বাদন করেন। কৃষ্ণের গৌররূপ কৃষ্ণরূপ-আস্বাদ্য গ্রহণের লীলাময়। আস্বাদক বিষয়বিগ্রহ বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। জীব কোন দিনই আস্বাদক অভিমান করিতে গেলেই কৃষ্ণকে ভোগ্যস্থানীয় জ্ঞান করিবে। যে-সকল ভাগ্যহীন কৃষ্ণবিমুখ জীব গৌরসুন্দরের ন্যায় বাস্তব কৃষ্ণ সাজিতে চাহে, তাহাদেরই ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিহীন এই অভক্তির সংসার। গৌরভোগী অপসম্প্রদায়ের চিত্ত-বৃত্তি গৌরভক্তগণের চির বিরোধিনী বৃত্তি। গৌর-ভক্তগণ রস বলিতে জড় রস বুঝেন না। পুরীর বাৎসল্য-রস, রামানন্দের শুদ্ধসখ্যরস, গোবিন্দের

শুদ্ধদাস্য রস, গদাধর-জগদানন্দ-স্বরূপের মধুর রস-প্রতীতি বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণানন্দ-জ্ঞাপক। ইঁহারা সকলে কেহই স্বয়ংরূপ বিষয়-বিগ্রহ নহেন, পরন্তু আশ্রয়-বিগ্রহ-রসে রসিত। কৃষ্ণ গৌররূপে আশ্রয়-বিগ্রহ রসবিভাবিত। তাঁহার ভৃত্য পুরী, রামানন্দ, গোবিন্দ, গদাধর, জগদানন্দ ও স্বরূপ আশ্রয়ের বিষয়-রসানন্দ ভোগের সহায়। বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণই এক-মাত্র ভোগী, তদ্ব্যতীত আর সব তাঁহার ভোগ্য। কৃষ্ণভোগ্যগণ অর্থাৎ গৌরভক্তগণ সিদ্ধরূপে সকলেই আশ্রয়-বিগ্রহ ও তদনুগ। শ্রীগৌরসুন্দরই একমাত্র কৃষ্ণোভক্তা, আপনাকে আশ্রয়-বিচারে পূর্ণাবস্থিত ভোক্তা। ভোগ্য গৌরভক্তকুল আশ্রয়-রসাভিষিক্ত ভোক্তা গৌরকৃষ্ণের সহচরী-বিশেষ। সুতরাং বিষয়-বিগ্রহ ভোক্তা কৃষ্ণ এবং বিষয়-বিগ্রহ ও ভোগ্য আশ্রয়রূপ ভাবযুক্ত কৃষ্ণ বা গৌরসুন্দরের মধ্যে রস-বিপর্য্যয় করিতে হইবে না। তের প্রকার আউল-বাউলাদির অনুগত চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন জনগণ সর্ব্বক্ষণই এই বিষয়ে ভ্রম করিয়া থাকেন। শ্রীরূপানুগগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকগণ কখনও বিবর্ত্তগ্রস্ত হন না। তাঁহারা জানেন যে, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীরামানন্দকে শুদ্ধ-সখ্যরসানন্দ-বিচারে—শ্রীদাস গোস্বামীর—

> পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
> নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
> সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
> দাস্যায়তে মম রসোঽস্তু সত্যম্ ॥
>
> —বিলাপ কুসুমাঞ্জলি-১৬

এই শ্লোকটী বিচার করিয়া সখীপর্য্যায়-স্থাপিত রামানন্দ রায়কে যূথেশ্বরীজ্ঞানে বার্ষভানবীর শুদ্ধ সখ্য রসাশ্রিত জানেন। সুবলাদি সখার ন্যায় তাঁহাদের বিচার নহে। পুরীর বালগোপাল-উপাসনা, রামানন্দের ললিতা-বিশাখোচিত শুদ্ধ সখ্য, গোবিন্দের চিত্রক-পত্রকাদির ন্যায় শুদ্ধ দাস্য, গদাধরের বার্ষভানবীর অংশবিশেষ-বিচারে বার্ষভানবী-দাস্য, জগদানন্দের সত্যভামার ন্যায় ঐশ্বর্য্যাভাসমিশ্র মাধুর্য্য, দামোদর-স্বরূপের ললিতোচিত যূথেশ্বরী-সখ্য-মাধুর্য্য প্রভৃতি বিচার-চতুষ্টয়ের ভাবসমূহ শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় কৃষ্ণাস্বাদন সাফল্য করিয়াছিলেন ও মিত্রবর্গের বাধ্য ছিলেন। ইহাই কবিরাজ গোস্বামীর লেখার তাৎপর্য্য।

সজ্জনতোষণী ১৯শ, ২০শ, ২১শ, ২২শ, ২৩শ খণ্ডে ও 'গৌড়ীয়ে' এই বিষয়টী কএকটী ভজন-বিষয়ক প্রবন্ধে আলোচিত ও বিচারিত হইয়াছে। তাহা হইলেও তুমি গৌরনাগরী নামক অপসম্প্রদায়ের এ সম্বন্ধে যে সকল views পাঠ করিয়াছ, তাহা বহির্ম্মুখ বিচারপর হওয়ায় উহাদের ঐরূপ ভ্রান্তি তোমাকেও ভ্রান্ত করিতেছে।

বিষয়বিগ্রহের ভোগ আশ্রয়াবলম্বনে বিষয়বিগ্রহের আশ্রয়গ্রহণলীলায় আশ্রয়জাতীয় ভোগ রসানুকূল, তদ্বিপরীত রসাভাস। এইজন্যই গৌরনাগরীবাদ—দুষ্টমত বা শাক্তেয় মতবাদ। অপ্রাকৃতের সন্ধান উহাদের না থাকায় জড়াভিমানবশে গৌরনাগরীগণ দুষ্টমত প্রচার করিয়াছে। মহাপ্রভুর পতিত্ব বৈধ-বিচারে লক্ষ্মীপ্রিয়া বা বিষ্ণুপ্রিয়ার অধিষ্ঠান ব্যতীত তদধীনাগণ শুদ্ধদাস্যরসাশ্রিতা দাসীমাত্র। তাহাতে মুখ্যরসানন্দ-শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। শ্রীগৌর-সুন্দরকে পতি বলায় ঐশ্বর্য্য-বিচারে অর্থাৎ dignified attitude-এ সেবকের ভাবোচ্ছ্বাস মধুর রতিতে হয় না। যেখানে মধুর রতিতে গৌরসুন্দরকে উদ্দেশ করিয়া পতি-শব্দের প্রয়োগ হয়, উহা গৌর-সুন্দরের কৃষ্ণরূপ জানিতে হইবে। নতুবা রসোৎকর্ষ স্বীকার করা যাইবে না। বাসুদেবের, গোবিন্দদাসের, নরহরি সরকার ঠাকুরের পদাবলীর মধ্যে তত্ত্ববিদ্বেষ, জড়কামচেষ্টা প্রভৃতি ঢুকাইবার ইচ্ছা করায় অনেক স্থানে চরিত্রহীন অতাত্ত্বিক কামুকগণের দ্বারা জাল কবিতাসমূহ রচিত হইয়া interpolation হইয়াছে, জানিতে হইবে এবং জাল পদগুলি ঐপ্রকার হীনচরিত্র অতাত্ত্বিকের দ্বারা backed up হইয়া চলিতেছে। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর যখন তাঁহার গ্রন্থে গৌরনাগরী-দিগের গর্হণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন মহা-প্রভুর পরবর্ত্তিকাল হইতে এইপ্রকার কুযোগীর চিন্তা-স্রোত অভক্ত-সম্প্রদায় ভক্তব্রুবপর্য্যায় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। শ্রীকবিরাজগোস্বামী প্রমুখ শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন না। যদি কেহ ঐতি-হাসিক-বিচারে ঐ অতাত্ত্বিক লোকগুলির সত্য সত্য অধিষ্ঠান স্বীকার করেন, পরবর্ত্তী সময়ের জাল নহে

বলেন, তাহা হইলে আমরা উহাদিগকে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তের অপসম্প্রদায় নানা কুযোগি-বৈভব দেখাইয়াছে। তাহাদের সহিত রূপানুগ বৈষ্ণবগণের আকাশ-পাতাল ভেদ জানিবে। ঐ কবিতাগুলি spurious তাহাতে আর সন্দেহ কি ? Anthropologyর নায়কগণ যদি অতাত্ত্বিক চৈতন্য-বিমুখ হন, তাহা হইলে ঐ অভক্তগণের কবিতাগুলিকে অস্পৃশ্য-জ্ঞানে উহাদের চিত্তবৃত্তি হইতে শত-সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করিব। ঐ সকল তত্ত্ব-বিরোধী ব্যক্তিদিগের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তগণের সংখ্যা কখনই বৃদ্ধি করাইব না। মাননীয় * * বাবু, * * বাবু, * * বাবু প্রভৃতি এইসকল কথা সুষ্ঠুরূপে বুঝিতে পারেন না বলিয়া সাহিত্যিক-সজ্জায় তাঁহারাও শুদ্ধভক্তিবিরোধী। তুমি আমার উপরিলিখিত কথা-গুলি শত শতবার পাঠ করিয়া কবিরাজ গোস্বামীর কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিবে।

তোমার যত প্রশ্ন আছে, নির্ভীকভাবে নির্ব্বিবাদে তাহা সমস্ত জানাইতে পার। আমিও তাহা আমার জ্ঞানানুরূপ জানাইয়া দিব। তবে দূরস্থিত ব্যক্তিকে বুঝান কষ্টকর। তুমি এই সকল কথা ভারতে আসিয়া কএক বৎসর আলোচনা করিবার পর শুদ্ধ-ভাবে বুঝিতে ও প্রচার করিতে পারিবে। নতুবা আমাদের ভারতীয় জড়ভোক্তৃবর্গের সম্পাদিত পদা-বলী স্পর্শ করিলেও তোমার অমঙ্গল হইবে। জড়ভাব প্রবল থাকাকালে হরিলীলা কথা বুঝা যায় না।

বৈষ্ণব-সম্পুটের সহস্রাংশের কার্য্যও এই মাসের মধ্যে হইল না। সুতরাং ভাবিকালে হইবে—এই আশা পোষণ করিয়া বসিয়া আছি।

তুমি স্বরূপতঃ শুদ্ধ জীবাত্মা, তুমি কেন মায়া-বাদীর কথা, প্রাকৃতসহজিয়ার কথা বা নিজের কষ্টানুভূতির মধ্যে থাকিবে, বুঝিতে পারিলাম না। কৃষ্ণভক্তের অস্মিতা-বিচারে কোন ত্রিবিধ তাপ নাই। কেন না, দিব্যজ্ঞানলাভে অণুসচ্চিদানন্দ-প্রতীতি জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাহা হইতে তুমি কেন বিচ্যুত হইবে, বুঝিলাম না। পাশ্চাত্যদেশে ভোগপরতার বিচারটা শতকরা একশত। সুতরাং তাঁহাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস অত্যন্ত তরল, ফিকে মাত্র।

বর্ত্তমানে আমরা মঠাদিতে ঈশ্বর-বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বক্ষণ সেবকগণকে induce করিতেছি। ফললাভ—নিজ-নিজ ভাগ্য-সাপেক্ষ। কৃষ্ণানুগ্রহ হইলেই সকলে লাভবান হইব। তুমি তোমাকে জড় ঘৃণ্য অবস্থায় সর্ব্বক্ষণ পাতিত রাখিয়া আধ্যক্ষিকরূপে স্থাপন করিও না। সর্ব্বক্ষণ আশ্রয়জাতীয়ের রসা-লোচনা করিবে। তাহা হইলে জড় বিষয়-জাতীয় অভিমান তোমাকে ক্লেশ দিবে না। আমরা আমাদের মানস-চেষ্টায় সকল প্রকার ভোগে আবদ্ধ হইতে পারি। কিন্তু আত্মবৃত্তি ভক্তির উন্মেষ হইলে শুদ্ধ নির্ম্মল আত্মা সর্ব্বক্ষণ হরিকথার অনুসন্ধান করিবে।

আমি দার্জ্জিলিংএ ১৯ দিবস বাস করিতেছি। আমার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। কিন্তু chestএ চাপধরামত ক্লেশ অনেক সময় অনুভূত হইতেছে। এই ব্যাধিটা আমাকে ৫।৭ বৎসর হইতে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। জানিনা, এই উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে হরিবিমুখ শরীরটা শীঘ্রই রাখিয়া যাইতে হইবে কি না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

# তত্ত্বসূত্র—চিৎপদার্থ প্রকরণম্

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১০১ পৃষ্ঠার পর ]

**তেষাং পরত্বং কেচিদপরেভেদমিতরেত্বুভয়ম্ ॥১৪॥**

তেষাং জীবানাং পরত্বং ব্রহ্মরূপত্বং কেচিদ্বাদ-রায়ণাদ্যাঃ প্রতিপাদয়ন্তি অপরে কশ্যপাদয়স্তু ভেদং তেষাং পরমেশ্বর-ভিন্নত্বং বদন্তি। ইতরে শাণ্ডিল্যাদয়ঃ কেনচিদংশেন ভেদং কেনচিদংশেন অভেদঞ্চ ব্যাচ-ক্ষতে। তত্র যথাযথং প্রমাণান্যপি দর্শিতানি। অয়-

মাত্মা ব্রহ্মেতি, দ্বা সুপর্ণা সযুজে সখায়াবিতি, একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবদিত্যাদি শ্রুতয়ঃ।

জীব সম্বন্ধে তিন প্রকার আর্য্যমত দৃষ্ট হয় অর্থাৎ দ্বৈত, অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত। কশ্যপাদি দ্বৈতবাদীরা বলেন যে,—ঈশ্বর যেরূপ নিত্য পদার্থ, জীবও তদ্রূপ নিত্য, জীব ও ব্রহ্ম উভয়েই নিত্য-ভিন্ন। তাঁহাদের মতের পোষকতায় তৃতীয় মুণ্ডকে দৃষ্ট হয় যে,—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥

কেহ কেহ ব্রহ্মের বিবর্ত্তকে জীব বলেন, বাস্তবিক জীবের ভিন্নত্ব স্বীকার করেন না। কঠোপনিষদের নিম্নস্থ মন্ত্র তাঁহাদের মতের পোষক,—

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥ এতদ্বৈতৎ ॥

শাণ্ডিল্যাদি ঋষিগণ স্বীকার করেন যে, জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ এক্ষণে ভিন্ন, কিন্তু মুক্তিক্রমে জীবের ব্রহ্ম-সম্পন্ন সম্ভব। অতএব বর্ত্তমান দ্বৈত-পদার্থ পরিণামে অদ্বৈতত্ব প্রাপ্ত হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রুতি,—

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীতি।

তথাচ মুণ্ডকোপনিষদি ( ৩-১-৪ ),—

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ
ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥

নিম্নস্থ সূত্রে এই ভিন্ন-ভিন্ন মতের মীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে,—

নন্বেবং মতভেদ দর্শনেন প্রাণিন্যং বুদ্ধিভ্রম এব স্যাদিত্যাশঙ্কায়াং সর্ব্বেষামৈকমত্যরূপং স্বমতং প্রকাশয়তি,—

**সর্ব্বেষাং সামঞ্জস্যং সাত্বতবিজ্ঞানস্য ভ্রমত্বাভাবাৎ প্রমাণ সদ্ভাবাচ্চ ॥ ১৫ ॥**

সর্ব্বেষাং ঋষীণাং সামঞ্জস্যং ঐকমত্যমেব বিচারেণাধিগম্যতে তেষাং সাত্বতানাং ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানীনাং জ্ঞানস্য ভ্রমত্বাভাবাৎ অযথার্থাভাবাৎ তন্মতেষু পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যাদি প্রমাণ সদ্ভাবাদপীত্যর্থঃ। মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্যবদতাং কিন্নু দুর্ঘটমিতি শ্রীভগবদুক্তেঃ।

পূর্ব্বোক্ত তিন মতেরই শ্রুতি প্রমাণ দর্শিত হইয়াছে, অতএব সকলই সত্য বলিতে হইবে। বিশেষতঃ কশ্যপ, বাদরায়ণ ও শাণ্ডিল্য এ তিনজনই ভগবদ্ভক্ত অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ-ভগবদ্ভাব-গ্রহণে সমর্থ অতএব স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়মূলক সিদ্ধান্তসকল কদাপি ভ্রান্ত হইতে পারে না। এবিষয়ে তাঁহাদের মতে যে ভিন্নতা বোধ হয়, তাহা বাস্তবিক নহে। তাঁহারা সকলেই একমত ; কেবল তাঁহাদের মতানুযায়ী যাঁহারা সম্প্রদায় সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল কতকগুলি বাক্য লইয়া বিবাদ করেন। পরমেশ্বর এক অদ্বয়তত্ত্ব, তাঁহার শক্তি অনন্ত। তন্মধ্যে জীবশক্তি ও মায়াশক্তি জীবের নিকট পরিচিতা। ঐ জীবশক্তির পরিণামে জীবসকল সৃষ্টি হইয়া বর্ত্তমানকালে জীবিত আছে, পরে ঈশ্বর-ইচ্ছা অনুসারে তাহারা না থাকিতেও পারিবে। ইহাই মাত্র প্রত্যক্ষানুমানরূপ প্রমাণদ্বয়সিদ্ধ।

যথা তৈত্তিরীয়োপনিষদি,—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

এই সিদ্ধান্তের দ্বারা অদ্বৈত পক্ষ স্থির হইল, যেহেতু ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত তত্ত্বান্তর দৃষ্ট হইল না। দ্বৈত পক্ষও স্থির হইল যেহেতু বর্ত্তমানকালে যে জীব ও অচিৎ দৃষ্ট হইতেছে তাহা স্বপ্নবৎ মিথ্যা নহে। দ্বৈতাদ্বৈত মতেরও পোষক সিদ্ধান্ত ইহাকে বলা যায়, যেহেতু আদৌ ও অন্তে অদ্বৈত ও মধ্যভাগে দ্বৈত দৃষ্ট হইতেছে। বাস্তবিক সূত্রকার-ঋষিদিগের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, কেবল কাল্পনিক ভাষ্যকার এবং তদনুযায়ী তার্কিক শিষ্যদিগের মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে।

এক্ষণে জীবদিগের সাধারণ ধর্ম্ম নিরূপিত হইতেছে যথা,—

এবং জীবস্বরূপং নিরূপ্য ইদানীং সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তিপূর্ব্বকং পরমার্থ-ফলপ্রাপ্তয়ে উপায়বক্তুমুপক্রমতে,—

**বিচার রাগৌ চেতনধর্ম্মৌ স্বরূপ-প্রবৃত্তি ভাবাৎ ॥১৬॥**

বিচারোহি জ্ঞানজন্যঃ অতএব চেতননিষ্ঠঃ জ্ঞানস্য তৎস্বরূপত্বাৎ রাগস্যপ্যানন্দজন্যত্বাৎ আনন্দস্য নিজরূপত্বাৎ চেতননিষ্ঠত্বং তৎ প্রবৃত্তিরূপত্বাচ্চ। সত্যং জ্ঞানমানন্দমিতি শ্রুতেঃ।

বিচার ও অনুরাগই চিৎপদার্থের ধর্ম্ম। এস্থলে জ্ঞানকে বিচার কহা যায়। আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ যথা ব্রহ্মসূত্রে,—আত্মেতিত্ববগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তিচেতি।

কিঞ্চ ভাগবতে প্রহলাদোক্তং (৭।৭।১৯),—

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্‌হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥

সকল বস্তুরই স্বরূপ ও প্রবৃত্তি এই দুইটী অঙ্গ আছে অতএব আত্মার স্বরূপ জ্ঞান এবং অনুরাগই ইহার প্রবৃত্তি। সেই অনুরাগের পাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহ নহেন। কিন্তু জীবের বদ্ধাবস্থায় ঐ অনুরাগ ইতর-পদার্থে হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ক শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে প্রহলাদোক্তি যথা,—

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়াম্মাপসর্পতু॥

জীবের বদ্ধাবস্থায় ঐ জ্ঞান সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না। মুক্তাবস্থায় জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যেরূপ থাকেন, তাহা গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য; ইহা—নিত্য, সর্ব্বগত, স্থির ও সনাতন। কিন্তু সেই আত্মা বদ্ধ হইয়া উপাধিদ্বারা বিকৃতপ্রায় হইয়া মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় মনই কর্ত্তা হইয়া উঠে এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান লুক্কায়িত হইয়া ইন্দ্রিয়-প্রমত্ত ভাবনিচয়কে জ্ঞান বলিয়া জানা যায়। বাস্তবিক মুক্তজীবের জ্ঞানের সহিত বদ্ধজীবের জ্ঞানের বিশেষ তারতম্য আছে। জ্ঞান নির্ম্মল পদার্থ অতএব দেশ ও কালের ভাবে বাধ্য নহে, এজন্য ভগবান্ উঁহাকে সর্ব্বগত করিয়াছেন; যাহাকে এ অবস্থায় জ্ঞান কহা যায় সে কেবল জ্ঞানের অবস্থান্তর মাত্র, বাস্তবিক জ্ঞান নহে। বর্ত্তমান জ্ঞানের বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে কতকগুলি পরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় উপলব্ধি ব্যতীত আর যতকিছু এক্ষণে জ্ঞান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সকলই ইন্দ্রিয়-মূলক। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকার হইলে, ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার হইয়া বিষয়ের প্রতিবিম্ব অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। তথায় কোন একটী অন্তরেন্দ্রিয় ঐ প্রতিবিম্বকে স্থানদান করিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখে। এই বৃত্তিকে ধারণা বলা যায়। পরে ঐ অন্তরেন্দ্রিয়ের কোন দুইটী বৃত্তির দ্বারা ধৃত ভাবনিচয়ের অনুকল্প ও বিকল্প সাধনা দ্বারা কল্পিত পদার্থসকলের অনুভূতি হয়। সেই অন্তরেন্দ্রিয় ঐ সমস্ত পদার্থের উপর স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করতঃ ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিচার করিতে থাকে। ঐ বিচারকে যুক্তি কহা যায়। এই সমুদায় প্রক্রিয়ার বিশেষ বিচার করিলে ইহাকে ইন্দ্রিয়মূলক বলা যায়। শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ আত্মা জড়ের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া এইরূপে পরিণত হইয়া দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়েন।

তথাহি ভাগবতে দশম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে বসুদেব বাক্যং—

স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং
মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন
প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ॥
যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং
মনোবিকারাত্মকমাপপঞ্চসু।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহসৌ
প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে॥

বিশুদ্ধ জ্ঞানের লক্ষণ কঠোপনিষদে এইরূপে দৃষ্ট হয় (২।৩।১০)—

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥

সেই জ্ঞান যদিও মনরূপে পরিণত হয় তথাপি নষ্ট হয় না, তথাচ কঠোপনিষদি,—

ইন্দ্রিয়ানাং পৃথক্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥

আত্মার স্বরূপের এইপ্রকার পরিবর্ত্তন বদ্ধাবস্থায় দৃষ্ট হয়। আত্মার অনুরাগরূপ প্রবৃত্তিও তদ্রূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করে। এই বিষয়টী উত্তমরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য নিম্নস্থ সূত্র হইল,—

তত্র রাগস্য অর্থানর্থোভয়মূলং প্রতিপাদয়তি,—

(ক্রমশঃ)

# সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

## অষ্টাবক্র মুনি

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ]

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ( শ্রীঘনশ্যাম দাস ) তাঁহার রচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে দাক্ষিণাত্যনিবাসী গৌরপার্ষদ শ্রীমদ্ রাঘব গোস্বামীর সহিত শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণ-লীলাভূমি মাথুরমণ্ডল পরিভ্রমণকালে যে তীর্থস্থান-সমূহ দর্শন হইয়াছিল তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ—

'এ 'আটসু'-গ্রামে মহা-কৌতুক হইল।
অষ্টবক্র মুনি এথা তপস্যা করিল ॥'

—ভঃ রঃ ৫।১৬২০

'অষ্টকৃত্বো বক্রঃ বৃত্তৌ সংখ্যাসুজর্থ পরা (অষ্টনঃ সংজ্ঞায়াম্ ) ইতি দীর্ঘঃ। ঋষি বিশেষ'—বিশ্বকোষ

মহাভারত-বনপর্ব্বে ১৩২ অধ্যায় হইতে ১৩৪ অধ্যায় পর্য্যন্ত লোমশ মুনি ও যুধিষ্ঠির মহারাজের মধ্যে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি অষ্টাবক্র মুনির কথা বর্ণন করিয়াছেন—উদ্দালক মুনির পুত্র শ্বেতকেতু। শ্বেতকেতু পৃথিবীতে মন্ত্রতত্ত্ব-বিৎ শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। শ্বেতকেতু মনুষ্যরূপধারী সরস্বতীকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন। উদ্দালক মুনির প্রকটকালে তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতু এবং কহোড়ের পুত্র অষ্টাবক্র পৃথিবীতে ব্রহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অষ্টাবক্রের পিতা কহোড়, মাতা সুজাতা। সুজাতার ভ্রাতা শ্বেতকেতু। পার্থিব সম্বন্ধদর্শনে ইঁহারা পরস্পর মাতুল ভাগিনেয় সম্বন্ধযুক্ত।

যুধিষ্ঠির মহারাজ অষ্টাবক্র সম্বন্ধে বিস্তৃত জানিতে চাহিলে লোমশ মুনি বলিতেছেন—'ঋষি উদ্দালকের কহোড় নামে এক বিখ্যাত শিষ্য ছিল। কহোড় গুরুগৃহে দীর্ঘকাল অবস্থান করতঃ তাঁহার পরিচর্য্যা ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। উদ্দালক পরিচর্য্যা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সমস্ত শাস্ত্রের অধিকারী করিলেন, এমন কি সুজাতা ( মতান্তরে সুমতি ) নাম্নী তাঁহার নিজ কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। ঋষিকন্যা গর্ভবতী হইলে গর্ভস্থ বালক গর্ভে থাকিয়াই সর্ব্ববেদাধ্যয়ন-নৈপুণ্য লাভ করিলেন এবং অগ্নিতুল্য তেজস্বী হইলেন। একদিন গর্ভস্থ বালক-সন্তান পিতাকে (কহোড়কে) বেদাধ্যয়ন করিতে শুনিয়া বলিলেন—'হে পিতঃ! আপনি যে সমস্ত রাত্রি বেদাধ্যয়ন করিলেন, তাহা সম্যক পঠিত হইল না। আপনার প্রসাদেই আমি গর্ভে থাকিয়া সাঙ্গ বেদ-চতুষ্টয় ও নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, এই নিমিত্তই আমি বলিতেছি আপনার বেদপাঠ সমীচীন-ভাবে হইতেছে না।' মহারাজ মহর্ষি কহোড় শিষ্য-গণের মধ্যে পুত্র-কর্ত্তৃক এইরূপ বাক্য শুনিয়া নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া পুত্রকে অভিশাপ দিলেন—'যেহেতু তুমি কুক্ষিতে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাকে নিন্দা করিলে, সেহেতু তোমার অঙ্গ অষ্টস্থানে বক্র হইবে'। এইহেতু, সেই বালক অষ্টস্থানে বক্র হইয়া জন্মগ্রহণ করায় তিনি অষ্টাবক্র নামে কথিত হন।

অষ্টাবক্রের মাতুল শ্বেতকেতু অষ্টাবক্রের ন্যায়ই সমগুণবিশিষ্ট হইলেন। ক্রমশঃ বালক গর্ভে বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে সুজাতা অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া ধনা-কাঙ্ক্ষা লইয়া নির্জ্জনস্থানে পতিকে বলিলেন—'পুত্রের দশম মাস উপস্থিত, আমার কোন ধন নাই যে সে জন্মিলে আমি কোন ব্যবস্থা করিতে পারিব'। পত্নী এইরূপ বলিলে কহোড় ধন সংগ্রহের জন্য জনক রাজার নিকট গমন করিলেন। জনকসহ সভায় বাদবিশারদ বন্দী কর্ত্তৃক বিচারে পরাস্ত হইয়া জল-মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। উদ্দালক জামাতা কহোড়কে বন্দী কর্ত্তৃক বিচারে পরাজিত ও জলনিমগ্ন শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কন্যাকে বলিলেন অষ্টাবক্রের নিকট এই ঘটনা প্রকাশ না করিতে। সুজাতাও পিতার আজ্ঞা পালন করিলেন। অষ্টাবক্র মুনি জন্মগ্রহণ করিলেন। এইজন্য তিনি উদ্দালককেই পিতা এবং শ্বেত-কেতুকে ভাই বলিয়া জানিয়া তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। যখন অষ্টাবক্রের ১২ বৎসর বয়স মাত্র একদিন শ্বেতকেতুকে উদ্দালকের কোলে উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া অষ্টাবক্র মুনি বলিলেন—'তুমি

ইঁহার পুত্র নও, আমি ইঁহার পুত্র।' শ্বেতকেতু তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—'তুমি ভুল করিয়াছ। ইনি আমারই পিতা, তোমার পিতা নহেন'। অষ্টাবক্রের তখন সন্দেহ হওয়ায় তাঁহার জননীর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমার পিতা কে? যদি উদ্দালক আমার পিতা নহেন, তবে আমার পিতা কোথায়?' সুজাতা অত্যন্ত কাতরা হইয়া পতির বন্দীর নিকট পরাজয় ও তাঁহার জলনিমজ্জন বিবরণ সবই পুত্রকে শুনাইলেন। অষ্টাবক্র মুনি মাতৃমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্বেতকেতুর নিকট নিশাকালে যাইয়া 'জনক রাজার যজ্ঞে অনেক আশ্চর্য্যজনক ঘটনার কথা শুনা যাইতেছে'—এইরূপ বলিয়া জনক রাজার নিকট যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তদনন্তর শ্বেতকেতু অষ্টাবক্র মাতুল ভাগিনেয় জনক রাজার সমৃদ্ধ সত্রে গমন করিলেন। পথিমধ্যে অষ্টাবক্রের সহিত রাজার সাক্ষাৎকার হইল। রাজা তাঁহার গমনের পথ অবরোধ করিলেন। 'ব্রাহ্মণ উপস্থিত না থাকিলে অন্ধ, বধির, স্ত্রীলোক, ভারবাহক অথবা রাজা পথ পাইতে পারেন, ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিলে অগ্রে ব্রাহ্মণই পথ পাইবেন'—অষ্টাবক্র মুনি এইরূপ বলিলে রাজা পথ ছাড়িয়া দিলেন। জনক ঋষির যজ্ঞ দর্শনের জন্য শ্বেতকেতু ও অষ্টাবক্র মুনি যজ্ঞ সভার নিকটে আসিলে দ্বারপাল পথ অবরোধ করিলেন। অষ্টাবক্র মুনি দ্বারপালের এই কার্য্যের জন্য মহারাজকে অভিযোগ করিলে দ্বারপাল বলিলেন—'ওহে ব্রাহ্মণকুমার আমরা বন্দীর নির্দ্দেশানুবর্ত্তী। অতএব তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর। এই সভায় বিপ্রবালকের প্রবেশাধিকার নাই, কেবল বৃদ্ধ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণেরাই প্রবেশ করিতে পারেন।'

জনক ঋষির যজ্ঞসভায় প্রবেশাধিকার লইয়া অষ্টাবক্র মুনির সহিত দ্বারপালের অনেক বাদানুবাদ হয়। বাদানুবাদকালে অষ্টাবক্র মুনি বলিলেন—'কেবল বয়সে বৃদ্ধ হইলেই বৃদ্ধ বা জ্ঞানী হয় না। যাঁহারা কৃতব্রত বেদপ্রভাবসমন্বিত, শুশ্রূষু জিতেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানশাস্ত্রে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বয়সে ছোট হইলেও প্রকৃত বৃদ্ধ ও জ্ঞানী। যে বৃক্ষ হ্রস্ব ও অল্পকায় হইয়াও অধিক ফলিত হয় তাহাকেই বিবৃদ্ধ বলা যায়। কেবল কায়বৃদ্ধির দ্বারা মনুষ্যকে বৃদ্ধ জানা যায় না। কেবল কেশ শুক্লবর্ণ হইলেই যে স্থবির হয়, এমত নয়। যিনি বালক হইয়াও জ্ঞানবান হন, তাঁহাকে দেবতারা স্থবির বলিয়া জানেন। মনুষ্য অধিক বয়ঃক্রম, কি পলিত, কি অনেক বিত্ত বা বহু বন্ধুর দ্বারা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সাঙ্গ-বেদাধ্যায়ী, তিনি মহান হন।' অষ্টাবক্র মুনি দ্বারপালকে জ্ঞাপন করিলেন তিনি রাজসভায় বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, বন্দীকে তিনি বিচারে পরাস্ত করিবেন। উক্তপ্রকার অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া বিস্মিত দ্বারপালের প্রত্যুক্তি—'তুমি দশম বর্ষীয় শিশু হইয়া বিনীত বিজ্ঞগণের প্রবেশনীয় যজ্ঞস্থলে কি প্রকারে প্রবেশ করিবে? যাহা হউক আমি তোমার সভায় প্রবেশের বিষয়ে উপায় চিন্তা করিতেছি।'

তৎপরে অষ্টাবক্র মুনি মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'হে রাজন, আপনি জনকগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনার মধ্যে সকল বিষয়ের সমৃদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে। আপনার তুল্য ভূপতি পূর্ব্বকালে কেবল মহারাজ যযাতিই ছিলেন। আমি শুনিয়াছি বিদ্বান্ বন্দী অন্য বিদ্বান্‌গণকে বাদে পরাস্ত করিয়া জলে নিমজ্জিত করিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া আমি ব্রাহ্মণদিগের নিকট সেই ব্রহ্মবিষয় কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছি। সেই বন্দী কোথায়? আমি তাহাকে প্রাপ্ত হইলে বিনাশ করিব।' অষ্টাবক্র মুনির ঐ প্রকার বাক্যে মহারাজ দুঃখিত হইয়া বলিলেন—'প্রতিবাদী বন্দীর বাক্যবল তুমি জান না। এইজন্য তুমি তাঁহাকে জয় করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা করিয়াছ। অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত বাদবিচার করিয়া তাঁহার প্রভাব জানিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, তখন তাঁহারা সূর্য্যের নিকট খদ্যোতের ন্যায় প্রতিভাত হন।' মহারাজের সঙ্গে অষ্টাবক্র মুনির আলোচনাকালে মহারাজ কয়েকটি প্রশ্ন করেন,—কে নিদ্রাবস্থায় চক্ষু নিমীলন করে না? কে জন্মিয়া স্পন্দন করে না? কাহার হৃদয় নাই? কে বেগদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়? ইত্যাদি। অষ্টাবক্র মুনি 'সুপ্ত মৎস্য চক্ষু নিমীলন করে না', 'অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দন করে না', 'পাষাণের হৃদয় নাই', 'নদী বেগদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়'···ইত্যাদি সকল প্রশ্নের সদুত্তর

পাইলে রাজা বিস্মিত হইয়া অষ্টাবক্র মুনিকে বলিলেন,—'তোমাকে মনুষ্য বলিয়া মনে হইতেছে না, তুমি সাক্ষাৎ দেবমূর্ত্তি, তুমি বালক নও, বাক্যালাপেও তোমার তুল্য কেহ নাই। অতএব তোমাকে বন্দীর নিকট যাইতে দ্বার প্রদান করিতেছি।' বন্দীর সহিত অষ্টাবক্র মুনির বেদবিচারের বিষয়গুলি মহাভারতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লিখনের বিস্তার ভয়ে বিচারগুলি এখানে উল্লেখ করা হইল না। অষ্টাবক্র মুনি বন্দীকে প্রতিটী বিচারে পরাস্ত করিলেন। অষ্টাবক্র মুনির প্রভাব দেখিয়া মহারাজ জনক অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'আমি তোমার অলৌকিক দিব্যবাক্যসমূহ শুনিয়াছি। তুমি সাক্ষাৎ দিব্যমূর্ত্তি। যেহেতু তুমি বন্দীকে বাদে পরাস্ত করিয়াছ। অতএব তোমার অভিলাষ অনুযায়ী কার্য্যনিমিত্ত অদ্য বন্দীকে পরিত্যাগ করিলাম।' অষ্টাবক্র মুনি মহারাজকে কহিলেন 'যদি বন্দীর পিতা বরুণদেব হইয়া থাকেন তাহা হইলে ইঁহাকে জলাশয়ে মগ্ন করিতে বাধা কি ? অতএব তাহা করুন।' বন্দী তাহা শুনিয়া বলিলেন 'যখন আমি বরুণ রাজার পুত্র তখন জলমজ্জনে আমার ভয় নাই। কিন্তু এই অষ্টাবক্র আপনার চিরবিনষ্ট পিতা কহোড়কে এই মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইবেন।' বন্দী ইহা বলিবামাত্র জলমগ্ন ব্রাহ্মণেরা সকলেই মহাত্মা বরুণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মহারাজ জনকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কহোড় পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিয়া মহারাজ জনককে বলিলেন—'হে জনক, জনগণ কর্ম্মদ্বারা এই নিমিত্তই পুত্র ইচ্ছা করিয়া থাকে। আমি যে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হই নাই আমার পুত্র সেইকর্ম্ম নিষ্পাদন করিলেন। দুর্ব্বল ব্যক্তিরও বলবান্ পুত্র, মূর্খ ব্যক্তিরও পণ্ডিত পুত্র এবং অজ্ঞানী ব্যক্তিরও জ্ঞানী পুত্র হইয়া থাকে।'

বন্দী জল হইতে উত্থিত হইয়া বিপ্রগণের সমক্ষে জনক রাজার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সাগরে প্রবেশ করিলেন। অষ্টাবক্র মুনি বরুণপুত্র বন্দীকে পরাস্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পিতার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অষ্টাবক্রের পিতা স্ত্রীর নিকটে অষ্টাবক্রকে আদেশ করিলেন সমঙ্গা নদীতে শীঘ্র প্রবেশ করিতে। পিতার আদেশক্রমে অষ্টাবক্র সমঙ্গা নদীতে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অঙ্গের বক্রতা বিনষ্ট হইল। তিনি সমঙ্গবিশিষ্ট হইয়া নদী হইতে উত্থিত হইলেন। অষ্টাবক্রের অঙ্গ সমান হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম সমঙ্গা হইল। অষ্টাবক্রের অঙ্গ সমান হইলেও 'অষ্টাবক্র' নামেই তিনি প্রসিদ্ধ থাকিলেন। অষ্টাবক্র মুনি জনক রাজাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার নাম অষ্টাবক্র-সংহিতা। অষ্টাবক্রের আশীর্ব্বাদে ভগীরথ দিব্যাঙ্গ লাভ করেন। অষ্টাবক্রের অভিশাপে কৃষ্ণের মহিষীগণ দস্যুর হাতে পতিত হন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায়ে অষ্টাবক্রের কথা কিছু অন্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে—'প্রকৃত নাম দেবল। মহর্ষি অসিতের পুত্র। একদা গন্ধমাদন পর্ব্বতের গহ্বরে তিনি যখন তপস্যা করিতেছিলেন, তখন রম্ভা সম্ভোগের নিমিত্ত মুনিবরকে অনুরোধ করেন। মুনিবর তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে রম্ভার অভিশাপে তাঁহার দেহ অষ্টাবক্র হয়।'

—আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত অধ্যায়ে অষ্টাবক্র মুনি সম্বন্ধে রাধিকা 'সর্ব্বাবয়ব বঙ্কিম, অতিখর্ব্ব, কৃষ্ণবর্ণ, তেজীয়ান অথচ অতিকুৎসিত এই মুনিশ্রেষ্ঠ কে ?' জানিবার জন্য কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন অষ্টাবক্র মুনি ভুবনত্রয়ে বিখ্যাত পরিপূর্ণ যশঃস্বরূপ।

এইরূপ শ্রুত হয় যে 'অষ্টাবক্র মুনি' কোনও সভায় উপস্থিত হইলে তাঁহার আকৃতি দেখিয়া অনেকে হাস্য করিলে, তিনি অট্টহাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন 'আমি চামারগণের সভায় আসিয়াছি, যাহারা বাহ্য আকৃতি চামড়া দেখে, স্বরূপ দেখে না।'

শ্রীল রূপ-গোস্বামী তাঁহার রচিত উপদেশামৃতে ৬ষ্ঠ শ্লোকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন সাধূত্তম শুদ্ধ ভক্তের স্বভাবজনিত দোষ এবং শারীরদোষ দেখিতে নাই।

> 'দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
> র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
> গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদ্‌ফেনপঙ্কৈ-
> র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥'

যেরূপ বুদ্‌বুদ্‌ফেনপঙ্কদ্বারা গঙ্গাজল নীরধর্ম্ম-প্রভাবে ব্রহ্মদ্রবঃ ধর্ম্ম কখনও পরিত্যাগ করেন না,

তদ্রূপ এই প্রপঞ্চে অবস্থিত ভগবদ্ভক্তের নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষে এবং কদর্য্য-বর্ণ, কুগঠন, পীড়া জরাদিজনিত কুদর্শন প্রভৃতি বপু-দোষে তাহাদের বৈষ্ণবতা নষ্ট হয় না, এজন্য তাহা-দিগকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখিতে নাই।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর লিখিয়াছেন—'জাতরুচি সিদ্ধমহাত্মগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পতিত মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। যেহেতু সিদ্ধমহাত্মা বৈষ্ণবগুরু-গণের ব্যবহারাবলীতে কটাক্ষ ও তাঁহাদিগকে হীন-জ্ঞানে কখনই জীবের কোনও মঙ্গল হয় না। সুতরাং প্রাকৃত দৃষ্টিতে সিদ্ধভক্তকে কেবল বদ্ধ প্রাকৃত জীব-জ্ঞানে শিষ্য মনে করিয়া সৎপথে আনয়নের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ।'

# ভগবদ্‌ভজন মনুষ্যমাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১০৬ পৃষ্ঠার পর ]

মুনিগণ পিতা ব্রহ্মা এবং ভ্রাতা নারদের নিকট যে ভক্তিলাভার্থ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অদ্য তাহার সাক্ষাৎ ফল লাভ করিলেন—জ্ঞানমার্গ হইতে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগি-লেন—হে অনন্ত, আপনি সর্ব্বজীবের অন্তরে বিরাজিত থাকিয়াও দুরাত্মগণের নিকট বাহিরে আত্মপ্রকাশ করেন না, কিন্তু অন্য আমাদিগের নিকট আপনি অপ্রকাশিত থাকিতে পারেন নাই। আমরা আপনারই কৃপায় আপনাকে দর্শনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইলাম। হে ভগবন্, আপনি যে শ্রীমূর্ত্তি আমাদিগের নিকট প্রকট করিলেন, আপনারই অহৈতুকী কৃপায় আমরা আপ-নার সেই অপ্রাকৃত রূপ দর্শনে বড়ই তৃপ্ত—কৃতকৃতার্থ হইলাম, আপনাকে আমরা পুনঃ পুনঃ নমস্কারবিধান করিতেছি।

শ্রীনারায়ণ সনকাদি মুনিগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিলেন—জয় বিজয় আমারই পার্ষদ বটে, কিন্তু উহারা যখন আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আপনাদের প্রতি অতিকায় অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছে, তখন আমার পরম অনুগত নিজজন আপনারা উহাদের প্রতি যে দণ্ড বিধান করিয়াছেন, তাহা আমি অনু-মোদন করিলাম। ভক্তই ভগবানের যশোবিস্তারের মূল কারণ, সেই ভক্তের প্রতি যাহারা দ্বেষ করে, তাহারা অবশ্যই দণ্ডার্হ। জয় বিজয়ের প্রতি মুনি-গণের যে শাপ, তাহা ভগবানেরই সৃষ্ট। অতঃপর জয় বিজয় শ্রীভ্রষ্ট হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে পতিত হইল, ইহারাই কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে হিরণাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মুনিগণ জয়বিজয়কে অভিশাপ দিবার জন্য শ্রীভগবানের নিকট অপরাধশঙ্কা হইলে শ্রীভগবান্ ঐ অভিশাপ তাঁহারই নির্ম্মিত বলিয়া জানাইলেন। অতঃপর মুনিগণ বৈকুণ্ঠধাম ও ধামেশ্বর সেই ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন ও চিন্তন করিতে করিতে শ্রীভগবান্‌কে হৃষ্ট-চিত্তে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ তাঁহার অনুমতি গ্রহণান্তর স্বস্ব স্থানে গমন করিলেন। অতঃপর শ্রীভগবান্ জয়বিজয়কেও সম্বোধন করিয়া কহিলেন—তোমরা এস্থান হইতে গমন কর, ভয় করিও না, তোমাদের মঙ্গল হইবে, আমি ব্রহ্মশাপ খণ্ডনে সমর্থ হইলেও তাহা করিতে ইচ্ছা নাই, যেহেতু উহা আমারই অভিপ্রায়মত সংঘটিত হইয়াছে।

"এতৎ পুরৈব নির্দ্দিষ্টং রময়া ক্রুদ্ধয়া তদা।
পুরা যদ্‌বারিতা দ্বারি বিশন্তী ময্যুপারতে॥"

—ভাঃ ৩।১৬।৩০

অর্থাৎ "পূর্ব্বে যখন আমি যোগনিদ্রায় শয়ন করিয়াছিলাম, তখন আমার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় যখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী গৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তোমরা তাঁহাকে প্রবেশপথে বাধা দিয়াছিলে, শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাহাতে ক্রুদ্ধা হইয়া এই ঋষি ব্রাহ্মণগণ অধুনা যে শাপ প্রদান

করিয়াছেন, সেইরূপ ব্যবস্থা তোমাদের জন্য পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।"

"এই ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বল্পকালের মধ্যেই তোমরা আমার প্রতি ক্রোধযোগহেতু আবার আমার নিকট আসিবে।" ('ক্রোধাবেশ-হেতু ভগবদ্ধ্যানযোগটি গাঢ় হওয়ায় শীঘ্র শীঘ্র মুক্তি লাভ হইবে।' শ্রীভগবান্ জয়বিজয়কে এইরূপ আদেশ করিয়া নিজধামে প্রবেশ করিলেন, জয়বিজয়ও দুস্তর ব্রহ্মশাপ-হেতু বৈকুণ্ঠধাম হইতে অধঃপতিত হইয়া হতশ্রী ও বিগতগর্ব্ব হইল। উহারাই দিতিগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া মহর্ষি কশ্যপের ভীষণ তেজঃ প্রাপ্ত হইয়াছে।)

শতবর্ষ পূর্ণ হইলে দিতি যমজপুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন, হিরণ্যাক্ষ অগ্রে ভূমিষ্ঠ হইলেও কশ্যপের বীর্য্যনিষেকের ক্রমানুসারে হিরণ্যকশিপুই জ্যেষ্ঠ। সে কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে খুবই ভালবাসিত, হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট অমর বর প্রাপ্ত হইয়া বাহুবলে ত্রিলোককে বশে আনয়ন করিল। হিরণ্যাক্ষ নিজবলদৃপ্ত হইয়া কখনও স্বর্গে গিয়া দেবতাগণকে ভয় দেখাইত, কখনও বা জলাধিপতি বরুণসমীপে গিয়া আস্ফালন করিত। বরুণ তাহাকে বলিলেন—বিষ্ণুই আপনার সমকক্ষ যোদ্ধা, তিনিই আপনাকে যুদ্ধসুখ দিতে পারিবেন। হিরণ্যাক্ষ বরুণের মুখে বিষ্ণুকে তাহার প্রতিপক্ষ যোদ্ধা হইবার উপযুক্ত পাত্র জানিয়া শ্রীনারদের নিকট তাঁহার অবস্থিতি স্থানের সন্ধান পাইল। শ্রীভগবান্ বিষ্ণু যখন বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক রসাতল হইতে ধরিত্রীদেবীকে দন্তাগ্রে ধারণ করতঃ উত্তোলন করিতেছিলেন, সেই সময়ে হিরণ্যাক্ষ মহার্ণবমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বরাহদেব তাহার সহিত যুদ্ধক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীভগবান্ বরাহদেবকে অত্যন্ত কাতরভাবে প্রার্থনা জানাইলেন—প্রভো, ঐ মহাসুরকে লইয়া আর খেলা করিবেন না, আসুরীবেলা প্রাপ্ত হইলে ঐ অসুর আরও বর্দ্ধিত বেগ হইবে। এক্ষণে লোকসংহারকারিণী সন্ধ্যা সমাগতা এবং 'অভিজিৎ' নামক মঙ্গলময় যোগ, ইহাই দৈত্যবধের উপযুক্ত কাল, কিন্তু এই শুভযোগের স্থিতিকাল মুহূর্ত্তমাত্র, সুতরাং এখনই উহাকে বধ করুন। গদা শূল প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। বিষ্ণু তাঁহার সুদর্শন চক্রদ্বারা অসুরের সমস্ত অস্ত্র খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিলেন, অসুরের মায়াকেও বিনষ্ট করিয়া এক পদাঘাতে উহার বিনাশ সাধন করিলেন। দেবগণ অন্তরীক্ষ হইতে বিষ্ণুপদাঘাতে অসুরের মৃত্যু দর্শনে তাহার ভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করতঃ পরমানন্দে আদিবরাহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন।

মহারাজ প্রাচীনবর্হির পুত্র দশপ্রচেতা তপস্যার্থ সমুদ্রাভ্যন্তরে গমন করিলে রাজবিরহে পৃথ্বীতলে কোনও শস্যাদি উৎপন্ন হয় নাই। সমস্ত স্থান দ্রুমলতায় সমাকীর্ণ হইয়াছিল। প্রচেতাগণ তপস্যা হইতে রাজ্যে প্রত্যাবর্তনপূর্ব্বক পৃথ্বীতল দ্রুমলতাপূর্ণ দর্শনে বৃক্ষসকলের উপর ক্রোধান্বিত হইয়া স্বস্ব মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি উৎপাদন করতঃ উহাদ্বারা বৃক্ষসকলকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। বনস্পতিগণের রাজা সোম (চন্দ্র) অত্যন্ত কাতরভাবে জীবকুলের ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রুমলতাকে ধ্বংস করিতে নিষেধ করতঃ ঐ সকল বৃক্ষের পালিতা প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার গর্ভজাতা মারিষা নাম্নী একটি সুরূপা কন্যাকে উক্ত দশপ্রচেতাকে সম্প্রদান করতঃ অন্তর্দ্ধান করিলেন। ঐ কন্যার গর্ভে প্রজাপতি দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। এই দক্ষই স্বায়ম্ভুব মনুকন্যা প্রসূতিপতি ছিলেন। তাঁহারই কন্যা সতীদেবী শিবপত্নী। প্রজাপতি দক্ষ তৎকালে বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর চরণে অপরাধবশতঃ ছাগমুণ্ড পাইয়া শিবের স্তুতিবিধান করিলেও তাঁহার অন্তরের উষ্মা বিগত না হওয়ায় তাঁহাকে আবার এই ষষ্ঠ চাক্ষুষমন্বন্তরে প্রাচেতস দক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই দক্ষ-সৃষ্ট প্রজাসমূহ দ্বারা ত্রিলোক পূর্ণ হইয়াছে। প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে মনোদ্বারাই দেব, অসুর, মনুষ্য, খেচর, ভূচর ও জলচর প্রভৃতি প্রজাবর্গকে সৃষ্টি করিলেও সৃষ্ট প্রজাসমূহের বৃদ্ধি না দেখিয়া বিন্ধ্যাচলসন্নিহিত অঘমর্ষণ নামক একটি পর্ব্বতে দুষ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন, তিনি 'হংসগুহ্য' নামক একটি সুন্দর স্তোত্রদ্বারা অধোক্ষজ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন, এই স্তবটি শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীহরি দক্ষের সেই স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে দক্ষ আনন্দোৎফুল্ল হইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎপ্রণতি

বিধান করিলেন। শ্রীভগবান্ কহিলেন—"হে মহাভাগ প্রাচেতস, তুমি মদ্বিষয়িনী শ্রদ্ধা দ্বারা আমাতে পরমভক্তিযুক্ত হইয়াই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছ। তুমি এই বিশ্বসংসারের বৃদ্ধিসম্পাদনোদ্দেশ্যাগ্য-তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, ভূতসকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, ইহাই আমার ইচ্ছা। ব্রহ্মা, ভব, মনুগণ, লোকপালগণ এবং তোমরা প্রজাপতিগণ—সকলেই প্রাণিগণের ভূতি-হেতু অর্থাৎ উদ্ভব-কারণ, আমারই বিভূতি অর্থাৎ গুণাবতারবিশেষ। হে প্রজশ দক্ষ, তুমি 'পঞ্চজন' নামক প্রজাপতির 'অসিক্লী' নাম্নী কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর, এই কন্যার গর্ভে পুনরায় ভূরি ভূরি প্রজা সৃষ্টি করিতে পারিবে এবং আমার মায়ায় বশীভূত হইয়া সেইসকল প্রজাও আবার সৃষ্টি বর্দ্ধন করিবে।" শ্রীভগবান্ এইসকল কথা বলিয়া দেখিতে দেখিতে সর্ব্বসমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন।

অতঃপর বিষ্ণুমায়াবর্দ্ধিত প্রজাপতি দক্ষ তাঁহার অসিক্লী নাম্নী ভার্য্যায় হর্য্যশ্ব-নামক অযুত (দশসহস্র)-সংখ্যক পুত্র উৎপাদন করতঃ যথাসময়ে তাঁহাদিগকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা পশ্চিমাভিমুখে গমন করতঃ সিন্ধুনদী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থানে 'নারায়ণসরঃ' নামক মহাতীর্থে তপস্যায় রত হইলেন। তাঁহারা সেই মহাতীর্থোদকে স্নানাচমনাদি সম্পাদনার্থ তীর্থের পবিত্র বারি স্পর্শ করিবামাত্রেই তাঁহাদের হৃদয়ে পারমহংস্য ধর্ম্মে মতি জন্মিল, কিন্তু পিতা তাঁহাদিগকে প্রজা সৃষ্টির আদেশ দিয়াছেন স্মরণ করতঃ তাঁহারা তদ্বাক্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা দেবর্ষি নারদ তথায় আগমনপূর্ব্বক নির্ম্মলসত্ত্ব দক্ষপুত্রগণকে মায়িক জনোচিত সকামধর্ম্মে উদ্যুক্ত দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অত্যন্ত কৃপার্দ্র হৃদয়ে জীবমাত্রেরই ভগবদ্ভজনের একমাত্র সর্ব্বমুখ্য প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে ভগবদনুগ্রহে তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের ভক্ত অবতার নারদবাক্যের সারার্থ হৃদয়ঙ্গম করতঃ পরমার্থপথের পথিক হইলেন এবং শ্রীদেবর্ষিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ অপুনরাবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিলেন। এতগুলি জীবকে ভক্তিপথের পথিক হইতে দেখিয়া নারদের আর আনন্দের সীমা নাই। তিনি পরমানন্দে তাঁহার সপ্তসুরে বাঁধা বীণায় ঝঙ্কার দিবামাত্র স্বরব্রহ্ম সর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষক হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইল। তিনি ভগবৎপাদপদ্মে চিত্ত সন্নিবেশপূর্ব্বক হরিগুণগান করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি দক্ষ শ্রীনারদেরই মুখে তাঁহার হর্য্যশ্বাদি পুত্রের প্রবজ্যাবলম্বনের কথা শ্রবণে পুত্রবিরহে শোক করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন, অনন্তর দক্ষ স্বীয় পত্নী পাঞ্চজনী অসিক্লীর গর্ভে পুনরায় 'সবলাশ্ব' নামক সহস্র সন্তান উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে যথাসময়ে প্রজা সৃষ্টির আদেশ করিলেন। তাঁহারা পিত্রাদেশ পালনার্থ তাঁহাদের অগ্রজ ভ্রাতৃবর্গ যে স্থানে নারদোপদেশে ভক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মহাতীর্থ নারায়ণসরোবরে গমন করিলেন। সেই পরমপবিত্র তীর্থোদক স্পর্শমাত্রেই তাঁহাদের হৃদয় পবিত্র হইয়া গেল। তাঁহারা তথায় বিশুদ্ধচিত্তে প্রণবপুটিত মন্ত্রজপ সহকারে "ওঁ নমো নারায়ণায় পুরুষায় মহাত্মনে। বিশুদ্ধ সত্ত্বধিষ্ণ্যায় মহাহংসায় ধীমহি॥"—এই মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। এবারও শ্রীদেবর্ষি নারদ তাঁহাদের নিকট আসিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববৎ একান্তভাবে ভগবদ্ভজনের উপদেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নারদোপদেশে পূর্ব্বাগ্রজগণের ন্যায় সংসারাসক্তি বর্জ্জনপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশ করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তির পথ অবলম্বন করিলেন। এবারও দক্ষ নারদমুখেই সবলাশ্ব পুত্রগণের পারমহংস্য ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা শ্রবণে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া নারদকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন—অহো, তুমি কেবল সাধুর বেষমাত্র ধারণ করিয়াছ, কিন্তু প্রকৃত সাধু নও, আমিই সাধু। তুমি আমার 'হর্য্যশ্ব' ও 'সবলাশ্ব' (১১০০০) পুত্রগণকে নিবৃত্তিমার্গ দেখাইয়া আমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় আচরণ করিয়াছ। (৩৬) ব্রাহ্মণগণ জন্মিবামাত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ—এই তিনটি প্রধান ঋণে ঋণী হন। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞদ্বারা দেবঋণ এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। আমার পুত্রগণ এই ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হয় নাই এবং কর্ত্তব্যকর্ম্মেরও বিচার করে নাই। অতএব হে পাপিষ্ঠ, তুমি তাহাদের ইহলোক ও পরলোকে মঙ্গলপ্রাপ্তির বিঘ্ন আচরণ করিলে। (৩৭) এই

প্রকার প্রাণিদ্রোহ দ্বারা তুমি তোমার নিজ প্রভু শ্রীহরির যশোবিঘাতক হইলে। তুমি অজ্ঞ বালকগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়াছ, সুতরাং তুমি নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ হইয়া কিরূপে ভগবানের পার্ষদমধ্যে বিচরণ করিতেছ? (৩৮) তুমি ব্যতীত অন্যান্য ভাগবতগণ সকলেই জীবগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ব্যগ্র, তুমি কেবল লোকের মিত্রতাবন্ধনচ্ছেদক এবং নির্বৈর-লোকের প্রতি বৈরতা সাধনে তৎপর, লোকের এরূপ অহিত আচরণ করিতে তোমার কি একটু লজ্জাও হয় না? (৩৯) তুমি যদি মনে কর—বৈরাগ্য হইতে উপশম এবং সেই উপশম ( অর্থাৎ বিষয়বিরক্তি বা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ) হইতে স্নেহপাশ ছিন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে, জ্ঞান ব্যতীত কেবল তোমার এইপ্রকার বেষের দ্বারা পুরুষের বৈরাগ্যোদয় হইতে পারে না। (৪০) জড়বিষয় যে দুঃখেরই কারণ, তাহা বিষয় ভোগ না করিয়া কেহ জানিতে পারে না, সুতরাং বিষয় ভোগ করিতে করিতে উহার তীক্ষ্ণত্ব ( দুঃখপ্রদত্ব ) জানিতে পারিলে যেমন আপনা হইতে নির্ব্বেদ জন্মিয়া থাকে, তদ্রূপ অপরের চালিত বুদ্ধিদ্বারা সেরূপ হয় না। (৪১) আমরা বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষা করি, আমরাই সাধু এবং গৃহমেধী অর্থাৎ ফলভোগপর বৈদিক কর্ম্মানুসারে দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ—এই পঞ্চবিধ গৃহব্রতে ব্রতী, তুমি আমার পুত্রগণকে নিবৃত্তিমার্গে চালিত করিয়া যে দুঃসহ অপকার করিয়াছ, তাহা একবার সহ্য করিয়াছি। (৪২)

"তন্তুকৃন্তন যন্নস্ত্বমভদ্রমচরঃ পুনঃ।
তস্মাল্লোকেষু তে মূঢ় ন ভবেদ্ ভ্রমতঃ পদম্ ॥"
—ভাঃ ৬।৫।৪৩

অর্থাৎ "হে পুত্রনাশক, কিন্তু তুমি আবার আমার প্রতি সেইপ্রকার অমঙ্গল আচরণ করিলে! রে মূঢ়! এইজন্য তোমাকে সর্ব্বলোকে ভ্রমণ করিতে হইবে, কোথায়ও তুমি স্থান পাইবে না।" ৪৩ ॥

এই অধ্যায়ের উপসংহারে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

"প্রতিজগ্রাহ তদ্বাঢ়ং নারদঃ সাধুসম্মতঃ।
এতাবান্ সাধুবাদো হি তিতিক্ষেতেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥"
—ঐ ৪৪ শ্লোক

"( হে রাজন্! ) সাধুগণ-প্রশংসিত নারদ 'আপনার বাক্য সত্য হউক' বলিয়া দক্ষ প্রজাপতির বাক্য স্বীকার করিলেন। প্রতিশাপ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেও প্রতিশাপ না দিয়া উহা সহ্য করাই ( সাধকের ) সাধুতা।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার 'সারার্থদর্শিনী' টীকায় লিখিতেছেন—

"প্রতিজগ্রাহ তদ্বাঢ়মিতি—আপনার বাক্য সত্য হউক, ইহা বলিয়া প্রজাপতি দক্ষের বাক্য স্বীকার করিলেন। 'সাধূনাং সম্মতঃ' ইতি 'সাধব এবমেব সহন্তে' ইত্যর্থঃ অর্থাৎ সাধুগণ এইপ্রকারেই সহিষ্ণুতা-গুণসম্পন্ন হইয়া সহ্য করিয়া থাকেন, ইহাই অর্থ। 'ঈশ্বরঃ' অর্থাৎ প্রতিশপ্তুং সমর্থোঽপি অর্থাৎ প্রতিশাপ দিতে সমর্থ হইয়াও প্রতিশাপ দেন না। 'ননু দক্ষমনুগৃহীতুমাগতো নারদো দক্ষেণ বহুশস্তিরস্কৃতস্তত্র তাংতিস্তরস্কারান্ শ্রুত্বা নারদেন তৎসমীপাৎ কথং নাপসৃতম্ উচ্যতে,—নারদস্যায়মভিপ্রায়ঃ—ক্রোধবশোঽয়ং বহুশস্তিরস্কারানপি করোতু, শাপঞ্চ দদাতু, ততশ্চ ক্রোধস্যৈতৎ ফলোদয়াদিত্যুক্তের্যদা ক্রোধঃ শাম্যেৎ, মাঞ্চ প্রতিতিরস্কারাদিকমকুর্ব্বাণং সর্ব্বমেব সহমানমালোক্য হন্ত হন্ত ভগবদ্ভক্তোঽয়ং তিরস্কৃতঃ শপ্তশ্চেতি বৈকুণ্ঠাগতানাং সনকাদীনামিবানুতাপশ্চ যদা ভবিষ্যতি তদা ভক্তিবীজবপনযোগ্য ক্ষেত্রীভূতেঽস্মিন্ শুদ্ধভক্তিবীজমুপ্ত্বা যামীতি বুদ্ধ্যা তাবৎক্ষণপর্য্যন্তমপি স্থিতম্। দক্ষস্য তু তত্তদ্দৃষ্ট্বা অহো চন্দ্রার্দ্ধমৌলেরপরাধবিশেষপ্রাবল্যমিতি স্মৃত্বা ততোঽপসৃতম্।" অর্থাৎ যদি বল—দক্ষকে অনুগ্রহ করিবার জন্য আগত নারদ দক্ষ কর্ত্তৃক বহুপ্রকারে তিরস্কৃত হইয়াও সেই সমস্ত তিরস্কার শুনিয়াও তাহার নিকট হইতে সরিয়া গেলেন না কেন?—এরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে যে, নারদের অভিপ্রায় এই যে, দক্ষ ক্রোধবশে আমাকে বহুরূপে তিরস্কার করুক, শাপও প্রদান করুক, অতঃপর এই ক্রোধের ফলোদয়কালে যখন ক্রোধ প্রশমিত হইবে, আমাকেও প্রতিতিরস্কারাদি না করিয়া সমস্তই সহ্য করিয়াছি দেখিবে, তখন হয়ত ভাবিবে—এ ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত তাই এত তিরস্কৃত ও অভিশপ্ত হইয়াও বৈকুণ্ঠাগত সনকাদির ন্যায় অনুতপ্ত হইবে, তখন ভক্তিবীজ বপনযোগ্য ক্ষেত্রীভূত অর্থাৎ

ক্ষেত্ররূপে পরিণত ইহার হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তিবীজ বপন-পূর্ব্বক আমি ( নারদ ) এখান হইতে চলিয়া যাইব, এইপ্রকার বিচার করিয়া তৎকাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু নারদ দেখিলেন—অহো দক্ষের স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বৈষ্ণবরাজ শম্ভুচরণে অপ-রাধশেষ এখনও প্রবলভাবে বিদ্যমান, ইহা চিন্তা করতঃ সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

শ্রীভগবানের ভক্ত-অবতার দেবর্ষি নারদ প্রজা-পতি দক্ষের একাদশ সহস্র পুত্রকে ভগবদ্ভক্ত করিয়া দিয়া তাঁহার ও ঐসকল পুত্রের যে কত উপকার করিলেন, তাহা শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়া তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞব্যক্তিরও মোহ উৎপাদন করতঃ পূর্ব্বে যেমন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মনুকন্যা প্রসূতিপতিরূপে পরমমঙ্গলময় বৈষ্ণবরাজ শিবের চরণে অপরাধ করিয়াছিলেন, বহুকাল পরে চাক্ষুষমন্বন্তরেও তিনি আবার ভক্তাবতার নারদচরণেও সেইরূপ অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়া বসিলেন। বৈষ্ণবাপরাধ—অতি-ভয়ঙ্কর বস্তু। ইহজগতে মনুষ্যসমাজে প্রায়শঃই দেখা যায়—স্ত্রীপুত্রাদি জড়বিষয়াসক্ত পিত্রাদি আত্মীয়স্বজন পরমহিতাকাঙ্ক্ষী শুদ্ধভক্ত সাধুগণের চরণে ঐরূপ অপরাধ করিয়া বসেন। দক্ষ যে সকল যুক্তিপ্রদর্শন-পূর্ব্বক নারদকে তিরস্কার ও অভিশাপ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাও কর্ম্মকাণ্ডের বিচারাবলম্বনে প্রকৃত সাধুগণকেও তদ্রূপ ঘৃণার চক্ষে দেখেন। অনেক পিতা পাছে সন্তান সংসারবিরক্ত হইয়া যায়, এই ভয়ে তাহাকে শুদ্ধভক্ত সাধুদিগের নিকট যাইতে বা তৎসমীপে হরিকথা শুনিতে নিষেধই করিয়া থাকেন। ভক্তিই জীবাত্মার নিত্য স্বরূপগত বৃত্তি, তাহাই জীবমাত্রেরই পরমধর্ম্ম। 'কৃষ্ণে ভক্তি করিলেই সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়' এই বিচারে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মনে-বিশ্বাসোদয় হইলে জীবের সকল কর্ত্তব্যই সুষ্ঠুভাবে পালিত হইয়া যায়। যতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ দৃঢ়শ্রদ্ধা না আসে, ততদিনই কর্ম্মাধিকার, ভক্তিই পরম অমৃত-স্বরূপ। অর্জ্জুন কৃষ্ণসমীপে যে নিশ্চিত শ্রেয়ঃ জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সম্যক্ উত্তর কৃষ্ণ তাঁহার 'মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এই বাক্যে প্রদান করিয়াছেন। ভক্তরাজ প্রহলাদ যখন শ্রীনৃসিংহপাদপদ্মে তাঁহার পিতৃদেব হিরণ্যকশিপুর কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন, তখন ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহ-দেব বলিয়াছিলেন—

"ত্রিসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ।
যৎ সাধোঽস্য কুলে যাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ॥"
—ভাঃ ৭।১০।১৮

অর্থাৎ "হে অনঘ, হে সাধো, পূর্ব্বতন এক-বিংশতি পুরুষের সহিত তোমার পিতা পবিত্র হই-য়াছে, কারণ সেই বংশে কুলপাবন তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করিতেছেন—

"এই জন্মে তোমার এই পিতা পূত হইলেন, ইহাতে আর কি বক্তব্য, তোমার একুশ জন্মের একুশ সংখ্যক পিতৃপুরুষও পূত হইয়া গিয়াছেন, ইহাই তাৎপর্য্য। আবার তুমি যে কেবল পিতৃপুরুষকে পবিত্র করিয়াছ তাহা নহে, যেহেতু তুমি কুলপাবন, তজ্জন্য তুমি পিতৃ মাতৃ উভয় কুলকেই পবিত্র করিয়াছ।"

শ্রীভগবান্ আরও কহিলেন—

"যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পূয়ন্তেঽপি কীকটাঃ॥"
—ঐ ভাঃ ৭।১০।১৯

অর্থাৎ "যেখানে যেখানে প্রশান্ত, সমদর্শী, সাধু, সদাচারযুক্ত আমার ভক্তগণ বাস করে, তথায় কীকটেরাও পবিত্র হয়।" [ 'কীকট' বলিতে অশুদ্ধ দেশ, তত্তুল্য বংশ্য, তন্নিবাসী প্রাণিগণকে বুঝাইয়া থাকে। ]

( ক্রমশঃ )

# পশ্চিমবঙ্গে—যশড়া-চাকদহ, বারাসত, মালদহ, শিলিগুড়ি ও বাঁকুড়ায় এবং আসামে—তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গুয়াহাটী ও সরভোগে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ও তৎসমভিব্যাহারে শ্রীমঠের বিশিষ্ট প্রচারকবৃন্দ

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১১৬ পৃষ্ঠার পর ]

শ্রীল আচার্য্যদেব বিভিন্ন দিনে জে-এন্ রোডস্থিত শ্রীনির্ম্মল অধিকারীর গৃহে, জে-এন্ রোডস্থিত হরিসভায় এবং আগিয়া রোডস্থ শ্রীশিবদাস গুহ রায়ের গৃহে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ, শ্রীদীনতারণদাস ব্রহ্মচারী (পূজারী), শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণু দাস, শ্রীপরমেশ্বরী দাস, শ্রীসুরেশ্বর দাস, শ্রীজীবেশ্বর দাস, শ্রীহরেশ্বর দাস, শ্রীধনঞ্জয় দাস, শ্রীরাধামোহন দাস, শ্রীকিরণ দাসাধিকারী, শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, গুয়াহাটী ঃ** অবস্থিতি ঃ—১০ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ১৩ ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত এবং ২০ ফাল্গুন, ৫ মার্চ্চ শনিবার হইতে ২৩ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত

শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় ভক্তপ্রদত্ত মিনিবাসে দ্বাদশমূর্ত্তি সমভিব্যাহারে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় গোয়ালপাড়া মঠ হইতে রওনা হইয়া মধ্যাহ্নে ১২-৩০ ঘটিকায় পল্টনবাজারস্থ গুয়াহাটী মঠে শুভপদার্পণ করেন। প্রচারপার্টীর ছয়মূর্ত্তি পূর্ব্বদিন অগ্রিম তথায় পেঁৗছিয়াছিলেন। গুয়াহাটী মঠের নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দির এবং অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নানন্দজীউ বিজয় বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীবিগ্রহগণের নবমন্দিরে শুভপ্রবেশোৎসব শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের পৌরোহিত্যে ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে, ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিতে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। তদবধি উক্ত শুভ তিথিকে উপলক্ষ করিয়া গুয়াহাটী মঠের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এই বৎসরও উক্ত বার্ষিক অনুষ্ঠান ১০ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ১২ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। প্রথম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ডাঃ হিরণ্যলাল দেব এস্-পি। সভার বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'বিশুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব', 'সর্ব্বোত্তম উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ' এবং 'ভক্তের কৃপাই ভগবানের কৃপা'।

১১ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা ও মহাভিষেক এবং অপরাহ্ন ২-৩০ ঘটিকায় অধিষ্ঠাতৃ বিজয় বিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদি সহ বাহির হইয়া নগর পরিভ্রমণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশীতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শুভাবির্ভাব তিথিপূজা উপবাস-ব্রত সহযোগে পালিত হওয়ায় পরদিবস সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সরভোগ মঠের বার্ষিক উৎসবান্তে গুয়াহাটী হইতে কলিকাতা যাত্রার প্রাক্কালে ৫ মার্চ্চ হইতে ৮ মার্চ্চ পর্য্যন্ত গুয়াহাটীতে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টী সহ তিন দিন অধিক অবস্থান করেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শুভাবির্ভাব-পূর্ণিমা তিথিবাসরে ছত্রীবাড়ীস্থিত স্বধামগত শ্রীউপেন্দ্র হালদার

প্রভুর বাসভবনে এবং বিভিন্ন দিনে গিরিজা কলোনিস্থ শ্রীমাখন দাস, কালাপাহাড়স্থ শ্রীপ্রভাত দেব, বামুনিয়া ময়দানস্থ শ্রীপূর্ণকান্ত গর্গে এবং মালিগাওঁস্থ শেঠ ধুরুমলজীর আলয়ে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। স্বধামগত উপেন্দ্র হালদার প্রভুর গৃহে মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল।

মঠরক্ষক শ্রীগোবিন্দসুন্দরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাঘবচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগদাধরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভূতভাবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনুত্তম দাস ( শ্রীঅনিল প্রভু ), শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য দাস ( শ্রীকানু ), শ্রীসনাতনদাস ব্রহ্মচারী ( শ্রীসুভাষ ), শ্রীসনাতন দাস ( শ্রীস্বপন ), শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীবীরেন দেব প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

**সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, চক্‌চকাবাজার ( বরপেটা )ঃ**—অবস্থিতি ঃ—১৪ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার হইতে ১৯ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত

শ্রীল আচার্য্যদেব পঞ্চদশ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে গুয়াহাটী হইতে ১৪ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার বাসযোগে পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় রওনা হইয়া বেলা ১টা পর্য্যন্ত বরপেটা জেলান্তর্গত সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক বিশ্বে যে ৬৪টী প্রচার-কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়াছিল তন্মধ্যে আসামপ্রদেশে বরপেটা জেলান্তর্গত সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ অন্যতম। শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর জীউ শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক উক্ত মঠের সেবা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রতিবৎসর তাঁহার গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা উক্ত মঠে বিশেষভাবে সম্পন্ন করিতেন। শ্রীল গুরুদেবের প্রবর্ত্তিত শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে উক্ত বার্ষিক অনুষ্ঠান এইবারও শ্রীল গুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিগত ১৫ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে ১৭ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে ও মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে, বিশেষতো বরপেটা জেলা ও কামরূপ জেলার ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় এই উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক উক্ত মঠের সেবাসমৃদ্ধি ও সেবাসৌষ্ঠব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী ( ডাঃ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবনাথ ) ও শ্রীপরেশ চন্দ্র সাহা পরিজনবর্গ সহ মোটরভ্যানযোগে কোক্‌রাঝাড় হইতে শ্রীব্যাসপূজানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সরভোগ মঠে আসিয়াছিলেন।

শ্রীমঠে ধর্ম্মসভার সান্ধ্য অধিবেশনে 'নগর-কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা', 'মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য', 'শরণাগত ও অকিঞ্চনের লক্ষণ এবং ভগবদ্ প্রাপ্তির উপায়' যথাক্রমে নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয়ের উপর শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ—তাঁহাদের জ্ঞানগর্ভ ভাষণে প্রচুর আলোকসম্পাত করেন। শ্রীব্যাসপূজাবাসরে সান্ধ্য বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বরনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীহীরেণ মজুমদার।

১ মার্চ্চ মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সরভোগ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে।

১৭ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ বুধবার পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার সহায়ক

রূপে ছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী। বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক ক্রমানুযায়ী আলেখ্য.চর্চ্চায় পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হওয়ার পর মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগান্তে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব আমন্ত্রিত হইয়া মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপ্রিয়মাধব দাসাধিকারীর ও শ্রীবাঞ্ছারাম সাহার আলয়ে সাধুগণসহ শুভাগমন করতঃ হরি-কথামৃত পরিবেশন করেন। উভয় গৃহেই বৈষ্ণবসেবা ও মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ভক্তগণের প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী সাধু-গণ সমভিব্যাহারে স্বধামগত শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধি-কারী প্রভু, শ্রীভগবানদাস প্রভু ও শ্রীহরিদাস প্রভুর গৃহেও শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীগোপাল দাসাধিকারী প্রভু, শ্রীহরমোহন দাস, শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহন দাস, শ্রীদামোদর দাস, শ্রীনরহরি দাস, শ্রীকার্ত্তিক, শ্রীঅখিল, শ্রীপ্রিয়মাধব দাসাধিকারী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

**কেঞ্জেকুড়া ( বাঁকুড়া ), ঝাণ্টিপাহাড়ী, বাঁকুড়া সহর ঃ**—অবস্থিতি ঃ—২৭ ফাল্গুন, ১২ মার্চ্চ হইতে ১ চৈত্র, ১৫ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত

বাঁকুড়া জেলান্তর্গত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম কেঞ্জেকুড়াস্থ শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য পরি-ব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহা-রাজের স্নেহসিক্ত আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব আসাম-প্রচার-ভ্রমণান্তে কলিকাতা মঠে ফিরিয়া সদলবলে ২৬ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ শুক্রবার শিবরাত্রি শুভবাসরে হাওড়া হইতে চক্রধরপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে রওনা হইয়া উক্ত দিবস শেষ রাত্রিতে বাঁকুড়া জংসন ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীসুবোধ চন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীনিরঞ্জন দত্ত গৃহস্থ ভক্তদ্বয় ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের ব্যবস্থায় সকলে জং জীপগাড়ীতে উঠিয়া কেঞ্জেকুড়ায় শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্ত-গণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তনসহ সম্বর্দ্ধিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকিরণ গিরি মহারাজ মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে তদনুগমনে প্রাতঃ ৫-৩০ ঘটি-কায় সকলে শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপ-নীত হন। তথায় নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দির প্রকাশিত হইয়াছেন। কেঞ্জেকুড়া শ্রীভক্তিসারঙ্গ গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসবে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহা-রাজের সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবও আসিয়াছিলেন। কতিপয় বৎসর পরে কেঞ্জেকুড়া মঠে আসিয়া সং-কীর্ত্তনভবনের ও দ্বিতল সাধুনিবাসের প্রকাশ দেখিয়া হৃদয়ের উল্লাস প্রকাশ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ প্রতি বৎসর কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং শ্রীল আচার্য্যদেবকে তাঁহার মঠে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। বৈষ্ণবের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব কেঞ্জেকুড়ায় প্রচারপ্রোগ্রাম করিবেন, বাক্য দেন।

প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভা শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে অনুষ্ঠিত হয়। নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব তিথিপূজা উপলক্ষে ২৮ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ রবিবার পূর্ব্বাহ্নে ও রাত্রিতে বিশেষ বিরহ-সভা এবং মধ্যাহ্নে বিরহ-মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ ভাষণ ব্যতীত 'শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের পূতচরিত্র ও শিক্ষা' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকিরণ গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের হরিকথা পরিবেশনে বিরহ-সভায় হৃদয়ের বিরহ-বেদনা জ্ঞাপন করেন। হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ঝাণ্টিপাহাড়ী হইতে কেঞ্জেকুড়া মঠের শেষ অধি-বেশনে যোগদান করতঃ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। বিরহমহোৎসবে বহু নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ মহোৎসব-ব্যবস্থার মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় ভক্তদ্বয় শ্রীনিরঞ্জন দত্ত ও শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তাঁহাদের গৃহে সাধুগণসহ শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন।

বাঁকুড়া অঞ্চলে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ভিক্ষা-সংগ্রহে ভ্রমণকালে মঠের বৈষ্ণবগণ ঝাণ্টিপাহাড়ীতে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। ঝাণ্টিপাহাড়ীনিবাসী মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী শ্রীসন্তোষ কুমার রক্ষিতের আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ১৫ মার্চ্চ জংজীপগাড়ীযোগে তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা পরিবেশন করেন। তথায় মহোৎসবও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রচার-ভ্রমণে ছিলেন—শ্রীগোপাল দাস প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীদেবকীসুতদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী।

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ১৬ মার্চ্চ বুধবার জংগাড়ীতে কেঞ্জেকুড়া হইতে যাত্রা করতঃ প্রাতে বাঁকুড়া-সহরে শ্রীরাধাবল্লভ কুণ্ডুর গৃহে আসিয়া পেঁাছেন। অপরাহ্নে শ্রীরাধাবল্লভ কুণ্ডুর গৃহে এবং রাত্রিতে শ্রীসুবোধ চন্দ্র চৌধুরীর গৃহে ভক্তগণের সমাবেশে হরিকথা বলেন শ্রীল আচার্য্যদেব। উভয় গৃহেই বৈষ্ণবসেবার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীরাধাবল্লভ কুণ্ডুর গৃহে শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজের সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎকার হয়। তিনি নবদ্বীপধাম-পরিক্রমার ভিক্ষাসংগ্রহে খুবই ব্যস্ত ছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব দশ মূর্ত্তিসহ ১৭ মার্চ্চ পুরুলিয়া এক্সপ্রেসযোগে কলিকাতা যাত্রা করেন।

কেঞ্জেকুড়া মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ এবং অন্যান্য সেবকগণের বিশেষ স্নেহ ও যত্ন লাভ করিয়া সকলেই পরম সুখানুভব করিয়াছেন।

# চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব
# পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ-উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানের পশ্চিমাঞ্চল কার্য্যালয় চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব বিগত ৩ বৈশাখ (১৪০১ বঙ্গাব্দ), ১৭ এপ্রিল (১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ) রবিবার হইতে ৭ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। চণ্ডীগড় মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মাধব জীউ শ্রীবিগ্রহগণ ১৯ চৈত্র ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে, ২ এপ্রিল ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে শুক্লা-সপ্তমী তিথিবাসরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা-তিথি উপলক্ষে চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসব প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তদবধি চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসব উক্ত শুভতিথিকে অবলম্বন করিয়া প্রতি বৎসর সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব নবমূর্ত্তি—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীভূতভাবনদাস ব্রহ্মচারী (গুয়াহাটী) ও শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী—সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে ২১ চৈত্র, ৪ এপ্রিল সোমবার উত্তরভারত প্রচার-ভ্রমণে বহির্গত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে জলন্ধর সহরে, রোপর সহরে এবং হিমাচল প্রদেশান্তর্গত উনায় প্রচারান্তে চণ্ডীগড় হইতে প্রেরিত চারিটী মোটর কারে রোপর হইতে ১৭ এপ্রিল রবিবার প্রাতে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ১০টা ১৫ মিঃ-এ চণ্ডীগড় মঠে শুভপদার্পণ

করিলে স্থানীয় মঠের সাধুগণ, গৃহস্থভক্তগণ ও সজ্জনগণ কর্তৃক পুষ্পমাল্যাদি ও সংকীর্ত্তন-সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। গৃহস্থ ভক্তগণ ট্রাকযোগে চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ প্রতিষ্ঠানের উত্তরাঞ্চল কার্য্যালয় বৃন্দাবন মঠ হইতে আসিয়া প্রচারপার্টীতে যোগ দেন এবং একই সঙ্গে শুভাগমন করেন। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস কলিকাতা হইতে উৎসবানুষ্ঠানের প্রাক্ ব্যবস্থায় সহায়তার জন্য পূর্ব্বেই তথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত যোগদানকারী ত্রিদণ্ডিযতিগণের মধ্যে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ। শ্রীমঠের গভর্ণিং বডির অন্যতম সদস্য এবং চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ উৎসবানুষ্ঠানের ব্যবস্থায় মুখ্য দায়িত্বে থাকিয়া সবকিছু দেখাশুনা করেন। শ্রীবৃন্দাবন মঠ হইতে শ্রীমদনমোহন দাস বাবাজী মহারাজ, লুধিয়ানার শ্রীকেবলকৃষ্ণ প্রভু, শ্রীরাজারামজী ( জলন্ধর ), রোপরের শ্রীযোগরাজ শেখরী, পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে, হরিয়াণা, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থান, জম্মু প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুশত ভক্ত উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে কলিকাতা মঠ হইতে শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী চণ্ডীগড় মঠের উৎসবানুষ্ঠানে আসিয়া যোগ দেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন মেজর জেনারেল শ্রীরাজেন্দ্রনাথ, পাঞ্জাব বিধানসভার ডেপুটী স্পীকার শ্রীরমেশ চন্দ ডোগরা, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীডি-আর্ শর্ম্মা, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের সিনিয়ার এড্ভোকেট শ্রীসত্যপাল জৈন এবং হরিয়াণা রাজ্যসরকারের অর্থ বিভাগের কমিশনার ও সচিব শ্রীজে-ডি গুপ্তা। পাঞ্জাব রাজ্যসরকারের আই-জি-পি শ্রীসমরবিজয় সিংহ, হরিয়াণা রাজ্যসরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীমাঙ্গেরাম গুপ্ত, পাঞ্জাব রাজ্যসরকারের অর্থমন্ত্রী ডক্টর কেবলকৃষণ, পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল ও চণ্ডীগড় সহরের প্রশাসক মাননীয় শ্রীসুরেন্দ্র নাথ, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয় জে-ভি গুপ্তা যথাক্রমে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুর্থ অধিবেশনে বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন হরিয়াণা রাজ্যসরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্র প্রতাপ সিং।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। 'ভক্তিই একমাত্র ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়', 'কলিযুগে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের মহিমা', 'শ্রীকৃষ্ণ-সেবাদ্বারা সকল কর্ত্তব্য সম্পাদিত হয়', 'ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ জীবন হইতে শিক্ষা' এবং 'ভগবানে মনোনিবেশের উপায়' আলোচ্য বিষয়রূপে যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল।

৪ বৈশাখ, ১৮ এপ্রিল সোমবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের প্রাকট্য-তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্নে মহাভিষেক ও পূজা এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক কার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর সহায়তায় হরিসংকীর্ত্তন-সহযোগে সম্পন্ন হয়।

শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মাধব জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বিচিত্র বাদ্যভাণ্ডাদিসহ গত ১৯ এপ্রিল মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া ২০, ২১, ২২, ১৮, ১৯ সেক্টর সমূহের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ বেলা ১২ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দ্বিপ্রহরে রাস্তা তপ্ত হইলেও নরনারীগণের মধ্যে রথাকর্ষণে উৎসাহ ও উদ্দীপনার লাঘব হয় নাই।

চণ্ডীগড় মঠে গভর্ণর শ্রীসুরেন্দ্র নাথ শ্রীরামনবমী-তিথিবাসরে শ্রীমন্দিরে প্রদীপ জ্বালাইয়া বিশেষ সভার উদ্‌ঘাটন করিতেছেন

শ্রীরামনবমী-তিথিতে ধর্ম্মসভার চতুর্থ বিশেষ সান্ধ্য অনুষ্ঠানের উদ্‌ঘাটন-কার্য্য মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীসুরেন্দ্র নাথ শ্রীমন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়া সম্পন্ন করেন। তৎপরে তিনি সভামণ্ডপে উপবিষ্ট হইলে চণ্ডীগড় মঠের সদস্যগণের প্রদত্ত ইংরাজী ভাষায় লিখিত অভিনন্দন-পত্র সদস্যগণের পক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক পঠিত হয়। রাজ্যপালের অভিলাষানুযায়ী শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দী ভাষায় নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয় এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

মাননীয় রাজ্যপাল প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—'আমি একমাস পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গে শ্রীধাম মায়াপুরে গিয়াছিলাম। পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রচার-প্রতিষ্ঠানের সহিত আমার কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান ও তথাকার পবিত্র পরিবেশ দেখিয়া আমার খুবই ভাল লাগিয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিধর্ম্ম—সকলকে ভালবাসার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ভগবৎ-প্রেম লাভের সহজ পন্থা দেখিয়েছেন হরিনাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিয়া উচ্চ-নীচ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা অলৌকিক বলিতে হইবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদার দৃষ্টিভঙ্গী আমার খুবই ভাল লাগিয়াছে এবং আমি খুব প্রভাবান্বিত হইয়াছি।'

২০ এপ্রিল শ্রীরামনবমী তিথিপূজা উপবাস সহযোগে পালিত হয়। মধ্যাহ্নে আবির্ভাবকালে শ্রীরামচন্দ্রের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। ভোগরাগান্তে ভক্তগণ ব্রতানুকূল ফলমূল প্রসাদ গ্রহণ করেন। পূর্ব্বাহ্নে ভক্তগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতঃ শ্রীমঠের আচার্য্যদেব মর্য্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান্

শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ চরিত্রের শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ আলোচনামুখে তাঁহাকে দুর্নীতি হইতে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীচিদঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅরুণ মিত্তলের সেবাপ্রচেষ্টায় হিন্দী গ্রন্থের কতিপয় প্রকাশ উক্ত শুভবাসরে ঘোষণা করা হয়।

পাঞ্চকুলাস্থিত শ্রীশ্যামসিংজীর, চণ্ডীগড় সহরে—সেক্টর ৩২এস্থিত শ্রীআর্-পি দুয়া, ৩৭বিস্থিত শ্রীশুকদেব রাজ বক্সি, ২১সিস্থিত শ্রীগৌরসুন্দর দাসাধিকারীর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ-সহ বিভিন্ন দিনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীঅভয়চরণ দাস, শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী (ছোট), শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীচক্রপাণি ব্রহ্মচারী, শ্রীঅসীম কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীবিষ্ণু দাস, শ্রীনীলাদ্রি দাস, শ্রীগৌরসুন্দর দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণগোপাল কারাকা, শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী, শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী (জহর), শ্রীঅরুণ মিত্তল, শ্রীকলিরামজী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

# বিরহ-সংবাদ

**শ্রীব্রজলাল দে (শ্রীভজহরি), আগরতলা (ত্রিপুরা)**

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত হরিনাম-প্রাপ্ত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীব্রজলাল দে বিগত ২৭ আষাঢ় (১৪০১ বঙ্গাব্দ), ১২ জুলাই (১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ) মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শুক্লা-চতুর্থী তিথিতে আগরতলা সহরে কৃষ্ণনগর কর্ণেল-চৌমহনীস্থ তাঁহার গৃহে শ্রীহরি-স্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধাম প্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৫ বৎসর। তিনি স্ত্রী, পাঁচ পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তির সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের (শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের) মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী আদি সহ তাঁহার গৃহে উপনীত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণামৃত ও প্রসাদীমালা অর্পণ করেন এবং তিলক করিয়া দেন। স্থানীয় শ্মশানঘাটে পরিজনবর্গ কর্তৃক যথাবিহিতভাবে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। শ্রীব্রজলাল দে মৃদঙ্গ-বাদন সেবায় পারঙ্গত ও রুচিবিশিষ্ট হওয়ায় মঠের উক্ত সেবা তিনি নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন অসুস্থ শরীর লইয়াও। তিনি সাধ্যমত অন্যান্য সেবাও করিতেন। শ্রীমঠের ভক্তগণ তাহাকে 'ভজহরি' বলিয়া প্রীতির সহিত ডাকিতেন। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীও একই সঙ্গে শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের নিকট ইং ১৯৭৮ সালে শ্রীহরিনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উভয়েই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় অনুরাগবিশিষ্ট।

২৬ জুলাই স্থানীয় সমাজের প্রথানুসারে গৃহে শ্রাদ্ধকৃত্য সুসম্পন্ন হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীবেণুলাল দে শ্রীমঠে—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পর দিবস বিশেষ বৈষ্ণব সেবার ব্যবস্থা করেন।

তাহার স্বধাম-প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ, বিশেষতো আগরতলাস্থিত ভক্তবৃন্দ বিরহ-সন্তপ্ত।

# শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

**মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে।**

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name....................
Vill....................
P. O....................
Dist....................
Pin....................

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

**কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—**

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুস্ত্রিংশ বর্ষ — ৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৪০১

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ ( নদীয়া ) ফোন ঃ ২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম )

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম )

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৪শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র ১৪০১
১১ হৃষীকেশ, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ | ৭ম সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Armadale, দার্জ্জিলিং
৭ই আষাঢ়, ১৩৪২ ; ২২শে জুন, ১৯৩৫

প্রিয় * *,

সর্ব্বকারণ-কারণ কৃষ্ণ আকরবস্তু হওয়ায় পার্থিব দুর্নীতিসমূহ তাঁহাতে আরোপিত হইতে পারে না। প্রপঞ্চে বহু নায়ক বিরাজমান থাকায় একের প্রাধান্যে অপরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কৃষ্ণের বেলা সেরূপ নহে। কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, অবৈধ লাভের সুখনিদ্রা তাহাদের ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে মাত্র। ইহজগতে স্বকীয়ের মহিমা নয়কোবিদগণ গান করেন। এখানে পারকীয় বিষয়ে পক্ষবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভগবদ্ধামে পক্ষান্তর না থাকায় ক্ষতির কথার অবকাশ নাই। ইহজগতে অভিজ্ঞতাবাদীর নিকট অপস্বার্থপরতার ফল নিজেন্দ্রিয়-সুখলাভের মহিমা সকলেই বুঝিতে পারেন। সেই সুযোগটুকু অর্থাৎ অপরের স্কন্ধে হস্ত প্রদান করিয়া নিজে লাভবান্ হওয়ার যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতা ইহজগতে লক্ষিত হয়, উহা কৃষ্ণেরই প্রাপ্য বিচার করিলে কথাটা ভাল বুঝা যায়। আবার অন্য-দিকে স্বকীয় বিচার ধরিতে গেলে তিনিই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বতোভাবে মালিক। bait or trap-এ পড়িবার যোগ্যতা লইয়া যে-সকল অভিমন্যু দুঃখিত হয়, তাহাদের বিচারের দুর্ব্বলতা-মাত্র জানিবে।

পাশ্চাত্য জগৎ জড়ভোগে রত ; তুমি এখন তাঁহাদের মধ্যেই অবস্থান করিতেছ। তবে আমাদের মত কৃষ্ণানুশীলনপর চিন্তায় তোমার জাগতিক ক্লেশ-সকল দুরীভূত হইবে। কৃষ্ণের স্বকীয় বিচারে উদ্বাহ এবং গান্ধর্ব্বাচরণে গান্ধর্ব্বিকা-লাভ একই জিনিষ। কিন্তু গান্ধর্ব্ব-বিবাহের চমৎকারিতায় তামসপক্ষে অধিক আনন্দ বোধ করেন ; মিশ্রসত্ত্বে উহার হেয়তা উপলব্ধি হইলেও শুদ্ধসত্ত্বে হেয়তা নাই।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪২ ; ২৯শে জুলাই, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

আমরা গতকল্য প্রাতে বোম্বাই হইতে কলিকাতা পেঁ ৌছিয়াছি। মঠের লোকের বিচারে ও গৃহস্থ নামধারী 'অধিক' ভক্তগণের বিচারে পার্থক্য হইতেছি, দেখিতেছি। * * মহারাজ দিল্লী হইতে যে বিচার দেখাইয়াছেন, তাহাতে পাওয়া যায় যে, সেব্যতত্ত্ব একমাত্র ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণ। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই আমাদের গৃহব্রতধর্ম্ম কম পড়ে। কিন্তু শ্রীধামবাসিগণ যদি কুলিয়ার সহজিয়াগণের বিচারানুসারে 'বেশীভক্ত' (?) হইয়া পড়িয়া মঠসেবকগণকে সেবকতত্ত্বে পরিণত করেন, তবে সেই সেব্যতত্ত্বগণ শ্রীধামসেবার পরিবর্ত্তে বৈকুণ্ঠের সেব্যতত্ত্ব হইয়া পড়িবেন। ভক্তসেবার জন্যই শ্রীধামে বাস ; সুতরাং ভক্ত ও ভগবানের সেবা ব্যতীত তাঁহাদের নিকট 'অধিক' সহানুভূতি চাহিলে এবং তাঁহাদের কার্য্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে শ্রীধামসেবার পরিবর্ত্তে "শ্রীধামভোগ" নামক অপরাধ হইয়া পড়ে। শ্রীধাম ভোগ করা অপেক্ষা ভোগ্য ভূমিকায় বাস করিয়া দূর হইতে শ্রীধামের ভক্তগণেরই সেবা করা আবশ্যক। শ্রীধাম-ভোগী "ভক্তগণে"র (?) দেনা পরিশোধ করিবার অর্থ-সামর্থ্য মঠবাসিগণের বর্ত্তমানে না থাকিলে উঁহারা ঐ অর্থ তাঁহাদিগকে পুনঃ প্রদান করিয়া শ্রীধাম-ভোগিগণকে ভোগ্য আরামে বাস করিতে নিযুক্ত করিতে পারেন। শ্রীধাম-ভোগকার্য্যে কে কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাহার একটা তালিকা হওয়া আবশ্যক।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

# তত্ত্বসূত্র—চিৎপদার্থ প্রকরণম্

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১২১ পৃষ্ঠার পর ]

**পরেঽনুরক্তি স্বাভাবিকী শ্রেয়স্করীচ ইতরেষ্বৌপাধিকী দুঃখপ্রদাচ ॥ ১৭ ॥**

জীবনামিতি অনুবর্ত্ততে। পরে ঈশ্বরে অনুরক্তি স্বভাবসিদ্ধা উৎকর্ষাদি শ্রেয়সম্পাদয়িত্রী চ ভবতি। ইতরেষু বিত্তাপত্য কলত্রাদিষু সা অনুরক্তিরৌপাধিকী সংসার-দুঃখ প্রদা চ ভবতীত্যর্থঃ, তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, অজাহ্যেকো জুষমানোঽনুশেতে ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

পরমেশ্বরে অনুরাগই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। লৌহাকর্ষণ যেমন চুম্বকের প্রবৃত্তি, তরলীকরণ যেমন উত্তাপের গুণ, দগ্ধকরণ যেমন অগ্নির শক্তি, সঙ্কল্প-বিকল্প যেমন মনের ধর্ম্ম, তত্তৎকার্য্যোপযোগিতা যেমন দ্রব্যগুণের স্বভাব সেইরূপ আত্মার পরমেশ্বর-অনুরাগই স্বাভাবিকী বৃত্তি। মুক্ত অবস্থায় জীবের ঐ বৃত্তি। নির্ম্মল ও পূর্ণরূপে প্রকাশ থাকে কিন্তু বদ্ধাবস্থায় তাহার বিকৃতি হয়। শরীরী জীবদিগের বিষয়ানুরাগই পরানুরাগের বিকার। ঐ বৃত্তি নিরুপাধি হইলে পরানুরাগ হয় কিন্তু উপাধিপ্রাপ্ত হইলে ঐ ঐ উপাধিতে তাহা বিকৃতরূপে পরিণত হয়। অনুরাগ একই বৃত্তি, উপাধি-ভেদে নামান্তর প্রাপ্ত হয়। অর্থে অনুরাগ হইলে লোভ বলা যায়। স্ত্রীসৌন্দর্য্যে অনুরাগ জন্মিলে লাম্পট্য বলা যায়। দুঃখিলোকের প্রতি প্রকাশিত হইলে দয়া কহা যায়। ভ্রাতা-ভগ্নির প্রতি প্রদত্ত হইলে স্নেহ হয়। উপকারী পুরুষের প্রতি নিযুক্ত হইলে কৃতজ্ঞতা হয়। আনুকূল্যরূপে উপাধিযুক্ত হইলে প্রীতি হয়। প্রাতিকূল্যরূপ উপাধি হইলে

দ্বেষ হয়। এইপ্রকার একটী বৃত্তিই নানা বৃত্তিরূপে পরিণত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। বহুত্বই ইহার উপাধি। মুক্ত জীবের সহিত ইহা নিরুপাধি অবস্থায় অবস্থিতি করে। কেবল একই অবস্থায় অবস্থিতি করে এমত নহে, কিন্তু নির্ম্মল অনুরাগের অনন্ত পরিণামে উন্নতি স্বীকার করা যায়, ইহাই ইহার শ্রেয়স্কারিতা। এই উপাধি সকলকেই ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা চোক্তং ভগবতা,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ॥

সমস্ত উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ-প্রপত্তিই পরানুরাগ। এই পরানুরাগ সম্পূর্ণ নির্ম্মলরূপে শরীরিদিগের পক্ষে সম্ভব নহে কিন্তু দেহীদিগের কর্ত্তব্য এই যে, শুদ্ধ বিচারের দ্বারা উপাধি পরিত্যাগের ক্রমশঃ অভ্যাস করেন। তজ্জনিত যে কোন পাপ অর্থাৎ ক্লেশ উদ্ভব হইবে তাহা ভগবান্ প্রসন্নতা দ্বারা মোচন করিবেন ইহাই সিদ্ধান্ত।

পুনশ্চ গীতায়াং ভগবদুক্তিঃ—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং ॥

সর্ব্বপ্রকার পাপকে ক্লেশ করা যায়, ঐ ক্লেশ উপাধিকৃত অতএব সূত্র এই যে,—ননু চিদানন্দরূপস্য কথমনর্থসম্বন্ধ ইত্যাশঙ্কয়ামাহ।

**উপাধিক্লতাহি ক্লেশাঃ ॥ ১৮ ॥**

জীবানাং সংসারোপাধিহেতুকাঃ ক্লেশরূপা অনর্থা ভবন্তি, কপূয়াচরণাঃ কপূয়ান্ যোনিমাপদ্যন্ত ইত্যাদি শ্রুতেঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ।

জীবের নিরুপাধি অবস্থাটী নির্ম্মল, সেই অবস্থায় জীব চিদানন্দরূপে অবস্থান করেন অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে স্থিত হইয়া নির্ম্মল পরানুরাগে প্রবৃত্ত থাকেন। তথাচ কঠোপনিষদি,—

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্ ॥

পরানুরাগ-বিমুখ হইলেই ইতর পদার্থে অনুরাগ জন্মে। ইহাই জীবের উপাধি। তদ্দ্বারা জীবের মন-রূপ পরিণাম ও মনের অসদালোচনারূপ কর্ম্মফলের দ্বারা পুনঃ পুনঃ দেহপ্রাপ্তিরূপ বদ্ধাবস্থার ক্লেশ উপস্থিত হয়। এই সমুদায় ক্লেশ উপাধিকৃত। তথাহি বাজসনেয়োপনিষদি, তৃতীয় মন্ত্রে,—অসূর্য্যা-নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥

এই অসূর্য্য শব্দের অর্থ এই যে, যে অবস্থায় জ্ঞানজ্যোতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ হইতে পারে না, সেই অবস্থাতেই ইতরানুরাগী ব্যক্তিরা গমন করে। অর্থাৎ যে যে পদার্থ যে সকল ব্যক্তিরা কামনা করে, ঐসকল জড়পদার্থ প্রাপ্ত হয়। জীবের প্রাকৃতদেহ প্রাপ্তিই অসূর্য্যলোক গমন বিবেচনা করিতে হইবে, যেহেতু এই অবস্থাতেই জ্ঞানজ্যোতি স্পষ্ট হয় না। সংসার-ক্লেশই জীবের ক্লেশ। শ্রীরূপ-গোস্বামী ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে ক্লেশকে তিন প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন যথা—

ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যাচেতি তৎত্রিধা।

জীবের ইতরানুরাগই অবিদ্যা, যথা বাজসনেয়োপনিষদি,—

অন্ধং তম প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।

বাসনাকে পাপবীজ কহা যায় এবং সাক্ষাৎ পাপ-কর্ম্মই পাপ। এই তিন অবস্থাতে ক্লেশ ব্যাপিত আছে।

এই উপাধিই অনর্থ। উপাধিনাশকে বদ্ধজীবদিগের পক্ষে অনর্থনিবৃত্তি কহা যায়। ঐ অনর্থ-নিবৃত্তিই মুক্তি, যেহেতু অনর্থরূপ উপাধি না থাকিলে জীবের চিদানন্দপদ প্রাপ্তি হয়। অতএব সূত্রিত হইল,—

এবং জীবানাং উপাধিকৃত ক্লেশ-সম্বন্ধরূপং বন্ধং ব্যবচ্ছিদ্য ইদানীং মুক্তি-স্বরূপ বিশদয়িতুং সূত্র-মারভতে।

( ক্রমশঃ )

# সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

## ইক্ষ্বাকু

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ]

"ইক্ষুমকতি ব্যাপ্নোতি কু-অচ্ আত্বঞ্চ। অথবা ইক্ষুং শব্দং অকতীতি ইক্ষ অক-উণ্। সূর্য্য বংশীয় রাজা। বৈবস্বত মনু ইঁহার পিতা। ইনি সূর্য্য-বংশীয় রাজাদিগের আদি পুরুষ। ইক্ষ্বাকুর এক শত পুত্র হয়, তন্মধ্যে বিকুক্ষিই জ্যেষ্ঠ। ইক্ষ্বাকুই অযোধ্যার প্রথম রাজা।"—বিশ্বকোষ।

মহারাজ ইক্ষ্বাকু ভগবান্ রামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ।

'ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥

—গীতা ৪।১

'ভগবান্ কহিলেন—আমি পূর্ব্বে সূর্য্যকে এই অব্যয় নিষ্কাম-কর্ম্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলিয়াছিলাম। সূর্য্য তাহাই মনুকে বলেন এবং মনু তাহাই ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন।'

শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পূর্ব্ববংশের কথা পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট এইরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—প্রলয় পয়োধি-জলশায়ী ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম, ব্রহ্মার মন হইতে মরীচি, মরীচি হইতে কশ্যপ, কশ্যপ ঋষি হইতে অদিতির গর্ভে বিবস্বান, বিবস্বানের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনুর জন্ম, শ্রাদ্ধদেব মনুর সহিত শ্রদ্ধার বিবাহ হয়। শ্রদ্ধার গর্ভে ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়।

ততো মনুঃ শ্রাদ্ধদেবঃ সংজ্ঞায়ামাস ভারত।
শ্রদ্ধায়াং জনয়ামাস দশ পুত্রান্ স আত্মবান্।
ইক্ষ্বাকুনৃগশর্য্যাতিদিষ্টধৃষ্টকরুষকান্।
নরিষ্যন্ত পৃষধ্রঞ্চ নভগঞ্চ কবিং বিভুঃ ॥"

ভাঃ ৯।১।১১-১২

'হে ভারত! বিবস্বান্ হইতে সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব মনু জন্মগ্রহণ করিলেন, ঐ জিতেন্দ্রিয় মহামনা মনু শ্রদ্ধা নাম্নী পত্নীতে ইক্ষ্বাকু, নৃগ, শর্য্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করুষক, নরিষ্যন্ত, পৃষধ্র, 'নভগ' এবং কবি এই দশটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।'

শ্রাদ্ধদেব মনু পরমেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিয়া নিজতুল্য উপরি উক্ত দশটী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ইক্ষ্বাকু জ্যেষ্ঠ। মনুর নাসিকা হইতে ইক্ষ্বাকুর জন্মের বিবরণ ভাগবতে লিখিত আছে।

'ক্ষুবতস্তু মনোর্জজ্ঞে ইক্ষ্বাকুর্ঘ্রাণতঃ সুতঃ।
তস্য পুত্রশতজ্যেষ্ঠা বিকুক্ষিনিমিদণ্ডকাঃ ॥'

—ভাঃ ৯।৬।৪

'মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু, মনু ক্ষুৎ ( হাঁচি ) করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এই ইক্ষ্বাকুর শতপুত্র মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ডকা এই তিনজন জ্যেষ্ঠ।'

শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধের বর্ণনে আরও জানা যায়—পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন এই তিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী 'অষ্টকা' নামে খ্যাত। 'অষ্টকায়' মাংস দ্বারা পিতৃপুরুষের তর্পণের * ব্যবস্থা আছে। উক্ত 'অষ্টকা' তিথি উপস্থিত হইলে ইক্ষ্বাকু তৎপুত্র বিকুক্ষিকে পবিত্র মাংস আনয়নের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। পিতৃ আদেশক্রমে বীর বিকুক্ষি বনে গমন করিয়া শ্রাদ্ধ উপযোগী বহু মৃগ হত্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উক্ত কার্য্যে অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অত্যন্ত ক্ষুধায় তাহার বিবেক নষ্ট হয়। তিনি হত প্রাণীসমূহের মধ্যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া একটি শশককে খাইয়া ফেলিলেন। তৎপরে বিকুক্ষি গৃহে ফিরিয়া পিতা ইক্ষ্বাকুকে অবশিষ্ট যাহা ছিল প্রদান করিলেন। ইক্ষ্বাকু শ্রাদ্ধোচিত সংস্কারার্থ গুরু বশিষ্ঠের নিকট উহা প্রেরণ করিলেন। বশিষ্ঠ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জানাইলেন সবই দূষিত হইয়াছে, শ্রাদ্ধোপযোগী হইবে না। গুরু

---

* 'অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥'
—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

'অশ্বমেধ', 'গোমেধ', 'সন্ন্যাস', 'মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ' ও 'দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি'—কলিকালে কর্ম্মকাণ্ডীয় এই পাঁচটী নিষিদ্ধ হইয়াছে।'

বশিষ্ঠের বাক্যে রাজা ইক্ষ্বাকু পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার কুকীর্ত্তি জানিতে পারিয়া, ক্রোধে পুত্রকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। পুত্রকে বহিষ্কার করার পর তিনি সংসারেতে বীতশ্রদ্ধ হইলেন, জ্ঞান-প্রদাতা গুরু বশিষ্ঠের নিকট তত্ত্বালোচনা পূর্ব্বক রাজ্য ভোগে বিরক্ত হইয়া যোগী হইলেন। ইক্ষ্বাকু যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পরাগতি লাভ করিলেন।

পিতা পরলোকগত হইলে বিকুক্ষি ফিরিয়া আসিলেন এবং পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। তিনি যজ্ঞের দ্বারা ভগবান শ্রীহরিকে আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া শশাদ নামে বিখ্যাত হইলেন। ( শশাদ —ইতি নাম্না খ্যাতঃ ইমাং পৃথিবীং শাসৎ— পালয়ন্ )।

বেদব্যাস মুনি লিখিত বিষ্ণুপুরাণেও উপরিউক্ত প্রসঙ্গটি বর্ণিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে নবম স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে শেষ শ্লোকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি কলিযুগে ইক্ষ্বাকু বংশের বিলুপ্তির কথা লিখিয়াছেন।

'ইক্ষ্বাকূণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি।
যতস্তং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপস্যতি বৈ কলৌ।'

—ভাঃ ৯।১২।১৬

'ইক্ষ্বাকুর এই বংশের শেষ রাজা সুমিত্র, কেননা সুমিত্র রাজা হইলে পর কলিযুগে ঐ বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।'

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে দ্বিপঞ্চশত্তমোঽধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে মহারাজ মুচুকুন্দকে ইক্ষ্বাকুনন্দনরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। বোধহয় ইক্ষ্বাকু-বংশে মহারাজ মুচুকুন্দ আসায় ইক্ষ্বাকুর বিশেষ প্রসিদ্ধি থাকায় তাঁহার নন্দনরূপে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ মহারাজ মুচুকুন্দ ইক্ষ্বাকু বংশের মহারাজ মান্ধাতার সাক্ষাৎ পুত্র। তৎসম্পর্কে কলিযুগের আগমনের কথাও বলা হইয়াছে।

'ইত্থং সোঽনুগৃহীতোঽঙ্গ কৃষ্ণেনেক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
তং পরিক্রম্য সংনম্য নিশ্চক্রাম গুহামুখাৎ ।।১।।
সংবীক্ষ্য ক্ষুল্লকান্ মর্ত্যান্ পশূন্ বীরুদ্বনস্পতীন্।
মত্বা কলিযুগং প্রাপ্তং জগাম দিশমুত্তরাম্ ।। ২ ।।'

—ভাঃ ১০।৫২।১-২

'হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক এইরূপে অনুগৃহীত হইয়া (ইক্ষ্বাকুনন্দন) মহারাজ মুচুকুন্দ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া গুহামধ্য হইতে নির্গত হইলেন।

অনন্তর তিনি মনুষ্য, পশু, বৃক্ষলতা প্রভৃতিকে ক্ষুদ্রকায় দর্শন করিয়া কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া উত্তরদিকে গমন করিয়াছিলেন।'

(২) বিশ্বকোষে অপর একজন ইক্ষ্বাকু রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা সূর্য্য বংশীয় ইক্ষ্বাকু হইতে পৃথক্। বারাণসীর রাজা রূপে তিনি অভিহিত হইয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প আছে। 'একদিন বারাণসীর রাজা সুবন্ধু স্বপ্ন দেখিলেন। তাহার শয়নাগার ইক্ষু দণ্ডে ছাইয়া গিয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিলে চাহিয়া দেখেন, তাহার স্বপ্ন প্রকৃত। ক্রমে সকল ইক্ষুদণ্ডই শুকাইয়া গেল, কেবল এক গাছি বাঁচিয়া রহিল। সুবন্ধু দৈবজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিলেন,—'এই ইক্ষুর মধ্য হইতে একটি পুত্র জন্মিবে, সেই বালকই আপনার পুত্র হইবে।' দৈবজ্ঞের কথা ফলিল। ইক্ষুভেদ করিয়া একটি বালক উৎপন্ন হইল। ইক্ষু মধ্যে ছিল বলিয়া সেই বালকের নাম ইক্ষ্বাকু হইল। সুবন্ধুর মৃত্যু হইলে ইক্ষ্বাকু বারাণসীর রাজা হইলেন। তাঁহার প্রধান মহিষীর নাম অলিন্দা। তাঁহার গর্ভে কুশের জন্ম হয়।'—বিশ্বকোষ।

(৩) অমরার্থ চন্দ্রিকায় ইক্ষ্বাকুর এইরূপ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। ইক্ষ্বাকুঃ কটুতুম্বীস্যাৎ অর্থাৎ তিতো লাউয়ের নাম ইক্ষ্বাকু।

# ভারতবর্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থস্থান এবং অন্যান্য তীর্থের মহিমা

## ( দক্ষিণ ভারতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থানসমূহ )

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৩৫ পৃষ্ঠার পর ]

### ঋষভ পর্ব্বত

দক্ষিণ কর্ণাটে মাদুরা জেলার এক প্রান্তে, মাদুরার ১২ মাইল উত্তরে আনাগড় মলয় পর্ব্বতে কুটকাচলের উপবনে যে স্থলে ঋষভদেব দাবানল দ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, ইহা এক্ষণে 'পাল্‌ণিহিল্‌' নামে খ্যাত।—শ্রীল প্রভুপাদ।

ঋষভ পর্ব্বতে চলি আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখিলা তাহা নতিস্তুতি করি ॥'

—চৈঃ চঃ ম ৯।১৬৭

মাদুরাস্থিত কোল্‌নি পর্ব্বতমালা—মলয় পর্ব্বতের উত্তরদিকে অবস্থিত। [ মহাভারত বনপর্ব্ব ৮৫ অধ্যায়ে পাণ্ড্যদেশে অবস্থিত ] স্থানীয় নাম বরাহ পর্ব্বত। শ্রীনারায়ণের অর্চ্চাপীঠ। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু উভয়েরই পদাঙ্কপূত স্থান।

—গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান।

ঋষভদেবের দাবানলে দগ্ধীভূত হওয়ার বিবরণটি ( ভাগবতে বর্ণিত ) বিশ্বকোষে এইরূপভাবে বিবৃত হইয়াছে—

'ঋষভদেব জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে রাজ্য প্রদান করিয়া পরমহংস ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তিনি উন্মত্তের ন্যায় দিগম্বর বেশে আলুলায়িত কেশে ব্রহ্মাবর্ত্ত* হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। একাকী তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া অনেকে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিত। কিন্তু তিনি জড়, মূক, অন্ধ, বধির, পিশাচ বা উন্মত্তের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া কোন কথা বলিতেন না। তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া দুষ্টলোকেরা তাঁহার গায়ে মল, মূত্র, ধূলা, পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাড়না অথবা ভয় দেখাইয়া নানা প্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হন নাই, কারণ তাঁহার মনোবিকার দূর হইয়াছিল। যখন তিনি বুঝিলেন, সংসারের লোক তাঁহার প্রতিপক্ষ হইয়াছে, তখন তিনি অজগর-ব্রত অবলম্বন করিলেন। অর্থাৎ একস্থানে থাকিয়া অশন, শয়ন, চর্ব্বণ ও মল-মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুন্দর দেহ মল-মূত্রে আচ্ছন্ন হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ বিষ্ঠায় দুর্গন্ধমাত্র ছিল না। এইরূপে থাকিয়া কিয়ৎকাল পরে তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া তাঁহার দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইল। তখন তিনি কোঙ্কণ, বেঙ্কট, কুটক ও দক্ষিণ কর্ণাটক দেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় কুটকাচলের উপবনের নিকট কতকগুলি ক্ষুদ্র শিলা লইয়া মুখের মধ্যে দিলেন। পরে উন্মত্তের ন্যায় বেড়াইতে লাগিলেন। দৈবাৎ সেই বনে দাবানল উত্থিত হইল। সেই অনলে ঋষভদেব ভস্মীভূত হইলেন।

'ঋষভদেব ভগবানের অংশে নাভির পুত্র রূপে অবতীর্ণ হওয়ায় তেজ, প্রভাব, শক্তি, উৎসাহ ও কান্তি প্রভৃতিগুণে তাঁহার সদৃশ কেহ ছিলেন না। তজ্জন্য পিতা নাভি তাঁহার নাম ঋষভ রাখিয়াছিলেন'

—ভাগবত পঞ্চম স্কন্ধ।

শ্রীপরমানন্দ পুরী ঋষভ পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া চাতুর্ম্মাস্য যাজন করিতেছিলেন। মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া তথায় গিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা এবং তিন দিবস কৃষ্ণকথা সংলাপে সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

---

* ব্রহ্মাবর্ত্ত—কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত এবং সরস্বতী ও দৃষদ্বতী—উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশ। ব্রহ্মার ( ব্রাহ্মণের ) আবর্ত্ত (বাসস্থান)। দিল্লী, পর্ব্বরাজপুতানা, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী-স্থান ও মথুরা—এই কয়টী লইয়া প্রাচীন যুগে ব্রহ্মর্ষি-দেশ গঠিত হইয়াছিল। ব্রহ্মাবর্ত্ত ইহার অন্তর্গত।

জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণ ঋষভদেবকে নিজেদের আদি তীর্থঙ্ক বা আদিনাথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

## শ্রীশৈল

'এস্থলে কোন্ শ্রীশৈল বুঝাইতেছে তাহা বুঝা যায় না; ইহা মল্লিকার্জ্জুনের মন্দির নহে। যেহেতু ধারবাক্ জিলায় অবস্থিত শ্রীশৈল ইহা নাও হইতে পারে; উহা বেলগ্রামের দক্ষিণে, তথায় অনাদিলিঙ্গ মল্লিকার্জ্জুন (মধ্য নবম পরিচ্ছেদ ১৫ সংখ্যা) বিরাজমান্।

শ্রীপর্ব্বতে মহাদেবো দেব্যা সহ মহাদ্যুতিঃ।
ন্যবসৎ পরমপ্রীতো ব্রহ্ম চ ত্রিদশৈঃ সহ॥'

(মহাভারত বনপর্ব্ব)

—শ্রীল প্রভুপাদ

'শ্রীপর্ব্বত was the name of Nallamalur range. মল্লিকার্জ্জুন শিবের মন্দির, ব্রহ্মরম্ভাদেবী বিরাজমানা। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতটে কর্ণুল রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে। ধরণীকোট হইতে ১০২ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে এবং কর্ণুল হইতে ৮২ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। সাউদার্ণ রেলওয়ে কৃষ্ণা স্টেশন হইতে ৫০ মাইল। M. S. M রেলওয়ে বেজওয়াডা গুন্টাকাল লাইন, স্টেশন মার্কাপুর রোড। স্টেশন হইতে শ্রীশৈল ২৫ ক্রোশ।' —গৌ, বৈ, অ।

'বম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলাস্থ একটি প্রাচীন-তীর্থ। (ভাগবত ৫।১৯।১৬) শ্রীশৈল তুঙ্গভদ্রা নদীতটে অবস্থিত। এখানে মল্লিকার্জ্জুন নামক অনাদিলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানকার দেবালয়াদি এবং নদীতীরস্থ সোপান শ্রেণীর শোভা পরম প্রীতিপ্রদ। স্কন্দ-পুরাণের শ্রীশৈলখণ্ডে এইস্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে।' —বিশ্বকোষ।

## দক্ষিণ মথুরা

'বর্ত্তমানকালে যাহাকে মাদুয়া বলে। ভাগাই নদীতীরে; ইহাশৈল ক্ষেত্র বলিয়া খ্যাত। এই স্থান পর্ব্বত ও বনেপূর্ণ। এখানে 'রামেশ্বর', 'সুন্দরেশ্বর' ও 'মীনাক্ষী' দেবী আছেন। এই মীনাক্ষীদেবীর মন্দিরটি সুবৃহৎ ও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। পাণ্ড্য-বংশীয় রাজগণের শাসনাধীনে এই নগরী বহুকাল ছিল। মুসলমান আক্রমণে সুন্দরলিঙ্গের মন্দিরের অনেকাংশ বিধ্বংসিত হইয়া যায়। ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে কম্পন্ন উদেয়র মাদুরার সিংহাসন অধিকার করেন। বহু পূর্ব্বে রাজা কুলশেখর এই পুরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এখানে ব্রাহ্মণ উপনিবেশ স্থাপন করেন। অনন্তগুণ পাণ্ড্য কুলশেখর হইতে ১১শ অধস্তন।—শ্রীল প্রভুপাদ

সাউদার্ণ রেলওয়ের মাদুরা লাইনে মাদুরা স্টেশন। গৌর-নিত্যানন্দউভয়ের পদাঙ্কপূত স্থান।

মাদুরা রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস পাণ্ড্য রাজ-বংশের সহিত জড়িত। মধুরাপুরে পাণ্ড্য রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমী ও পেরিপ্লাসের বর্ণনা হইতে পাণ্ড্য রাজবংশের সমৃদ্ধির কথা শুনা যায়। এখান হইতে দাক্ষিণাত্যের শৈবধর্ম্মের প্রচার ও শিবলিঙ্গাদির প্রতিষ্ঠা হইবার আভাস পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাণ্ড্য রাজ-বংশের শাসনাধীনে ছিল। তৎপরে মাদুরা আটজন মুসলমান রাজত্ব করিয়াছিল। অবশ্য ১৪৫১ খৃষ্টাব্দের পরে পুনরায় পাণ্ড্যরাজ্যের শাসনাধীনে আসে। মধুরাপুরী সুন্দরলিঙ্গের মন্দির তিরুমল নায়েকের প্রাসাদের জন্য প্রসিদ্ধ। সুন্দরলিঙ্গের উৎপত্তি বিষয়ে স্থল-পুরাণে বর্ণিত আছে। সংক্ষিপ্ত সারকথা এই—'দেবরাজ ইন্দ্র একসময়ে দেবগুরু বৃহস্পতির চরণে অপরাধ করিলে এবং বৃহস্পতি স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মার নির্দ্দেশক্রমে বিশ্বরূপ নামক ত্রিশিরাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরা দেবতাগণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে এবং মাতামহকুলের শুভাকাঙ্ক্ষায় গোপনে অসুরগণের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র গুরুদেবের শত্রুপক্ষের সমৃদ্ধির জন্য আহুতি প্রদান-কার্য্যে ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশিরা বিশ্বরূপকে হত্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতির জন্য দেবতাগণের সাহায্যে পাপকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া উদ্ভিদ্, স্ত্রী, জল পৃথিবীতে নিক্ষেপ করতঃ পাপমুক্ত হইলেন। ত্বষ্টৃ মুনি দুঃখিত হইয়া যজ্ঞাগ্নি হইতে বৃত্র নামক পরাক্রমশালী পুত্র লাভ করিলেন। বৃত্রের পরাক্রমে ভীত হইয়া ইন্দ্র বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বৃত্রকে নিধন করিবার জন্য শ্রীহরির ইচ্ছায় দধীচি মুনির

অস্থির দ্বারা বজ্র নির্ম্মিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বৃত্রকে হত্যা করিলে পুনরায় ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া মহাকষ্ট পাইলেন। তিনি স্বর্গ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পদ্মকর্ণিকার মধ্যে লুক্কায়িত থাকিলেন। শাসনকর্ত্তার অভাবে স্বর্গরাজ্যে অরাজকতা হওয়ায় দেবতাগণ বৃহস্পতির শরণাপন্ন হইলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রের অপরাধ মার্জনা করিয়া তাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বৃহস্পতি পৃথিবীতে পদ্মবনে ইন্দ্রকে লুক্কায়িত দেখিতে পাইলেন। তিনি ইন্দ্রকে পাপমুক্তির উপায় স্বরূপ পৃথিবীতে তীর্থ পর্য্যটন করিতে আদেশ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তীর্থ পর্য্যটন, দর্শন ও তীর্থে স্নান করিতে করিতে কল্যাণপুরের সন্নিকট কদম্ববনে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র হঠাৎ পাপ মুক্তির কারণ কি জানিবার জন্য কদম্ববনে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে 'অনাদিলিঙ্গের' দর্শন পাইলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকাইয়া উক্ত লিঙ্গের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন এবং 'অনাদিলিঙ্গে'র নাম 'সুন্দর' রাখিলেন। বৃহস্পতি বৈদিক বিধানমতে তাঁহার পূজা করিলেন। পূজাতে সন্তুষ্ট হইয়া সুন্দরলিঙ্গ দেবরাজ ইন্দ্রের প্রত্যক্ষীভূত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সর্ব্বাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রত্যহ শ্রীসুন্দরলিঙ্গের যাহাতে পূজা করিতে পারেন তজ্জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। মহাদেব বলিলেন —'স্বর্গে অরাজকতা হইয়াছে। তোমাকে স্বর্গরাজ্য ছাড়িয়া এখানে নিত্য পূজা করিবার জন্য থাকিতে হইবে না। বৎসরান্তে বৈশাখী পূর্ণিমাতে স্বর্গ হইতে আসিয়া পূজা করিলে সম্বৎসরের পূজার ফল পাইবে।' তদবধি ইন্দ্র বৎসরান্তে বৈশাখী পূর্ণিমাতে পৃথিবীতে কদম্ববনে আসিয়া মহাদেব সুন্দরেশ্বরের পূজাবিধান করিয়া থাকেন। — বিশ্বকোষ।

'Madurai formerly (until 1949) Madura city, South Central Tamil Nadu State, South-eastern India, bounded on the West by Kerala State. It is the second largest and probably oldest city in the state. Located on the Vaigai River and enclosed by the Anai, Naga and Pasu (Elephant, Snake and Cow) hills, the compact old city, site of the Pandya (4th-11th Century AD) capital, centres on Minaksi Sundaresvara Temple. The temple, Tirumala Nayak palace. Teppakulam tank (an earthen embankment reservoir) and a 1000—pillared hall were rebuilt in the Vijayanagar period (16th-17th Century).

—The New Encyclopædia Britannica
Volume-7 page-662

# ভগবদ্ভজন মনুষ্যমাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১২৯ পৃষ্ঠার পর ]

শ্রীভগবানের ভক্তবৃন্দ ভগবানে প্রগাঢ় প্রীতিযুক্ত বলিয়া তাঁহারা উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট কোন প্রাণীকেই হিংসা করেন না। "হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥" অর্থাৎ যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারা কখনও পরপীড়ক হন না। অন্যত্রও দৃষ্ট হয়—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা
বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরশ্চ তেষাং যেষাং কুলে
বৈষ্ণবো নামধেয়ঃ॥

অর্থাৎ যে কুলে একজন বিষ্ণুভক্ত জন্মগ্রহণ করেন, সে কুল পবিত্র হয়, গর্ভধারিণী জননী ভক্ত-পুত্র গর্ভে ধারণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থাজ্ঞান করেন, ধরিত্রীদেবী ও বসতিস্থল—দেশ গ্রামও—ভক্ত সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া নিজদিগকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করেন, স্বর্গে পিতৃকুল মাতৃকুল ভক্ত-পুত্রহস্তে মহাপ্রসাদ ও চরণামৃত পাইবেন, এই আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন।

সুতরাং শ্রীনারদ দক্ষের একাদশ সহস্র পুত্রকে ভগবচ্চরণে সমপিতাত্মা করিয়া দিয়া বংশচ্ছেদক হইলেন না দক্ষবংশের ত্রিকোটিকুলের উদ্ধারক হইলেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম শুদ্ধভক্ত ব্যতীত অন্যের অবধারণসামর্থ্য কি প্রকারে হইবে? শ্রীভগবানের দৈবীগুণময়ী দুরত্যয়া মায়াকে জয় করা বড়ই কঠিন। যাঁহারা শ্রীভগবৎপাদপদ্মে নিষ্কপটে একান্তভাবে শরণাগত হইতে পারেন, তাঁহারাই কেবল শ্রীভগবানের কৃপাবলে তাঁহার মায়াজয়ে সমর্থ হন। মাদৃশ মায়াযুক্তজীব কেবল পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে পারেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ানো না যায়।
সাধু গুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥"

প্রজাপতি দক্ষ মহাশয়ের কর্ম্মমার্গীয় বিচারানুসারে 'দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ না করাইয়াই নারদ আমার পুত্রগণকে পারমহংস্য পথের পথিক করিয়া দিল' ইত্যাদি বলিয়া যে তীব্রবাক্যে দেবর্ষিকে তিরস্কার করিয়াছেন—তাহা কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারে খুবই বহুমানিত হইলেও ভক্তিমার্গীয় বিচারে শ্রীদক্ষ শ্রীনারদচরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধে লিপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদে কথিত হইয়াছে—

"দেবর্ষি ভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥"

—ভাঃ ১১।৫।৪১

অর্থাৎ "হে রাজন্, যিনি অহংভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পরমশরণীয় শ্রীহরির শরণাগত হন, তিনি সাধারণ মানবের ন্যায় দেবতা, ঋষি, ভূতগণ, স্বজন বা পিতৃলোকের কিঙ্কর বা ঋণগ্রস্ত হন না।"

যদি পূর্ব্বপক্ষ হয় বিষ্ণু-সংহিতায় কথিত হইয়াছে—

"দেবতা-পিতৃ-বন্ধূনামৃষিভূতনৃণান্তথা।
ঋণী স্যাত্তদধীনশ্চ বর্ণাদির্জন্মমাত্রতঃ॥"

অর্থাৎ "বর্ণাদি জীব জন্মমাত্রই দেবতা-পিতৃ-বন্ধু-ঋষি-প্রাণি-মনুষ্যের নিকট ঋণী ও তাহাদের অধীন হয়।"

তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তশ্লোক উদ্ধার করিয়া বলা হইতেছে—সর্ব্বতোভাবে একমাত্র শরণ্য মুকুন্দ-পাদপদ্মে শরণাগত ভক্ত ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি তেত্রিশকোটি দেবতা; দেবর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষিগণ; স্থাবর-জঙ্গমাদি ভূতগণ; স্ত্রী-কন্যা-পুত্র-পৌত্রাদি-সহোদর-সগোত্রাদি; মনুষ্যমাত্র; এবং সকল পিতৃপুরুষগণের ও উপদেবতাগণের সুনিশ্চিতই ঋণী ও সেবক হন না। ঋণী ও কিঙ্কর-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে,—লোক দেবতাদির তর্পণ-পূজাদি করিলে তাঁহাদের কিঙ্কর হয়, তদ্রূপ সকলের; ঋষিগণের তর্পণ-পূজা; অন্নজলাদি-দ্বারা সকল জীবমাত্রের তর্পণবিধান; স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি নিজজনের পরিপোষণ পূর্ব্বক পুত্র-কন্যাদির জাতকর্ম্মাদি যাবতীয় সংস্কারকার্য্য; অতিথি-অভ্যাগত-রূপে সমাগত জীবমাত্রের যথাবিধি সেবা ও পিতার জীবনকালে সেবাদি বিধান ও তাঁহার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তিতে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি—এইসকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হইলে 'ঋণী' এবং অনুষ্ঠিত হইলে 'কিঙ্কর' হইতে হয়। কিন্তু অনন্যশরণ ভক্তগণের আদরণীয় কেবল শ্রীভগবানের পূজাদি ব্যতীত পিতৃদেবার্চ্চনাদিদ্বারা কর্ম্মলোলুপ কর্ম্মিগণের মৃত্যুর পরে স্বর্গাদিলোকে গমন এবং নশ্বরত্ব-হেতু তথা হইতে পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে।—ইহা সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বাক্য হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। যথা শ্রীভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥"

অর্থাৎ "দেবব্রতগণ দেবলোক, পিতৃব্রতগণ পিতৃলোক, ভূতযাজিগণ ভূতলোক এবং আমার সেবকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়।"

পূজা-জপ-যজ্ঞ-হোম-তর্পণাদি-দ্বারা ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি

দেবতাগণে একান্তভাববিশিষ্ট দেবব্রতগণ অন্তকালে সেই সকল দেবতার ধামে গমন করে এবং তথা হইতে পুনরাবৃত্তও হয়। আমার সেবাবহির্ম্মুখ এতাদৃশ বিবিধ দেবোপাসকগণ আমার মায়ায় মোহিতবুদ্ধি হইয়া সেই সকল উপাস্যকেও পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর দেবতাদির সেবা ও অপরাপর বহু শত শত নিন্দ্য-কর্ম্মের কর্তৃত্ব-হেতু মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত চৌরাশিলক্ষ-যোনি অবশ্যই ভ্রমণ করিয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমার ভক্তগণ পরমপূজ্য পিতার জীবিত-কালে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার সেবাদি, পরে পিতার মৃত্যুতে সেই পিতৃদেবকে শ্রীমহাপ্রসাদ ও শ্রীভগবচ্চরণামৃত নিবেদন করিয়া থাকেন। কর্ম্মিগণের ন্যায় বহির্ম্মুখভাবে কর্ম্ম করিলে (বৈষ্ণবব্রাহ্মণ-দ্বারা মহাপ্রসাদ চরণোদকাদি নিবেদনবাক্য ব্যতীত) ভগবদ্বহির্ম্মুখভাবে কর্ম্মমার্গীয় বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া করিলে ভক্তগণকেও কর্ম্মিলোকের ন্যায় পিতৃলোকপ্রাপ্তি ও তাহা হইতে পুনরাবৃত্তি ঘটে। ভূতপূজকগণ অর্থাৎ নানাপ্রকার মূর্ত্তিবিশিষ্ট ভূত-প্রেত-পিশাচ-বিনায়ক-মাতৃগণ-ডাকিনী-যোগিনী-ক্ষেত্র-পাল-কবন্ধ-ভৈরবাদি উপদেবতাগণের পূজাপরায়ণ ব্যক্তিগণ ঐসকল ভূতাদির বিভিন্ন স্থান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অনন্যশরণভাবে কেবল আমার যজনশীল আমার ভক্তগণই আমার নিত্যধাম—আমার অপ্রাকৃত গোলোকবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হন, তাহা হইতে আর তাঁহাদিগকে চ্যুত হইতে হয় না, তথায় তাঁহারা অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভীপ্সিত-সেবা প্রাপ্ত হইয়া সেই সেবায় অহর্নিশ তন্ময় হইয়া থাকেন।

বৈষ্ণবসদ্‌গুরুপাদাশ্রিত ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অনন্যশরণ হওয়ায় তাঁহারা যাবতীয় ঋণমুক্ত হন এবং অন্য দেবাদিগণের ন্যায় তত্তদ্দেবতার কিঙ্কর হইয়া তাঁহাদের ক্ষয়িষ্ণুলোক লাভ করিয়া সেখান হইতে মর্ত্ত্যলোকে গতাগতি লাভ করিতে হয় না।

শ্রীপদ্মপুরাণে অনন্যশরণ বৈষ্ণবের পক্ষে কএকটি নিষেধবাক্য নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

"বৈষ্ণবস্য ন সঙ্কল্পোনো দানং ন চ কামনা।
প্রায়শ্চিত্তঞ্চ নো যাগঃ সদ্ভূদেবাদিপূজনম্ ॥
শুদ্ধপূতঃ সদা কার্ষ্ণঃ কুশধারণবর্জ্জিতঃ।
কামসঙ্কল্পরহিতশ্চান্তবাহ্য হরির্যতঃ ॥
বৈষ্ণবো নান্যবিবুধানর্চ্চয়েত্তাংশ্চ নো নমেৎ।
ন পশ্যেত্তান্ন শ্রায়েচ্চ ন নিন্দেন্নস্মরেত্তথা ॥
তেষাং ন ভক্ষেদুচ্ছিষ্টমনন্যো নৈষ্ঠিকো মুনিঃ।
ন তজ্জনানাং দেবর্ষে সঙ্গং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥"

অর্থাৎ বৈষ্ণবের সঙ্কল্প, দান, কামনা, প্রায়শ্চিত্ত, যাগ নাই। কিন্তু বৈষ্ণবব্রাহ্মণাদির সেবা অবশ্য কর্ত্তব্য। কৃষ্ণসেবক সর্ব্বদা শুদ্ধ, পবিত্র, কুশধারণ-বর্জ্জিত, কামসঙ্কল্পশূন্য—কারণ তাঁহার অন্তরে বাহিরে শ্রীহরি। বৈষ্ণব অন্যদেবতাকে পূজা করিবেন না, তাঁহাদিগকে প্রণাম ও দর্শন করিবেন না, তাঁহাদিগের গান, নিন্দা, স্মরণ ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবেন না। হে দেবর্ষে, অনন্য নিষ্ঠাবান্ মুনিবৈষ্ণব অন্যদেব-সেবকের সঙ্গও যত্নপূর্ব্বক করিবেন না।

(এইরূপ আরও অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সৎক্রিয়াসারদীপিকা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, আমি তন্মধ্য হইতে সামান্য কতিপয় বাক্য উদ্ধার করিলাম মাত্র।) এই সকল নিষেধবাক্য দ্বারা মনে করিতে হইবে না যে, তাঁহাদিগকে নিন্দা করা হইতেছে। উপাস্য শ্রীভগবানে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা সংরক্ষণার্থ ঐরূপ সাবধান করা হইয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্ম-রুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥"

অর্থাৎ সর্ব্বদেবতার ঈশ্বরেরও ঈশ্বরস্বরূপ সর্ব্ব-কারণ-কারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই নিত্যারাধ্য বস্তু। শ্রীব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতা তাঁহারই কৈঙ্কর্য্য করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে কখনও অবজ্ঞা বা অনাদর করিতে হইবে না। সকলের নিকট হইতেই কৃষ্ণভক্তি লাভের বর প্রার্থনা করিতে হয়—'মাগি' লবে কৃষ্ণভক্তিবর'।

আবার ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাকে নারায়ণের সহিত সমান জ্ঞান করিলেও পাষণ্ডী হইতে হইবে—যেমন শাস্ত্রবাক্য—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদেবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষতে স পাষণ্ডী ভবেদ ধ্রুবম্ ॥"

অর্থাৎ 'যিনি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাকে শ্রীভগবান্ নারায়ণদেবের সহিত সমান জ্ঞান করেন, তিনি নিশ্চিতই সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থী পাষণ্ডী হইবেন।'

শ্রীভাগবতে ভৃগুরও অভিশাপবাক্য আছে—

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্ত সচ্ছাস্ত্র পরিপন্থিনঃ ॥

অর্থাৎ যাহারা বৈষ্ণবরাজ শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে শিতব্রতধারী হইবে এবং যাহারা তাঁহাদের সম্যক্ অনুব্রতী হইবে, তাহারা সকলেই সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থী পাষণ্ডী হইয়া যাউক্।

প্রজাপতি দক্ষ পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর ও নির্ব্বিণ্ণ হইয়া ব্রহ্মার বাক্যে পুনরায় গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে গিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—নারদ আমার শত্রুতা ছাড়িবে না, সুতরাং পুত্রগণের নাশ-আশঙ্কায় স্থির করিলেন—এবার পুত্র উৎপাদন না করিয়া কন্যা উৎপাদন করিব, কন্যাগুলি পিতৃবৎসলা, তাই ব্রহ্মার অনুরোধে তিনি তাঁহার অসিক্লী নাম্নী ভার্য্যাতে পিতৃবৎসলা ষাট্‌টি কন্যা উৎপাদন করতঃ ধর্ম্মকে দশটি, কশ্যপকে তেরটি, চন্দ্রকে সাতাইশটি, ভূত, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্ব—এই তিনজনকে দুই দুইটি করিয়া ছয়টি কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং অবশিষ্ট চারিটি কন্যা তার্ক্ষ্য নামক কশ্যপকে দিলেন। এই ষষ্টিসংখ্যক কন্যার পুত্র-পৌত্রগণই স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল—এই ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছে। মহর্ষি কশ্যপের উক্ত ত্রয়োদশ পত্নীর অন্যতমা দিতিগর্ভ হইতেই হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ এই যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্মকথা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বর্ণন করিয়াছি। শ্রীভগবান্ যজ্ঞবরাহ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক হিরণ্যাক্ষকে এবং শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছেন, ইহা শ্রীভাগবত সপ্তম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর স্বায়ম্ভুব মনুকন্যা আকূতির গর্ভে আবির্ভূত শ্রীভগবান্ যজ্ঞের লীলা ৮ম স্কন্ধের প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। মনুকন্যা শ্রীদেবহূতিনন্দন সেশ্বর-সাংখ্যকর্ত্তা কপিল ভগবানের কথা ৩য় স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

স্বায়ম্ভুব মনু পত্নী শতরূপার সহিত বহুকাল রাজ্য ঐশ্বর্য্যে ভোগ করতঃ ভোগে বিরক্ত হইয়া তপস্যা করিবার জন্য স্বীয় ভার্য্যাসহ বনে প্রবেশ করিলেন, তথায় সুনন্দাতীরে শতবর্ষ পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিতে করিতে সমাধিস্থ অবস্থায় বলিতে লাগিলেন—

(১) "যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্।
যো জাগর্ত্তি শয়ানেঽস্মিন্ নায়ং তং
বেদ বেদ সঃ ॥"—ভাঃ ৮।১।৯

অর্থাৎ "যে চিদাত্মা দ্বারা বিশ্ব চৈতন্যযুক্ত হয়, কিন্তু বিশ্ব যাঁহাকে চেতন করিতে সমর্থ নহে, বিশ্বনিদ্রিত হইলে যিনি সাক্ষিস্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, জীব তাঁহাকে জানে না, কিন্তু তিনি সমস্তই জানেন।"

(২) "আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগ-
ত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥"
—ভাঃ ৮।১।১০

"এই লোকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহ ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্যদ্বারা ব্যাপ্ত, সুতরাং তৎপ্রদত্ত বিষয়সকল ভোগ কর, কাহারও ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না।"

(৩) "যং পশ্যতি ন পশ্যন্তং চক্ষুর্যস্য ন রিষ্যতি।
তং ভূতনিলয়ং দেবং সুপর্ণমুপধাবত ॥"
—ভাঃ ৮।১।১১

"সেই সর্ব্বদ্রষ্টা ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না, দর্শনকারী সেই ঈশ্বরের চাক্ষুষজ্ঞানও বিনষ্ট হয় না। সুতরাং সেই সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী জীবাত্মার সখা ঈশ্বরেরই ভজনা কর।"

(৪) "ন যস্যাদ্যন্তৌ মধ্যঞ্চ স্বঃ পরো নান্তরং বহিঃ।
বিশ্বস্যামূনি যদ্‌যস্মাদ্বিশ্বঞ্চ তদৃতং মহৎ ॥"
—ভাঃ ৮।১।১২

"যে ভগবানের আদি, অন্ত্য ও মধ্য অথবা আত্মীয়, পর ও অন্তর বাহির নাই, জগতের ঐ সকল বিষয় যাঁহা হইতে জন্মে এবং এই বিশ্ব যাঁহার স্বরূপ, তিনি সত্য এবং পরিপূর্ণ ব্রহ্ম।"

(৫) "স বিশ্বকায়ঃ পুরুহূত ঈশঃ
সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পুরাণঃ।
ধত্তেঽস্য জন্মাদ্যজয়াত্মশক্ত্যা
তাং বিদ্যয়োদস্য নিরীহ আস্তে ॥"
—ভাঃ ৮।১।১৩

"তিনি বিশ্বকায়, বহুনামা, অচিন্ত্যশক্তি, সত্য, স্বপ্রকাশস্বরূপ, অজ এবং নির্ব্বিকার। তিনি অনাদিসিদ্ধ আত্মমায়াশক্তি দ্বারা বিশ্বের জন্মাদি বিধান এবং চিচ্ছক্তিপ্রভাবে মায়া ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করেন।"

(৬) "অথাগ্র ঋষয়ঃ কর্ম্মাণীহন্তেঽকর্ম্মহেতবে।
ঈহমানো হি পুরুষঃ প্রায়োঽনীহাং প্রপদ্যতে ॥"
—ভাঃ ৮।১।১৪

"অতএব ঋষিগণও নৈষ্কর্ম্ম্যার্থ অগ্রে কর্ম্ম করেন, কারণ, কার্য্যে যত্নবান্ পুরুষ অনাসক্ত হইলে নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

(৭) "ঈহতে ভগবানীশো নহি তত্র বিসজ্জতে।
আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি যেঽনু তম্ ॥"
—ভাঃ ৮৷১৷১৫

"আত্মলাভপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হন না। যাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করেন, তাঁহারাও বদ্ধ হন না।"

(৮) "তমীহমানং নিরহঙ্কৃতং বুধং
নিরাশিষং পূর্ণমনন্যচোদিতম্।
নৄন্ শিক্ষয়ন্তং নিজবর্ত্ম সংস্থিতং
প্রভুং প্রপদ্যেঽখিলধর্ম্মভাবনম্ ॥"
—ভাঃ ৮৷১৷১৬

অর্থাৎ "কর্ম্মকৃৎ অথচ নিরহঙ্কার, জ্ঞানবান্, নিষ্কাম, অখণ্ড ও স্বতন্ত্র, মানবগণের শিক্ষাপ্রদাতা, আত্মমার্গস্থ অখিলধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সেই প্রভুর শরণ গ্রহণ করি ॥"

স্বায়ম্ভুব মনুকে সমাধিস্থ অবস্থায় উপরিউক্ত মন্ত্রাত্মক উপনিষদ্ উচ্চারণ করিতে দেখিয়া অসুর ও রাক্ষসগণ ক্ষুধা-হেতু তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য ধাবিত হইল। তখন মনুর দৌহিত্র ( আকূতির পুত্র-রূপে আবির্ভূত ) সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ যজ্ঞ নিজপুত্র যাম নামক দেবতাগণে পরিবৃত হইয়া মাতামহ মনুকে ভক্ষণ করিতে কৃতনিশ্চয় সেইসমস্ত অসুর ও রাক্ষসগণকে বধ করিলেন এবং স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া স্বর্গ পালন করিতে লাগিলেন। "বিষ্ণুভক্ত্যা ভবেদ্দেব আসুরস্তদং বিপর্য্যয়ঃ।" অসুরাদি ঐ মন্ত্রোপনিষদ্ প্রচারিত হইতে দিবে না, যেহেতু উহা তাহাদের স্বার্থানুকূল নহে।

উপরিউক্ত শ্লোকাষ্টকের মধ্যে 'আত্মাবাস্যং' শ্লোকটীর সারার্থদর্শিনী টীকার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্' শ্রুতিরই অনুরূপ।

শ্রীমনু স্বীয় পুত্রপৌত্রাদিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগের মঙ্গলার্থ উপদেশ করিতেছেন। জগত্যাং— ত্রিভুবনে। যৎকিঞ্চিৎ জগৎ অর্থাৎ স্থান আছে— এমনকি স্বীয় দেহেন্দ্রিয়াদি পর্য্যন্ত তৎসমুদায়ই আত্মনো ভগবত এব আবাস্যং শ্রীভগবানের আবাস-বিষয়ীভূত—বাসযোগ্যগত তাঁহাকর্ত্তৃকই স্বকীয় আস্পদ ( স্থান ) রূপে সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব সেই সেই স্থানে শ্রীভগবানের শ্রীমন্দির ও অর্চ্চামূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করতঃ নিজেকে তাঁহার ভৃত্যানুভৃত্যবিচারে তাঁহার সেবার জন্য নিজ বাসগৃহ শ্রীভগবদ্‌গৃহ হইতে নিকৃষ্টরূপে নির্ম্মাণ কর, তাঁহার মন্দিরাদি নির্ম্মাণ না করিয়া সেই সেই স্থানে নিজের সত্ত্ব আরোপ করিতে পারিবে না। বহু ধন-রত্ন থাকিলেও জানিতে হইবে—এই সকল ধনরত্নেরই মূল স্বত্বাধিকারী মালিক শ্রীভগবান, তিনিই একমাত্র ভোক্তা, কর্ম্মচারী চাকরবাকরকে বেতন দিবার মত তিনি আমার যাহা যাহা ব্যবস্থা করিবেন, তদ্দ্বারাই আমি তাঁহার পূজা ও ভোগরাগাদি নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্টভোজী দাসানুদাসরূপে জীবন যাপন করিব, আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অতিরিক্ত বা তাঁহার অদত্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিব না। তাঁহার ও তাঁহার ভক্তের সেবার জন্য প্রচুর ব্যয় করিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্দ্বারা আমার পাত্র মিত্র কলত্রাদির ও নিজের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি বল, আমি না হয় যে সে রূপে কাটাইলাম, কিন্তু আমার পুত্র-কলত্রাদি কিন্তু উহাতে তুষ্ট হইবে না। তাহাতে তর্জ্জনগর্জ্জন সহকারে বলা হইতেছে—অহে ( স্বিৎপ্রশ্নে ) কাহার ধন? স্বগৃহে ধন থাকিলেই কি সমস্তের মালিক আমি? না, পরমেশ্বরই সকল সম্পদের একমাত্র মালিক, তিনি ব্যতীত ইহার ভোক্তা আর কেহই নহে। এই শ্রীভাগবতেই শ্রীনারদোক্তি—

'যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ সত্ত্বং হি দেহিনাং।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥'

অর্থাৎ যৎপরিমাণ দ্রব্যে জঠর পরিপূর্ণ হয়, তৎপরিমাণ বস্তুতেই তাহার সত্ত্ব জানিতে হইবে, যে ব্যক্তি তাহার অধিক দাবী করে, সে চোর, দণ্ড পাইবার যোগ্য।

সুতরাং ভগবান্ আমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া তাহা ভগবান্‌কে নিবেদন করতঃ সকলকেই তাঁহার উচ্ছিষ্টভোজী দাসানুদাস হইতে হইবে।

অথবা আর একটি অর্থ—ভগবান্ তোমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া তাহা তাঁহাকে নিবেদন করত তাঁহার উচ্ছিষ্টভোজী দাসানুদাস হও, অপর কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা বা লোভ করিও না।

'তেন ত্যক্তং দত্তং'

অপর অর্থ—তেন হেতুনা ত্যক্তেন ঈশ্বরার্পণেনৈব ভুঞ্জীথাঃ ভোগান্ ভুঙ্ক্ষ্ব কস্যস্বিৎ ধনং মা গৃধঃ মাভিকাঙ্ক্ষীঃ।

[ অর্থাৎ একটি অর্থ—"এই জগতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহ ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্যদ্বারা ব্যাপ্ত, সুতরাং তৎপ্রদত্ত বিষয়সমূহ তাঁহাকে নিবেদন করতঃ নিজেকে তাঁহার ভৃত্যানুভৃত্যবিচারে তাঁহার ভুক্তাবশেষ গ্রহণ কর, অপর কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।"

আর একটি অর্থ—স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই বিশ্ব যেহেতু 'আত্মাবাস্যম্' অর্থাৎ 'আত্মনা ঈশ্বরেণ আবাস্যং সত্তা চৈতন্যাভ্যাং ব্যাপ্যং' সেই ঈশ্বরেরই সত্তা ও চৈতন্যদ্বারা ব্যাপ্য, সেইহেতু ঈশ্বরার্পণ-দ্বারা ভোগ্য বিষয়সমূহ ভোগ কর। এস্থলেও শ্রীভগবদ্ বিষয়ের ভোক্তা ভগবান্ আমাকে যে প্রসাদ দিতেছেন, আমি তাঁহার উচ্ছিষ্টভোজী কিঙ্করানুকিঙ্কর তাঁহারই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতেছি,—এই বিচার থাকায় দুইটিই একার্থবোধক। ]

সুতরাং স্বায়ম্ভুব [ স্বয়ম্ভু—ব্রহ্মা ( দ্বিতীয় গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উদ্ভূত ), সেই ব্রহ্মকায়োদ্ভূত ) ]-মনু শতবর্ষ ব্যাপী একপদে ভূমি স্পর্শ করতঃ কঠোর তপস্যা করিতে করিতে সমাধিস্থ অবস্থায় আমাদের ( সমগ্র মানবজাতির ) কল্যাণের জন্য যে মন্ত্রোপনিষদ উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই কল্যাণকামী সকল মনুষ্যেরই অনুসরণীয় হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ঈশোপনিষদের ঈশাবাস্যং ও ভাগবতের আত্মাবাস্যং সমার্থবোধক। যদি কেহ উহা অনাদর করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষদেই উক্ত হইয়াছে ( ঈশভ )—

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি লোকে চাত্মহনো জনাঃ॥"
ঈশ—৩

অর্থাৎ "যাহারা পরমাত্মসম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগৎকে ভোগ করে, তাহারা 'আত্মহা' অর্থাৎ আত্মঘাতী, তাহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া আসুরীভাব প্রাপ্ত লোকসকল ( যাহা অন্ধকারে আবৃত, তাহাই ) প্রাপ্ত হয়।"—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

অর্থাৎ বেদ স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছেন, যাহারা আত্মার নিত্যাবৃত্তি ভক্তিকে স্বীকার না করিয়া ভগবদ্ভজনহীন হয়, তাহারাই আত্মঘাতী—মহাপাপী, মৃত্যুর পরে তাহারা ভয়াবহ অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন অসুর প্রাপ্য লোকসকল লাভ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতৎ
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"
—ভাঃ ১১।২০।১৭

অর্থাৎ "যিনি সর্ব্বফলমূলীভূত, সুদুর্ল্লভ, পটুতর, গুরুরূপ কর্ণধারযুক্ত এবং মৎস্বরূপ অনুকূল বায়ু পরিচালিত এই মনুষ্যদেহরূপ নৌকা ভাগ্যক্রমে সুলভে প্রাপ্ত হইয়াও সংসারসাগর উত্তীর্ণ হন না, তিনি বস্তুতঃই আত্মঘাতী।"

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করিতেছেন—অহো দরিদ্র ব্যক্তি অকস্মাৎ চিন্তামণি প্রাপ্ত হইয়াও তাহা পঙ্কে নিক্ষেপ করে! নরদেহ আদ্য অর্থাৎ সর্ব্ববাঞ্ছিত ফলসমূহের মূল। উদ্যমকোটি দ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, কোন ভাগ্যক্রমে সেই অতি দুর্ল্লভ বস্তু এবার সুলভ হইল, আবার বহুভাগ্যক্রমে সেই নৌকাখানি সুপটু—মজবুত—ভবসমুদ্র পার হইবার বেশ উপযুক্ত, আবার সেই নৌকা চালাইবার জন্য শ্রীভগবান্ই গুরুরূপ কর্ণধার হইয়া তাহাতে বসিয়াছেন। স্মৃত মাত্রেই মৎস্বরূপ অনুকূল বায়ুদ্বারা তাহা পরিচালিত। সুতরাং সুপটু নৌকা, নাবিক ও ভগবৎকৃপারূপ অনুকূল বায়ু—এই তিনটি বস্তু পাইয়াও যে ব্যক্তি ভবসমুদ্র পার হইবার জন্য প্রস্তুত না হয়, সে বস্তুতঃই আত্মঘাতী।

# পাঞ্জাবে, চণ্ডীগঢ়ে, হিমাচলপ্রদেশে ও উত্তরপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীমঠের সন্ন্যাসী, বনচারী ও ব্রহ্মচারী প্রচারকবৃন্দসহ পাঞ্জাবে (জলন্ধর, রোপর, হোশিয়ারপুর, লুধিয়ানায়), চণ্ডীগঢ়ে, হিমাচলপ্রদেশ (উনায়, শিমলায়), উত্তরপ্রদেশ (দেরাদুনে) ২৩ চৈত্র (১৪০০), ৬ এপ্রিল (১৯৯৪) বুধবার হইতে ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৭ মে মঙ্গলবার পর্য্যন্ত মাসাধিকব্যাপী-কাল শ্রীচৈতন্যবাণী বিপুলভাবে প্রচারান্তে নিউদিল্লী হইয়া ৫ জ্যৈষ্ঠ, ২০ মে শুক্রবার কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

**বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি**

**জলন্ধর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-শ্রীরাধামাধব মন্দির, প্রতাপবাগ (পাঞ্জাব) ঃ** ২৩ চৈত্র,৬ এপ্রিল বুধবার হইতে ২৮ চৈত্র, ১১ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত

**রোপর শ্রীকৃষ্ণ মন্দির, গান্ধী চৌক (পাঞ্জাব) ঃ** ২৯ চৈত্র, ১২ এপ্রিল মঙ্গলবার হইতে ২ বৈশাখ ১৬ এপ্রিল শনিবার [১৫ এপ্রিল দিবসে উনায় প্রচার-কার্য্যসূচী, রাত্রিতে রোপরে সভা]

**উনা (হিমাচলপ্রদেশ)—শ্রীপ্রেম শেখরির বাস-ভবনে ও শ্রীগীতামন্দিরে ঃ** ১ বৈশাখ, ১৫ এপ্রিল শুক্রবার

**চণ্ডীগঢ় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর ২০বি ঃ** ৩ বৈশাখ, ১৭ এপ্রিল রবিবার হইতে ১০ বৈশাখ, ২৪ এপ্রিল রবিবার

**হোশিয়ারপুর (পাঞ্জাব)—শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রম, হরিনগর ঃ** ১১ বৈশাখ, ২৫ এপ্রিল সোমবার হইতে ১৪ বৈশাখ, ২৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার

**লুধিয়ানা (পাঞ্জাব)—শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দির নিউ মডেল টাউন ঃ** ১৫ বৈশাখ, ২৯ এপ্রিল শুক্রবার হইতে ২০ বৈশাখ, ৪ মে বুধবার

**চণ্ডীগঢ় ঃ** ২১ বৈশাখ, ৫ মে বৃহস্পতিবার

**শিমলা (হিমাচলপ্রদেশ)— শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা, গঞ্জবাজার ঃ** ২২ বৈশাখ, ৬ মে শুক্রবার হইতে ২৫ বৈশাখ, ৯ মে সোমবার

**চণ্ডীগঢ় ঃ** ২৬ বৈশাখ, ১০ মে মঙ্গলবার

**দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ডি-এল্-রোড ঃ** ২৭ বৈশাখ, ১১ মে বুধবার হইতে ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৭ মে মঙ্গলবার

শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে প্রচারানুকূল্যের জন্য ৪ এপ্রিল সোমবার অমৃতসর মেলযোগে কলিকাতা হইতে জলন্ধর যাত্রা করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীভূতভাবনদাস ব্রহ্মচারী এবং শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী। বৃন্দাবন মঠ হইতে শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ ও শ্রীমদ্ মদনমোহনদাস বাবাজী মহারাজ এবং চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ প্রচার-পার্টিতে আসিয়া যোগ দেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ জলন্ধরে যোগ দিয়া লুধিয়ানা পর্য্যন্ত প্রচার-পার্টির সহিত ছিলেন। কলিকাতা হইতে শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী চণ্ডীগঢ় মঠের বার্ষিক উৎসবকালে চণ্ডীগঢ় মঠে পৌঁছিয়া পরবর্ত্তী ভ্রমণ-সূচীতে প্রচারানুকূল্য করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনস্থ কালিয়দহ মঠ হইতে শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, নিউদিল্লীর শ্রীযোগেশ, জলন্ধরের শ্রীরাজারামজী, লুধিয়ানার শ্রীকেবলকৃষ্ণ প্রভু উত্তরভারত প্রচারসূচীতে থাকিয়া প্রচারানুকূল্য করেন। বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হওয়ায় মাঝে মাঝে প্রচার-পার্টিতে যোগ দিয়া প্রচারানুকূল্য করেন শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (ছোট)। শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে সহায়ক গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেরাদুনের শ্রীতুলসীদাস প্রভু, রোপরের শ্রীযোগরাজ শেখরি, রাজপুরার শ্রীরঘুনাথ শালিদ ও তাঁহার পুত্র শ্রীবলরামদাস, জলন্ধরের

শ্রীমদনগোপাল কাপুর, সামরালার শ্রীমঙ্গল সৈনজী।

দেরাদুন ব্যতিরিক্ত অন্য স্থানসমূহে বিরাটভাবে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়, কিন্তু সকল স্থানেই ধর্ম্মসম্মেলন ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সম্মেলনে মুখ্যভাবে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ।

শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের গৃহে বা মন্দিরে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছেন ঃ—

**জলন্ধরে**—শ্রীজওহরলাল অরোরা, গোবিন্দগড় ; শ্রীরামজীকুমার, মোতিসিংনগর ; শ্রীরাজকুমার জিন্দেল, মাস্টার তারাসিং নগর ; শ্রীনরেন্দ্র গুপ্ত, সারদা ষ্ট্রীট ; শ্রীতরসেমলাল গুপ্ত, মাস্টার তারাসিং রোড ; শ্রীরেবতীরমণ গুপ্ত, মাস্টার তারাসিং রোড ;

**রোপরে**—শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীমূলরাজ শর্ম্মা ; শ্রীরামগোপাল শুক্লা, নূহন-কলোনি ; শ্রীযোগরাজ শেখ্রি, জ্ঞানী জৈলসিং নগর ;

**ঊনায়**—এড্ভোকেট শ্রীরাজেন্দ্র কুমার শেখ্রি, শ্রীপ্রেম শেখ্রি ;

**চণ্ডীগড়** ঃ [ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে ]

**হোশিয়ারপুরে**—শ্রীবিদ্যাসাগর শর্ম্মা, হরিনগর ; শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, গোশালা বাজার ; শ্রীমদন-গোপাল আগরওয়াল, হিরা-কলোনি; শ্রীযোগেন্দ্র পাল আগরওয়াল, কাচ্চাটোব্বা ; শ্রীসুশীল কুমার পরাশর, নিউ কৃষ্ণনগর ; শ্রীরামকৃষ্ণ ওয়ালিয়া, বাজার ওয়াকিলন ; শ্রীগীতা মন্দির, রেলওয়ে কলোনি ;

**লুধিয়ানায়**—শ্রীমদনমোহন শর্ম্মা, আর্বান এস্টেট ; শ্রীকে-এল্ মদান, মডেল টাউন ; শ্রীরাকেশ কাপুর, মডেল টাউন ; শ্রীতীর্থরাম গুপ্ত, সিভিল লাইন ; শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী ( শ্রীজাইগীর দাস কোচ্চর ), নিউ মডেল টাউন ; শ্রীসতীশ জৈন, শাস্ত্রীনগর ; শ্রীসতীশ কুমার ভাটিয়া, নিউ মডেল টাউন ; শ্রীমনোহরলাল আগরওয়াল ;

**চণ্ডীগড়ে**—শ্রীরাজেন্দ্র সার্দা, সেক্টর ৩২ ; শ্রীকৃষ্ণ-কেবল আগরওয়াল, সেক্টর ৩২ডি ;

**শিমলায়**—শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার প্রেসিডেণ্ট শ্রীরামগোপাল সুদ ; শ্রীসুন্দরগোপাল দাসাধিকারী ( শ্রীশক্তি চন্দ্র কনোয়ার ), কম্লি ব্যাঙ্ক এরিয়া ; শ্রীওমপ্রকাশ গুপ্ত, আনন্দভবন ; শ্রীঘনশ্যাম দাসগুপ্ত, গোবিন্দ ভবন ;

**দেরাদুনে**—শ্রীশ্যামলাল বাত্রা, সেবক আশ্রম রোড ; শ্রীশান্তি নারায়ণ শর্ম্মা, সার্কুলার রোড ; শ্রীশের বাহাদুর গুরুং, নয়াগাওঁ ; শ্রীসুন্দরদাসজী, রাজপুর রোড ; শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তল, ইঞ্জিনিয়ার, টেগোর ভিলা ; শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মা, কৃষণনগর ; শ্রীবিজয় কুমার আগরওয়াল, রায়পুর রোড ; শ্রীমতী রাজ-কুমারী কৌশল, ওল্ড ডালেনওয়ালা এবং শ্রীঅনীল শ্রীবাস্তব, ওল্ড ডালেনওয়ালা।

যাঁহাদের নিষ্কপট সেবাপ্রযত্নে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার সর্ব্বত্র বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ—

জলন্ধর সহরে ঃ—শ্রীরামভজন পাণ্ডে ( শ্রীরাধা-মোহন দাসাধিকারী ), শ্রীবিপিন কুমার আগরওয়াল ( শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী ), শ্রীকেবলকৃষ্ণ ( শ্রীকৃষ্ণ-কান্ত দাসাধিকারী ), শ্রীবিজয় কুমার শর্ম্মা, শ্রীযোগেন্দ্র অরোরা, শ্রীরাজকুমার জিন্দেল

রোপরে ঃ—শ্রীযোগরাজ শেখ্রি ( শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারী ), শ্রীকস্তুরীলাল ভরদ্বাজ ( শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী ), শ্রীহরিদাস শেখ্রি, শ্রীপুরুষোত্তমদাস শেখ্রি, শ্রীবাবুলাল, শ্রীরামকীর্ত্তি, শ্রীপ্রেম শেখ্রি, শ্রীমূলরাজ শর্ম্মা, পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্র কুমার শাস্ত্রী

ঊনায় ঃ—শ্রীপ্রেম শেখ্রি, শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ শখরি, এড্ভোকেট

হোশিয়ারপুরে ঃ—শ্রীসুশীল কুমার পরাশর, শ্রীবিদ্যাসাগর শর্ম্মা ( শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন দাসাধিকারী ), শ্রীমদনগোপাল আগরওয়াল, শ্রীঅশ্বিনী কুমার শর্ম্মা

লুধিয়ানায় ঃ—শ্রীজাইগীরদাস কোচ্চর ( শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী ), শ্রীরাকেশ কাপুর, শ্রীঅরুণ ও শ্রীঅরূপ, শ্রীরমেশ শর্ম্মা

শিমলায় ঃ—শ্রীশক্তি চন্দ্র কনোয়ার ( শ্রীসুন্দর-গোপাল দাসাধিকারী ), শ্রীরামগোপাল সুদ, শ্রীওম-প্রকাশ গুপ্তা এড্‌ভোকেট, শ্রীতুলসীরাম শর্ম্মা

দেরাদুনে ঃ—শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীতুলসীদাস প্রভু, শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী ( ছোট )।

চণ্ডীগঢ় মঠের শ্রীঅভয়চরণ দাস শ্রীল আচার্য্য-দেব সমভিব্যাহারে সাধুগণের রোপর হইতে চণ্ডীগঢ়, চণ্ডীগঢ় হইতে দেরাদুন, শিমলা যাইতে চণ্ডীগঢ় হইতে কাল্‌কা পর্য্যন্ত কতিপয় মোটরগাড়ীর এবং কাল্‌কা হইতে শিমলা পর্য্যন্ত, ট্রেনে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের ও বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। পেণ্টা-সাহেব হইয়া চণ্ডীগঢ় হইতে দেরাদুন যাইবার পথে বাঁধের নিকট পূর্ব্বের স্মৃতি আসায় ( নদীর তটে আহারের সময় মধুমক্ষিকার আক্রমণের কথা স্মরণ হওয়ায় ) সকলের হাস্যরসের উদ্রেক হয়, বাঁধের অপর পারে একটী আচ্ছাদনযুক্ত নিরাপদ স্থানে চবু-তরায় বসিয়া সকলে খরমুজা, আঙ্গুর, তরমুজাদি ফল প্রসাদ গ্রহণ করেন।

# বিরহ-সংবাদ

**শ্রীমদনগোপাল আগরওয়াল, হোশিয়ারপুর ( পাঞ্জাব )** ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীমদনগোপাল আগরওয়াল বিগত ১৩ জ্যৈষ্ঠ ( ১৪০১ ), ২৮ মে ( ১৯৯৪ ) শনিবার কৃষ্ণা-চতুর্থীবাসরে পাঞ্জাবপ্রদেশে হোশিয়ারপুরে হিরাকলোনিস্থ নিজ বাসভবনে শ্রীহরি-স্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধাম প্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ন্যূনাধিক ৭০ বৎসর। তিনি পত্নী ( শ্রীমতী নির্ম্মলা ) এবং দুই পুত্র ( শ্রীইন্দ্রমোহন সিংগলা ও ডাঃ রাকেশ সিং-গলা ) রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি হোশিয়ারপুরের ধনাঢ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি হইলেও অভিমানশূন্য ছিলেন। শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের প্রকট-কাল হইতেই তিনি হোশিয়ারপুরে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে উদ্যোগী হন। প্রতি বৎসরই তিনি বৈষ্ণব-গণকে নিজালয়ে আনিয়া বক্তৃতা-কীর্ত্তন ও মহোৎ-সবের বিশেষ ব্যবস্থা করিতেন। তিনি স্নিগ্ধ নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার পত্নীও ভক্তিমতী ও বৈষ্ণব-সেবায় রুচিসম্পন্না। তাঁহারা উভয়ে বিভিন্ন স্থানে মঠের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে যাইতেন। মদনগোপালবাবুর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিল। সহরের সকলেই তাঁহাকে মর্য্যাদা প্রদান করিতেন। তাঁহার সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট।

চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ মদনগোপালবাবুর স্বধাম প্রাপ্তির সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোশিয়ারপুরে পৌঁছিয়া তাঁহার পরিজনবর্গকে হরিকথাদ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন।

তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩ জুন সোমবার হোশিয়ারপুরে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমদনগোপাল আগরওয়ালের স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহসন্তপ্ত।

# শ্রীল প্রভুপাদের উপাদেশবাণী

**জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কর্ত্তব্য। মহামায়ার দুর্গের মধ্য থেকে একটা লোককে যদি বাঁচাতে পার, তা'হলে অনন্তকোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা তা'তে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হবে।**

## শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

# পূতচরিতামৃত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৪৮ পৃষ্ঠার পর ]

গুরুদেব সুসজ্জিত আসনে সমাসীন হইলে ষোড়শোপচারে তাঁহার সম্যক্ পূজা ও আরতির পর ভক্তগণ ক্রমানুযায়ী অঞ্জলি প্রদান করেন। তখনও ভক্তগণ বুঝিতে পারেন নাই, গুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে পূজাবিধানের এবং সাক্ষাৎভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুনরায় অঞ্জলি প্রদানের সৌভাগ্য তাঁহাদের আর লাভ হইবে না। শ্রীল গুরুদেব অন্তর্ধান করিবেন বুঝিতে পারিয়াই বোধহয়, তিনি তাঁহার সতীর্থগণের এবং বৈষ্ণবগণের সেবায় অভূতপূর্ব্ব বিপুল উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণ উহা অনুভব করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। উক্তদিবস ভোগরাগান্তে ব্রতানুকূল বিচিত্র অনুকল্প প্রসাদের দ্বারা সাধু, ব্রজবাসী ও ভক্তগণকে আপ্যায়িত করা হয়। পরদিবস মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

### শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীল গুরুদেবের পূতচরিতামৃতের ২য় খণ্ডে ২৩।২৪ পৃষ্ঠায় দক্ষিণ কলিকাতায় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউতে মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী সেবাসুন্দরের প্রচেষ্টায় ভাড়াবাড়ীতে ইং ১৯৫৫ সালে মঠ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান ও মাধ্যাহ্নিক লীলা-ভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানেও শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী কিছু জমী ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী

সময় তথায় বিশেষ কোনও বসতি ছিল না, জমীর মূল্য সামান্য ছিল। শ্রীল গুরুদেব শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানে মঠ সংস্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, শ্রীগোবিন্দ প্রভু তাঁহার সংগৃহীত জমী শ্রীল গুরুদেবকে প্রদান করিলেন। শ্রীগোবিন্দ প্রভুর প্রদত্ত জমীর পার্শ্ববর্ত্তী জমীও ক্রয় করা হয়। শ্রীল গুরুদেব তথায় মঠের কার্য্য আরম্ভের জন্য অস্থায়ী টিনের চালাঘর ও একটী অস্থায়ী খড়ের ঘর নির্ম্মাণ করাইলেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে তদাশ্রিত সেবকগণ—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধা-বিনোদ ব্রহ্মচারী উৎসাহের সহিত সেবাকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া স্থানের মহিমা প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎ-কালে মঠের প্রতিবেশী বন্ধুরূপে শ্রীসাধু মণ্ডল, শ্রীজয়গোবিন্দ ব্যানার্জ্জি, শ্রীকানাই বৈদ্য প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি ছিলেন। সাধারণতঃ দেখা যায় সেবাকার্য্যে বাধা আসিলে সেবকগণের উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। বোধ-হয় সেইজন্যই নিকটবর্ত্তী পুরাতন মঠ হইতে ভীতি প্রদর্শন করা হয়, এই বলিয়া—ঈশোদ্যানে মঠ সংস্থাপন করিতে দেওয়া হইবে না, করিলে উহা উড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হইবে। বস্তুতঃ তাহাই হইল, মনুষ্যকৃত না হইলেও, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের দ্বারা সংঘটিত হইল। শ্রীল গুরুদেবের প্রথমদিকের ত্যাগী শিষ্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান সেবক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী তৎকালে উক্ত মঠের সেবার দায়িত্ব গ্রহণে শ্রীল গুরুদেব কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ প্রভু পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে শ্রীবাস-অঙ্গনে সেবা করিতেন। শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমে তিনি উক্ত সেবা ছাড়িতে বাধ্য হওয়ায় প্রথমে চাকদহে কাঁঠালপুলীস্থিত মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে আসেন, তৎপরে তিনি শ্রীল গুরুদেব কর্ত্তৃক শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানে নূতন সংস্থাপিত মঠের সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত হন। যখন তিনি অন্যান্য বৈষ্ণবসহ ( পূর্ব্বোল্লিখিত সেবকত্রয় ব্যতীত—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী সাতমূর্ত্তি বৈষ্ণবসহ ) মায়াপুর ঈশোদ্যানের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন, একদিন প্রবল ঝড়ে তাঁহাদের নিবাসস্থান অস্থায়ী ঘরের টিনসমূহ দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, ভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনা হইতে তাঁহারা প্রাণে বাঁচিয়া যান। খোলা জায়গায় অস্থায়ী ঘরে পুনরায় ঐপ্রকার দুর্ব্বিপাক হইতে পারে চিন্তা হওয়ায়, শ্রীল গুরুদেব কয়েকটি পাকা ঘর নির্ম্মাণ করাইলেন। পাকা ঘর নির্ম্মিত হওয়ার পর শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানে একটি কক্ষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মদনমোহন শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠার পর ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা প্রথম আরম্ভ হয়। ৫ চৈত্র ( ১৩৬২ ), ১৯ মার্চ্চ ( ১৯৫৬ ) সোমবার পঞ্চরাত্রিক ও শ্রীভাগবত বিধানমতে শ্রীল গুরুদেবের সেবাধ্যক্ষতায় ও পৌরোহিত্যে শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ গৌড়ীয় ত্রিদণ্ডিযতিগণের উপস্থিতিতে সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ এবং ছোট শ্রীরাধামদনমোহন শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হন। উক্ত দিবস মহোৎসবে সাধুগণ ছাড়াও নবদ্বীপধাম পরিক্রমায় যোগদানকারী এবং নবদ্বীপ সহর, ভারুইডাঙ্গা, শ্রীনাথপুর, বল্লালদীঘী, বামনপুকুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের দুই সহস্রাধিক নর-নারী পরিতৃপ্তির সহিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীবিগ্রহগণের অধিবাসকৃত্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিন এবং শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠাদিবসে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাসকৃত্য সম্পন্ন হয়। নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীঅন্তর্দ্বীপ—সীমন্তদ্বীপ—গোদ্রুমদ্বীপ—মধ্যদ্বীপ—কোলদ্বীপ— ঋতুদ্বীপ— জহ্নুদ্বীপ— মোদদ্রুমদ্বীপ—রুদ্রদ্বীপাত্মক ষোল ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা অনুষ্ঠান ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে ১১ চৈত্র, ২৫ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত, ১১ চৈত্র রবিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব অধিবাস-কীর্ত্তন, ১২ চৈত্র সোমবার গৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা-কৃত্য—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ, অহোরাত্র উপবাস-ব্রত ও হরিসংকীর্ত্তন সহযোগে উদ্‌-যাপিত হয়। পরদিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

৪৭০ শ্রীগৌরাব্দে ১৯ মাধব, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে ২১ মাঘ, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে 8 ফেব্রুয়ারী সোমবার শুক্লা চতুর্থী তিথিবাসরে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সেবাধ্যক্ষতায় ও পৌরোহিত্যে শ্রীরাধামদনমোহন বড় শ্রীবিগ্রহগণ সংকীর্ত্তন-সহযোগে প্রকটিত হন। উক্ত মহদনুষ্ঠানে পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ মহানন্দ প্রভু, পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ সাগর মহারাজ, পূজ্যপাদ মুকুন্দদাস বাবাজী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভু, পূজ্যপাদ উদ্ধারণ প্রভু, পূজ্যপাদ নারায়ণ মুখার্জ্জী প্রভু ও পূজ্যপাদ পদ্মনাভ মহারাজ প্রভৃতি শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ পূজনীয় বৈষ্ণবগণ যোগ দিয়াছিলেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণবহোম কার্য্য সম্পন্ন হয়। তাঁহার সহায়করূপে ছিলেন শ্রীললিতাচরণ ব্রহ্মচারী। এতদ্ব্যতীত শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধা-রঞ্জন ব্রহ্মচারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া সেবাকার্য্যে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেন। শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন বিগ্রহের এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা উৎসবে আনুকূল্য করিয়া কলিকাতানিবাসী শ্রীরাধাকৃষ্ণ চামারিয়াজী ধন্য-বাদার্হ হইয়াছেন। সহর নবদ্বীপ, গাদিগাছা, স্বরূপগঞ্জ, শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘী, বামনপুকুর, ভারুইডাঙ্গা, চাঁপাহাটী প্রভৃতি স্থান হইতে সহস্রাধিক নরনারী বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে যোগ দেন।

১৩৬৩ বঙ্গাব্দে, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব ২৫ ফাল্গুন, ৯ মার্চ্চ শনিবার হইতে ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীল গুরুদেবের সেবাধ্যক্ষতায় মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। বিদ্যানগরনিবাসী শ্রীগয়ারাম দাস মহাশয়ের সৌজন্যে বিদ্যানগরস্থ গয়ারাম দাস বিদ্যামন্দিরে নবদ্বীপধাম দর্শন ও পরিক্রমার সৌকর্য্যার্থে যাত্রিগণের নিবাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেবের সেবানিয়ামকত্বে ঐরূপভাবে প্রতিবৎসরই তাঁহার প্রকটকালে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে নয়দিনব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হয়।

ইং ১৯৫৯ সালে শ্রীল গুরুদেব শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্য 'শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ' সংস্থাপন করেন। ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের সেক্রেটারী এবং শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৩৬৭ বঙ্গাব্দে, ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে শ্রীল গুরুদেবের সেবাধ্যক্ষতায় ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা, নবচূড়াবিশিষ্ট বিশাল শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীগৌরাবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ১০ ফাল্গুন, ২২ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত দশ দিবসব্যাপী মহদনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। ১২ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার শ্রীমন্দিরের চূড়ায় ধ্বজা ও চক্র স্থাপন, শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা কার্য্য এবং শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মদনমোহনজীউ শ্রীবিগ্রহগণের নব শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় অনুষ্ঠান পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের পৌরোহিত্যে সংকীর্ত্তনসহ সুসম্পন্ন হয়। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধরদেব গোস্বামী মহারাজ শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। উক্ত মহদনুষ্ঠানে শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ-গণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব্বোল্লিখিত সতীর্থদ্বয় ছাড়াও পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমদ্ ভবতারণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ নরোত্তমানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীমদ্ শুদ্ধভক্তিচরণ দাসাধিকারী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট পূজনীয় ত্রিদণ্ডিযতি ও বৈষ্ণববৃন্দ। শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের কক্ষ

হইতে সংকীর্তন-সহযোগে নবচূড়াবিশিষ্ট বিশাল শ্রীমন্দিরে পাণ্ডুবিজয়কালে দর্শনার্থী নরনারীগণের মধ্যে মহানন্দের প্লাবন আসিয়া উপস্থিত হয়। বিচিত্র বাদ্যভাণ্ড, উচ্চ সঙ্কীর্তন ও নারীগণের জয়কার ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে। শ্রীমন্দির পরিক্রমা-কালে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ 'হরি বল্‌বো আর মদনমোহন হেরিব গো' এই ধূয়া আবেগভরে কীর্তন ও নৃত্য করিতে থাকিলে ভক্তগণও মহানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্যসহ উক্ত পদের দোহার করেন। মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগান্তে সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল গুরুদেব অভিভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার সতীর্থগণের মধ্যে ভাষণ দেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহা-রাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ।

শ্রীমায়াপুর মঠের সুরম্য শ্রীমন্দির

১৮ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে সভামণ্ডপে বার্ষিক ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ। উক্ত সভায় শ্রীল গুরুদেব তাঁহার সারগর্ভ ভাষণে 'গৌরতত্ত্ব ও তাঁহার অবদান-বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে বুঝাইয়া বলেন। ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে যোগদান করেন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহা-রাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ, শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ, শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুদেব দত্ত, ধানবাদের শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ।

শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী (পূর্ব্বনাম শ্রীচুণি-লাল দত্ত—আসামে তেজপুরনিবাসী) শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানে নবচূড়াবিশিষ্ট বিশাল শ্রীমন্দির নির্ম্মাণে পূর্ণানুকূল্য করিয়া শ্রীল গুরুদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। ক্রমশঃ তিনি

(ক্রমশঃ)

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

BOOK POST

Serial No.

To

Name.....................................

Vill.....................................

P. O.....................................

Dist.....................................

Pin.....................................

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ —শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুস্ত্রিংশ বর্ষ—৮ম সংখ্যা
আশ্বিন, ১৪০১

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ ( নদীয়া ) ফোন ঃ ২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম )

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম )

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৭৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম )
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৪শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন ১৪০১
১৩ পদ্মনাভ, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, রবিবার, ২ অক্টোবর ১৯৯৪ { ৮ম সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪২ ; ২৯শে জুলাই, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

আমরা গতকল্য প্রাতে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে আসিয়া পেঁৗছিয়াছি। শুনিয়া সুখী হইলাম, তোমার জননী ঠাকুরাণী শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্দিরে বাস করিতেছেন। তোমার ভজনোন্নতি শ্রবণ করিয়া আমাদের প্রচুর আনন্দ হইয়াছে—উহাই বিদ্যার সাফল্য। হরিভজনকারী ব্যতীত আর সকলেই নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী,—তুমি যে এই কথা বুঝিতে পারিয়াছ, তাহাতে আমাদের প্রচুর আনন্দ বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীধামে বাস করিয়া আমাদের ভজনোন্নতি হয়। শ্রীধাম-ভোগিগণও শ্রীধামে বাস করিবার অভিনয় করেন। তাঁহারা জড় পুত্র, কলত্র, কন্যা ও নপ্তৃ প্রভৃতির সঙ্গসুখ পাইবার ইচ্ছায় এবং তাহাদের মৃত্যুর পর ঐ বংশে যাহাতে সুখভোগ বর্দ্ধন করিতে পারেন, তজ্জন্য ভগবান্ ও ভক্তগণের বিচারে দোষ দর্শন করেন। অবশ্য তুমি পণ্ডিত ব্যক্তি—"শ্রীধামভোগ" ও "শ্রীধামবাস"—এই শব্দদ্বয়ের পার্থক্য বুঝিতে পার। * * প্রভু, * * প্রভু প্রমুখ শ্রীধামবাসী শ্রীমঠবাসী ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীধাম-ভোগ ও শ্রীধাম-সেবার পার্থক্য শ্রীযুক্ত * * বাবু প্রভৃতি ভক্ত্যুন্মুখ ব্যক্তিগণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে পারেন। আমি যত শীঘ্র পারি, তথায় গিয়া শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্য-মন্দিরে শ্রীধামভোগ ও শ্রীধামসেবার কথা আলোচনা করিব। ঐ সভায় শ্রীযুত * *, শ্রীযুত * *, শ্রীযুত * *, শ্রীযুত * * মহাশয়গণ উপস্থিত থাকিলে আনন্দিত হইব।

শ্রীধামভোগি-সম্প্রদায় অবশ্যই জানেন যে, শ্রীধামবাসিগণের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর-সেবা-বিমুখ সাধারণ কর্ম্মকাণ্ডীর চিত্তবৃত্তির সহিত সমান নহে। পূর্ব্বোক্ত

শ্রেণীর (শ্রীধামবাসী) চিত্তবৃত্তিতে পরমার্থই জীবনের প্রয়োজন এবং ভোগ্য বা আশ্রিত জনগণের পরমার্থ-লাভের ব্যবস্থা করাই শ্রীধামবাসীর কর্ত্তব্য। তাহা ভুলিয়া গিয়া পূর্ব্ব অভক্তপর চিত্তগত বিচার আনয়ন করিয়া মঠবাসিগণের ছিদ্রান্বেষণ ও নিন্দাবাদে নিযুক্ত থাকিলে শ্রীভক্তিদেবীর শ্রীচরণে অপরাধপুঞ্জ সংঘটিত হয়।

আমরা যখন শ্রীধামে বাস করিতে আসি, তখন আশ্বস্ত হই যে, শ্রীধামে থাকিয়া আমরা নিজেরা ও আমাদের পরিজনবর্গ পরমার্থ-পথের পথিক হইবে; অভক্তগণোচিত অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ ও ব্রহ্মে বিলীন হইবার বাসনা খর্ব্ব হইবে এবং ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারিব। কিন্তু এমন স্থানে আসিবার অভিনয়ে মায়ার সংসারে পড়িয়া আবার পূর্ব্ব-চিত্তবৃত্তি প্রবল করাইলে ভক্তিরাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য অবসর লাভ হইবে।

ভক্ত গৃহস্থের হৃদয়ভাব ও অভক্তের চিত্তবৃত্তি এক নহে। শ্রীধামবাসের অভিনেতৃগণ যদি দিব্য-জ্ঞান-লাভের পরিবর্তে অজ্ঞতা পোষণ করিয়া শ্রীধামা-পরাধে ব্রতী হন, তাহা হইলে শ্রীবাসের শ্বাশুড়ী, পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীর দাস্যই বরিয়া যাইবে। ভক্তিলতা শুকাইয়া গিয়া বা কুঞ্জর-শুণ্ডের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ভোগ্য লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশায় পরিণত হইবে। সুতরাং শ্রীধামবাসের অভিনেতৃগণের ও তাঁহাদের অনুসরণকারিগণের পাদপদ্মে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা পূর্ব্বচিত্তবৃত্তির অমঙ্গল লইয়া শ্রীধামে বাস না করেন; কারণ তাহা হইলে তাঁহাদের কুলিয়ার বৈষ্ণব-নিন্দকের সঙ্গই প্রার্থনীয় হইবে।

শ্রীধাম-ভোগের বাসনা অন্তরে পোষণ করিয়া বাহিরে শ্রীধামবাসের ছলনা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রয়াসী অভক্তগণেই শোভা পায়। শ্রীধাম-বাসের অভিনেতার এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি আগ্নেয়গিরির ন্যায় উত্থিত হইলে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল প্রাণী তাদৃশ বিষয়ীর সঙ্গ হইতে শতসহস্র যোজন দূরে থাকিবে। কেন না, গৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—"সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।" আমরা এই শিক্ষা হইতে বিপথগামী হইতে পারিব না।

গৃহব্রতধর্ম্মের উৎস উত্তরোত্তর প্রবল করিবার যাহাদের প্রয়াস এবং বিষয়-বিষে যাঁহারা জর্জ্জরিত হইয়া 'হজ্‌মিগুলি' সাজিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ শ্রীধাম-বাসিগণ কোন দিনই প্রার্থনা করেন না। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি হরিভজনে অনুরাগী ও কৃষ্ণগৃহধর্ম্মে অবস্থিত, তাঁহাদের চরণরেণুপ্রার্থী হইয়া তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য প্রত্যেক মঠবাসীর বাঞ্ছা প্রবল হওয়াই আবশ্যক।

শ্রীধাম-মায়াপুরের মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের একমাত্র সেব্য গৌরসুন্দর ও গৌরসুন্দরের নিজ-জন-গণ। তাঁহাদের প্রতি যাহারা বীতশ্রদ্ধ, তাহাদের ভোগ্য অবিবেচনারূপ আগ্নেয়গিরির শিখার একটা মাপ হওয়া আবশ্যক। সেই তালিকা সংগৃহীত হইলে ভক্তজনসাধারণ তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বুঝাইয়া দিয়া সুভোগ্য ভূমিকায় পাঠাইয়া দিতে পারেন। মঠবাসিগণ ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া লইয়া শ্রীধামবাসের অভিনেতা ভোগিগণের ব্যয়িত অর্থ পুনঃ প্রদান-কল্পে ভিক্ষা আরম্ভ করিবেন এবং তাহাদিগকে অমরাবতীর নন্দনকাননে পৌঁছাইয়া দিবার গাড়ীভাড়াও দিবেন, সঙ্কল্প করিতেছেন। এই প্রবৃত্তির জঘন্য আদর্শের সম্ভাবনাশঙ্কা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তির অভিজ্ঞচিত্তে কএক বৎসর পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। তখন আমরা পরলোকগত ম—নাথ ও সী—নাথ এবং বর্ত্তমানে শ—নাথ প্রভৃতি নাথ-গণের সংসর্গে কিছু কিছু অবগতি লাভ করিয়াছি। কিন্তু ঐ নাথগণ হইতে আমরা চিরদিনই শতসহস্র যোজন দূরে বাস করিবার অভিলাষ রাখি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

# তত্ত্বসূত্র—চিৎপদার্থ প্রকরণম্

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৩৯ পৃষ্ঠার পর ]

**অনর্থনিবৃত্তির্মুক্তিঃ স্বপদপ্রাপকত্বাৎ ॥ ১৯ ॥**

উপাধিকৃতদুরবস্থাজনিতানর্থ-নিবৃত্তিরেষ জীবানাং সংসারমুক্তিঃ স্বস্য পদং চিদানন্দ স্বরূপং তৎপ্রাপ্তি-হেতুত্বাৎ তস্যা ইত্যর্থঃ সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি ; আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বিভেতি কুতশ্চন ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

মুক্তি বিষয়ক অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়া থাকে। কেহ কেহ জীবের ব্রহ্মে লয় হওয়াকে মুক্তি কহেন। মুক্তিকে পঞ্চপ্রকার শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে যথা—সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই সকল মুক্তির শ্রেণী। ভগবানের সহিত সমান ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির নাম সার্ষ্টি, ভগবল্লোকবাসের নাম সালোক্য, ভগবৎ সমীপস্থ হওয়ার নাম সামীপ্য, ভগবৎ স্বরূপ-প্রাপ্তির নাম সারূপ্য এবং ভগবানে লয় হওয়ার নাম সাযুজ্য এই প্রকারে শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। নিগূঢ় বিচার করিলে সকল প্রকার মুক্তির একটী সাধারণ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এ সমুদায়ই ভগবৎ সান্নিকর্ষ প্রকাশ করে। জীবের ভগবদ্বিমুখতাই সকল দুঃখের কারণ যেহেতু আনন্দরূপ চিন্ময় ভগবান্‌কে ত্যাগ করিলে দুঃখময় জড়তাই ফল হয়। ইহাই জীবের বদ্ধাবস্থা। বদ্ধা-বস্থার অনেকপ্রকার বিশেষণ থাকিলেও তাহার সাধারণ লক্ষণ ঈশ্বর-বিমুখতা ব্যতীত আর কিছু উপলব্ধ হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রকার মুক্তিতেই ঈশ্বর-সান্নিকর্ষ অর্থাৎ সাযুজ্য ব্যতীত আর কি লক্ষণ দেখা যায়? অনেক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে 'মুক্তি'—শব্দের প্রতি একটি বিশেষ বিদ্বেষ আছে। তাহা কেবল মুক্তি বিষয়ক আলোচনার অভাব হইতে উদ্ভব হই-য়াছে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংবাদে সার্ব্ব-ভৌমোক্তি—

> সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা দ্বার।
> তবু কদাচিত ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥
> সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
> নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥

তত্রৈব চৈতন্যদেবেনোক্তং সার্ব্বভৌমং প্রতি—

> প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ হয়।
> মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয় ॥
> মুক্তি পদে যাঁর সেই মুক্তিপদ হয়।
> নবম পদার্থে মুক্ত্যে কিম্বা সমাশ্রয় ॥
> দুই অর্থে কৃষ্ণ কহি কাহে পাঠ ফিরি।

তত্র সার্ব্বভৌমোত্তরং—

> সার্ব্বভৌম কহে ও পাঠ কহিতে না পারি ॥
> মুক্তি শব্দ কহিতে হয় ঘৃণা আর ত্রাস।
> ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস ॥

তদনন্তরং—শুনিয়া হাসেন প্রভু ইত্যাদি।

এস্থলে চৈতন্যদেবের সারগ্রাহী শিষ্যগণ মুক্তি ও ভক্তি শব্দে স্বতন্ত্রার্থ করিবেন না ; বরং যাহারা মুক্তি-পদকে ঘৃণা করেন, তাঁহাদের বিচার-গাম্ভীর্য্যের প্রতি সন্দেহ করা যাইবে। বস্তুত মুক্তি ও পরাভক্তিতে কিছুমাত্র ভেদ নাই বরং যাহারা ভেদ দৃষ্টি করেন তাঁহারা তদুভয়ের মধ্যে কোনটীকেই উপলব্ধি করেন নাই, ইহাই প্রতীত হইল। যখন ভক্তি ও মুক্তি উভয়েতেই কেবল ঈশ্বর সাযুজ্যরূপ পরমানন্দই এক-মাত্র লক্ষণ, তখন মুক্তি শব্দকে ঘৃণা করত ভক্তি শব্দের আদর করা কেবল আভিধানিক বিবাদ হইয়া উঠে। বৈষ্ণবদিগের মুক্তি শব্দের প্রতি ঘৃণার এই এক কারণ দৃষ্ট হয় যে মুক্তি বলিলেই জীবের সর্ব্ব-নাশ অর্থাৎ অত্যন্ত লয়কে বুঝায়, তথাহি তত্রৈব সার্ব্বভৌমোক্তি,—

> যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কহে।
> তথাপি আশ্লিষ্য দোষে কহন না যায়ে ॥
> যদ্যপিহ মুক্তি শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি।
> রূঢ়ি বৃত্ত্যে কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি ॥

এস্থলে সাযুজ্য শব্দের অর্থ ব্রহ্মের সহিত লয়। বাস্তবিক সাযুজ্য শব্দের অর্থ ব্রহ্মের সহিত সংযোগ। যে সকল বৈষ্ণবেরা গোপী-ভাবের সাধনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সাধনই ব্রহ্মসাযুজ্য সাধন বলিতে হইবে। অর্থে কিছুমাত্র ভেদ নাই, কেবল মনের বিবাদ মাত্র। তদ্বিষয়ে শাণ্ডিল্য-সূত্র যথা,—

তদৈক্যং নানাত্বৈকত্বমুপাধিযোগহানাদাদিত্যবৎ ।

পরব্রহ্মের আশ্রয়ের দ্বারা যে ফল হয় তাহাকেই মুক্তি বলি। ঐ মুক্তি কি প্রকার, তাহা কঠোপনিষদে এই প্রকারে বর্ণিত আছে (১।২।১৭)—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনং পরং ।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।।

এই মুক্তিই জীবকে স্বপদ-প্রাপ্তি করায়, ঐ স্বপদ কঠোপনিষদে উল্লিখিত মন্ত্রের পরেই এই প্রকার বর্ণিত আছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং
কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।।

বাস্তবিক এইসকল শ্রুতি ও বিচারের দ্বারা মুক্তি অর্থাৎ জীবের স্বপদ যে এক অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার, তাহা উপলব্ধ হইতেছে। এই ব্যাপারটী বাক্য ও মনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, যেহেতু এই বদ্ধাবস্থায় সকল জীবই (ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত) দেশ ও কালের বশীভূত হইয়াছে অতএব তদুভয় পদার্থের অতীত অবস্থাকে কেহই চিন্তা করিতে পারে না, কিন্তু এই অবস্থা হইতে সেই অবস্থা যে উৎকৃষ্ট, ইহা আমাদের স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। যাঁহারা এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস অনাদর করেন, তাঁহাদের বিষয়ে মৃত্যু কঠোপনিষদে কহিয়াছেন যথা,—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্ ।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ।।

যুক্তি বিচারের দ্বারা যাঁহারা জীবের মুক্ত অবস্থার নির্ণয় বা পরলোকতত্ত্ব বিচার করিতে চাহেন, তাঁহারা নির্ব্বোধ। তথাহি কঠোপনিষদি (১।২।৯)—

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় শ্রেষ্ঠ ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্ব্বতাসি
ত্বাদৃঙ্নো ভুয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ।।

মুক্তি-বিষয়ক অধিক বিচার সম্ভব নহে অতএব যাঁহারা সেই অচিন্ত্য অবস্থার বিষয় নির্ণয় করিবার জন্য তর্ক করিয়া বাক্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পরিশ্রম ফলবান হয় না বরং নির্ব্বাণ, সালোক্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি অবস্থা লইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকেন, কখনই মীমাংসা হইতে পারে না। অতএব নিম্নলিখিত সাধুবাক্যই আমাদের কেতু স্বরূপ,—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ নতাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ।।

তত্র ব্যাসসূত্র ; যথা—তর্কাহপ্রতিষ্ঠানাৎ ।

৩৬ সূত্রের ভাষ্যে ইহার বিশেষ বিবরণ করা যাইবে। অতএব নিশ্চয় মীমাংসা এই যে জীবের অনর্থ-নিবৃত্তিই মুক্তি এবং তদ্দ্বারা জীবের স্বপদ-প্রাপ্তি হয়। তথাচ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে শ্রীসূতেনোক্তং—

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ।।

তথাচ ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে মুক্তি কথনং— মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ।

এস্থলে সংশয় উপস্থিত হইল যে পরমেশ্বর পরম কারুণিক তবে জীবের অনর্থোদ্গম কি জন্য হইল, এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য এই সূত্র,—

চিৎপদার্থস্তু স্বভাবতঃ স্বতন্ত্রঃ ঈশ্বরপ্রসাদাৎ। কিন্তু জীবানাং স্বাতন্ত্র্যং হি তেষাঃ ক্লেশহেতুঃ ইতি প্রসিদ্ধং তর্হি তদ্দানেন কুতঃ ঈশ্বর প্রসাদ ভবতীত্যাশঙ্কয়ামাহ—

**জীবানামিতরানুরক্তিহেতুরীশ্বর-কারুণ্যং অতএব তেষাং স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধেঃ ।। ২০ ।।**

তেষাং স্বাতন্ত্র্যং তদুৎকর্ষায় ঈশ্বরেণ করুণয়া দত্তং। ততঃ পরমেশ্বরং বিস্মৃত্য স্বতন্ত্রতয়া জীবা ইতর বিষয়াসক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবানি, ন তং বিদায়থ ইমা যদ্যুস্মাকমন্তরং বভূব ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

ইতরানুরক্তির দ্বারা জীবের ক্লেশ ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু পরমেশ্বর পরম কারুণিক, তবে তিনি জীবগণকে ইতরানুরাগ হইতে রক্ষা কেন না করিলেন ; এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইবার সম্ভাবনা। জীবদিগকে যদ্যপি জড়ের ন্যায় স্বীয় নিয়মাধীন করিতেন, তাহা হইলে জীবের উৎকর্ষ-সাধন কিরূপ হইত ? স্বাধীন কার্য্যের ফলেই উন্নতি বা অবনতি। উন্নত

করিবার ইচ্ছায় জীবের স্বভাব স্বতন্ত্র করিলেন। যে সকল জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করত স্বীয় স্বধর্ম্মরূপ ঈশ্বরানুরক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতরানুরক্তির দ্বারা ভোগেচ্ছা করিলেন, তাঁহারা স্বীয় কামনাবশতঃ জড়তায় বদ্ধ হইয়া জড়সুখকে ভোগ করিতেছেন অর্থাৎ পরমানন্দরূপ প্রেমামৃত হইতে বঞ্চিত হইয়া বদ্ধ আছেন। তথাহি মুণ্ডকোপনিষদি,—

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্ত
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥

এই প্রকার স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে জীবের যে কষ্ট তাহা ঈশ্বর-দত্ত কহা যায় না এবং ঈশ্বরকে তজ্জন্য কোন প্রকার দোষ দেওয়া যায় না। বিধি লঙ্ঘনের জন্য যে ক্লেশ পাইতে হয় তজ্জন্য বিধাতা কখনই দোষী নহেন। বিধাতা যদি জীবকে ঐ অনর্থ গ্রহণে বাধ্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বৈষম্য-দোষ হইত। জীব যদি নিজ-স্বাধীনতার দ্বারা স্বীয় পরানুরাগকে আরও দৃঢ় করিতেন তাহা হইলে তাঁহার উৎকর্ষ হইত, কিন্তু স্বাধীনতা না পাইলে তাঁহার উৎকর্ষের উপর কোন অধিকার হইত না। পরমেশ্বর জীবকে এরূপ অপূর্ব্ব স্বাধীনতা দেওয়ায় জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন ইহাই বলিতে হইবে। স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে যে পতন দৃষ্ট হয় তাহা কেবল জীবকে সংস্কার করত উদ্ধার করিবার জন্যই হইয়াছে ইহা বলিতে হইবে। ঈশ্বরের দণ্ডবিধিই যে কারুণ্যের ফল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে নাগপত্নীগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে,—

অনুগ্রহোহয়ং ভবতঃ কৃতো হি নো
দণ্ডোহসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।
যদ্দন্দসূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ ক্রোধোহপি
তেহনুগ্রহ এব সম্মতঃ ॥

# সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

## মহারাজ শিবি

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ]

( গুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট বলি মহারাজের উক্তি )—

শ্রেয়ঃ কুর্ব্বন্তি ভূতানাং সাধবো দুস্ত্যজাসুভিঃ।
দধ্যঙ্ শিবি প্রভৃতয়ঃ কো বিকল্পে ধরাদিষু ॥
—ভাঃ ৮।২০।৭

'দধীচি, শিবি প্রভৃতি মহাত্মগণ দুস্ত্যজ প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া প্রাণিগণের উপকার সাধন করিয়াছেন, অতএব এই সামান্য পৃথিবী পরিত্যাগে আর বিবেচনা কি ?'

( ব্রাহ্মণবেশধারী ভীম, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের জরাসন্ধের প্রতি উক্তি )—

'যোহনিত্যেন শরীরেণ সতাং গেয়ং যশো ধ্রুবম্।
নাচিনোতি স্বয়ং কল্পঃ স বাচ্যঃ শোচ্য এব সঃ ॥
হরিশ্চন্দ্রো রন্তিদেব উঞ্ছবৃত্তিঃ শিবির্বলিঃ।
ব্যাধঃ কপোতো বহবো হ্যধ্রুবেণ ধ্রুবং গতাঃ ॥'
—ভাঃ ১০।৭২।২০-১

'যিনি সামর্থ্য সত্ত্বেও এই অনিত্য শরীর দ্বারা সাধুজন-কীর্ত্তনীয় অবিনশ্বর যশোরাশি উপার্জ্জন না করেন, তিনি জগতে নিন্দনীয় ও শোচনীয় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, উঞ্ছবৃত্তি ( মুদ্গল ) শিবি, বলি, ব্যাধ, কপোত প্রভৃতি অনেকেই পুরাকালে অনিত্য শরীরের দ্বারা ধ্রুবলোকে গমন করিয়াছেন।'

মহারাজ শিবি চন্দ্রবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহারাজ যযাতির পাঁচ পুত্র—যদু, তুর্ব্বসু, অনু, দ্রুহ্য ও পুরু। অনু—সভানর—কালনর—সৃঞ্জয়—জন্-

মেজয়—মহাশাল—মহামনা—উশীনর। উশীনরের চারিপুত্র—শিবি—বর—কৃমি ও দক্ষ। উশীনরের চারি পুত্রের মধ্যে মহারাজ শিবি জ্যেষ্ঠ। ( শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধ ২৩ অধ্যায়ে ১ শ্লোক হইতে ৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) শিবির চারি পুত্র—বৃষাদর্ভ, সুধীর, মদ্র ও কেকয়।

মহারাজ শিবি ধাৰ্ম্মিক ও মহাদাতা ছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি মহাভারতে ( বনপৰ্ব্ব ১৯৬ অধ্যায়ে ) মহারাজ শিবি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত সার কথা এই—একদা দেবতাগণের মধ্যে আলোচনার দ্বারা স্থির হয় যে তাঁহারা পৃথিবীতে যাইয়া উশীনর পুত্র মহারাজ শিবি কিরূপ ধাৰ্ম্মিক ও সাধু তাহা পরীক্ষা করিবেন। তদনুসারে অগ্নি ও ইন্দ্র ভূমণ্ডলে আসিলেন। অগ্নি কপোতরূপ এবং ইন্দ্র মাংসাশী শ্যেন পক্ষীরূপ ধারণ করিলেন। শ্যেন পক্ষী কপোতের পশ্চাতে ধাবিত হইল ভক্ষণের জন্য। মহারাজ শিবি দিব্যাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় কপোত প্রাণভয়ে ভীত হইয়া অকস্মাৎ মহারাজের অঙ্কে পতিত হইল। তদ্দর্শনে রাজার পুরোহিত রাজাকে কহিলেন—'কপোত শ্যেনপক্ষী হইতে প্রাণ রক্ষার জন্য আপনার শরণাপন্ন হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন শরীরে কপোতের পতন অশুভকর। অশুভ হইতে মুক্তির জন্য আপনি ধন দান করুন।' তচ্ছ্রবণে কপোতের সকাতর উক্তি—'হে আশ্রয়প্রদাতা মহাত্মন্, আমি সামান্য কপোত নহি, যে আমার পতনে আপনার অশুভ হইবে। আমি মুনি, কৰ্ম্মফলে কপোত শরীর প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি স্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রহ্মচারী, তপস্বী, পাপরহিত, বেদব্যাখ্যাতা, ছন্দজ্ঞানে পারঙ্গত। প্রাণভয়ে ভীত শরণাগত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে নিধনের জন্য শ্যেন পক্ষীকে প্রত্যর্পণ সাধুজনোচিত হইবে না।'

শ্যেন পক্ষীর প্রত্যুক্তি—'হে রাজন্! কপোত আপনাকে তাহার পূৰ্ব্ব জন্মের কথা শুনাইতেছে। আমারও মনে হয় আপনি পূৰ্ব্ব জন্মে কপোত হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কপোত আপনার পূৰ্ব্ব জন্মান্তরীয় পিতা এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহাকে আপনি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ক্ষুধার্ত্ত আমি, আমার আহারের বিঘ্ন করিতেছেন। ইহা কি ঠিক ?' মহারাজ শিবি কপোত ও শ্যেনের বাক্য শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন; ইহারা পক্ষী হইয়া উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিতেছেন, পক্ষী সংস্কৃত বলিতে পারে এইরূপ কখনও পূৰ্ব্বে শুনি নাই, ইহারা উভয়েই গুণান্বিত। এমতাবস্থায় কি করিলে সাধুজনোচিত হইবে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। করণীয় কি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া মহারাজ বলিতে লাগিলেন—'যে ভীত শরণাগতকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করে, সে যথাকালে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করিলেও পরিত্রাণ পায় না, যথাকালে বৃষ্টি হয় না, বীজ যথাকালে রোপিত হইলেও অঙ্কুরিত হয় না। যে ভীত শরণাগতকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করে, তাহার সন্তান জন্মিয়া শৈশবাবস্থায় মরিয়া যায়, তাহার পিতৃপুরুষগণের কখনও স্বর্গবাস হয় না, দেবতারাও তাহার প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। ভীত শরণাগতকে বৈরী হস্তে সমর্পণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাহার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করেন। এইজন্য শরণাগত কপোতকে তোমার নিকট সমর্পণ না করিয়া আমি শিবি-বংশীয়গণকে এইরূপ আদেশ করিতেছি কপোতের পরিবর্ত্তে একটি বৃষ* পাক করিয়া তোমার নিমিত্ত প্রদান করুক। তুমি যে স্থানে থাক তথায় তোমার নিমিত্ত প্রচুর মাংস বহন করুক।'

রাজার অসমীচীন বাক্য শুনিয়া শ্যেন পক্ষী কহিল—'হে রাজন, আমি বৃষের মাংস খাইব না। দৈব ব্যবস্থাপিত কপোতের মাংসই গ্রহণ করিব। অতএব আপনি কপোতকে প্রদান করুন।' রাজা পুনরায় শ্যেন পক্ষীকে কহিলেন—'শিবি-বংশীয়গণ এ বিষয়ে বিবেচনা করুক। তাহারা ভয়াতুর কপোতের পরিবর্ত্তে বৃষকে সৰ্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন করিয়া আমার নিকট হইতে তোমার নিকট আনয়ন করুক। তুমি এই কপোতকে হিংসা করিও না।' তাহাতেও শ্যেনপক্ষী স্বীকৃত না হওয়ায় মহারাজ অতি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—'হে প্রিয়দর্শন শ্যেন, কপোতটি সোমযুক্ত ক্রতুর ন্যায় আমার প্রতিপাল্য, আমি প্রাণত্যাগ করিতে পারি তথাপি কপোত দিতে পারিব না।

* বৃষ=শিবির জ্যেষ্ঠপুত্র বৃষাদর্ভ

তুমি এইজন্য বৃথা চেষ্টা করিও না। শিবিবংশীয়-গণ আমার প্রতি যাহাতে প্রসন্ন থাকে এইরূপ যদি কোন বিকল্প বিধান থাকে যদ্দ্বারা আমি তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারি, তদনুরূপ কিছু অনু-শাসনের কথা আমাকে বল।' শ্যেন পক্ষী তদুত্তরে বলিল—'হে রাজন, কপোতের যতটা মাংস ততটা পরিমিত মাংস আপনি আপনার দক্ষিণ উরু হইতে কাটিয়া আমাকে দিন। তাহা হইলে কপোত পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে, আমারও প্রিয় কার্য্য সাধন হইবে এবং শিব-বংশীয়গণও আপনাকে প্রশংসা করিবেন।'

রাজা শ্যেন পক্ষীর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া নিজের শরীরের দক্ষিণ উরু হইতে একখণ্ড মাংস কাটিয়া কপোতের সহিত তুলাদণ্ডে ধারণ করিলেন, কিন্তু ওজনে কপোত ভারী রহিল। মহারাজ শরীরের অন্য অংশ হইতে মাংস কাটিয়া তুলাদণ্ডে রাখিলেন, তাহাতেও কপোতের ওজন পূর্ব্বের ন্যায় ভারী থাকিল। এইভাবে তিনি সর্ব্ব শরীরের মাংস কাটিয়া তুলাদণ্ডে রাখিলেও উহা কপোতের সমান ওজন হইতে পারিল না। তখন রাজা নিজেই তুলাদণ্ডে আরোহণ করিলেন। রাজার কোন প্রকার দুঃখ ক্ষোভ ও চিত্ত-বিকার না দেখিয়া শ্যেন পক্ষী বিস্মিত হইলেন। 'রাজা কপোতকে পরিত্রাণ করিয়াছেন' এই বলিয়া শ্যেনপক্ষী অন্তর্হিত হইল। রাজা শ্যেন পক্ষীর প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য কপোতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেননা ঈশ্বর ব্যতীত কেহই এইরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। রাজার প্রশ্নের উত্তরে কপোত কহিলেন—'আমি ধূমকেতু বৈশ্বানর অগ্নি। শ্যেন পক্ষী সাক্ষাৎ বজ্রহস্ত শচীপতি ইন্দ্র। তুমি সুরথা পুত্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তোমাকে জানিবার জন্যই তোমার নিকটে আসিয়াছিলাম। তুমি আমার পরিত্রাণের জন্য অসিদ্বারা শরীরের যে সব অংশ হইতে মাংস কাটিয়া দিয়াছ, আমি সেই অঙ্গ চিহ্নকে শুভ, মনোহর, পুণ্যগন্ধ ও হিরণ্যবর্ণ করিতেছি। তুমি যশস্বী হইয়া সকল প্রজাগণকে পালন করিবে। তোমার অঙ্গ পার্শ্ব হইতে এক পুরুষ জন্মিবে তাহার নাম 'কপোতরোমা'। তোমার পুত্র কপোতরোমা সৌরথ-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে।'

মহাভারত বনপর্ব্ব ১৩১ অধ্যায়ে শিবির পিতা উশীনর রাজার চরিত্র বর্ণন-প্রসঙ্গে যাহা শিবি সম্বন্ধে উপরে লিখিত হইয়াছে, তদনুরূপ বিষয়ই উশীনর সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

অগ্নিপুরাণেও শিবির চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

মহাভারতে বনপর্ব্বে ১৯৭ অধ্যায়ে আরও বর্ণিত হইয়াছে বিশ্বামিত্র সন্তান অষ্টক রাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞে অষ্টক রাজার তিন ভ্রাতা প্রতর্দ্দন, বসুমনা ও উশীনর-সুত শিবি আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে পথে ঘটনা-চক্রে দেবর্ষি নারদের সাক্ষাৎকার হয়। নারদের সহিত আলোচনাকালে 'কে পতিত হইবেন', 'কে স্বর্গে যাইবেন' প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। নারদ তদুত্তরে —'শিবিই স্বর্গে যাইবেন, আমি পতিত হইব, কারণ আমি শিবির ন্যায় নহি।"—এইরূপ বলিয়া তিনি শিবির চরিত্র বর্ণন করিলেন। শিবির নিকট একদিন একজন ব্রাহ্মণ অন্নার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন। শিবি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কিরূপ অন্ন প্রার্থনা করিতেছেন? ব্রাহ্মণ কহিলেন—'বৃষগর্ভ * নামে যে আপনার পুত্র আছে, সেই পুত্রকে নাশ করিয়া সংস্কার পূর্ব্বক অন্ন প্রস্তুত করিবে ও আমার জন্য প্রতীক্ষা করিবে।' ব্রাহ্মণের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পুত্রকে বিনাশ করতঃ বিধিবৎ মাংস সংস্কার পূর্ব্বক পাক সমাপনান্তে পাত্রে রক্ষা করিয়া মাথায় তুলিয়া মহারাজ ব্রাহ্মণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে অন্বেষণ করিতেছেন; এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিলেন তাঁহার অন্বেষনীয় ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার ধনাগার, অস্ত্রাগার, অশ্বশালা ও হস্তিশালা সব দগ্ধ করিতেছেন। উক্ত দুঃসংবাদ শুনিয়াও মহারাজ শিবি অক্ষুব্ধ ও নির্বিকার। তিনি পথে ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন 'আপনার জন্য অন্ন প্রস্তুত, গ্রহণ করুন।' ব্রাহ্মণ শুনিয়াও কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। মহারাজ ব্রাহ্মণকে ভোজন করিবার জন্য পুনরায় প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া রাজাকেই উহা ভক্ষণ করিতে আদেশ করিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া

* বৃষগর্ভ—মতান্তরে বৃষাদর্ভ

ভোজন করিতে বসিলে ব্রাহ্মণ রাজার হাত ধরিয়া —'মহারাজ আপনি ক্রোধকে জয় করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের জন্য আপনার অকরণীয় কিছুই নাই।' এই বলিয়া রাজার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে রাজা দেখিলেন দেবকুমারের ন্যায় তাহার পুত্র সম্মুখে বিরাজমান। ব্রাহ্মণ অন্তর্ধান করিলেন। বিধাতাই ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া রাজর্ষি শিবিকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মন্ত্রিগণ রাজাকে ঐরূপ কার্য্য করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা বলিলেন তিনি যশঃ, অর্থ বা ভোগাভিলাসের জন্য উহা করেন নাই, সাধুরা যে পথে অবস্থিতি করেন, সেই পথই প্রশস্ত, তিনি যেন সেই প্রশস্ত পথই গ্রহণ করেন।

# ভারতবর্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থস্থান এবং অন্যান্য তীর্থের মহিমা

## ( দক্ষিণ ভারতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থানসমূহ )

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৪৪ পৃষ্ঠার পর ]

### কৃতমালা

'বর্ত্তমান বৈগাই বা ভাগাই নদীর একটি অববাহিকা। সুরুলী, বরাহনদী ও বট্টিল্লগুণ্ডু—এই ধারাত্রয় বৈগাই নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। 'তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।' ( চৈতন্যবাণী ৩৩শ বর্ষ ২৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )।'—শ্রীল প্রভুপাদ।

'তিনেভেলী নদীর বাম তটে। ইহাকে পরুণৈ বলে। পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। বৃহস্পতি বৃশ্চিক রাশিতে গমন করিলে এই তাম্র-পর্ণীতে পুষ্করযোগ হয়। সাউদার্ণ রেলওয়ের ব্রাঞ্চ লাইনে তিরুচেন্দর, ষ্টেশন আলোবর তিরুনগরী।' —গৌঃ বৈঃ অঃ।

দাক্ষিণাত্যে তিনেভেলী জেলার প্রাচীন নদী বিশেষ। প্রাচীনযুগে হিন্দু রাজাদের সময়ে এই নদীর তীরে মুক্তা তুলিবার বহু কেন্দ্র ছিল।

—আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান।

'মাদ্রাজের অন্তর্গত তিন্নেবেলী জেলার একটি নদী। ইহার স্থানীয় নাম পরুণই। তলেমী ও পেরিপ্লাস্ ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে শর্ম্মদেবী পর্য্যন্ত গিয়াছে। তৎপরে উত্তর-পূর্ব্বমুখে তিন্নেবেলী হইতে পালমকোটা পর্য্যন্ত, পরে কখনও দক্ষিণ কখন ও বা পূর্ব্বমুখে গিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য মোট ৭০ মাইল। এই নদীর দ্বারা তিন্নেবেলী জেলায় ১ লক্ষ ৯৫ হাজার বিঘা জমিতে জল সঞ্চার হয়।

রামায়ণ, মহাভারত ও সকল প্রধান পুরাণে এই নদীর উল্লেখ আছে। প্রিয়দর্শী অশোকের ১৩শ অনুশাসনে এই নদীর উল্লেখে লিখিত আছে যে দক্ষিণে চোড়গণ ও পাণ্ড্যগণ তম্বপন্নী ( তাম্রপর্ণী ) পর্য্যন্ত রাজ্য করিতেন।

এই নদীর উৎপত্তির নিকট আর এক তাম্রপর্ণী নদী আছে, তাহা পশ্চিমমুখে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। —বিশ্বকোষ

### দুর্ব্বাশন

'দর্ভশয়ন বা শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির, রামনাদ হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত।'

—শ্রীল প্রভুপাদ।

'শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। মাদুরা জেলায় রামনাদ হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বে সমুদ্রের ধারে। প্রবাদ— শ্রীরামচন্দ্র রামনাদের রাজার উপর সেতুরক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাম সেতুবন্ধনার্থ বরুণদেবের সাহায্য প্রার্থী হইয়া দর্ভ বা কুশ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম হয় দর্ভশয়ন। সাউদার্ণ রেল লাইনের শেষ রামনাদ ষ্টেশন।'

—গৌঃ বৈঃ অঃ।

### মহেন্দ্র শৈল

'তিনেভেলীর নিকট এই পর্ব্বতের প্রান্তে ত্রিচিন-

গুড়ি নগর। ইহার পশ্চিমে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য। রামায়ণে মহেন্দ্র শৈলের উল্লেখ আছে।'

—শ্রীল প্রভুপাদ।

'গঞ্জাম ও তিনেভেলী জেলা ব্যাপী পূর্ব্বঘাট। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে সহ্যাদ্রির অংশ বিশেষ। এই পর্ব্বত প্রান্তে ত্রিচিনগুড়ি নগর। ইহার পশ্চিমে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য। শ্রীপরশুরাম ক্ষেত্র।' —গৌঃ বৈঃ অঃ।

'মহেন্দ্র-শৈলে পরশুরামের কৈল বন্দন।'

—চৈঃ চঃ ম ৯।১৯৯

'সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৪৯২৩´ ফুট উচ্চ। এই গিরিশৃঙ্গে ৪টি সুপ্রাচীন ও সুবৃহৎ শিব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এক সময়ে এই স্থান তীর্থ-ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত ছিল। এখানকার গোকর্ণ স্বামীর মাহাত্ম্য গাঙ্গেয় রাজগণের শিলালিপিতে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

রামায়ণে এই পর্ব্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়। হনুমান্ এই গিরিদেশ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক লঙ্কা রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। তিন্নেবল্লী অভি-মুখে এই পর্ব্বতপ্রান্তে 'ত্রিচেনগুড্ডী' নগর গোপুরযুক্ত সুন্দর মন্দিরে পরিশোভিত রহিয়াছে এবং পশ্চিমে ত্রিবাঙ্কুরের দিকে লণ্ডন মিশনারি সোসাইটীর প্রাচীন আবাস নগরকোয়েল নগর অবস্থিত। —বিশ্বকোষ।

'Tirunelveli, also called Tinnevelly, town, administrative Headquarters of Tirunelveli District, Tamil Nadu State, South Eastern India, on the Tambraparni River. It was a commercial centre during the Pandy dynasty. Its name is derived from the Tamil words 'tiru' (Holy ), 'nel' ( paddy ) and 'Veli' ( fence ) referring to a legend that God Shiva protected a devotee's rice Crop there'—

The New Encyclopædia Britannica'
Volume-11, Page-797

### সেতুবন্ধ, ধনুষ্‌তীর্থ ও রামেশ্বর

'মণ্ডপম্ ও পম্বম্ দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে কতকাংশ বালুকাময়, কতকাংশ জলমগ্ন পথ বর্ত্তমান। পম্বম্ দ্বীপ দৈর্ঘ্যে ৫।।০ ক্রোশ ও প্রস্থে ৩ ক্রোশ। পম্বম্ বন্দর হইতে 8 মাইল উত্তরে রামেশ্বর মন্দির। 'দেবীপত্তনমারভ্যঃ গচ্ছেয়ু সেতু-বন্ধনম্।' এইস্থানে ২৪টি তীর্থ আছে; তন্মধ্যে ধনুষ্কোটী তীর্থ অন্যতম, উহা রামেশ্বর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এবং এস, আই, আর লাইনের শেষ ষ্টেশন রামনাদের নিকট। বিভীষণের প্রার্থনা মতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র (মতা-ন্তরে লক্ষ্মণ) নিজ ধনুর কোটিদ্বারা সেতু ভঙ্গ করেন। এই ধনুষ্‌তীর্থ দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না; ধনুষ্‌তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞাপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়। পম্বম্ দ্বীপস্থ সেতুবন্ধে রামেশ্বর শিবমূর্ত্তি অর্থাৎ রামই ঈশ্বর যাঁহার, এইরূপ ভক্তাবতার শিবমূর্ত্তি আছেন।' — শ্রীল প্রভুপাদ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে ধনুষ্তীর্থ সম্বন্ধে এই-রূপ লিখিয়াছেন— '(প্রবাদ)—শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কায় অভিষিক্ত করিলে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিভীষণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের নির্ম্মিত সেতু তিনি তাঁহার ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা বিভিন্ন করুন, নতুবা ভবিষ্যতে অন্য রাজা আসিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিবে। প্রার্থনানুসারে শ্রীরামচন্দ্র ( লক্ষ্মণ ) ধনুষ্‌কোটি দ্বারা সেতুভঙ্গ করেন সেইজন্য তাহা ধনুষ্তীর্থ বা ধনুষ্‌কোটিতীর্থ হইয়াছে।'

'রামেশ্বরম্—দ্বীপ সহর। এই দ্বীপটী মাদুরা জেলায় অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ১১ মাইল। সেতু-বন্ধ রামেশ্বর কুমারিকা এবং সিংহল দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী প্রণালী মধ্যে পাম্বান্ নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থিত। ধনুষ্‌কোটি মাদ্রাজের একটি বন্দর। ইহা রামেশ্বর দ্বীপে পক্-প্রণালী ও মানর উপসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ইং ১৯১৩ সালে এই বন্দর খোলা হয়।' —আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান।

রামানাদের সেতুপতি উপাধিধারী রাজগণ যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া ধনুষ্কোটি তীর্থের উদ্ধার ও সংস্কার করেন। রামেশ্বর তীর্থের নিকট সমুদ্র স্নানতীর্থ ধনুষ্কোটির মাহাত্ম্য অধিক।

'Rameswaram, island south-eastern

Tamil Nadu State, southeastern India. It forms part of Adams Bridge, a series of coral reef islands connecting India and Sri Lanka. The island contains a Temple that is one of the most Venerated of all Hindu shrines. The great Temple of Rameswaram was built in the 17th century on the traditional site said to be sanctified by God Rama's Footprints when He crossed the island on His journey to rescue Sita from the demon Ravana. The Temple is built on rising ground above a small lake. It is quadrangular in shape and is about 1000 feet ( 305 m ) long and 650 feet ( 198 m. ) wide. It has a 100 foot ( 30 metre ) high Gopuram on tower Gateway, but the Temple's outstanding features are its 700 foot ( 213—metre ) long pillared halls, which open into richly decorated transverse galleries. The Temple is perhaps the finest example of Dravidian architecture. Sacred to both Vaisnabas and Saivas.'

—The New Encyclopædia Britannica, Volume-9, page-923

### নয় তিরুপতি

'আলোবর তিরুনগরী', এই নগরটী তিনেভেলী হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ; ইহার চতুর্দ্দিকে নয়টী শ্রীপতি অর্থাৎ বিষ্ণুর মন্দির বর্ত্তমান। নয়টী বিগ্রহই পর্ব্বোপলক্ষে এই নগরে সমবেত হন।' —শ্রীল প্রভুপাদ।

'পর্ব্বোপলক্ষে নয়টী মন্দিরের তিরুপতি অর্থাৎ বিষ্ণু এখানে সমবেত হন বলিয়া ইহার 'নয় তিরুপতি' বা 'নয় ত্রিপতি' আখ্যা। সাউদার্ণ রেলওয়ের ব্রাঞ্চ লাইনে তিরুচেন্দর ষ্টেশন আলোবর তিরুনগরী।' —গৌঃ বৈঃ অঃ।

### চিয়ড়তলা

কাহারও মতে ছেরতলা, নগরকৈলের নিকট ; ইহা শ্রীরাম লক্ষ্মণের মন্দির। —শ্রীল প্রভুপাদ।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে নগরকৈল সহর।

### তিলকাঞ্চী

'শিব মন্দির, সম্ভবতঃ ইহা তিনেভেলী নগর হইতে ৩০ মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে তেন্ কাশীকে উদ্দেশ করা হইয়াছে।' —শ্রীল প্রভুপাদ।

'মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তিনেভেলী সহর হইতে ৩ মাইল উত্তর পূর্ব্বে। সাউদার্ণ রেলওয়ের ত্রিবান্দ্রম লাইনে তেন্‌কাশী ষ্টেশন।'—গৌঃ বৈঃ অঃ।

### গজেন্দ্র মোক্ষণ

'ভ্রমক্রমে ইহাকে কেহ কেহ নগরকৈলের ২ মাইল দক্ষিণস্থিত স্থাণুলিঙ্গ বা দেবেন্দ্র মোক্ষণ শিব নামে অভিহিত করেন। বস্তুতঃ ইনি শ্রীবিষ্ণু বিগ্রহ। —শ্রীল প্রভুপাদ।

গজেন্দ্র মোক্ষণ নগরকৈল হইতে ২॥ মাইল দক্ষিণে। একটি খালের ধারে হাজার বৎসরের প্রাচীন সুচিন্দ্রম্ বৃহৎ শিব মন্দির। গৌতম কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ইন্দ্র এই তীর্থে পাপমুক্ত হয়েন। ভক্তগণের বিশ্বাস ইন্দ্রদেব এখানে আসিয়া নিত্য শিব পূজা করিয়া যান। অনেকে স্থাণুলিঙ্গ দেবেন্দ্র মোক্ষণকে শিব মূর্ত্তি বলেন, উহা কিন্তু বিষ্ণুমূর্ত্তি।

—গৌঃ বৈঃ অঃ।

'গজেন্দ্র মোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানাগুড়ি তীর্থে আসি দেখিল সীতাপতি ॥'

—চৈঃ চঃ ম ৯।২২১

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রানুযায়ী পাণ্ড্যদেশীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ অগস্ত্য মুনির অভিশাপে গজযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রিকূট পর্ব্বতে বরুণদেবের উদ্যান-স্থিত সরোবরে স্নানকালে গজেন্দ্র মহাবল কুম্ভীরের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও নিজেকে রক্ষা করিতে না পারায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। গজেন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বজন্ম কৃত ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ-রূপে যে বিষ্ণুর স্তব করিতেন বিপদকালে তাহাই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল।

বিষ্ণু গজেন্দ্রের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ চক্রের দ্বারা কুম্ভীরকে বিনাশ করতঃ গজেন্দ্র মোক্ষণ করিয়াছিলেন। এইজন্য গজেন্দ্র মোক্ষণে বিষ্ণু ব্যতীত শিবের কোন কার্য্য নাই। দ্রাবিড়-দেশে ভাগবত বর্ণিত গজেন্দ্র মোক্ষণ বিশেষভাবে প্রচারিত ও সমাদৃত।

## পানাগড়ি

'পানাগড়ি' ত্রিবান্দ্রাম্ যাইতে তিনেভেলী হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণে, কিঞ্চিৎ পশ্চিমকোণে। পূর্ব্বে এইস্থানে শ্রীরামমূর্ত্তি ছিলেন, পরে শৈবগণ তাঁহাকে রামেশ্বর বা 'রামলিঙ্গ শিব' বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন।' —শ্রীল প্রভুপাদ।

'তিনেভেলী নাগের কৈইল পানম্কোট হইতে ১৯ মাইল লাঙ্গানুরী গ্রাম। এখানে তেন্কাই বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ ও মঠ আছে। লাঙ্গানুরীর ১৪ মাইল দক্ষিণে পানাগড়ি। প্রাচীন শিব-মন্দিরে শ্রীরামলিঙ্গ আছেন। পূর্ব্বে এখানে যে রামমূর্ত্তি ছিলেন, শৈবগণ তাঁহাকে রামেশ্বর শিব বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন। একটি বিষ্ণু মন্দিরও আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই পথে কন্যাকুমারিকা গিয়াছিলেন। পানাগড়ির দক্ষিণে 'অরমবল্লী' নামক গিরি পথ।'
—গৌঃ বৈঃ অঃ।

## চাম্‌টাপুর

সম্ভবতঃ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যস্থিত 'চেঙ্গানুর'; এস্থানে রামলক্ষ্মণের মন্দির। —শ্রীল প্রভুপাদ।

## শ্রীবৈকুণ্ঠ

শ্রীবৈকুণ্ঠম্ আলোয়ার তিরুনগরী হইতে ৪ মাইল উত্তরে এবং তিনেভেলী হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে তাম্রপর্ণী নদীর বামতটে অবস্থিত। —শ্রীল প্রভুপাদ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এখানে আসিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠ দর্শন করেন।

শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত মন্দিরের শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ বিদ্যমান। সাউদার্ণ রেলওয়ের ব্রাঞ্চ লাইনে তিনেভেলী তিরুবন্দর; ষ্টেশন শ্রীবৈকুণ্ঠম্। —গৌঃ বৈঃ অঃ।

## মলয় পর্ব্বত

'দাক্ষিণাত্যে কেরল হইতে কুমারিকা-অন্তরীপ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত গিরিমালা।'

অগস্ত্য সম্বন্ধে চারিটী মত আছে—(১) তাঞ্জোর জিলায় কলিমিয়ার পয়েন্টে বেদারণ্যমের নিকটে অগস্ত্যম্পল্লীগ্রামে একটি অগস্ত্য মুনির মন্দির আছে। (২) মাদুরা-জিলায় শিবগিরিপর্ব্বতের শিখরে অগস্ত্য নির্ম্মিত একটি সুব্রহ্মণ্যের (স্কন্দের) মন্দির আছে। (৩) কেহ কেহ কুমারিকা-অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী পঠিয়া-পর্ব্বতকে অগস্ত্যের বাসস্থান বলেন। (৪) তাম্রপর্ণী নদীর উভয় পার্শ্বের মোচাকৃতি শৃঙ্গটি 'অগস্ত্যমলয়' নামে কথিত। কন্যাকুমারী—কুমারিকা-অন্তরীপ। —শ্রীল প্রভুপাদ।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে আরও একটি অগস্ত্য ঋষির স্থানের কথা উল্লিখিত আছে—'মধ্য রেলওয়ের নাসিকের নিকটবর্ত্তী মান্মাড্ ষ্টেশন হইতে ৯ মাইল দূরে অনকই ষ্টেশন, তাহা হইতে ৩ মাইল অগস্ত্যাশ্রম।'

'নীলগিরির অন্যতম নাম মলয় পর্ব্বত। কেহ কেহ পশ্চিমঘাট পর্ব্বতকেও মলয়াচল কহে। এই মলয়াচল হইতে উদ্ভূত দক্ষিণদিকের বায়ুকে মলয় পবন বলে। বসন্তের প্রারম্ভেই এই বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। দক্ষিণে নীলগিরির উপর দিয়া চন্দনাদি বৃক্ষের সুগন্ধ লইয়া আইসে বলিয়া ইহাকে মলয় পবন কহে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিমে মলয়ালম্ প্রদেশ অবস্থিত। মলয়ালম্ চন্দ্রগিরি হইতে কুমারিকা-অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার প্রাচীন নাম কেরল। হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে পরশুরাম সমুদ্র হইতে এই স্থান প্রথম উদ্ধার করেন। তদনন্তর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নরপতি কর্ত্তৃক উক্ত প্রদেশ শাসিত হইয়া আসিতেছে। মলয়ালমের সকল স্থানই শৈল-মালায় পরিপূর্ণ। তামিল ভাষায় মলয় শব্দের অর্থ পর্ব্বত এবং আলম্ শব্দের অর্থ উপত্যকা। এই নিমিত্তই ইহার তামিল নাম মলয়ালম্ হইয়াছে। ইহার অন্য নাম কেরল।

মলয়-পর্ব্বত পুরাণ প্রসিদ্ধ সপ্ত কুলাচলের মধ্যে

অন্যতম। দাক্ষিণাত্যের মলবার উপকূলস্থ মলয়ালম্ প্রদেশের পশ্চিমঘাট পর্ব্বতাংশ মলয় নামে কথিত। আবার কেহ কেহ নীলগিরি পর্ব্বতকেও মলয়াচল বলিয়া থাকেন। এই দেশে এইরূপ কিংবদন্তী আছে নিম্ব অথবা পেয়ারা বৃক্ষে মলয় বাতাস লাগিলে উক্ত বৃক্ষ চন্দন বৃক্ষে পরিণত হয়। বৈজ্ঞানিক মতে দক্ষিণ পূর্ব্ব মৌসুমী বায়ুকেই মলয়-বাতাস বলা হয়।' —বিশ্বকোষ। ( ক্রমশঃ )

# স্বধামে ডাক্তার জ্যোতিষ চন্দ্র দে ( Dr. J. C. Dey )

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের প্রকটকালে তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ মঠের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন ডাক্তার এস্, এন্, ঘোষ (শ্রীমদ্ সুজনানন্দ দাসাধিকারী প্রভু )। ডাঃ ঘোষের জামাতা শ্রীমঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ভক্তপ্রবর ডাক্তার শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র দে, বিগত ২২ আষাঢ় ( ১৪০১ ), ৭ জুলাই ( ১৯৯৪ ) বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী তিথিতে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় দক্ষিণ কলিকাতায় বালিগঞ্জে গর্চ্চা ফার্স্ট লেনস্থ নিজালয়ে ৮১ বৎসর বয়সে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহাকে দেখিতে তাঁহার বাসভবনে গিয়াছিলেন। শ্রীল মহারাজ তাঁহাকে ঠাকুরের চরণামৃত দেন এবং নৃসিংহ-স্তব ও হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া শুনান। প্রয়াণকালে তিনি স্ত্রী ( শ্রীমতী কল্যাণী দে ), এক পুত্র ( শ্রীতাপস কুমার দে ) এবং এক কন্যাকে ( শ্রীমতী স্নিগ্ধাকে ) রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি অ্যালপ্যাথিক চিকিৎসা-বিদ্যায় M. B. B. S. এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিদ্যায় D. M. S. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অ্যালপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয় চিকিৎসায় পারঙ্গত হইলেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে অধিক রুচিবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার চেম্বার (Chamber) হ্যানিমেন হোমিও হল, ১৮৭ বিবেকানন্দ রোডে। ডাঃ এস্, এন্ ঘোষও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় পারঙ্গত ছিলেন এবং West Bengal Homoeopathic Faculty-র President পদও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষবাবু প্রথমে বিবেকানন্দ রোডেই থাকিতেন, পরে ৫/৩, গর্চ্চা ফার্স্ট লেনে চতুর্থতল গৃহ নির্ম্মিত হইলে তিনি তথায় আসিয়া অবস্থান করেন। তিনি শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গ প্রভাবে কৃষ্ণভক্তিতে রুচিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। একাগ্রের সহিত মনোনিবেশ করিয়া তিনি হরিকথা শুনিতেন। কলিকাতা মঠের শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসবে এবং বার্ষিক উৎসবের প্রতিটী ধর্ম্মসভায় যোগদান করিয়া সর্ব্বাগ্রে সমাসীন হইয়া তিনি পূজনীয় বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখপদ্ম-বিনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিতেন। তাহার আমন্ত্রণে মাঝে মাঝে বৈষ্ণবগণ তাহার গৃহে যাইয়া ভাগবতপাঠ, কীর্ত্তন করিতেন। তিনি নিজেও গৃহে ঠাকুর ঘরে বসিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে সময় অতিবাহিত করিতেন। যদিও তিনি নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত নহেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাতে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান শ্রীমায়াপুরে—প্রথমে শ্রীচৈতন্য মঠে, পরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং পুরীধামে গ্র্যাণ্ডরোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বহুবার সস্ত্রীক যাইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় ও শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় যোগ দিয়াছিলেন। মঠের উৎসবানুষ্ঠানে তিনি সাধ্যমত আনুকূল্য করিতেন। পুরুষোত্তমধামে গ্র্যাণ্ডরোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে রন্ধনশালার উপরে সাধুনিবাসের একটী কক্ষ নির্ম্মাণের পূর্ণানুকূল্য করিয়া তিনি সাধুগণের

আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও স্নিগ্ধ-স্বভাব সকলকেই আনন্দ প্রদান করিত।

তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য বৈষ্ণব বিধানমতে বৈষ্ণবহোমাদিসহ দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে ৩২ আষাঢ়, ১৭ জুলাই রবিবার যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে মঠের সাধুগণকে এবং বহুশত পুরুষ/মহিলা ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়।

মঠের শুভানুধ্যায়ী ডাক্তারবাবুর ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠাশ্রিত ভক্ত মাত্রই বেদনাহত। করুণাময় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথজীউ স্বধামগত আত্মার আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করুন, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা।

# হায়দরাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় বিগত ২৬ জ্যৈষ্ঠ ( ১৪০১ ), ১০ জুন ( ১৯৯৪ ) শুক্রবার হইতে ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২ জুন রবিবার পর্য্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠানের দক্ষিণাঞ্চল অফিস হায়দরাবাদ-দেওয়ানদেউড়ীস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

**অবস্থিতি ঃ**—২৫ জ্যৈষ্ঠ, ৯ জুন বৃহস্পতিবার হইতে ৩১ জৈষ্ঠ, ১৫ জুন বুধবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব দশ মূর্ত্তি—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ গোপাল প্রভু ও শ্রীএম্ নটরাজন—সমভিব্যাহারে কলিকাতা-হাওড়া হইতে ৮ জুন বুধবার East Coast Express এ রওনা হইয়া পরদিবস রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকায় সেকেন্দ্রাবাদ রেলস্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ স্থানীয় ভক্তগণসহ পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সেকেন্দ্রাবাদ হইতে ৪টি মোটর Car এ হায়দরাবাদ মঠে পোঁছিতে রাত্রি পৌনে দশটা হয়।

কলিকাতা হইতে যাত্রাকালে মাঝে মাঝে বর্ষা হওয়ায় গরম অনুভব হয় নাই, রাজামুন্দ্রী হইতে বেজয়াদা পর্য্যন্ত গরম ছিল, কাজিপেট হইতে পুনঃ বর্ষণ হওয়ায় পরে ঠাণ্ডা ভাবই চলিতে থাকে। সেকেন্দ্রাবাদে সাধুগণ পোঁছিলে ভক্তগণ বলিলেন সেদিন হইতেই নাকি বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ব্বে খুব গরম ছিল। সাধুগণের আগমনেই বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে এইরূপ মহিমার কথা তাঁহারা বলিতে লাগিলেন।

১০ জুন শুক্রবার এবং ১২ জুন রবিবার শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় এবং ১১ই জুন মহোৎসব দিবসে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ১১ জুন বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি পদে বৃত হন ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক শ্রীজি-এল্ সাংঘি। প্রধান অতিথি এবং বিশিষ্ট বক্তার আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীপি মোহন সিং এবং শ্রীভি-বেঙ্কটশ্বরলু এম্-এড্ (M. Ed.)। বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—'ভক্তিই একমাত্র ভগবদ্ প্রাপ্তির উপায়', 'ভাগবতধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমতা ও কলিযুগে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন', 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য'। শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

১৩৮২ বঙ্গাব্দে ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে ১১ জুন বুধবার শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে হায়দরাবাদ মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদজীউ বিজয়বিগ্রহগণের ও নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রী-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা এবং অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের নব-মন্দিরে প্রবেশ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। এই-জন্য প্রতি বৎসর উক্ত তিথি উপলক্ষে হায়দরাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে। এইবার প্রতিষ্ঠা উৎসবের তারিখ শুক্লা-দ্বিতীয়াতে একই হইয়াছে, কেবল বারের পরিবর্ত্তন বুধবারের স্থানে শনিবার হইয়াছে। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ - রাধা-বিনোদজীউ বিজয়বিগ্রহগণের মহাভিষেক-কার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হয়। তাঁহার সহায়করূপে ছিলেন শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও উক্ত মঠের পূজারী শ্রীহলধর দাস।

মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের

হায়দরাবাদ মঠে অবস্থিতি-কালে প্রায় প্রত্যহই গৃহস্থ ভক্তগণ বৈষ্ণবসেবার জন্য আনুকূল্য করিয়াছেন।

১২ জুন রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য-রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় দেওয়ানদেউড়ী হইতে যাত্রা করিয়া হায়দরাবাদ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা দিয়া মঠের পূর্ব্ব-স্থান পাথরঘাট্টি উর্দ্দুগোলি হইয়া বেলা ১০ ঘটিকায় মঠে ফিরিয়া আসেন। আবহাওয়া ভাল থাকায় (আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলেও রৌদ্রতাপ বা বর্ষা না হওয়ায়) ভক্তগণ অতি উল্লাসভরে নৃত্য কীর্ত্তন ও রথাকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সদলবলে পাথরঘাট্টিস্থ শ্রীপি-দশরথ, পাথরঘাট্টি প্যাটেল মর্কেটস্থিত শ্রীরমণিক ভাই, শ্রীনারায়ণ গুডা-স্থিত শ্রীসন্তোষ আগরওয়াল, গৌলিপুরাস্থ শ্রীজি, বেঙ্কটশ্বরলু এবং রেকাবগঞ্জস্থ শ্রীযুক্তা কমলা বাঈর গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছেন।

হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীনিমাই দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী (শ্রীচন্দ্রাইয়া), শ্রীমধুমঙ্গল দাস, শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস, শ্রীহলধর দাস, শ্রীগোপাল দাস, শ্রীপ্রশান্ত দাস, শ্রীজগৎ দাসজী, শ্রীসন্তোষ আগরওয়াল, শ্রীমহেন্দ্র কুমার আগরওয়াল প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

# নদীয়াজেলায় যশড়া-শ্রীপাটস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় নদীয়া জেলান্তর্গত চাকদহ রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী যশড়াস্থিত শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রী-জগন্নাথদেবের বার্ষিক স্নানযাত্রা-মহোৎসব গত ৮ আষাঢ়, ২৩ জুন বৃহস্পতিবার মহাসমারোহে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান-সমারোহে যোগদানের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে আসেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভু-চৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী-গিরিধারী দাস ব্রহ্মচারী ও আনন্দপুরের শ্রীসুব্রত দাস। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবুধ বোধায়ন মহারাজ মারুতি ভ্যান গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ২১ জুন মঙ্গলবার বেলা ৩-৩০ টায় কলিকাতা মঠ হইতে রওনা হইয়া গাড়ী পৌনে ছয়টায় যশড়া শ্রীপাটে পেঁ ছে। উৎসবানুষ্ঠানে সহায়তার জন্য শ্রীমদ্ গোপাল প্রভু ও শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী পূর্ব্বেই তথায় পেঁ ছিয়াছিলেন। শ্রীমায়াপুর মঠ হইতে আসেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী ও শ্রীনবদ্বীপ দাস। শ্রীজীবেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী নবদ্বীপধাম পরিক্রমার পরেই শ্রীমায়াপুর হইতে যশড়া মঠের সেবায় সহায়তার জন্য আসিয়া-ছিল। যশড়া শ্রীপাটে—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেবের অবস্থিতি :— ৬ আষাঢ়, ২১ জুন মঙ্গলবার হইতে ৮ আষাঢ়, ২৩ জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় এবং ২২ জুন অপরাহ্ন কালীন ধর্ম্মসভাতেও হরিকথামৃত

পরিবেশন করেন। এতদ্‌ব্যতীত সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় হরিকথা বলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ।

নদীয়াজেলা-সদর কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক কার্য্য সম্পাদনের জন্য স্নানযাত্রা-দিবসে প্রাতে যশড়া মঠে শুভাগমন করেন। শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা, ভোগ ও আরতির পর ভক্তগণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেব পূর্ব্বাহ্ণ ৯-৩০ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে মেলা-ময়দানে স্নানবেদীতে সংকীর্ত্তনসহ শুভ বিজয় করিলে অষ্টোত্তরশত ঘটে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক-কার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হয়। তাঁহার উক্ত সেবায় মুখ্য সহায়ক ছিলেন শ্রীসুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের জয়গানমুখে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করার পর মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী। মহাভিষেককালে কিছুক্ষণ প্রবলভাবে বর্ষা হয়। মধ্যাহ্নে বৃষ্টিতে কিছু অসুবিধার মধ্যেই দুই সহস্রাধিক নরনারী পরমোৎসাহে খিচুড়ী মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে বর্ষা না হওয়ায় মেলাতে অগণিত নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ ভীড় নিয়ন্ত্রণ এবং যাহাতে দর্শনার্থীদের কোনও প্রকার অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইবার মহোৎসবকালে ঠাকুর-সেবার ও বৈষ্ণবগণের দ্রব্যাদি চুরি হওয়ার ঘটনায় সকলেই মর্ম্মাহত। দেবস্বাপহরণ মহাপাপ। এইরূপ ঘটনার দ্বারা স্থানের প্রতি বহিরাগত ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা যাহাতে নষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে মঠের শুভানুধ্যায়ী সজ্জন ব্যক্তিগণেরই চিন্তা করা উচিত।

যশড়া মঠের দ্বিতল সাধুনিবাসের নির্ম্মাণকার্য্যের অগ্রগতি, জলসরবরাহের সৌকর্য্যার্থে দ্বিতলের উপরে ছাদে জলাধার নির্ম্মাণ, প্রাচীরের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বহুবিধ সেবা-সৌষ্ঠব দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ পরমোল্লসিত হন। শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী মুখ্যভাবে নির্ম্মাণকার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছে। অল্প বয়সে তাহার উদ্যম খুবই প্রশংসার্হ।

ভোগরন্ধন-সেবায় ও মহোৎসবের রন্ধনে নিষ্কপটভাবে যত্ন করিয়া শ্রীবিভুচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগিরিধারী দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীজানকী বল্লভ দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীজীবেশ্বর দাস) গুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীনিমাই দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅতুলানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজানকীবল্লভ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনীলমাধব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতারিণী দাস, শ্রীবলরাম দাস (যশড়া) শ্রীভীষ্ম দাস, শ্রীকালিপদ বাবু, শ্রীমোহন বাবু প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রমে ও হার্দ্দী সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীঅনন্তরাম দাস ব্রহ্মচারীর ( শ্রীঅমরেন্দ্রের ) ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ সহ যশড়া হইতে মোটরকারে প্রাতে কলিকাতা মঠে ২৪ জুন প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

# শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশবাণী
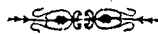
**পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে। কপটতারহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়।**

# শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের
# পূতচরিতামৃত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৫৬ পৃষ্ঠার পর ]

ঈশোদ্যানে বিশাল নাট্যমন্দির এবং শ্রীল গুরুদেবের নিবাস কক্ষটীর নির্ম্মাণেও আনুকূল্য করেন। শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের সেবায় তিনি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি বাক্য নিয়োগ করিয়া গৃহস্থ ভক্তের আদর্শ এবং মায়াপুরে কুটির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করতঃ ভজন আদর্শও প্রদর্শন করিয়াছেন।

কলিকাতা বিডন স্ট্রীট-নিবাসী ধাম্মিকপ্রবর শ্রীপরেশ চন্দ্র রায় শ্রীমায়াপুর মঠের সেবা পরিচালন-সৌকর্য্যার্থে চাষের জমী দান করিয়া শ্রীল গুরু-দেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

ইং ১৯৫৬ হইতে ইং ১৯৬১ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীল গুরুদেব প্রচার পার্টীসহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ( কানপুর, জয়পুর, হরিদ্বার, জগদ্ধ্রী, লুধিয়ানা, জলন্ধর ) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী বিপুলভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানে শ্রীল গুরুদেব শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভা সংস্থাপন করিয়া উক্ত সভার সভাপতিরূপে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচা-রিণীসভার পক্ষ হইতে মঠবাসী, গৃহস্থ ভক্ত ও সজ্জনগণকে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে সর্ব্বতোভাবে প্রযত্ন করায় গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন।

শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী

১৩৭০ বঙ্গাব্দে, ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে, শ্রীবৃন্দাবনধামে উত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে শ্রীল গুরুদেব তাঁহার আবির্ভাবতিথি-পূজায় তদাশ্রিত শিষ্যগণের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা প্রসঙ্গতঃ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

**উপদেশের সারাংশ ঃ—**"তোমরা সকলে জাগতিক মোহ ও আকর্ষণের পাত্র—পিতা, মাতা, স্বজন, বান্ধবদিগকেও পরিত্যাগ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের করুণায় আকষিত হইয়া একমাত্র তাঁহার শ্রীচরণকমলের সেবানিরত থাকিবার অভিপ্রায়ে বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার করিতেছ এবং আনুষঙ্গিকভাবে আমার অভীষ্টদেব শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট পূরণে সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিতেছ। আমি এইজন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সকলের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আমি আমার নিত্য প্রভুর মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনে অভিলাষা-ভাসযুক্ত ছিলাম। ভক্তবৎসল শ্রীল প্রভুপাদ করুণা পরবশ হইয়া আমাকে উক্ত সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত নিজ নিত্যকিঙ্করদিগকে আমার সাহায্যকারী বন্ধুরূপে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পাঠাইয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠবাসিগণ আমার শ্রীগুরুদেবেরই করুণাশক্তি-বিগ্রহরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের সেবাই আমার ধর্ম্ম ও আমার শ্রীগুরুদেবের সেবার অন্তর্গত বিষয় বলিয়াই জানি।

আমার জন্মদিনে আমার শ্রীগুরুদেবের বৈভবগণের স্মৃতিপথে আমার স্থান হওয়ায় আমার ভবিষ্যৎ শুভ সূচনা করিতেছে। বৈষ্ণবের মর্য্যাদাপ্রদানকারী ভক্তগণই শুদ্ধ-বৈষ্ণব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। কেবল-

মাত্র শ্রীহরির অর্চ্চাবিগ্রহের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজনকারী, অন্যান্য দেবতায় পরমেশ্বর বুদ্ধি-জনিত বিভ্রান্তি হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অথচ বৈষ্ণব-পূজায় উৎসাহ রহিত ব্যক্তিগণকে কনিষ্ঠ বা প্রাকৃত বৈষ্ণব সংজ্ঞা দেওয়া হয়। পরতত্ত্ব শ্রীহরির প্রীতিবিধানে সমুৎসুক, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে তাঁহার স্বরূপের সঙ্গ না পাইয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রীঅর্চ্চাতে আদরের সহিত সেবনকারী ব্যক্তি ভক্তিপ্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হওয়ায় প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে সম্মানিত হন। তদপেক্ষা উন্নত ভক্তগণ শ্রীহরির বৈভব বৈষ্ণবগণে সাক্ষাৎভাবে তাঁহার অধিক অধিষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব পূজায় আসক্ত হইয়া থাকেন—"তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।" প্রাকৃত জাড্য প্রবল থাকিলে এবং দম্ভ ও মৎসরতারূপে উহা প্রকট হইলে বৈষ্ণব-পূজন সম্ভব হয় না। অপ্রকটিত বৈষ্ণবের পূজা কখন কখনও বা দাম্ভিকগণ করিতে সমর্থ হন, কিন্তু মনুষ্য-রূপধারী প্রকট বৈষ্ণবের বা শ্রীভগবৎপার্ষদগণের পূজা মৎসরতাবশে করা সম্ভব হয় না। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ মন্ত্রের দ্বারা শ্রীবিষ্ণু পূজন বা শ্রীশালগ্রামাদির অর্চ্চন করেন; কিন্তু শ্রীবিষ্ণু জীবদিগকে সাক্ষাৎ-ভাবে কৃপা করিবার জন্য বাহ্যতঃ মনুষ্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হইলে একমাত্র নির্ব্ব্যলীক ভক্তগণ ব্যতীত মহামহাপণ্ডিতগণও তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা-পূজা হইতে বঞ্চিত হন। মায়িক জড়তা বা জড় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাই ঐভাবে বঞ্চিত হইবার কারণ।

শরণাগতি ব্যতীত মায়ার প্রহেলিকা হইতে রেহাই প্রাপ্তি বদ্ধজীবের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের শরণ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের আশ্রয়-জাতীয় ( বিষ্ণু ) তত্ত্ব বলিয়া সেব্য-সেবকরূপে প্রকট থাকিয়া সেবা গ্রহণ ও শিক্ষণের দ্বারা আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। আমরা অবান্তর উদ্দেশ্য লইয়া বঞ্চিত হইবার যোগ্য না হইলে অবশ্যই তাঁহার করুণাচ্ছটায় তাঁহার বিশুদ্ধ চিন্ময়স্বরূপ সন্দর্শনে কৃতার্থ হইতে পারিব। আমাদের অধিকারের তারতম্যানুসারে তিনি বিভিন্ন রসোচিত সেবা সন্দর্শনের সুযোগ প্রদান করেন। সেবকবৎসল জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিত্যকিঙ্কর ও কিঙ্করানুকিঙ্করত্বাকাঙ্ক্ষিজন-গণকে যাবতীয় অশুভের হস্ত হইতে উদ্ধার করতঃ নিজাভীষ্টসেবায় নিয়োগ করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমার কাতর প্রার্থনা।"—শ্রীচৈতন্যবাণী ৩য় বর্ষ ২৫৮ পৃষ্ঠা।

শ্রীল গুরুদেবের বিশেষ প্রেরণাক্রমে শ্রীগৌড়ীয় সংঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগৌড়ীয় সংঘের হেড অফিস শ্রীনন্দনাচার্য্যভবনে ২ চৈত্র, ১৩৬৮ ; ১৬ মার্চ্চ ১৯৬২ শুক্রবার সুরম্য শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহ-গণ প্রকট করিয়া ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় পার্ষদগণ কর্তৃক শ্রীগৌরধামের লুপ্ত-তীর্থসমূহের প্রকাশ ও শ্রীমায়াপুরের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি দর্শনে মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তি ব্যতীত সজ্জনগণ মাত্রই হৃদয়ে আনন্দানুভব করিবেন।

শ্রীল গুরুদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানে মূল মঠ সংস্থাপন করিয়াছেন। ঈশোদ্যান—ঈশা+উদ্যান = রাধারাণীর উদ্যান অর্থাৎ রাধাকুণ্ড। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঈশোদ্যানকে রাধাকুণ্ডরূপে দর্শনকরতঃ 'সর্ব্বদা ভজন স্থান হউক আমার'—এইরূপ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন।

"মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে। সরস্বতী সঙ্গমের অতীব নিকটে।।
ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার। সর্ব্বদা ভজনস্থান হউক আমার।।
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন। মধ্যাহ্নে করেন লীলা ল'য়ে ভক্তজন।।
বনশোভা হেরি' রাধাকুণ্ড পড়ে মনে। সে সব স্ফুরুক্ সদা আমার নয়নে।।
বনস্পতি কৃষ্ণলতা নিবিড় দর্শন। নানা পক্ষী গায় তথা গৌর-গুণ-গান।।
সরোবর শ্রীমন্দির অতি শোভা তায়। হিরণ্য-হীরক-নীল-পীত-মণি ভায়।।
বহির্ম্মুখ-জন মায়া-মুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে। কভু নাহি দেখে সেই উপবনচয়ে।।

দেখে মাত্র কন্টক-আবৃত ভূমিখণ্ড। তটিনী-বন্যার বেগে সদা লণ্ডভণ্ড॥

—শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ।

নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের মূল মঠ সংস্থাপ-নের পূর্ব্বে সরস্বতী নদীর ঘাটের সন্নিকটে একটি বড় সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া শাস্ত্রদৃষ্টে গঙ্গা-সরস্বতী সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী স্থান 'ঈশোদ্যান' ও তাহার মহিমা তাহাতে লিখিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তৎকালে সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সকলেই উহা যথার্থ হইয়াছে বলিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘাদি তথায় সংস্থাপিত হইলে ঐস্থানের মহিমা ব্যাপকভাবে সর্ব্বত্র প্রচার হইতে থাকিলে মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ উক্ত উৎকর্ষতা সহ্য করিতে না পারিয়া সাইন্-বোর্ডটি অপসারিত করেন এবং উহা 'ঈশোদ্যান' নয়, উহা 'হুলোরঘাট' প্রচার করিতে ব্যস্ত হন। তাঁহারা সরকার পক্ষকে বুঝাইয়া রাস্তার দূরত্ব মাপিবার জন্য মাইল নির্দ্দেশক পাথরে 'হুলোর ঘাট' লেখাইলেন। গভর্ণমেন্ট পোষ্ট ও টেলিগ্রাম ডিপার্টমেন্টে গিয়াও তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন 'ঈশোদ্যান' নাম দিয়া যাহাতে পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে কোন চিঠিপত্র আদান প্রদান না হয়। সরকার পক্ষ হইতে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুসন্ধানের জন্য মায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং সতীশ মুখার্জি রোডস্থ কলিকাতা মঠে আসিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের নিকট তাঁহারা সব বিষয় আলোচনা করিয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন শ্রীমায়াপুরে যে স্থানে চৈতন্য গৌড়ীয় মঠাদি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে উহাই 'ঈশোদ্যান', মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তি-গণের কথা বহুমানন করিলেন না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্যে' লিখিয়াছেন—'ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে হয় মায়াপুর।' 'মায়াপুর-শ্রীপুলিন মধ্যে ভাগীরথী।' ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশিত হয় যে মায়াপুর আর নবদ্বীপের মধ্যে ভাগীরথী নদী। ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে মায়াপুর ছাড়া অন্য কিছুর অধিষ্ঠান নাই। মায়াপুরকে সঙ্কোচনের দ্বারা মায়াপুরের মহিমাকেই খর্ব্ব করা হয়। 'পুলিন' শব্দে নির্দ্দেশিত হয়—বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ।

১৩৭০ বঙ্গাব্দে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে ৭ই চৈত্র ২১ মার্চ্চ শনিবার হইতে ১৫ই চৈত্র ২৯ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসব উপলক্ষে নয়দিনব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান শ্রীল গুরুদেবের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে সপ্তম দিবসের অধিবেশনে শ্রীগৌরাবির্ভাব অধিবাস তিথিবাসরে উত্তর প্রদেশের মহামান্য গভর্ণর শ্রীবিশ্বনাথ দাস মহোদয় সপরিকরে শুভ পদার্পণ করতঃ মঠ পরিদর্শন ও শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহ-গণের দর্শনান্তে সভায় উপবিষ্ট হইয়া ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন —'শ্রীধাম মায়াপুরের পবিত্র শান্ত পরিবেশ দেখিয়া আমি খুবই আকৃষ্ট হইয়াছি। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিজজনগণ অদম্য উৎসাহে সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন, তাহা খুবই প্রশংসার্হ।' উক্ত সভায় নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আই-এ-এস্ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমঠের পক্ষ হইতে মহামান্য গভর্ণরকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়, তাহা শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ পাঠ করেন। গভর্ণরের সহিত শ্রীল গুরুদেবের কিছু সময়ের জন্য হৃদ্যতাপূর্ণ বাক্যালাপ হয়। গভর্ণর বাহাদুর শ্রীল গুরুদেবকে পুরী হইতে আনীত শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ প্রদান করেন। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় (২০ চৈত্র, ৩ এপ্রিল শুক্রবার) এবং আনন্দবাজার পত্রিকায় (১১ বৈশাখ, ২৪ এপ্রিল শুক্রবার) উক্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীল গুরুদেবের অধ্যক্ষতায় প্রতি বৎসর শ্রীনবদ্বীপধাম

ডানদিক হইতে—শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামান্য গভর্ণর শ্রীবিশ্বনাথ দাস,
শ্রীল গুরুদেব, শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ

পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব এবং শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভা শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মঠে যথারীতি-ভাবে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীল গুরুদেব কর্তৃক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান ওয়েষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী রেজিষ্ট্রেশন এক্ট ( Act XXVI of 1961 ) অনুসারে রেজিষ্ট্রী হওয়ার পর তাঁহার প্রকটকালে শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানে গৌরপূর্ণিমা-তিথি-বাসরে ইং ১৯৭৭ ও ইং ১৯৭৮ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক সাধারণ সভা (Annual General Meeting) তাঁহার সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়াছিল।

শ্রীল গুরুদেবের প্রকটকালে নূতন দ্বিতল অতিথি-ভবন তিনটী উপরে ও তিনটী নীচে কক্ষযুক্ত নির্ম্মিত হয় ভক্তগণের প্রদত্ত সেবানুকূল্যে। তাঁহার প্রকটকালে পূর্ব্বদিকের পুষ্করিণীটীও প্রকাশিত হয়। শ্রীল গুরুদেবের অভিলাষ ছিল পুষ্করিণীতে অষ্ট সখীর ঘাটেরও প্রকাশ হয়। ১৯৫৯ সালে শ্রীল গুরুদেব শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানে দাতব্য চিকিৎসালয় ও শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন ( উত্তরপ্রদেশ )

শ্রীল গুরুদেব শ্রীবৃন্দাবনধামে মঠ স্থাপনের পূর্ব্বে যখন তাঁহার সতীর্থ গুরুভ্রাতা ও ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য-গণ সহ বৃন্দাবনে যাইতেন, তখন কালিয়দহে পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের সংস্থাপিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে যাইয়া অবস্থান করিতেন। তৎকালে কালিয়দহ

( ক্রমশঃ )

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name........................................
Vill........................................
P. O........................................
Dist........................................
Pin........................................

## নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

**কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান**

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় : — শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুস্ত্রিংশ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৪০১

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ ( নদীয়া ) ফোন ঃ ২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম )

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম )

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম )
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৪শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক ১৪০১
১৪ দামোদর, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, বুধবার, ২ নভেম্বর ১৯৯৪ { ৯ম সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪২ ; ৩০শে জুলাই, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

একাদশ দিবসে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক ভগবন্নৈবেদ্য স্বধামলব্ধ শ্রীযুক্ত সু— প্রভুকে দিবেন এবং পাঁচ জন বৈষ্ণবের সেবা করাইবেন। লৌকিক শ্রাদ্ধ পুত্র বা Proxyর দ্বারা করাইতে আপনারা কোন আপত্তি করিবেন না। সু— প্রভুর পুত্র এখন নাবালক, তারপর লৌকিক সমাজও কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া শুদ্ধ হয় নাই। তিনি নিজে শুদ্ধভক্ত ছিলেন বলিয়া আপনারাই মহাপ্রসাদ শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক প্রদান করিবেন। স্মার্ত্তমতে তাঁহার শ্রাদ্ধে আপনারা বাধাও দিবেন না।

আপনার বক্তৃতার দিনের কথা ঠিক হইলে জানাইব। নববর্ষের প্রবন্ধের বিষয় অতি শীঘ্রই ঠিক হইয়া লিখিত হইবে ও ছাপা হইবে। সুযোগ মত "জয়শ্রী"র কার্য্যে কিছু অগ্রসর হইতে পারি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়ন মঠ, হংসক্ষেত্র
১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪২ ; ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ২।৩ খানা পত্র পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। * * এরূপ নির্ব্বোধ আচরণ করিবেন, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাহা হউক, তোমার পত্রগুলি সময়মত ভালরূপে পাঠ করিয়া উহার ব্যবস্থা

করিব।

তুমি আপাততঃ উহার সহিত বাক্যালাপ করিবে না। শাস্ত্র বলেন—দুঃসঙ্গ পরিহার-পূর্ব্বক সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাহারা অসাধু বৃত্তিকে সাধুবৃত্তি বলিয়া ভ্রম করে, তাহারা কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিবার ন্যায় অসুবিধার মধ্যেই পড়িবে। অন্য লোকের আলোচনার দরকার নাই। তবে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিতে গেলে অঘ-বক-রাবণাদির কথা আসিয়া পড়ে। যাহা হউক, সমস্তই ভগবানের পরীক্ষা। কুসুমসরোবরের * * দাসের শিষ্যধ্রুবের নিকট হইতে এইরূপ অবৈষ্ণবতা আশা করি নাই। যাহা হউক, কাল কলি, সমস্তই সম্ভব!

নিত্যাশীর্ব্বাদক
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**
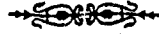
# তত্ত্বসূত্র—অচিৎ-পদার্থ প্রকরণম্

[ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ]

ননু পরমেশ্বরস্য নির্গুণস্য সচ্চিদানন্দময়স্য বিশ্বরচনাদি ক্ষমাকারো কীদৃশী বা শক্তি-রিত্যপেক্ষায়ামচিৎ পদার্থ প্রকরণমারভতে ; শ্রীসূত্রকার—

**মায়াশক্তিরচিদ্‌গুণবতী পরাবরকার্য্যরূপাচ ॥২১॥**

তত্র মায়ানাম পরমেশ্বরী শক্তিঃ মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরমিতি শ্রুতেঃ। সাতু অচিৎ-পদার্থৌ জীবেশ্বরৌ তদ্ভিন্না সত্ত্বাদি গুণ-বিশিষ্টা। পরাবর কার্য্যরূপ পরম মহৎ পরিমাণং অবরং নিকৃষ্ট পরিমাণং যৎ কার্য্যং তদ্রূপেণ পরিণতা ভবতি। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি অজা স্বরূপমুক্ত্বা তদিতরত্বমীশ্বরস্য দর্শিতং—

অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং স্বরূপাং।
অজোহ্যেকো জুষমানোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজান্যঃ ॥

ষষ্ঠ ও সপ্তম সূত্রের ভাষ্যে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভগবদৈশ্বর্য্যই একমাত্র ভগবানের আদ্যাশক্তি। বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে দৃষ্ট হয় যথা,—প্রলয়েঽপি সৌক্ষ্মাদ্বিভাগানর্হানুভূত সত্ত্বাদি গুণাঃ তমঃ শব্দিতা মূল প্রকৃতিরজোত্যুচ্চতে সৃষ্টিকালেতূদ্ভুতসত্ত্বাদি গুণ-বিভক্তনামরূপা প্রধানাব্যক্তাদিশব্দিতা লোহিতাদ্যাকারা জ্যোতিরূৎপন্নেতি। মহানব্যক্তে লীয়তেঽব্যক্ত-মক্ষরেঽক্ষরং তমসীতি শ্রুতেঃ।

এ শক্তির অনন্ত প্রভাব অবস্থিত, তন্মধ্যে দুই প্রকার প্রভাব মানব-কর্তৃক উপলব্ধ হয়। যথা; বাজসনেয়োপনিষদি,—বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।

বিদ্যার দ্বারা চৈতন্য ও অবিদ্যার দ্বারা জড়ের উৎপত্তি হয়। ঐ জড়ের উৎপত্তিকারী যে অবিদ্যা তাহাকেই মায়া বলা যায়। যদিও মূল-প্রকৃতিকেও মার্কণ্ডেয়পুরাণে ও নারদ পঞ্চরাত্রে এবং অনেকানেক শাস্ত্রে বিষ্ণুমায়া বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তথাপি মায়া শব্দে অবিদ্যা প্রকৃতিই প্রশস্ত যেহেতু এই মায়া শব্দে যে তত্ত্ব বোধ হয়, জীব তদন্তর্গত নহেন। জীব তদন্তর্গত না হওয়ায় জীবশক্তিকে ঐ মায়া হইতে স্বতন্ত্র দৃষ্টি করিলে ঐ মায়া মূল-প্রকৃতি হইতে পারে না। যেহেতু জীবশক্তি ও এই মায়াশক্তি উভয়েই এক মূল প্রকৃতির বিভিন্ন প্রভাব মাত্র, যথা সাংখ্য কর্তৃক পুরুষ লক্ষণে উক্ত হইয়াছে,—

মূল-প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারোন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥

তথাচ ব্রহ্মাণং প্রতি ভগবদ্বাক্যং ( ভাগবত ২।৯।৩৩ )—

ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥

সেই মায়া অচিৎ অর্থাৎ জড়ের মূল, তথাহি শাণ্ডিল্য সূত্রং—তচ্ছক্তির্ম্মায়া জড়সামান্যাৎ।

তথাচ ভগবদ্গীতায়াং—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥

সেই মায়া গুণবতী তথাহি গীতায়াং—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

প্রকৃতি যে কি পদার্থ তাহা কখনই উপলব্ধ হয় না। ইন্দ্রিয়-সকল কেবল প্রকৃতির গুণকেই ব্যাখ্যা করে। এজন্য শাস্ত্রে প্রকৃতিকে অব্যক্ত নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে মন যাহা স্থির করে, তাহা কেবল গুণ মাত্র। বৈশেষিকেরা পরমাণু পর্য্যন্ত প্রকৃতির অনুসন্ধান করিয়াছেন যথা,—

কণাদসূত্রং চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় আহ্নিকে।

"সদকারণ বন্নিত্যং তত্র বৈশেষিক সূত্রোপস্কারে— নিরবয়বং দ্রব্যমবধিঃ স এব পরমাণুঃ।"

ভৌতিক পদার্থকে অনুকল্প দ্বারা তাহার বৈজ্ঞানিক সত্তা ও সামান্য গুণসকল নির্ণয় করা বিজ্ঞানের কার্য্য বটে, কিন্তু পরমাণুকে নিত্য, নিরবয়ব ও দ্রব্যের অবধি বলা যুক্তিযুক্ত নহে। পরমাণুকে যদি অণুত্বের অবধি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তথাপি ঐ অবধি কেবল উহার অণুত্ব গুণেরই হইল। সাক্ষাৎ প্রকৃতির অবধি প্রাপ্ত হওয়া গেল না, যেহেতু প্রকৃতিতে যেমত একটি অণুত্ব আছে তদ্রূপ উহাতে বৃহত্ব বলিয়া আর একটি গুণ আছে। অণুত্বের অবধি পরমাণু, তদ্রূপ বৃহত্বের অবধি পরম মহান্। অতএব পরমাণু বা পরম মহান্ ইহাদের মধ্যে কোনটীই প্রকৃতির অবধি বলা যায় না। পরমাণু নামক প্রকৃতির কোন এক অণু অবস্থা স্বীকার করা যায় এই মাত্র যথা,—ভাগবতে শ্রীমৈত্রেয়োক্তং—

চরমঃ সদ্বিশেষানামনেকোঽসংযুতঃ সদা।
পরমাণুঃ সবিজ্ঞেয়ো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ ॥
স্বতএব পদার্থস্য স্বরূপাবস্থিতস্য যৎ।
কৈবল্যং পরমমহাননবিশেষো নিরন্তরঃ ॥

এই দুই শ্লোকে স্থাপিত হইতেছে যে, মায়া-প্রকৃতির ক্লেশ-জড়তা ব্যতীত কোনও স্বরূপ নির্ণয় হয় না কিন্তু তাহার সদ্বিশেষের ( অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থার গুণের ) চরম ও কৈবল্যকে পরমাণু ও পরম মহান্ কহা যায় মাত্র। কিন্তু ঐ পরমাণুতে যুক্তিবাদীদিগের ঐক্য-ভ্রম অর্থাৎ মূলতত্ত্ব-ভ্রম হইয়া থাকে তাহা নিরর্থক। প্রকৃতি গুণময়ী; উহার অনেক গুণ আছে তন্মধ্যে বিস্তৃতি—আকৃতি গুণের সূক্ষ্ম ও মূল অবধি পরমাণু ও পরম মহান্‌রূপে কল্পিত হইয়াছে।

বাস্তবিক প্রাকৃত পদার্থের গুণসকলই উপলব্ধ হয়। সম্প্রতি বিজ্ঞান তত্ত্বানুসন্ধানের দ্বারা এইসকল গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিত্যগুণ যথা,—বিস্তৃতি, আকৃতি, স্থিতিবিরোধ, অনশ্বরত্ব, জড়ত্ব ও আকর্ষণ। নৈমিত্তিক গুণ যথা,—ঘনত্ব, কাঠিন্য, স্থিতি-স্থাপকতা, ভঙ্গপ্রবণতা, ঘাতসহত্ব, তান্তবতা, ভিদাবরোধকতা, ভাসুরতাপাদন, সান্তরতা, বিস্তার্যতা, সাঙ্কোচ্যতা প্রভৃতি। অনুসন্ধানের সমাপ্তি নাই, অতএব ভবিষ্যতে অন্যান্য গুণেরও আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা আছে অতএব শ্রীভগবদুক্তি যথা, —

'মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিন্নু দুর্ঘটং।'

পরাবর শব্দে পর ও অবর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট অথবা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যত কার্য্য জগতে দৃষ্ট হয়, সমুদায়ই মায়ার পরিণাম। গুণসকলের সম্মিলন ও বিয়োগ এবং অনুলোম ও বিলোম দ্বারা কার্য্যসকলের বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। জড়পদার্থ বিজ্ঞাপক পণ্ডিতেরা এই গুণসকলের ও তাহাদের পরিণাম সকলের ব্যাখ্যা করেন অতএব এস্থলে তদ্বিষয়ের বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

ননু তাদৃশী শক্তি স্বয়মেব স্বতন্ত্রতয়া জগৎ কর্ত্রীভবতু কিং পরাপেক্ষয়েত্যত আহ—

( ক্রমশঃ )

# সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

## অণী মাণ্ডব্য ( মাণ্ডব্য ঋষি )

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ]

অণী—শূলাগ্রং তদ্যুক্তো মাণ্ডব্যঃ' ( টীকা নীলকণ্ঠ )। মহাভারত আদিপর্ব্বে ১০৭ অধ্যায়ে বৈশম্পায়ন ঋষি জন্মেজয়ের প্রশ্নের উত্তরে অণী মাণ্ডব্যের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন—পুরাকালে মাণ্ডব্য ঋষি নামে সর্ব্বধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ধৃতিমান্ সত্যনিষ্ঠ ও তপনিরত এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই মহাতপস্বী মহাযোগী ব্রাহ্মণ তাঁহার আশ্রমের দ্বারে বৃক্ষমূলে ঊর্দ্ধ্ববাহু হইয়া ও মৌনব্রত অবলম্বন করতঃ বহুকাল ঘোরতর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। তৎকালে কতকগুলি দস্যু দ্রব্য অপহরণ করিয়া তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। নগরের প্রহরিগণ দস্যুগণের অপকার্য্যের কথা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ ধাওয়া করিলে দস্যুগণ ভীত হইয়া আশ্রমের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অপহৃত ধন এক স্থানে রাখিয়া লুক্কায়িতভাবে থাকিল। নগররক্ষকগণ আশ্রমে উপনীত হইয়া মাণ্ডব্য ঋষিকে পলায়নপর দস্যুগণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল। মাণ্ডব্য ঋষি ভালমন্দ কিছুই উত্তর করিলেন না। রাজপুরুষগণ আশ্রমের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে লোপ্ত্র (চোরাই মাল) সমেত লুক্কায়িতাবস্থায় চোরগণকে দেখিতে পাইল। তাহারা দস্যুগণকে বাঁধিয়া রাজার নিকট লইয়া আসিল। মাণ্ডব্য ঋষির আশ্রমে চোরগণকে দেখিতে পাওয়ায় এবং মাণ্ডব্য ঋষি জিজ্ঞাসিত হইয়াও কোন উত্তর না করায় চোর বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় রাজপুরুষগণ তাঁহাকেও গ্রেফ্‌তার করিয়া আনে। প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্ম্মভয় অধিক ছিল, তাঁহারা মিথ্যা অভিযোগ করিয়া কাহারও অনিষ্ট সাধন করিতেন না। তজ্জন্য কেহ দোষী সাব্যস্ত হইলে শাসকগণ তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেন এবং তদুচিত দণ্ড বিধান করিতেন। মহারাজ কোনও জিজ্ঞাসাবাদ এবং বিচার না করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধান করিয়া দস্যুগণকে এবং মুনিকে বধ করিতে আদেশ করিলেন। রাজপুরুষগণ রাজার আদেশে সকলকেই শূলে চড়াইয়া চোরাই মালগুলি রাজাকে আনিয়া দিল। শূলবিদ্ধ হইয়া সকলের মৃত্যু হইলেও, মাণ্ডব্য ঋষির মৃত্যু হইল না। ধর্ম্মাত্মা মহাযোগী মাণ্ডব্য ঋষি বহুকাল শূলেতে অবস্থান করিয়া ও নিরাহারে থাকিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন না। তিনি তপোবলে প্রাণকে ধারণ করিয়া ঋষিগণকে নিজসমীপে আনয়ন করিলেন। ঋষিগণ তৎসমীপে সমাগত হইয়া তাঁহাকে শূলাগ্রে তপোনিরত দেখিয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত ও মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহারা পক্ষীরূপে মাণ্ডব্য ঋষির নিকট আসিয়াছিলেন। পক্ষীরূপ ত্যাগ করিয়া ঋষিগণ নিজ নিজ রূপ ধারণপূর্ব্বক দ্বিজোত্তম মাণ্ডব্য মুনিকে তাঁহার মহদ্দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মাণ্ডব্য মুনি ঋষিগণকে কহিলেন—'আমি কাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিব? অপর কোনও ব্যক্তি আমার এই দুঃখের কারণ নহে।'

রাজপুরুষগণ মাণ্ডব্য ঋষিকে বহুকাল যাবৎ শূলে অবস্থান করতঃ নির্ব্বিকারভাবে জীবিত থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং মহারাজকে উক্ত সংবাদ জানাইলেন। মহারাজ উহা শুনিয়া ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ মুনির নিকট আসিয়া গর্হিত কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজার সদৈন্য উক্তিসমূহ শুনিয়া মাণ্ডব্য মুনি প্রসন্ন হইলেন। মহারাজ মাণ্ডব্য ঋষিকে শূলস্তম্ভের উপর হইতে অবতারণ করাইলেও অনেক চেষ্টা করিয়াও শূলকে নিষ্কাসন করিতে পারিলেন না। তখন তিনি শূলের বাহিরের অংশ ছেদন করিয়া দিলেন। মাণ্ডব্য ঋষি অন্তঃপ্রবিষ্ট শূল ধারণ করিয়াই পুনঃ তপস্যায় নিরত হইলেন। সেই তপস্যা দ্বারাই তিনি দুর্ল্লভ পুণ্যলোকসকল জয় করিয়াছিলেন। অণী ( শূলাগ্র ) সংযুক্ত হওয়াতে তিনি অণী মাণ্ডব্য নামে লোকে বিখ্যাত হইলেন।

পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ মাণ্ডব্য ঋষি একদিন ধর্ম্মের সদন যমপুরীতে গমন করিলেন। অণী মাণ্ডব্য ধর্ম্মকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিয়া তাঁহাকে নিজ দুর্দ্দশার কথা

জ্ঞাপন করিলেন এবং তিরস্কার পূর্ব্বক কহিলেন তিনি এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন যে তাহাকে শূলে বসানো হইল এবং দীর্ঘকাল শূলবিদ্ধাবস্থায় থাকিতে হইল। উহার নিগূঢ় কারণ কি তিনি জানিতে চাহিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন তিনি তাঁহার তপস্যার প্রভাবও দেখাইবেন। ধর্ম্ম তদুত্তরে কহিলেন––'তুমি একদিন একটি ইষীকা পতঙ্গিকার পুচ্ছে বিদ্ধ করিয়াছিলে। সেই দুষ্কর্ম্মের ফলে তোমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে।' অণী মাণ্ডব্য উহা শুনিয়া ক্রোধে বলিলেন—'হে ধর্ম্ম, আমার বাল্যাবস্থায় কৃত স্বল্প অপরাধের জন্য আপনি গুরুতর দণ্ডবিধান করিলেন, এইহেতু আমি অভিশাপ দিতেছি আপনি মনুষ্য হইয়া শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবেন। আমি কর্ম্মের ফলভোগ বিষয়ে লোকে এই নিয়ম বিধান করিতেছি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত পাপকর্ম্ম করিলেও তাহাকে পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে না, চতুর্দ্দশ বৎসর পরে পাপাচরণ-ফলে পাপের ফল ভোগ হইবে।' যম মাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপে বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মৈত্রেয় ঋষির বিদুরের প্রতি উক্তি ঃ—

"মাণ্ডব্যশাপাদ্ভগবান্ প্রজাসংযমনো যমঃ।
ভ্রাতুঃ ক্ষেত্রে ভুজিষ্যায়াং জাতঃ সত্যবতীসুতাৎ॥"

—ভাঃ ৩।৫।২০

'আপনি পূর্ব্বজন্মে প্রজাসংহারক যম ছিলেন, মাণ্ডব্য মুনির শাপে বিচিত্রবীর্য্যের ভার্য্যাস্বরূপে গৃহীতা দাসীর গর্ভে সত্যবতীতনয় ব্যাসদেবের বীর্য্যে আপনি প্রকটিত হইয়াছেন।'

মাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপ পতিব্রতা শিরোমণি কুষ্ঠী বিপ্রের পত্নীর দ্বারা প্রতিহত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদে ৫৭ পয়ারে—

'কুষ্ঠী-বিপ্রের রমণী পতিব্রতা শিরোমণি
পতি লাগি কৈলা বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি জিয়াইল মৃতপতি
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন-দেবা॥"

—অনুভাষ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ঘটনার ইতিবৃত্ত এইভাবে লিখিয়াছেন—

"আদিত্যপুরাণে ও মার্কণ্ডেয়-পুরাণে (১৫।১৯) এবং পদ্মপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, কোন কুষ্ঠ-রোগাপন্ন ব্রাহ্মণের পতিব্রতাললামভূত্য পত্নী স্বীয় অযোগ্য কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পতির বাসনা-পরিতৃপ্তির জন্য পাপনিকেতন বেশ্যাভবন সংস্কার করিয়া বেশ্যার সহিত নিজের অকর্ম্মণ্য কামুক স্বামীর সম্মিলন প্রয়াস করেন। বেশ্যা স্বীকৃত হওয়ায় পতিব্রতা ব্রাহ্মণী স্বীয় কুষ্ঠরোগী ভর্ত্তাকে তাহার ইচ্ছানুসারে বেশ্যাগৃহে লইয়া গেলেন। সেই কুষ্ঠী পাপিষ্ঠ বিপ্রবন্ধু পতিব্রতার নিষ্ঠা অবলোকন পূর্ব্বক অবশেষে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বগৃহে রাত্রিতে প্রত্যাগমন-কালে মাণ্ডব্য-ঋষির গাত্রে তাহার পাদস্পর্শ হওয়ায় তদ্দ্বারা তিনি অভিশপ্ত হন। পতিব্রতা ব্রাহ্মণী যখন শুনিলেন যে, তাহার পতির অজ্ঞান-কৃত কর্ম্মে সমাধিভঙ্গহেতু ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া 'সূর্য্যোদয়ের পরেই তাঁহার পতির প্রাণ বিয়োগ হইবে' বলিয়া অভিশাপ দিয়াছেন এবং তৎফলে পাতিব্রত্য-সত্ত্বেও তাঁহার বৈধব্য অবশম্ভাবী, তখন প্রতিষেধকল্পে সূর্য্যোদয় বন্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহার এই প্রয়াস-দর্শনে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব—এই প্রধান দেবত্রয় তৎসমীপে আগমন পূর্ব্বক পতিব্রতার পতি-পরায়ণতায় সন্তুষ্ট হইয়া পতির পুনরায় নিরাময়তা ও নবজীবন লাভের ব্যবস্থা করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে এইরূপ নিজস্বার্থ বর্জ্জিত হইয়া কেবল পাতিব্রত্যই (কেবল-সেব্যসুখবাঞ্ছাই) শুদ্ধভক্ত-জনোচিত।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে লিখিত তাৎপর্য্য—'কৃষ্ণের প্রতি দৃঢ়পাতিব্রত্যই জীবের শৃঙ্গার-রসোদ্গত উত্তম ধর্ম্ম।'
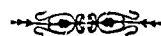
# ভারতবর্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থস্থান এবং অন্যান্য তীর্থের মহিমা

## ( দক্ষিণ ভারতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থানসমূহ )

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৬৮ পৃষ্ঠার পর ]

### কন্যাকুমারী

কন্যাকুমারী—কুমারিকা অন্তরীপ। —শ্রীল প্রভুপাদ।

'মাদ্রাজ হইতে সাউথ রেলে ৪৪৩ মাইল তিনেভেলী, তথা হইতে ৬২ মাইল কন্যাকুমারী। মাদ্রাজ এগ্‌মোর ষ্টেশন হইতে ত্রিবান্দ্রম-এক্সপ্রেসে মাদুরা হইয়া তিনেভেলী কুইলন হইয়া ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবান্দ্রম্ যাওয়া যায়। ত্রিবান্দ্রম্ হইতে নাগের বাইল ৪৩ মাইল। তথা হইতে ১২ মাইল। তথা হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ বা কন্যাকুমারী। তিনেভেলী তাম্রপর্ণী নদীর উত্তর তীরে।' —গৌঃ বৈঃ অঃ।

'বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য ও কথিত কাহিনী হইতে জানা যায় সূর্য্যবংশের রাজা অক্কিনেত্রের পুত্রগণ দক্ষিণ দ্বীপে শাসন চালাইত। তখন ইহার নাম ছিল ভরতখণ্ড। ভরতের ৭ পুত্র ও এক কন্যা ছিল। কন্যার নাম ছিল কুমারী। রাজা ভরত রাজ্যকে ৮ ভাগ করিয়া দক্ষিণের শেষ প্রান্ত মেয়েকে দিয়া যান। তখন হইতে এই অংশের নাম কন্যা-কুমারী হয়।' —আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান ( বিবিধ জ্ঞাতব্য—সাধারণ )

'Kanya-Kumari town, Southern Tamil Nadu State, south-eastern India. The town is situated on Cape Comorin, which is the southern-most point on the Indian subcontinent. Kanya-Kumari is a tourist and pilgrimage centre noted for its Shiva Temple… … …Legend claims that the Goddes Kanya-Kumari ( youthful Virgin ) killed a demon on the town Site.'

—The New Encyclopædia Britannica, Volume-6, page-720

### আম্‌লিতলা

'কন্যাকুমারী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এইস্থানে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করেন।'

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২২৪

### মল্লারদেশ

'ম্যালেবার-দেশ। ইহার উত্তরে দক্ষিণ-কানাড়া, পূর্ব্বে কুর্গ ও মহীশূর, দক্ষিণে কোচিন ও পশ্চিমে আরব-সাগর।'—শ্রীল প্রভুপাদ। ভট্টথারিগণের এই স্থানে বাস। ভট্টথারি—'যাহাদিগকে চলিত ভাষায় কোন কোন দেশে 'ভাটিয়ারী' বলে; ইহাদের ঘর-দ্বার নাই। যেখানে যখন থাকে, তথায় 'শিরকি' অর্থাৎ সামান্য শিবিরে বাস করে। ইহাদের বাহিরে সন্ন্যাসীর বেশ কিন্তু ব্যবসায় চৌর্য্য ও প্রতারণা। ইহারা অনেক স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিয়া সংগ্রহ করতঃ শিরকির মধ্যে রাখে এবং অপরাপর লোককে স্ত্রীলোক দেখাইয়া ভুলাইয়া আপনাদের দল বাড়াইয়া থাকে। বঙ্গদেশে যেরূপ বেদের টোল, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে সেরূপ ভাটওয়ারীদিগের 'শিরকি'। —শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

### তমাল কার্ত্তিক

'তিনেভেলির ৪৪ মাইল দক্ষিণে এবং 'অমরবল্লী' গিরিসঙ্কট হইতে ২ মাইল দক্ষিণে, তোবল-তালুকের অন্তর্গত সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিকদেবের মন্দির।' —শ্রীল প্রভুপাদ।

'তিনেভেলি জিলায় ভাদাকুভেলিয়র নগরে অবস্থিত কার্ত্তিকেয়ের মন্দির। তিনেভেলি হইতে ত্রিবান্দ্রম্ যাইবার রাস্তায় তীর্থস্থান। —গৌঃ বৈঃ অঃ

## বেতাপনি

'ভৃগুপণ্ডি' ; ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে, নগর কৈলের উত্তরে, তোবল-তালুকের মধ্যে। পূর্ব্বে শ্রীমন্দিরে রামচন্দ্র-বিগ্রহ ছিলেন। পরে বোধহয়, রামেশ্বর বা ভূতনাথ শিবলিঙ্গ-নামে পূজিত হইতেছেন। —শ্রীল প্রভুপাদ।

## পয়স্বিনী

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে 'তিরুবত্তর' নদী। তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।' ভাগবত ১১।৫।৯৯ —শ্রীল প্রভুপাদ

'মহীশূর-সীমানায় পয়স্বিনী তীরে মহাপ্রভু ব্রহ্মসংহিতা প্রাপ্ত হন। মহাভক্তগণসহ তাঁহা গোষ্ঠী কৈল। 'ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়'—পুঁথি তাঁহা পাইল।।' —( চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৩৭ )। ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে পরলার নদী। ইহার তীরে তিরুবত্তর নামক স্থানে আদি-কেশব মূর্ত্তি বিরাজমান। সাউদার্ণ রেলে ত্রিবান্দ্রম লাইনে নগরকৈল ও ত্রিবান্দ্রমের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে 'তিরুবত্তর'। —গৌঃ বৈঃ অঃ।

সেই দিন চলি' আইলা পয়স্বিনী তীরে।
স্নান করি' গেলা আদি-কেশব মন্দিরে।।
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হৈলা।
নতি, স্তুতি, নৃত্য, গীত বহুত করিলা।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৩৪-৩৫

## অনন্ত পদ্মনাভ

ত্রিবান্দ্রম জিলার স্বনামপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির।

—শ্রীল প্রভুপাদ।

## শ্রীজনার্দ্দন

ত্রিবান্দ্রম জিলার ২৬ মাইল উত্তরে বর্কালা-ষ্টেশনের নিকট বিষ্ণুমন্দির। —শ্রীল প্রভুপাদ।

বর্কালাষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে পর্ব্বতের উপরে মন্দির। পর্ব্বতের নিম্নে 'চক্রতীর্থ'-নামক কুণ্ড। S. Ry. ত্রিবান্দ্রম ব্রাঞ্চ লাইনে বর্কালা-ষ্টেশন। —গৌঃ বৈঃ অঃ।

## শঙ্কর নারায়ণ (পায়োষ্ণী নদী)

'পয়োষ্ণী নদী, মালাবার জেলায় পোন্নানী। ইহার ১৫ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে ওট্রাপলম নগর। ইহার কিছুদূরে ত্রিকোণগড় নামক স্থানে শঙ্কর-নারায়ণের মন্দির। সাউদার্ণ রেলওয়ের মাঙ্গালোর লাইনে ওট্রাপলম ষ্টেশন। —গৌঃ বৈঃ অঃ।

## শৃঙ্গেরি মঠ

শৃঙ্গেরি-মঠে আইলা শঙ্করাচার্য্য স্থানে।
মৎস্যতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে।।

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৪৪

"মহীশূরের অন্তর্গত শিমোগা জেলায় অবস্থিত, তুঙ্গভদ্রা নদীর বামতটে এবং হরিহরপুরের ৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার প্রকৃত নাম—( ঋষ্য ) শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গবের পুরী। এস্থানে দাক্ষিণাত্যস্থিত শঙ্করাচার্য্যের প্রধান মঠ অবস্থিত। শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার চারিটী শিষ্য দ্বারা ভারতের উত্তরে বদরিকায় —জ্যোতির্ম্মঠ, পুরুষোত্তমে—ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন মঠ, দ্বারকায়—সারদা মঠ এবং দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গেরি মঠ স্থাপন করেন। শৃঙ্গেরি মঠে সরস্বতী, ভারতী ও পুরী এই ত্রিবিধ একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে কেরল দেশান্তর্গত কালাডি নামক গ্রামে ৬০৮ শকে বৈশাখী শুক্লা-তৃতীয়া দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শিবগুরু। শৈশবকালেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। বয়ঃক্রম অষ্টম বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন শেষ করিয়া নর্ম্মদাতীরে গোবিন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তর কিয়দ্দিবস গোবিন্দের নিকট থাকিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে বারাণসী গমন করেন এবং তথা হইতে বদরিকাশ্রমে গিয়া দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ব্রহ্মসূত্রের একটি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। পরে দশ উপনিষৎ, গীতা, সনৎ-সুজাতীয় ও নৃসিংহ-তাপনী প্রভৃতি গ্রন্থেরও ভাষ্য রচনা করেন। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের মধ্যে পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক ও ত্রোটক এই চারিজন প্রধান। শঙ্করাচার্য্য প্রয়াগে গমন পূর্ব্বক কুমারিল ভট্টের প্রধান শিষ্য মণ্ডনকে বিচারে পরাস্ত করেন। মণ্ডনের সহধর্ম্মিণী সরস্বতী বা উভয়-ভারতী তাঁহাদের বিচারকালে মধ্যস্থা ছিলেন। কথিত হয় যে উভয়-ভারতী শঙ্করাচার্য্যসহ কামশাস্ত্র-বিষয়ে বিচার করিতে ইচ্ছা করিলেন। শঙ্কর—আকুমার ব্রহ্মচারী, সুতরাং কামশাস্ত্র-বিষয়ে অনভিজ্ঞ। শঙ্করা-

চার্য্য উভয়-ভারতীর নিকট এক মাস সময় লইয়া যোগবলে একটি সদ্যো মৃত রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া অভীপ্সিত বিষয়ে অনুধাবন করেন এবং অভিজ্ঞতা অর্জ্জন পূর্ব্বক উভয়ভারতীর নিকট বিচার প্রার্থনা করেন। উভয়ভারতী আর বিচার না করিয়া শঙ্করের প্রার্থনামতে তাঁহার শৃঙ্গেরি মঠে অচলা থাকিবেন এই বর দিয়া সংসার হইতে বিদায় লইলেন। মণ্ডন শঙ্করাচার্য্যের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সুরেশ্বর নামে আখ্যাত হন। শঙ্করাচার্য্য ক্রমে ক্রমে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নানা মতাবলম্বী লোকদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন করেন। তিনি ৩৩ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে দেহত্যাগ করেন।" —শ্রীল প্রভুপাদ।

"প্রবাদ এই যে এইস্থলে বিভাণ্ডক ঋষি তপস্যা করিতেন এবং রামায়ণ প্রসিদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি এইস্থানে জন্মগ্রহণ করেন।" —বিশ্বকোষ।

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের লিখিত 'গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য' গ্রন্থে শ্রীশঙ্করা-চার্য্য চরিত-বর্ণনায় জানা যায়—'শঙ্করাচার্য্য নম্বুরি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জননীর নাম বিশিষ্টা। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র, দ্বাদশ উপনিষদ্, শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুসহস্র নাম ও শ্রীসনৎসুজাতীয় ১৬ খানি গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী নামে খ্যাত ১৫১টি গ্রন্থের কথা শুনা যায়। শঙ্করাচার্য্যের মতবাদের নাম কেবলাদ্বৈতবাদ। ইহার নামান্তর বিবর্তবাদ, মায়া-বাদ, অনির্বাচ্যবাদ, নির্ব্বিশেষ-বস্ত্বৈক্যবাদ। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বা অদ্বিতীয় তত্ত্ব। তিনি নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়; জীব ও জগৎ—ব্রহ্মের বিবর্ত্তবাদ-মাত্র। ভ্রম-সংঘটনকারিণী অনির্ব্বাচ্য মায়াদ্বারা ব্রহ্মে 'জগৎ' ভ্রান্তি হইতেছে; জগৎ—মিথ্যা মরীচিকা মায়ামাত্র।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥

শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঈশ্বরকে সগুণ ব্রহ্ম বলিয়াছেন। মায়ারূপ শক্তি বা উপাধি বিশিষ্ট ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। ইনি জীব ও জগতের স্রষ্টা, জীবের উপাস্য, বহুগুণশালী ও সবিশেষ। ইনি জীব হইতে ভিন্ন। এই সগুণ ব্রহ্ম বা জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর সৃষ্ট জগতের ন্যায় মিথ্যা—মায়ামাত্র।

জীব—ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবি। ব্রহ্ম—অন্তঃকরণ বা বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া জীবাখ্যা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মের এই প্রতিবিম্ব অবিদ্যাকৃত।

পরব্রহ্মের ঈশ্বরভাব যেরূপ মায়িক, জীব ভাবও সেইরূপ মায়িক। পার্থক্য এইমাত্র ঈশ্বরের উপাধি—সমষ্টি-মায়া, জীবের উপাধি—ব্যষ্টি-অবিদ্যা। সমষ্টি ও ব্যষ্টি-উপাধি বিনষ্ট হইলে জীব ও ঈশ্বর উভয়ই অখণ্ড, অনন্ত ভূমা ব্রহ্মে বিলীন হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার অদ্বৈত বেদান্তীর মতে জীব—ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নহে। জীব—ঘটাকাশ, আর ব্রহ্ম—মহাকাশ।

জগৎ ও জীব, উভয়ই ব্রহ্মের বিবর্ত্ত।

শ্রীশঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বয়ং বৈষ্ণবোত্তম, 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ'—শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি অনুসারে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তাঁহার চরণানুচর মহাজনগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, আচার্য্য শঙ্কর কর্ত্তৃক কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যে মায়াবাদ প্রচারকার্য্য তাহাতে আচার্য্যের কোন দোষ নাই। তিনি আজ্ঞাকারী দাস বলিয়াই ব্যাসদেবের বহু বাক্য হইতে জানা যায়। 'স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥' —পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড। তবে জীবের পক্ষে মায়াবাদ ভাষ্য শ্রবণে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ স্বরূপশক্তি হলাদিনীর বৃত্তি ভগবদ্ভক্তি ও প্রীতি সঞ্চারের পথ অবরুদ্ধ হয়। শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বয়ং অন্তরে জীব ও ঈশ্বরের নিত্য সেব্যসেবকভাব স্বীকার করিয়া ভগবদ্ভক্তি ও প্রীতির মহিমা বহু স্থানে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ও তাঁহার শিষ্য-পরম্পরার সকল মতবাদই শ্রীজীবপাদ শ্রীষট্সন্দর্ভে ও শ্রীসর্ব্ব-সম্বাদিনীতে খণ্ডন করিয়াছেন।"

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এবং সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ-বিচার খণ্ডন করিয়াছেন।

'শ্রীগৌড়ীয় দর্শনে' দক্ষিণভারতে মহীশূর

রাজ্যের কডুর জিলায় তুঙ্গভদ্রার তীরে শৃঙ্গেরি মঠ সংস্থাপিত হওয়ার কথা উল্লিখিত আছে।

## মৎস্যতীর্থ

সম্ভবতঃ মালাবর জিলায় সমুদ্রোপকূলে স্থিত বর্ত্তমান 'মাহে' নগর। কেহ কেহ বলেন ভিজাগাপটমের অন্তর্গত পদ্ম-তালুকের মধ্যে 'পাদেরু' হইতে ৬ মাইল উত্তরদিকে মটম্-গ্রামের নিকটে মাচেরু নদীর একটি অদ্ভুত আবর্ত্তই মৎস্যতীর্থ; কিন্তু ইহা এখানে উদ্দিষ্ট নহে বলিয়া বোধ হয়। —শ্রীল প্রভুপাদ।

## মধ্বাচার্য্য স্থান উড়ুপী

"মাধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাঁহা 'তত্ত্ববাদী।'
উড়ুপীতে 'কৃষ্ণ' দেখি, তাঁহা হৈল প্রেমোন্মাদী॥
'নর্ত্তক-গোপাল' দেখে পরম-মোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে॥
গোপীচন্দন-তলে আছিল ডিঙ্গাতে।*
মধ্বাচার্য্য-ঠাঞি আইলা কোনমতে॥
মাধ্বচার্য্য আনি' তাঁরে করিলা স্থাপন।
অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি' প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে বহুত নৃত্য-গীত কৈল॥
তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদী-জ্ঞানে।
প্রথম দর্শনে প্রভুকে না কৈল সম্ভাষণে॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি' হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণব-জ্ঞানে বহুত করিল সৎকার॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৪৫-২৫১

"নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী কেবলাদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদীর সহিত শুদ্ধদ্বৈতবাদী বা তত্ত্ববাদীর চিরবিরোধ বিখ্যাত।

তত্ত্ববাদিগণের সাধন—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম; মহাপ্রভুর প্রদর্শিত শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দিষ্ট সাধন—শ্রবণ-কীর্ত্তন। তত্ত্ববাদিগণের সাধ্য পঞ্চবিধ মুক্তিলাভান্তে বৈকুণ্ঠে গমন; মহাপ্রভুর প্রদর্শিত শাস্ত্রের সাধ্য—কৃষ্ণপ্রেমা।" —শ্রীল প্রভুপাদ।

"দাক্ষিণাত্যে সহ্যাদ্রির পশ্চিমে কানাড়া জিলা। দক্ষিণ কানাড়া জিলার প্রধান নগর ম্যাঙ্গেলোর, তদুত্তরে উড়ুপী (উডিপী)। উড়ুপী গ্রামে পাজকাক্ষেত্রে শিবাল্লী ব্রাহ্মণকূলে মধ্যগেহ ভট্টের ঔরসে বেদবিদ্যার গর্ভে ১০৪০ শকাব্দে, মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে—শ্রীমধ্বাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে 'মধ্বাচার্য্য' 'বাসুদেব' নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি অলৌকিক আখ্যায়িকা কথিত হয়। ………পঞ্চম বর্ষে তিনি উপনয়ন সংস্কার লাভ করেন। তিনি পাঠাভ্যাসে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। পিতার সম্পূর্ণ অসম্মতিতে তিনি অচ্যুত প্রেক্ষের নিকট দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং পূর্ণপ্রজ্ঞ তীর্থ নাম লাভ করেন। দক্ষিণদেশে নানাদেশ পর্য্যটনের পর শৃঙ্গেরি মঠাধিপ বিদ্যাশঙ্করসহ তাঁহার নানা বিচার হয়। বিদ্যাশঙ্করের অত্যুচ্চস্থান মধ্বের নিকট অবনত হইল। সপ্ততীর্থ নামক যতির সহিত শ্রীমধ্ব বদরিকায় গমন করেন। তথায় শ্রীব্যাসকে গীতাভাষ্য শ্রবণ করাইয়া সম্মতি গ্রহণ করেন। ব্যাসের নিকট হইতে অল্পকাল মধ্যেই নানাবিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। বদরিকা হইতে আনন্দ মঠে প্রত্যাবর্ত্তনকালেই শ্রীমধ্বের সূত্র ভাষ্যের রচনা শেষ হয়। ……… উড়ুপীতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি একদিন সমুদ্রস্নানে যাইতে যাইতে পাঁচ অধ্যায়ে স্তোত্র রচনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর হইয়া বালুকোপরি উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন দ্বারকার জন্য সংগৃহীত পণ্যদ্রব্য পূর্ণ একখানি নৌকা সমুদ্রে বিপন্ন হইয়াছে। নৌকাখানিকে বালুকায় প্রোথিত হইতে দেখিয়া নৌকা ভাসিবার উদ্দেশ্যে মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে নৌকাখানি তটে আসিতে পারিল। নৌবাহিগণ তাঁহাকে কিছু দিবার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি নৌকাস্থিত কিছু গোপীচন্দন গ্রহণ করিতে সম্মত হন। এক বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড গ্রহণ করিলেন ও পথে আনিতে আনিতে 'বড়বন্দেশ্বর' নামক স্থানে উহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্যে একটি সুন্দর বালকৃষ্ণমূর্ত্তি

* ডিঙ্গাতে—'জলমগ্ন ডিঙ্গা অর্থাৎ বড় নৌকার মধ্যে গোপীচন্দনের তলে গোপালকে পাইয়াছিলেন।'
—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পাওয়া গেল। মূর্ত্তির এক হস্তে একটি দধিমন্থন-দণ্ড, অপর হস্তে মন্থনরজ্জু। ত্রিশজন বলবান্ লোক ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে তুলিতে অক্ষম হওয়ায় পর-ব্যোমস্থ সর্ব্বব্যাপী বায়ুর, হনুমানের বা ভীমসেনের অবতার শ্রীমধ্ব স্বয়ং মাধবকে তুলিয়া উড়ুপীতে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন। তাঁহার আটজন শিষ্য-সন্ন্যাসী উড়ুপীর অষ্ট মঠের অধিপতি ছিলেন। বৃন্দারণ্যের অষ্ট গোপিকা যে প্রকার কৃষ্ণসেবা করেন, তদ্রূপ বালকৃষ্ণের সেবা শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বয়ং ও তৎপরে উত্তররাঢ়ী মঠের অধিপতি শ্রীমধ্বাচার্য্যগণ অষ্ট-মঠাধিপ-যতিগণের সাহায্যে পর পর করাইয়া থাকেন। আজও তাহাই চলিতেছে।

শ্রীমধ্বাচার্য্য দ্বিতীয়বার বদরিকাশ্রমে যাইয়া শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তৎকালে তিনি অষ্টমূর্ত্তি শালগ্রাম প্রাপ্ত হন এবং তিনি মহাভারতের তাৎপর্য্য রচনা করেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও ঈশানুগত্যের কথা ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। শৃঙ্গেরি-মঠাধিপ শঙ্করাচার্য্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। ······শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞের শারীরিক বলের সীমা ছিল না। তিনি যেমন বলশালী ছিলেন আবার হাল্‌কাও হইতে পারিতেন। তিনি একটি ক্ষীণকায় বালকের স্কন্ধে চড়িয়া বেড়াইবারকালে বাহকের আদৌ ভারবোধ হয় নাই।

মাঘী-শুক্লা-নবমী-তিথিতে ঐতরেয় উপনিষদের ভাষা ব্যাখ্যা করিতে করিতে অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে শ্রীমধ্ব পরলোক গমন করেন।" —শ্রীল প্রভুপাদ।

"দাক্ষিণাত্যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে মাঙ্গালোর হইতে ৩৬ মাইল উত্তরে উড়ুপী। পাপনাশিনী নদীর তীরে শ্রীমধ্বাচার্য্য স্থাপিত শ্রীউড়ুপী কৃষ্ণবিগ্রহ। ইহাই সর্ব্বাদি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ; অর্জ্জুন কর্ত্তৃক দ্বারকায় স্থাপিত হইয়াছিলেন।

উড়ুপী গ্রামে উত্তরাঢ়ী মঠে শ্রীরামসীতার বিগ্রহ আছেন, তাহার সম্বন্ধে জানা যায়—শ্রীরামচন্দ্র জনৈক রামভক্ত ব্রাহ্মণকে স্বীয় যুগলমূর্ত্তি প্রদান জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ হইতে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ হইতে মহাবীর, মহাবীর হইতে ভীমসেন প্রাপ্ত হন। ভীমসেনের পরে ঐদেশের শেষ রাজা ক্ষেমকান্তের সময় পর্য্যন্ত বিগ্রহ রাজপ্রাসাদে ছিলেন। তৎপরে উৎকলের গজপতি রাজগণের হাতে আইসেন। মধ্বাচার্য্যের শিষ্য নরহরিতীর্থ রাজভবন হইতে ঐ বিগ্রহ আনিয়া নিজগুরু মাধ্বাচার্য্যকে দেন। মধ্বাচার্য্যের তিরোভাবের ৩ মাস ১৬ দিন পূর্ব্ব হইতেই ঐ বিগ্রহদ্বয় উড়ুপী মঠে আছেন।" —গৌঃ বৈঃ অঃ।

উড়ুপী আটটি মঠের মূল পুরুষ ও মঠের নামঃ

(১) পলিমার মঠ—শ্রীহৃষীকেশ তীর্থ
(২) অদমার মঠ— শ্রীনরহরি তীর্থ
(৩) কৃষ্ণপুর মঠ— শ্রীজনার্দ্দন তীর্থ
(৪) পুত্তুগী মঠ— শ্রীউপেন্দ্র তীর্থ
(৫) কনুর মঠ— শ্রীবামন তীর্থ
(৬) শোদ মঠ— শ্রীবিষ্ণু তীর্থ
(৭) শিরুর মঠ— শ্রীরাম তীর্থ
(৮) পেজাবর মঠ—শ্রীঅধোক্ষজ তীর্থ।

আট মঠে ৯ বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন যথা-ক্রমে ঃ—(১) শ্রীরামচন্দ্র, (২) কালীয়মর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ, (৩) শ্রীকৃষ্ণ, (৪) বিট্‌ঠলদেব, (৫) বিট্‌ঠলদেব, (৬) ভূবরাহদেব, (৭) নৃসিংহদেব, (৮) বিট্‌ঠল-দেব। শ্রীকৃষ্ণ মঠে মধ্বাচার্য্য স্থাপিত বালকৃষ্ণ-মূর্ত্তি।

"আরব সাগরের তট হইতে প্রায় ৩ মাইল পূর্ব্ব-দিকে উড়ুপী নগর। উড়ুপী হইতে প্রায় ৮ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণকোণে পাপনাশিনী নদীর তীরে বিমানগিরি নামক পর্ব্বত। বিমানগিরি হইতে প্রায় ১ মাইল পূর্ব্বদিকে পাজকা-ক্ষেত্রে শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব। শ্রীব্যাসদেবের আদেশে শ্রীমধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য রচনা করেন। তিনটী ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য রচনা করিয়া-ছিলেন—(১) শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্ বা সূত্রভাষ্যম্, (২) অনুব্যাখ্যানম্ বা অনুভাষ্যম্ (৩) অণু-ভাষ্যম্।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতবাদ দ্বৈতবাদ নামে খ্যাত। নামান্তর স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদ, স্বাভাবিক-ভেদবাদ, কেবল-ভেদবাদ, তত্ত্ববাদ। জীবে ঈশ্বরে, জীবে জীবে, ঈশ্বরে জড়ে, জীবে জড়ে, জড়ে জড়ে—এই পঞ্চভেদ বা দ্বৈত, নিত্য, সত্য ও অনাদি।

শ্রীল মধ্বাচার্য্যের মতে শ্রীবিষ্ণুই পরতত্ত্ব; জগৎ

—সত্য ; ঈশ্বর জীব ও জড়ে তত্ত্বতঃ নিত্যভেদ ; জীবসমূহ শ্রীহরির অনুচর ; জীবগণের মধ্যে পরস্পর অধিকারের তারতম্য বর্ত্তমান ; স্বরূপগত আনন্দের অনুভূতিই মুক্তি ; অমলা ভক্তি মুক্তিরূপ প্রয়োজনের সাধন ; শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই তিনটী প্রমাণ ; শ্রীহরি অখিল-আম্নায়বেদ্য অর্থাৎ সমস্ত বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রের গম্য।"—গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য। ( ক্রমশঃ )

# শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাবপীঠে—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ-উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের গভর্ণিং বডির পরিচালনায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীতে গ্র্যাণ্ড-রোডস্থিত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাব-পীঠস্থানে মুখ্য শাখাপ্রচারকেন্দ্র শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে দিবসচতুষ্টয়-ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান গত ২২ আষাঢ় ( ১৪০১ ), ৭ জুলাই ( ১৯৯৪ ) বৃহস্পতিবার হইতে ২৫ আষাঢ়, ১০ জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব দ্বাদশ মূর্ত্তি—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপালদাস প্রভু, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীতরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশবাবু ও শ্রীগঙ্গাধর দাস—সমভিব্যাহারে ১৭ আষাঢ়, ২ জুলাই শনিবার কলিকাতা হইতে শ্রীজগন্নাথ-এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ পরদিন প্রাতে পুরী ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে পাণ্ডা শ্রীগোপীনাথ খুঁটিয়া এবং মঠরক্ষক শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতমাধব দাসাধিকারী ( শ্রীলোকনাথ নায়ক ), শ্রীমোহিনীমোহন দাসাধিকারী ( শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র মহান্তি ) প্রভৃতি মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্ত-গণ কর্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। উক্ত মহদ্ ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সপার্ষদে পরদিবস শুভপদার্পণ করেন। এতদ্ব্যতীত যোগদান করেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ নয়নানন্দ দাস বাবাজী মহা-রাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহা-রাজ, ওড়িষ্যা-উদালা মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর সাগর মহারাজ, নদীয়া-যশড়া শ্রীপাটের মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূলমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, আসা-মের সরভোগ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পরমার্থী মহারাজ ও দেরাদুন মঠের মঠরক্ষক শ্রীমদ্ দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিপুলসংখ্যক ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। মঠে স্থানের সঙ্কুলান না হওয়ায় ভক্তগণের থাকিবার ব্যবস্থা নিকটবর্ত্তী দুধওয়ালা ও বাগারিয়া ধর্ম্মশালাদ্বয়েও করা হয়। শ্রীমঠের সম্পা-দক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই তথায় অবস্থান করতঃ মঠের জরুরী সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণ-

কেশব ব্রহ্মচারী প্রভু বার্দ্ধক্যহেতু দীর্ঘদিন শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-পীঠে থাকিয়া ভজন করিতেছেন।

শ্রীমঠের সংকীর্তনভবনে ২২ আষাঢ়, ৭ জুলাই বৃহস্পতিবার হইতে ২৪ আষাঢ়, ৯ জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্য-ধর্ম্মসম্মেলনের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন পুরীর গজপতি মহারাজ শ্রীদিব্যসিংহদেব শ্রীমন্দিরে প্রদীপ জ্বালাইয়া মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনির মধ্যে। সান্ধ্য-ধর্ম্মসম্মেলনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে পুরীর পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীবামদেব মিশ্র এড্ভোকেট, ত্রিপুরা পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ডঃ শ্রীদামোদর পাণ্ডা এবং ওড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব অর্থ ও আইন মন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র। প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পুরীর গজপতি মহারাজ শ্রীদিব্যসিংহদেব এবং সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র। ভাষণ প্রদান করেন পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ। সভার আদি অন্তে ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক ভজনকীর্তন ও নামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'সনাতনধর্ম্মে শ্রীবিগ্রহপূজা', 'দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার' এবং 'মনুষ্যজন্মের সার্থকতা'।

**গজপতি মহারাজ শ্রীদিব্যসিংহদেব প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন**—'শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন উদ্ঘাটনের সুযোগ পাইয়া আমি কৃতজ্ঞ। ওড়িষ্যার বাহিরে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত এখানে আসায় তাঁহারা হয়ত অনেকেই স্থানীয় ভাষা জানেন না, এজন্য আমি হিন্দীভাষায় বলিতেছি। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ভক্তগণকে আমি সর্ব্বাগ্রে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা শ্রীজগন্নাথবিগ্রহ দর্শন, মহাপ্রসাদ সেবা এবং সাধুগণের নিকট হরিকথা শুনিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিবেন। ভগবানের সৃষ্ট প্রাণিগণের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। মানুষ ভগবদারাধনা করিতে পারেন, অন্য প্রাণী পারে না। আরাধনার উদ্দেশ্য মনকে একাগ্র করা। সাধুগণ এই বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করেন। শ্রীবিগ্রহসেবার দ্বারা মন স্থির হয়। মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবদিতর বস্তু হইতে উঠাইয়া ভগবানের সেবায় নিয়োজনই শ্রীবিগ্রহসেবার তাৎপর্য্য। সনাতনধর্ম্মে প্রতিমাপূজার ব্যবস্থা আছে, অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা সনাতনীকে পুতুলপূজক মনে করেন। শ্রীবিগ্রহসেবা ও পুতুলপূজার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। বস্তুতঃ বিচার করিলে দেখা যায় প্রতীক পূজা সমস্ত ধর্ম্মেতেই আছে। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সব কিছুই হইতে পারেন। এটা পারেন, এটা পারেন না—এই প্রকার উক্তি সর্ব্বশক্তিমানে প্রযোজ্য নহে। ভক্তের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য তিনি যে কোনও রূপে প্রকাশিত হইতে পারেন। ভক্তি ব্যতীত ভগবানের দর্শন হয় না। স্তম্ভ হইতে শ্রীনৃসিংহ ভগবান্ প্রকটিত হইয়াছিলেন। অভক্ত হিরণ্যকশিপু শ্রীনৃসিংহদেবকে অদ্ভুত জানোয়াররূপে, ভক্ত প্রহলাদ সাক্ষাৎ ভগবান্‌রূপে দেখিয়াছেন।'

**সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন**—'আজকের বক্তব্যবিষয় মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য। গত বৎসর বিশ্বে মানুষের সংখ্যা ছিল ৫১২ কোটি। প্রতিবৎসরই ১০ কোটি বৃদ্ধি হইতেছে। মানুষের মধ্যে কিছু ভাল লোকও আছে, কিছু খারাপ লোকও আছে। দোষ-গুণ লইয়াই মানুষ। দুষ্ট ব্যক্তির মধ্যেও অনেক সময় ভাল গুণ দেখা যায়। ভাল গুণের উন্মেষ সহজে হয় না, খারাপ গুণের উন্মেষ সহজে হয়। মানুষের মধ্যে সদসৎ, ভালমন্দের বিচার আছে, পশুর মধ্যে নাই। মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য এখানেই। ভাল খাব, ভাল পরব, ইন্দ্রিয়তর্পণ করব এই প্রকার মনোবৃত্তির দ্বারা মানুষের ধর্ম্ম হইতে চ্যুতি ঘটে, মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়। ভাল গুণের উন্মেষের দ্বারা মানুষ দেবতার ন্যায় পূজ্য হইতে পারেন। ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। মহাপুরুষগণের চরিত্র আলোচনায় জানা যায়। মানুষের মধ্যে 'আমি কে?' 'কোথা হইতে আসিয়াছি?' 'কোথায় যাইব'—এইরূপ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা আছে, যাহা অন্য প্রাণীতে নাই। তত্ত্বজিজ্ঞাসার

দ্বারাই, মানুষ পরম সত্যের সন্ধান লাভ করিতে পারেন।'

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গান ও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রামুখে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে সাধু ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যহ প্রাতে মঠ হইতে বাহির হইয়া—

(১) ২২ আষাঢ়, ৭ জুলাই বৃহস্পতিবার ঃ শ্রীনরেন্দ্র সরোবর, আঠারনালা-শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দির ;

(২) ২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই শুক্রবার ঃ শ্রীজগন্নাথ মন্দির পরিক্রমা করতঃ শ্বেতগঙ্গা, শ্রীগঙ্গামাতা মঠ ( বাসুদেব সার্ব্বভৌমের স্থান ), শ্রীরাধাকান্ত মঠ ( গম্ভীরা ), শ্রীসিদ্ধবকুল ( হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী ) ;

(৩) ২৪ আষাঢ়, ৯ জুলাই শনিবার ঃ শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ, শ্রীগুণ্ডিচামন্দির, শ্রীনৃসিংহ মন্দির, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর প্রভৃতি—দর্শনান্তে মঠে ফিরিয়া আসেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যেক স্থানের মহিমা বাংলা ও হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া দেন। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী। ২২ আষাঢ় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম পূজার পর ভক্তগণ কর্ত্তৃক ক্রমানুযায়ী অঞ্জলি প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয় দিবস প্রবল বর্ষণের মধ্যেও ভক্তগণ পরমোৎসাহে কীর্ত্তন করেন, শরীরে বস্ত্র সিক্ত এবং শরীরেই শুষ্ক হয়। তৃতীয় দিবসেও প্রারম্ভে কিছু বর্ষণ হয়, পরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় কাহারও রৌদ্রতাপজনিত কষ্ট হয় নাই। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

২৫ আষাঢ়, ১০ জুলাই রবিবার শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথযাত্রা দিবসে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাপ্রার্থনামুখে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বাহির হন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত নৃত্য কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায় রথাকর্ষণ বন্ধ হয়। শ্রীবলভদ্রের রথ শ্রীমঠের অতীব সন্নিকটে, সুভদ্রার রথ দুধওয়ালা ধর্ম্মশালার নিকটে, শ্রীজগন্নাথদেবের রথ অল্প কিছু অগ্রসর হইয়া অবস্থান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী রথাগ্রে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন দিনে উৎসবে আনুকূল্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন ঃ—

(১) ২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই শুক্রবার শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথিবাসরে মহোৎসবে —জম্মুর শ্রীমদন লাল গুপ্ত

(২) ২৪ আষাঢ়, ৯ জুলাই শনিবার দিবসে আসামের গুয়াহাটীর মহিলা ভক্ত শ্রীমতী মীরা রায় এবং রাত্রিতে মহাপ্রসাদের দ্বারা বৈষ্ণব সেবা—কলিকাতার শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস

(৩) ২৫ আষাঢ়, ১০ জুলাই রবিবার দিবসে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর তমলুকনিবাসী মহিলা ভক্ত শ্রীমতী ঈরাবতী পরুয়া

(৪) শ্রীরথযাত্রায়-যোগদানকারী সর্ব্বসাধারণকে খিচুরী প্রসাদ বিতরণ—কলিকাতার শ্রীবনওয়ারীলাল সিংহানিয়া।

মহোৎসবের ব্যবস্থায় শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী এবং ধর্ম্মসভার ব্যবস্থায় ও প্রচারে শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী ও শ্রীললিত মাধব দাসাধিকারী মুখ্যভাবে যত্ন করিয়াছেন।

মঠরক্ষক শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী; শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীজগদীশ ব্রহ্মচারী (শ্রীজয়দেব দাস), শ্রীযশোদা জীবন দাস বনচারী, শ্রীদয়াল দাস বনচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরোহিণীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীতরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীআশীষ দাস, শ্রীললিত মাধব দাসাধিকারী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

# আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-শীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং মঠের পরিচালক সমিতির পরি-চালনায় ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে ২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই বুধবার হইতে ৩২ আষাঢ়, ১৭ জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

পুরুষোত্তমধামস্থিত শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া ২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই মঙ্গলবার শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসমভি-ব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কলিকাতা মঠ হইতে প্রত্যুষে পৌনে পাঁচটায় রওনা হইয়া দমদম বিমান বন্দরে পৌঁছেন প্রাতের বিমানে আগরতলা যাত্রা করিবেন এই প্রত্যাশায়, কিন্তু বিমান ছয় ঘন্টা বিলম্বে বেলা ১টা ১০ মিঃ এ ছাড়ে। যদিও বিমান-কর্ত্তৃপক্ষ বোর্ডিং কার্ড লইয়া প্রাত-ভোজন লইতে ঘোষণা করেন, সাধুগণ ভগবানে অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ করেন না বলিয়া শ্রীগিরিধারী দাস ব্রহ্মচারী, যিনি সঙ্গে আসিয়াছিলেন, মঠে ফিরিয়া যান এবং বেলা ১১-৩০ টায় প্রসাদ লইয়া আসিলে বিমান বন্দরের ত্রিতলে বসিয়া সকলে প্রসাদ পান। এইরূপভাবে প্রসাদ পাওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা খুবই বিচিত্র। যাহা কল্পনা করা যায় না, তাহাও সংঘটিত হয়। বিমান-সংস্থায় বিমানাদি যথাসময়ে ছাড়ে এইরূপ সুনাম ছিল, কিন্তু সেই সংস্থাতেও ব্যবস্থাপনার বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে। আগরতলার শতাধিক ভক্ত রিজার্ভ বাসে ও মোটরকারে আগরতলা বিমান বন্দরে প্রাতে পৌঁছিয়াছিলেন শ্রীল আচার্য্য-দেবকে এবং সাধুগণকে স্বাগত সম্বর্দ্ধনার জন্য, কিন্তু বিমান পৌঁছিতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ায় তাঁহারা ফিরিয়া যান। বিমান বেলা ২টায় পৌঁছিলে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-কমল বৈষ্ণব মহারাজ এবং কতিপয় ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্ত পুষ্পমাল্যাদি ও সংকীর্ত্তন-সহযোগে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। মোটরকার ও জীপাদিতে বেলা ৩টায় সাধুগণ জগন্নাথমন্দিরে উপনীত হইলে তথায়ও অপেক্ষমান ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার ডঃ সীতানাথ দে, জেলাজজ শ্রীসুকুমার রঞ্জন সিন্‌হা, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীযমুনাধর পাণ্ডে, গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশ শাস্ত্রী, ত্রিপুরার মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীরমেশ ভাণ্ডারী। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন পুলিশ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল (অধিকর্ত্তা) শ্রীবি-জে-কে তাম্পি, আচার্য্য শ্রীশ্যামল ভট্টাচার্য্য, খাদ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীব্রজ-গোপাল রায়, শ্রীঅর্জ্জুন দাস, ও ডঃ সুমঙ্গল সেন। প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে বিশিষ্ট অতিথি হন শ্রীচিদানন্দ বর্দ্ধন আই-এ-এস্ এবং অধ্যাপক শ্রীঅশোকাঙ্কুর মুখোপাধ্যায়। 'কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি', 'ভক্তাধীন ভগবান্', 'মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেব', 'ভাগবতধর্ম্ম', 'কলিযুগ-ধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন' সভার বক্তব্যবিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ। ভাষণের আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক সুললিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত ও নাম-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

**শ্রীবি-জে-কে তাম্পি প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,**—"আমি শ্রীজগন্নাথমন্দিরে ধর্ম্মসভায় যোগ-

দানের সুযোগ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। 'ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম'-বিষয়ে বক্তৃতা দিবার আমার একটী মাত্র যোগ্যতা আমার নামের আদ্যক্ষর হ'লো B. J. K.। আমার পুরো নাম বালকৃষ্ণ জ্যোতিষ কুমার তাম্পি। ইংরাজীতে 'Bhakti', 'Jnan' and 'Karma' এর আদ্যক্ষর B. J. K.। ভগবানের প্রতি ভক্তি বাহ্য লক্ষণের দ্বারাই বিবেচিত হইবে না। উদ্দেশ্যের সততা থাকা প্রয়োজন। ভক্তির লক্ষণ বিশ্বাস, বিনয়, উপলব্ধি, সত্য ও প্রেম। অহংকার ও আসক্তিই বন্ধনের কারণ। ভক্তি 'আমি' ও 'আমার'—রূপ বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করে।"

পঞ্চম বা শেষ অধিবেশনের প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সদস্যগণের পক্ষে ইংরাজীতে লিখিত অভিনন্দন পত্র শ্রীল আচার্যদেব কর্ত্তৃক পঠিত এবং মহামান্য রাজ্যপালকে সমর্পিত হয়। রাজ্যপালের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীমঠের আচার্য্য 'ধর্ম্ম ও Religion' এর মধ্যে পার্থক্য, 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য' এবং 'কলিযুগ-ধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনের' মহিমা সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। **রাজ্যপাল শ্রীরমেশ ভাণ্ডারী সভাপতির অভিভাষণে** বলেন—'শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পবিত্র পরিবেশ দেখে আমি সুখী হয়েছি। পূর্ব্বেও আমি এখানে এসেছি। কলিযুগে হরিনাম সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম সমীচীন। 'ধর্ম্ম' ও 'Religion'
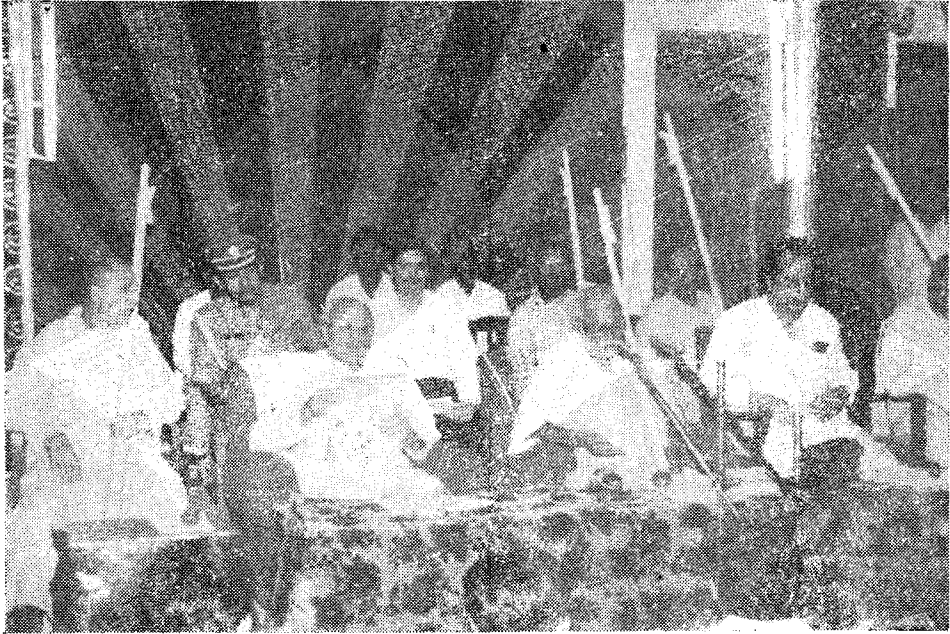
বাম দিক হইতে—শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, গভর্ণর শ্রীরমেশ ভাণ্ডারী, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ডঃ সুমঙ্গল সেন

শব্দের পার্থক্য আমি জানি। 'ধর্ম্ম' শব্দের—অর্থ শুধু একপ্রকার উপাসনা-পদ্ধতি নহে, 'ধর্ম্ম' ব্যতীত কোনও কিছুই ধৃত হ'তে পারে না। পাশ্চাত্যদেশে অর্থের প্রাচুর্য্য, ভোগের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও শান্তি নাই। শান্তিস্বরূপই শ্রীভগবান্। পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন সকলের পরমেশ্বর এক, সকলেই পরমেশ্বরের সন্তান, পরস্পরের সম্বন্ধ দর্শনে প্রীতি হবে। 'অহিংসা' শব্দের অর্থ হিংসা না করা—ইহা negative, প্রেম অর্থ প্রীতি করা—ভালবাসা, ইহা positive। ভারত কিংবা বিশ্বে বিভিন্নতা আছে ও থাক্‌বে। বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য দর্শন করলে শান্তির পথ খুঁজে পাবো। স্বার্থের কেন্দ্র এক হ'লে—সকলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত পরমেশ্বর স্বার্থের কেন্দ্র হ'লে—স্বার্থের সংঘাত থাকবে না, শান্তি সংস্থাপিত

হতে পারবে।'

২৪ আষাঢ়, ৯ জুলাই শনিবার শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন উৎসব; ২৫ আষাঢ়, ১০ জুলাই রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবেয় রথযাত্রা মহোৎসব এবং ১লা শ্রাবণ, ১৮ জুলাই সোমবার শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উৎসব সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজের ব্যবস্থায় সুন্দররূপে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। রথযাত্রার দিন আকাশ পরিষ্কার থাকায় নরনারী অগণিত সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন, পূর্ব্বে এইরূপ লোকসংখ্যা দৃষ্ট হয় নাই। রৌদ্রের প্রখর তাপে রাস্তা গরম হওয়ায় নগ্নপদে রথাকর্ষণকারী ও কীর্ত্তনকারী ভক্তগণের কিছু কষ্টানুভব হইয়াছিল। শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রায় আকাশ মেঘাবৃত ও আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকায় ভক্তগণ সুখে নৃত্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাপ্রার্থনামুখে নৃত্য-কীর্ত্তন করতঃ অগ্রসর হইলে তৎপশ্চাৎ মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ। রাজ্যসরকারের পক্ষ হইতে শোভাযাত্রার অগ্রে পুলিশ-ব্যাণ্ড এবং শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য বহু পুলিশ নিয়োগ করা হইয়াছিল। শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রায় এবং পুনর্যাত্রায় শ্রীজগন্নাথবাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তায় মেলা বসে এবং শ্রীমঠের ভিতরে আনন্দবাজার হইতে নরনারীগণের প্রসাদ পাইবারও সুব্যবস্থা হয়।

**শ্রীল আচার্য্যদেবের অবস্থিতি**ঃ—২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই বুধবার হইতে ৬ শ্রাবণ, ২৩ জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত

এইবার আগরতলার ভক্তগণের প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব গুরুপূর্ণিমা-তিথিতে আগরতলা মঠে অবস্থানে স্বীকৃত হন। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে নাট্যমন্দিরে সুসজ্জিত সিংহাসনে শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চার পূজা বিধান করেন শ্রীল আচার্য্যদেব। শ্রীমঠের সাধুগণ ও গৃহস্থ ভক্তগণ ক্রমানুযায়ী শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। অনুষ্ঠান চলাকালে সর্ব্বক্ষণ ভক্তগণ কর্ত্তৃক গুরুবৈষ্ণব মহিমাত্মক মহাজন-পদাবলী ও শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগরাগান্তে মহোৎসবে সমুপস্থিত ভক্তগণকে বিচিত্র প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক অদ্য মহোৎসবের আনুকূল্য বিধান করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন। রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় শ্রীগুরুতত্ত্ব ও গুরুপূজার আবশ্যকতা সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডিযতিগণ ভাষণ প্রদান করেন।

কল্যাণীতে শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী, জগহরিমুরায় শ্রীশৈলেন সাহা, টাউন প্রতাপগড়ে শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, ধলেশ্বরে শ্রীকৃষ্ণমোহন দেবনাথ, উজান অভয়নগরে শ্রীদুর্গাপদ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণনগরে শ্রীগৌরাঙ্গ সাহা, কৃষ্ণনগরে শ্রীঅজিত পাল, কলেজ রোডে শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহার গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ সমভিব্যাহারে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। এতদ্ব্যতীত কল্যাণীতে শ্রীজানকীবল্লভ দাসাধিকারীর গৃহেও তিনি শুভপদার্পণ করেন। শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারীর গৃহে অন্নপ্রাশন উপলক্ষে, শ্রীশৈলেন সাহার গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাকের গৃহে দুইদিন, শ্রীদুর্গাপদ চক্রবর্ত্তীর গৃহে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার আয়োজন হইয়াছিল।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হইতে পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী এবং গুণ্ডিচামন্দিরে শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী নিষ্ঠার সহিত পূজা করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন।

সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅসীমকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করদাস বনচারী, শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী, শ্রীনীলকমল দাস, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীরাজেন্দ্র দাস, শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী, শ্রীহলধর দাসাধিকারী, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীগোপাল দাস, শ্রীযোগলাল দাস, শ্রীরমণী দাসাধিকারী, ডাক্তার পি-দাশগুপ্ত, শ্রীসুধন্য দাস প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাপ্রচেষ্টায় বার্ষিক উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

# শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

# পূতচরিতামৃত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৭৬ পৃষ্ঠার পর ]

অঞ্চলে লোকবসতি খুব কম ছিল। অধিকাংশ ব্যক্তি খোলা ময়দানে শৌচাদির জন্য যাইতেন। ১৯৫৬ সালে শ্রীল গুরুদেব বৃন্দাবনে শ্রীরঙ্গজীর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী সর্ব্বেশ্বর হাবেলীতে দ্বিতল ভাড়া বাড়ীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা সংস্থাপন করেন। সেই সময় উক্ত মঠের মঠরক্ষকের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল শ্রীল গুরুদেবের দীক্ষিত শিষ্য শ্রীমথুরানাথ দাসের উপর।

শ্রীল গুরুদেবের অধ্যক্ষতায় ১৯৫৯ সালে ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও নিয়মসেবা বা শ্রীদামোদর-ব্রত ব্রজের বিভিন্নস্থানে তাঁবু-শিবিরে অবস্থান করতঃ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত উক্ত ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। পরিক্রমা মথুরা হইতে আরম্ভ হইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া সমাপ্ত হয়। সেইবার কলিকাতানিবাসী ভক্ত শ্রীসুধীর চন্দ্র রায় ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব বৃন্দাবনে নিজস্ব জমীতে মঠ সংস্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীসুধীর বাবু উক্ত সেবা করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। তাঁহারই অর্থে বৃন্দাবনে রাধানিবাসে মির্জ্জাপুর ধর্ম্মশালার সম্মুখস্থ জমী সংগৃহীত হয়। জমী সংগ্রহের পর প্রথমে জমীর চতুর্দিকে মাটীর দেওয়াল করিয়া একটি অস্থায়ী চালা ঘরে সেবক থাকিতেন। বৃন্দাবনে খালি জমীতে জবর দখল হওয়ার আশঙ্কা থাকায় পাহারাদার হিসাবে স্থানীয় পরিচিত সাহসী ব্যক্তি মিশিরকেও রাখা হইয়াছিল। ক্রমশঃ তথায় শ্রীল গুরুদেবের অবস্থান ঘর ও সেবক-খণ্ডাদি নির্ম্মিত হয়। শ্রীল গুরুদেব তৎকালে অমৃতসরে যাইয়া পুরাণো সহরে নিমকমণ্ডীস্থ বাবা শ্রীপুরুষোত্তম দাসজীর মন্দিরে মাসব্যাপী অবস্থান করতঃ প্রচার করিয়াছিলেন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি অমৃতসর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর মালিক লালা শ্রীসাইন্ দাসজী ( বিজলী-পালোয়ান ) শ্রীল গুরুদেবের সহিত দেখা করিতে নিমকমণ্ডীস্থ মন্দিরে আসেন। সমগ্র পাঞ্জাবে বিজলী পালোয়ানের নাম মহান্ দাতারূপে প্রসিদ্ধ। তিনি শ্রীল গুরুদেবকে কিছু কম্বল ও অর্থ দিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব সেই সময় তাঁহাকে বৃন্দাবনে মন্দির নির্ম্মাণের জন্য বলিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করেন। কলিকাতানিবাসী শ্রীল গুরুদেবের চরণাশ্রিত শিষ্য ইঞ্জিনিয়ার শ্রীগোপাল চন্দ্র দে নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরের নক্‌সা তৈরী করেন। উক্ত নক্‌সানুসারে নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দির প্রকাশিত হয়। ১৪ অগ্রহায়ণ, ৩০ নভেম্বর বুধবার শ্রীল গুরুদেবের সেবানিয়ামকত্বে নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হন। উক্ত শুভানুষ্ঠানে মন্দিরদাতা লালা সাইন্ দাসজীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন উপস্থিত ছিলেন। প্রাতে বৃন্দাবনে সর্ব্বেশ্বর হাবেলিতে পূর্ব্ব সংস্থাপিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ জীউর প্রাচীন বিগ্রহগণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ রাধানিবাসস্থ নূতন মঠে নব শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করেন। পূর্ব্বাহ্নে মহাভিষেক, যজ্ঞ ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনসহযোগে বিপুল সমারোহের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধা গোবিন্দের নব বিশাল শ্রীবিগ্রহগণও প্রতিষ্ঠিত হন। প্রতিষ্ঠা কার্য্য শ্রীল গুরুদেবের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত মহদনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাকার্য্যকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ। শ্রীল গুরুদেব তাঁহার পাঞ্জাবদেশীয় দীক্ষিত ত্যাগী শিষ্য শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারীকে মন্দির-নির্ম্মাণ সেবায় এবং তৎপরে বৃন্দাবন মঠের মঠরক্ষকরূপে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বৃন্দাবন মঠে ২৫ কেশব, ১২ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর সোমবার হইতে ১ নারায়ণ, ১৮ অগ্রহায়ণ, ৪ ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠানের সমারোহ হইয়াছিল। ১২ অগ্রহায়ণ সোমবার সপ্তাহব্যাপী সান্ধ্য-ধর্ম্মসভার উদ্বোধন করেন শ্রীল গুরুদেব।

বৃন্দাবন সহরের পৌর-প্রধান শ্রী-মগনলাল শর্ম্মা সমাগত অতিথি-অভ্যাগতগণকে সাদর সম্ভাষণ-মুখে ভাষণ দেন। সাহিত্যিক শ্রীপ্রভুদয়াল মিতল, মথুরার জেলাধীশ শ্রীবি, কে, মিশ্র, আই-এ-এস্, গৌড়ীয় সংঘাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, মথুরার এ্যাসিষ্ট্যান্ট সেশন জজ শ্রীরামবিহারী লাল আগরওয়াল, আগ্রা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীশম্ভুনাথ চতুর্ব্বেদী, অবসরপ্রাপ্ত জেলাধীশ শ্রীআর-পি-মিশ্র যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন। অনুষ্ঠানের শেষ দিবস অর্থাৎ সপ্তম অধিবেশনে ভারত সরকারের গৃহ, সার্ব্বজনিক নির্ম্মাণ ও সরবরাহ বিভাগের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীকে-সি-রেড্ডি প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ
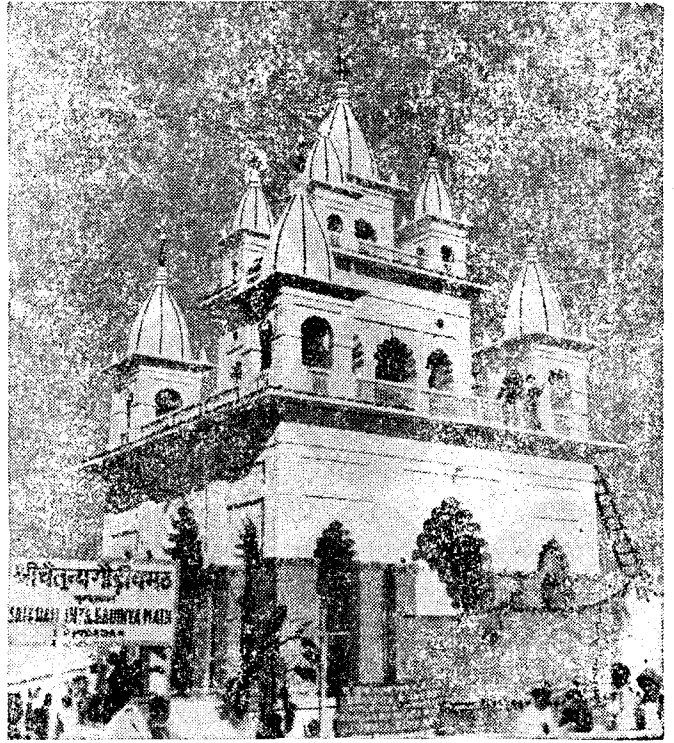
শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

প্রদান করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন—'বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক যুগের পরিণতি লক্ষ্য করিয়া বহু মনীষী ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রতি অধুনা অধিকতররূপে মনোনিবেশ করিতেছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রীও বর্ত্তমানে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতেছেন। বিভিন্নস্থানে প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা বিস্তারের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।' সপ্তাহব্যাপী ধর্ম্ম-সভায় শ্রীল গুরুদেবের অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্নদিনে ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ, পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদীপক ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ রাঘবচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর গোস্বামী এম্-এ, এল্-এল্-বি, শ্রীরাসবিহারী গোস্বামী, এম্-এ, শ্রীমৎ চক্রপাণিজী মহারাজ, শ্রীমৎ রামদাসজী শাস্ত্রী, শ্রীমৎ শরণানন্দজী মহারাজ।

লালা শ্রীসাইন দাসজী ( বিজলী পালোয়ান ) নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরের ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সাতদিনব্যাপী মহোৎসবের এবং সাধুগণের কলিকাতা হইতে বৃন্দাবন যাতায়াত পাথেয়ের পূর্ণানুকূল্য

করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। লালা সাইন দাসজীর বৃন্দাবন মঠের মন্দিরের নক্‌সা পছন্দ হওয়ায় তিনি অমৃতসর সহরের লরেন্স রোডে তদনুরূপ আরও একটি মন্দির এবং গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তাঁহার প্রীতিপূর্ণ আহ্বানে শ্রীল গুরুদেব সদলবলে অমৃতসরে তাঁহার মন্দিরে কয়েক-বার থাকিয়া প্রচার করিয়া-ছিলেন। অমৃতসরে সাইন দাস-জীর মন্দিরে অবস্থানের শেষ বারে সাইন দাসজী (বিজলী পালোয়ান) শ্রীল গুরুদেবের সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হইবে না বলিয়া আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীল গুরুদেব তাঁহাকে অনেক প্রবোধ বাক্যের দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। কিছুদিন বাদেই তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তি ঘটে, গুরুদেবের সহিত আর সাক্ষাৎকার হয় নাই।

লালা শ্রীসাইন দাসজী ( বিজলী পালোয়ান )

১৩৭০ বঙ্গাব্দের ১১ই কার্ত্তিক ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর মঙ্গলবার একাদশী তিথি হইতে ১৪ অগ্রহায়ণ, ১লা ডিসেম্বর রবিবার শ্রীল গুরুদেবের অধ্যক্ষতায় ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা, শ্রীব্রজ-মণ্ডলে শ্রীদামোদর ব্রত, শ্রীনন্দগ্রামে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব, শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উত্থানৈকাদশীতে শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাবতিথি-পূজা এবং তৎ পরদিবস মহোৎসব এবং বৃন্দাবনে শ্রীরাসপূর্ণিমা তিথি-পূজা সুসম্পন্ন হয়। শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাবতিথি-পূজায় তাঁহার সতীর্থ-গণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকা-চার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ সুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ গৌরেন্দু প্রভু, শ্রীমদ্ হরীন্দু প্রভু, শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদ্ গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী।
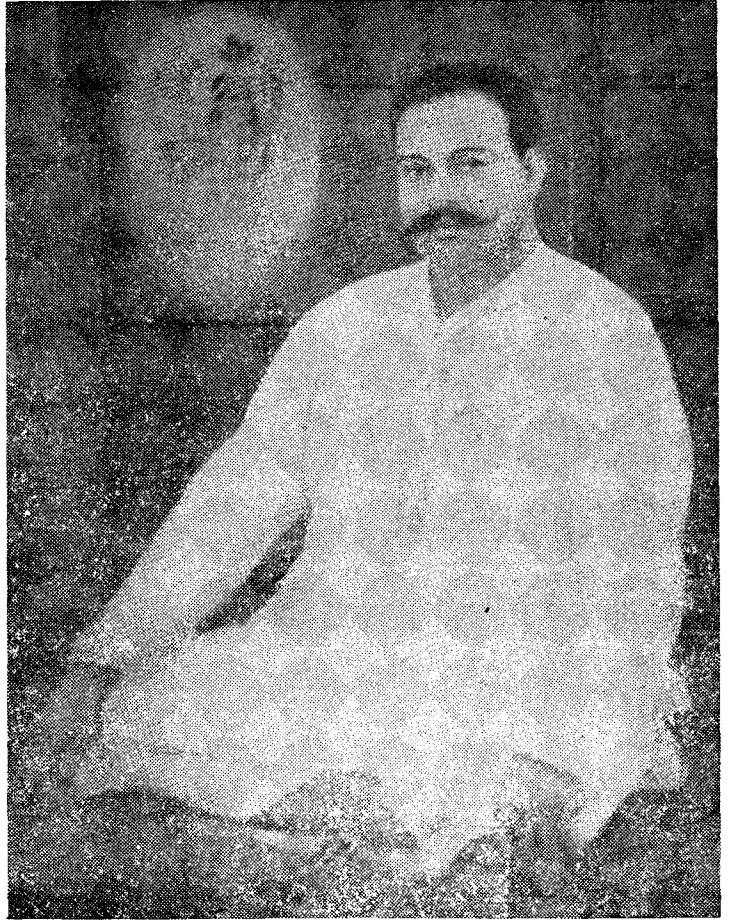
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীধাম বৃন্দাবনে শুভাগমন-লীলা স্মরণে ১২ অগ্রহায়ণ বৃন্দাবনস্থ শ্রীঅমিয় নিমাই গৌরাঙ্গ মন্দিরে অপরাহ্নে যে মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল, শ্রীল গুরুদেব তথায় আহূত হইয়া ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন।
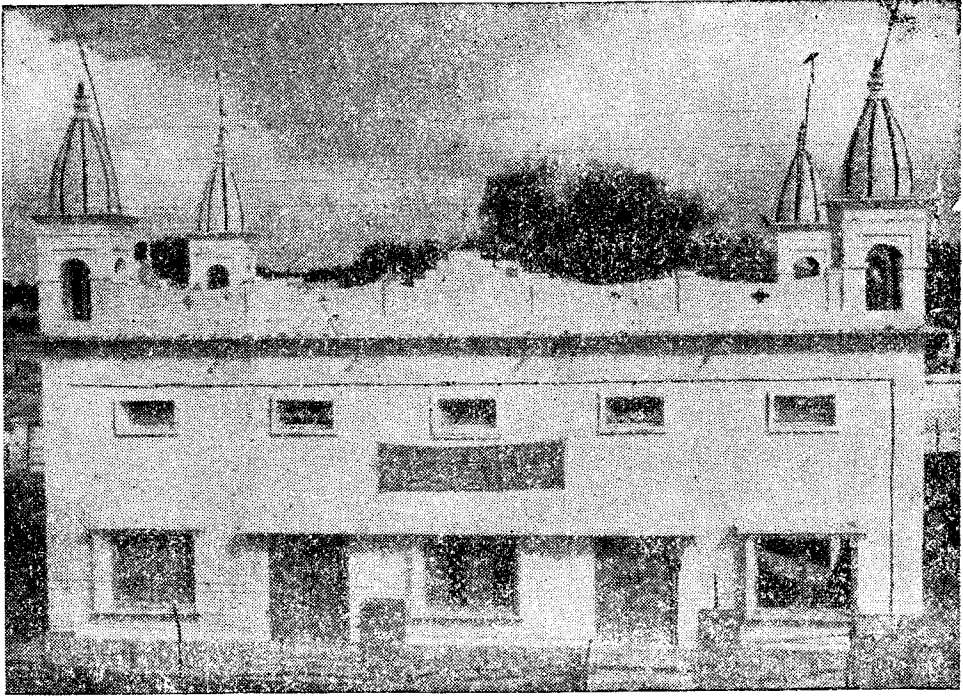
বৃন্দাবন মঠের সংকীর্ত্তন-ভবন

২৯ শ্রাবণ, ১৩৭১ ; ১৪ আগষ্ট ১৯৬৪ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল গুরুদেবের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংকীর্তন-ভবনের উদ্‌ঘাটন সংকীর্তন সহযোগে সুসম্পন্ন হয়। পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ বৈষ্ণবহোম-কার্য্য সম্পাদন করেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন-যাত্রা ও সংকীর্তন-ভবনের উদ্‌ঘাটন উপলক্ষে ২৯ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট শুক্রবার হইতে ৭ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত ১০ দিনব্যাপী ধর্ম্মসভার অধিবেশন প্রত্যহ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহদনুষ্ঠানে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং দিল্লী—প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু শত নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন। অধিকাংশ অতিথিগণের থাকিবার ব্যবস্থা মির্জ্জাপুর ধর্ম্মশালায় হইয়াছিল। দশদিনব্যাপী ধর্ম্মসভার উদ্বোধন ভাষণ প্রদান করেন পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ। শ্রীল গুরুদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্নদিনে ভাষণ প্রদান করেন—পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজ, পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ চক্রপাণি মহারাজ, শ্রীমদ্ কিশোরী দাস বাবাজী মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাসজী, শ্রীমদ্ রাঘব দাস শাস্ত্রী, শ্রীমদ্ রামদাস শাস্ত্রী, শ্রীমদ্ গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীনবেন্দু দত্ত মজুমদার আই-সি-এস ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। ৩১ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট রবিবার ও তৎপরদিবস প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমঠ হইতে বিরাট নগর সংকীর্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে। ১৪ আগষ্ট উদ্বোধন-দিবসে মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহু শত নরনারীকে

( ক্রমশঃ )

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..........
Vill..........
P. O..........
Dist..........
Pin..........

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।


কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৭৪-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা


**চতুস্ত্রিংশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা**

**অগ্রহায়ণ, ১৪০১**



সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ ( নদীয়া ) ফোন ঃ ২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম )

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম )

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯২

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম )
ফোন ঃ ৮৭৪৭৯

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৪শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ ১৪০১
১৪ কেশব, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ২ ডিসেম্বর ১৯৯৪ | ১০ম সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ, পোঃ-রাধাকুণ্ড
২৯শে আশ্বিন, ১৩৪২ ; ১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৫

প্রিয় * *

তোমাকে আজকার এখানকার air-mailএ পত্র দিয়াছি। আর এই পত্র কলিকাতা হইতে যে air-mail যাইবে, তাহাতে দিবার জন্য professor বাবুর হস্তে কলিকাতা পাঠাইতেছি। তাঁহার কলেজ ১৯শে তারিখে খুলিতেছে, সুতরাং ইহাই এখান হইতে যাইবার শেষ দিন।

তুমি "অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্যবিহার। চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্র ব্যবহার"—এই পদ্যের অর্থ জানিতে চাহিয়াছ। বিস্তৃত ভাবে 'গৌড়ীয়ে' ইহার আলোচনা যথাকালে দেখিতে পাইবে। প্রভুতত্ত্ব—মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। ইঁহারা যুগপৎ ভক্তভাব অঙ্গীকার লীলায় একজন চারি প্রকার ভক্তভাব, অপর জন তিন প্রকার ভক্তভাব, অপর জন দুই প্রকার ভক্তভাব গ্রহণ করিয়া ব্রজলীলার পরিবর্তে গৌড়ে লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব, যদিও চারিপ্রকার ভক্তভাবে স্বীয় ঔদার্য্য-লীলা দেখাইয়াছেন, তথাপি তিনি কৃষ্ণ অর্থাৎ সেব্য—ভক্তমাত্র নহেন। ভক্তশক্তি গদাধর মধুর রতির ভাবযুক্ত ও মধুর-রসাশ্রিত। তিনি শ্রীচৈতন্যের অনুগ। শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ গৌরীদাসাদি সখাগণ সখ্যরসাশ্রিত শ্রীচৈতন্যের সেবক—শুদ্ধভক্তশ্রেণীর অন্তর্গত। অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া তাঁহাদের প্রসিদ্ধি নাই। শ্রীগদাধর, শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং শ্রীজগদানন্দ, শ্রীবক্রেশ্বর প্রভৃতি গৌরবমিশ্র অন্তরঙ্গ ভক্তের ন্যূনাধিক অনুগামী। শ্রীরূপগোস্বামী। প্রভৃতি মধুর-রসের কৃষ্ণলীলায় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্রজবাসীর ভাবানুগত্যে লীলা-প্রচারকারী, শ্রীচৈতন্যের প্রিয় সেবকসূত্রে প্রেমময়ী

সেবাময়ী শ্রীরাধিকার সেবাপর অন্তরঙ্গ ভক্ত। শ্রীগৌর-লীলার সেই সকল গোপী বিষয়-বিগ্রহের পরিচর্য্যায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া পুরুষ-শরীরে দেখাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তভাব অর্থাৎ শ্রীরাধিকার ভাব হইতে কান্তি পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করায় শ্যাম স্বভাবের ও শ্যামাকৃতির সকলগুলি আবৃত করিয়াছিলেন। এই আবরণটী অচিৎশক্তির আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা-বিচারে প্রতিষ্ঠিত নহে। পরা চিচ্ছক্তির ভাবাতিশয্যে চিচ্ছক্তিমান্ সম্বিদ্-বিগ্রহ কৃষ্ণকে আবরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এজন্য ৩০৪ সংখ্যায় সেই গৌর সেই ভক্ত বিপ্রলম্ভ-বিচার বিস্তার করিয়া কৃষ্ণ ও গোপী হইতে আপাতদর্শনে পরম বিরোধ স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং ইহা জড়-চিন্তার অতীত অচিন্ত্যলীলা—জড়বুদ্ধির সুদুর্গম। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ হওয়ায় সকল শক্তি সকলের চিন্তার অন্তর্গত নহেন বলিয়া তিনি অচিন্ত্য-শক্তিমান্। তিনি সকল শক্তির পরিণতি প্রকাশ করেন না বলিয়া অদ্ভুত। যখন প্রকাশ করেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিহারে সেই অচিন্ত্যত্ব ও অদ্ভুতত্ব অর্থাৎ আশ্চর্য্যতা প্রকাশিত হয়, তজ্জন্যই পুরুষ-দেহ প্রকাশে আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার আশ্চর্য্যের বিষয়। জড়গুণের বিচার আশ্রয় না করিয়া ভক্তি ও প্রেমার চিদ্‌গুণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তিনি চিত্রগুণ জাগতিক ন্যায়-অন্যায়-ব্যবহারে ঔদাসীন হইয়া ব্রজের নির্ম্মল প্রেম আপামর সাধারণে বিতরণ করায় নামপ্রেম-প্রচার মুখে তাঁহার ব্যবহার অত্যাশ্চর্য্যজনক নামভজন-কারিগণেরই উৎক্রান্ত দশায় পরমচমৎকারময়ী বিচিত্রতা লভ্য হয়। 'তর্কে ইহা জানে যেই সেই দুরাচার' অর্থাৎ জড় ( mundane logic ) আশ্রয় করিয়া ইহাকে জড় fact-এর inference-এ logical fallacyর মধ্যে আবদ্ধ করিলে তাহার কুম্ভীপাক-নরক অবশ্যম্ভাবী।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে উদাসীন ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যলীলা এবং শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণ-লীলা বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামী উক্ত ভাব-শব্দটীর দ্বারা তর্ক নিরাস করিয়াছেন। "শ্যামের" পরিবর্ত্তে গৌর, "বংশীমুখ" এর পরিবর্ত্তে সংস্কারযুক্ত দ্বিজ, "গোপবিলাসী"র পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসী। জড়বিলাসী ও গোপবিলাসীর মধ্যে ভেদ আছে। জড় সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্ম্মপথের বা জ্ঞানপথের সন্ন্যাসী জড়ত্যাগে অসমর্থ গোপগণ যে বিলাসীর সেবা করেন, সেই বিলাস আধ্যক্ষিক জড়েন্দ্রিয়-বিলাস নহেন। এই সকল বিরোধ বাস্তবিকই সুদুর্ব্বোধ্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

# তত্ত্বসূত্র—অচিৎ-পদার্থ প্রকরণম্

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৭৯ পৃষ্ঠার পর ]

**জড়ত্বাৎ কৃতিশূন্যা চেতনপ্রেরিতা ভবতি সঞ্জাববৎ ॥ ২২ ॥**

অতএব চেতন ভিন্নত্বেন জড়ত্বাৎ কৃতিশূন্যা কিঞ্চিদপি কর্ত্তুমযোগ্যা কিন্তু চেতনেন প্রেরিতা প্রবর্ত্তিতা সতি অগ্নুত্তপ্ত সঞ্জাববৎ চেষ্টতে জগৎকর্ত্তৃ-ভবতীত্যর্থঃ, ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরমিতি শ্রীভগবদ্বচনাৎ।

ঐ অচিৎ পদার্থ জড়তা বশতঃ স্বয়ং চেষ্টা করিতে পারে না; কিন্তু চেতনের দ্বারা ক্ষোভিত হইলে কার্য্য করে। যদি বলা যায়,—ঋতু-সকলের নিয়মানুসারে সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্পসকল উঠিয়া মেঘরূপে বায়ুর দ্বারা চালিত হয় এবং উত্তাপ উপস্থিত হইলে পুনরায় বৃষ্টি হইয়া পতিত হয়। আর দেখ, গন্ধক-লৌহাদি ধাতুর সংযোগের দ্বারা পর্ব্বত-সকল ভগ্ন হয়, পৃথিবী কম্পিতা হয় এবং বন্দুক হইতে অস্ত্র সকল নির্গত হইয়া বৃহদ্‌বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদন

করে। এই সকল কার্য্যে চেতন প্রেরণা কোথা? সমস্ত সঞ্চালনের কারণই অগ্নি অর্থাৎ উত্তাপ এবং উত্তাপকেই সঞ্চালক কহা যাউক, তদতিরিক্ত চেতন-প্রেরণা মানিবার প্রয়োজন কি ?

যদিও উত্তাপকেই সমস্ত সঞ্চালনের কারণ বলিয়া লক্ষ্য হয়, তথাপি চেতন প্রেরণা ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। উত্তাপ কি পদার্থ ; বিশেষ বিচার করিলে উত্তাপকে গুণ বলা যায়। যখন অন্তঃকরণে কোন বৃত্তির বিশেষ সঞ্চালন হয়, তখনই উত্তাপ দেহে প্রকাশ হয়। প্রেমের আধিক্য জ্বর হইয়া গাত্রদাহ উপস্থিত হয় ইহা প্রসিদ্ধ। সমস্ত প্রকার প্রাকৃত পদার্থে যে উত্তাপের উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল চেতন পদার্থের ক্রিয়ার ফল বলিলেই হইতে পারে। যৎকালে পার্থিব পদার্থসকল সৃষ্টি হয় নাই তখন প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ছিল, কিন্তু চিৎস্বরূপ ঈশ্বর-বীর্য্য তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভবিতব্য শক্তিরূপা প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হওয়ায় সৃষ্টি হইল, তথাচ শ্রুতৌ—

স ঐক্ষত, স ইমাল্লোঁকানসৃজত। ( ঐতরেয় )

প্রাণিগণের জড়শরীরেও পরমেশ্বরের চিৎসত্তা বর্ত্তমান যথা, গীতাবচনং—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্।।

তথাচ ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিলোনোক্তং ভাঃ ৩।২৯।১৯

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিন্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্তবীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরন্ময়ম্।।

ভগবানের ঈক্ষণই চেতন-প্রেরণা যদ্দ্বারা প্রকৃতির গতিশক্তি ও ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি শব্দের অর্থ প্রধান—শরীর। ঐ শরীর চেতনবিহীন হইলে শব হয় এবং চেতনের দ্বারা চালিত হইলে কার্য্য করে। পরমেশ্বরের ঈক্ষণের দ্বারা ঐ প্রকৃতিতে যে ক্রিয়া-শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই উত্তাপরূপে বর্ত্তমান। অতএব উত্তাপকে স্বীকার করিয়া চেতন-প্রেরণা অস্বীকার করা কেবল আত্মবঞ্চনা মাত্র। ঐ ঈক্ষণের আভাসমাত্র উত্তাপ ও আকর্ষণ, যদ্দ্বারা সৌর-জগতের যাবতীয় গতি ও ক্রিয়া নিয়মিত হইয়াছে। তদন্তে বিশেষ ঈক্ষণের দ্বারা জীবাত্মার প্রকাশ হই-য়াছে, অতএব জীবাত্মা স্বাধীনরূপে প্রকৃতিকে চালিত করিতে পারেন।

ঋতুদিগের গমনাগমনের দ্বারা মেঘাদির উৎপত্তি ও বর্ষণ, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর জল-সংযোগের দ্বারা পর্ব্বত বিদারণ ও ভূকম্প এবং তিথিযোগে জল-বৃদ্ধি ও হ্রাস—এসকলেই ভগবানের ঈক্ষণ জনিত নিয়ম বলিতে হইবে। আকর্ষণ বা উত্তাপ কদাচ স্বয়ংসিদ্ধ গুণ হইতে পারে না। চেতন স্বয়ং বিধাতাস্বরূপ এবং আকর্ষণাদি বিধিমাত্র, অতএব বিধাতাকে অস্বীকার-পূর্ব্বক বিধি স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে। আকর্ষণ ও উত্তাপ যদিও পরিচালক হইতে সমর্থ, তথাপি তদুভয়ের নিয়ন্তাস্বরূপ চেতন প্রেরণার নিতান্ত প্রয়ো-জন, যেহেতু তদুভয়ের স্বাধীন চেষ্টা নাই।

স্বাধীন চেষ্টা ও চালনারূপ ক্রিয়ার অনেক ভেদ আছে, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। কোন পদার্থ অগ্নি-সংযোগ হইলে দগ্ধ ও শিথিল হইবে, কিন্তু সংযুক্ত অগ্নি নিজ-নিয়মিত কার্য্যব্যতীত আর কোন স্বাধীন কর্ম্ম করিতে পারিবে না। চেতনের স্বাধীন চেষ্টা কিন্তু সেরূপ নহে। চেতনের অত্যল্প প্রকাশরূপ কীট-সকলও কোন কার্য্য করিতে করিতে অন্য কার্য্যে মনোযোগ করিতে পারে।

বিশেষ বিচার করিলে জানা যায়, প্রাকৃত পদার্থের স্বরূপই জড়তা। যেমন চিৎ পদার্থের স্বরূপ চিদানন্দ, তদ্রূপ প্রাকৃত-পদার্থের স্বরূপকে ক্লেশরূপ জড়তা কহা যায়। যেমন আনন্দ চৈতন্যের স্বরূপ, তদ্বিপরীত দুঃখই জড়ের স্বরূপ। জড়তাকে আধুনিক দর্শন-বেত্তারা প্রকৃতির গুণ বলিয়াছেন কিন্তু বোধ হয় যে প্রাকৃত দর্শনের অধিকতর আলোচনার পর ঐ জড়-তাকে প্রকৃতির স্বরূপরূপে ব্যাখ্যা করিবেন। গুণ-সকল স্বরূপের বৃত্তি মাত্র। আকৃতি, আকর্ষণ, স্থিতি-স্থাপকতা প্রভৃতি গুণসকল শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে, কিন্তু জড়তাই ইহার স্বরূপ এরূপ অনুমিত হয়।

অতএব সূত্রে প্রকৃতির জড়তাপ্রযুক্ত কৃতিশূন্যতা স্বীকার করিয়াছেন। সেই প্রকৃতি চেতনপ্রেরিতা না হইলে কিছুই করিতে পারে না। অতএব 'ভবতি' শব্দ সূত্রে দৃষ্ট হয়। 'সঞ্জাববৎ' এই উদাহরণে নিশ্চয়-ভাবে দৃঢ়ীভূত হইল।

সাংখ্যের একটী মত এস্থলে বিচার্য্য। সাংখ্যেরা

বলেন প্রকৃতিই কর্ত্রী, পুরুষ নির্লেপ যথা,—'প্রকৃতিঃ কর্ত্রী পুরুষস্তু পুষ্করপলাশবন্নির্লেপঃ।

যদিও সামান্য সাংখ্যেরা বাস্তবিক প্রকৃতিতে কর্ত্রী বলেন তথাপি কপিলদেবের মত তাহা নহে, যথা ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিল বাক্যং—

প্রকৃতেগু'ণসাম্যস্য নির্ব্বিশেষস্য মানবি।
চেষ্টা যতঃ স ভগবান্ কাল ইত্যুপলক্ষিতঃ ॥

সাংখ্যেরা যে কেবল স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া থাকে—এমতও নহে, অনেক পুরাণ ও তন্ত্রেও প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব ব্যাখ্যা আছে, যথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী-মাহাত্ম্যে প্রকৃতিং প্রতি ব্রহ্মবাক্য,—

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎসৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমস্ত্যন্তেচ সর্ব্বদা ॥

এই প্রকার অনেক বাক্য আছে যদ্দ্বারা অদূরদর্শীগণ প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। প্রকৃতির মহিষাসুর-মর্দ্দন, চণ্ডমুণ্ডবিনাশ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ ইত্যাদি যে কর্ত্তৃত্ব-সূচক বাক্য আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ পণ্ডিতেরা এইরূপ করেন যে,—যে জড়পদার্থ দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হয়, সেই জড়কে স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গে ব্যাখ্যা করত কর্ত্তৃত্বারোপ করা যায়। গঙ্গাজলকে পবিত্রকারিণী, কলিকাতাকে উল্লাসিনী, কলিকে ধর্ম্মোচ্ছেদক, বিষকে প্রাণঘাতক, বিদ্যাকে অর্থদায়িনী বলাতে যেরূপ তাহাদের কর্ত্তৃত্ব রূপক-বোধক মাত্র হয়, তদ্রূপ প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বও জানিতে হইবে।

যদি কেহ কহেন যে প্রকৃতিকেই আমরা চৈতন্যরূপিনী বলি ; তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, চৈতন্যরূপ ঈশ্বরকে 'প্রকৃতি' নাম প্রদানপূর্ব্বক জড়ত্বকে 'পুরুষ' বলিলে অবশ্যই পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যসিদ্ধান্ত দোষ হয় না কিন্তু পুনরায় নাম-নির্ণয়-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে দোষ হইতে পারে। এই নাম-সকল অনাদি-সিদ্ধ নহে। এই জগতে মানবগণ নিজ নিজ ভাববাচক নাম বস্তুতে অর্পণ করে। নাম নিরূপণের সময় একটি উপমাবৃত্তির কার্য্য দৃষ্ট হয়। 'পর্ব্বত-শৃঙ্গ'—নাম যখন পর্ব্বতের উন্নত অগ্রভাগকে দেওয়া যায়, তখন গরুর শৃঙ্গের সহিত কিছু তুলনা হয়। এই প্রকার আদি ব্যবহৃত দ্রব্যের উপমার দ্বারা নূতনাবিষ্কৃত পদার্থের নামকরণ হইয়া থাকে। চেতনাচেতন দুইটী পদার্থের যখন তত্ত্বনির্ণয় হয়, তখন চেতনকে পুরুষ ও অচেতনকে প্রকৃতি বলি। সংসারে যেরূপ সৃষ্টিবিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ চেতনাচেতনের সংযোগ সৃষ্টি ক্রিয়াতে উপলব্ধি হওয়ায় স্বাধীনকর্ত্তা চৈতন্যকে 'পুরুষ' ও অস্বতন্ত্র কর্ত্রী ভবিতব্য শক্তি 'স্ত্রী' বলিয়া নামকরণ হইয়া থাকে। অতএব সমস্ত পুরাতন গ্রন্থে অর্থাৎ বেদ, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতিতে চৈতন্যকে পুংলিঙ্গের ব্যবহার করা হইয়াছে। কেবল কতকগুলি তার্কিকেরা ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাঘাত করণাভিপ্রায়ে প্রকৃতিকে চৈতন্য রূপিনী বলিয়া তত্ত্বগ্রন্থের বিবাদ ও গোলযোগ বৃদ্ধি করেন। ফলতঃ তাহারাও জড়পদার্থকে চেতনের অধীন বলিয়া স্বীকার করিবেন যেহেতু জড়তাই ঔদাসীন্য এবং পুষ্কর পলাশবন্নির্লেপ এবং ক্রিয়াই চিদ্ধর্ম্ম অতএব পুরুষ-প্রকৃতির নাম পরিবর্ত্তনে কিছু লাভ নাই।

মায়াশক্তির সহিত বদ্ধজীবের কি সম্বন্ধ, তাহা নিরূপণার্থে এইরূপ সূত্রিত হইল,—

মায়াশক্তেশ্চেতনানাং বন্ধরূপত্বং দর্শয়তি।

( ক্রমশঃ )

# সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী

## মার্কণ্ডেয় মুনি

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ]

শ্রীমদ্ভাগবতে ৪র্থ স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ের বর্ণনানুযায়ী—

ব্রহ্মার মানস পুত্র ভৃগুর বংশে মার্কণ্ডেয়, বেদশিরা, শুক্রাগর্ভ প্রভৃতি প্রথিত নামা ব্যক্তিগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দক্ষকন্যা খ্যাতির সহিত ভৃগুর বিবাহ হয়। ভৃগুর সহধর্ম্মিণী খ্যাতির গর্ভে ধাতা ও বিধাতা

নামে দুইটী পুত্র ও 'শ্রী' নাম্নী ভগবৎপরায়ণা একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মেরু ঋষি তাঁহার আয়তি ও নিয়তি নাম্নী দুইটী কন্যা ধাতা ও বিধাতাকে সমর্পণ করেন। ধাতার স্ত্রী আয়তির গর্ভে মৃকণ্ডুর জন্ম হয়। বিধাতার পুত্রের নাম প্রাণ। মৃকণ্ডু হইতে মার্কণ্ডেয় মুনি এবং প্রাণ হইতে বেদশিরার জন্ম হয়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে মৃকণ্ডুর ঔরসে ও মনস্বিনীর গর্ভে মার্কণ্ডেয় জন্মগ্রহণ করেন। মার্কণ্ডেয়ের পত্নীর নাম ধূমাবতী, পুত্র বেদশিরা।

'পিতা মৃকণ্ডু, মাতা দমোর্ণা—মহাভারত। তিনি নিজনামে পুরাণ কীর্ত্তন করেন। মার্কণ্ডেয় মহর্ষির ন্যায় আর কেহ এত দীর্ঘজীবী ছিলেন না। তিনি বিষ্ণুর নিকট হইতে বর লাভ করিয়া জীবিত ছিলেন। তিনি যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন তাহা যুধিষ্ঠিরকে কীর্ত্তন করেন ( স্কন্দপুরাণ )। পুরাণাদিবিষয়ে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তিনি সেই সন্দেহ দূর করিতেন।'—আশুতোষদেবের নূতন বাংলা অভিধান।

জন্মতিথি ও সংস্কারাদি কার্য্যে ইঁহার পূজা বিহিত।

"দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং সুবৃদ্ধং চিরজীবিনম্।
মার্কণ্ডেয়ং নরো ভক্ত্যা পূজয়েচ্চ চিরায়ুষম্॥"
—তিথিতত্ত্ব।

মার্কণ্ডেয় মুনির কথা নরসিংহ-পুরাণে ও পদ্মপুরাণে বিবৃত আছে। 'বিশ্বকোষে' এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—"ভৃগুর পুত্র মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডুর মার্কণ্ডেয় নামে এক পুত্র হয়। পুত্র জন্মিলে মৃকণ্ডু জানিতে পারিলেন এই পুত্রের দ্বাদশবর্ষকালে মৃত্যু হইবে, তাহাতে ইঁহারা অতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন। একদা মার্কণ্ডেয় পিতাকে তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি পুত্রের মৃত্যুর কথা যেরূপ শুনিয়াছিলেন সেইরূপ বলিলেন। মার্কণ্ডেয় এইকথা শুনিয়া পিতাকে কহিলেন,—'আপনার কিছুমাত্র শোক করিবার আবশ্যক নাই, আমি এইরূপ করিব যে, যাহাতে মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া চিরজীবী হইতে পারি।' পরে মার্কণ্ডেয় মুনি পিতামাতাকে আশ্বাসিত করিয়া তপস্যার জন্য বনে গমন করিলেন। বনে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া কঠোর তপোহনুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন। তপোবলে তিনি মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া চিরজীবী হইলেন।"—নরসিংহ-পুরাণ।

"মহামুনি মৃকণ্ডু সপত্নীক তপো নিরত ছিলেন, এই সময়ে তাঁহাদের মার্কণ্ডেয় নামে এক পুত্র হয়। এই পুত্রের অষ্টমবর্ষে মৃত্যু হইবে, ইহা তাঁহারা জানিতে পারেন। এইজন্য এই পুত্রের উপনয়ন দিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, 'তুমি ঋষিদিগকে অভিবাদন করিবে।' মার্কণ্ডেয় তাহাই রিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সপ্তর্ষি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মার্কণ্ডেয় ভক্তিযুক্তভাবে তাঁহাদিগকে অবনত মস্তকে অভিবাদন করিলেন। সপ্তর্ষি প্রসন্ন হইয়া 'তুমি চিরায়ুঃ হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে ঋষিগণ মার্কণ্ডেয়ের অল্পায়ুর কথা জানিতে পারিয়া চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা বালককে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা সপ্তর্ষির নিকট সকল কথা শুনিয়া মার্কণ্ডেয়কে দীর্ঘায়ু প্রদান করিলেন। ব্রহ্মার বরে মার্কণ্ডেয় ঋষি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।"—পদ্মপুরাণ।

বেদব্যাস লিখিত অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে মার্কণ্ডেয়পুরাণ অন্যতম। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা মার্কণ্ডেয়কে উপদেশ করিতেছেন এইভাবে পুরাণের উপক্রম করা হইয়াছে। এই পুরাণ পাঠ ও শ্রবণ করিলে আয়ুবৃদ্ধি, সর্ব্বপ্রকার কামনা সিদ্ধি, সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়, এইরূপ ফলশ্রুতির কথা লিখিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির-নারদসংবাদ-প্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠের দ্বাররক্ষক জয় বিজয় অভিশপ্ত হইয়া রাবণ-কুম্ভকর্ণরূপে দ্বিতীয় জন্মে ভগবান্ রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হন, পুনরায় দ্বাপরযুগে তৃতীয় জন্মে শিশুপাল-দন্তবক্র হইয়াছিলেন। নারদ ঋষি যুধিষ্ঠির মহারাজকে প্রেরণা দিলেন মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা শ্রবণের জন্য।

'তত্রাপি রাঘবো ভূত্বা ন্যহনচ্ছাপমুক্তয়ে।
রামবীর্য্যং শ্রোষ্যসি ত্বং মার্কণ্ডেয়মুখাৎ প্রভো॥'
—ভাঃ ৭।১।৪৫

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পর্যন্ত মহর্ষি শৌনকের প্রশ্নের উত্তরে সূত গোস্বামী মার্কণ্ডেয় ঋষির চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। শৌনক ঋষি ভৃগুবংশজাত ( মহাভারত অনু-

শাসন পৰ্ব্ব ৩০ অধ্যায়)। মার্কণ্ডেয় ঋষিও ভৃগুবংশ-জাত। শৌনক ঋষি স্বভাবতঃই মার্কণ্ডেয় ঋষির চরিত্র-শ্রবণে উৎসুক হইলেন। তিনি সূত গোস্বামীকে প্রশ্ন করিলেন—'মানবগণ মার্কণ্ডেয় ঋষিকে চিরজীবী বলেন। প্রলয়কালে জগৎ বিনষ্ট হইলে একমাত্র মার্কণ্ডেয় ঋষি অবশিষ্ট ছিলেন। কিন্তু ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় ঋষি এই কল্পেই আমাদের বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। এই কল্পে এখনও কোন প্রলয় হয় নাই। তথাপি তিনি একাকী প্রলয়সমুদ্রে বিচরণকালে বট-পত্রশায়ী বালকাকৃতি এক অদ্ভুত পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন শুনিয়া থাকি। আমাদের এই বিষয়ে মহাসন্দেহ ও কৌতূহল হইতেছে। পুরাণজ্ঞরূপে আপনি আমাদের সন্দেহ দূর করুন।'

শৌনক ঋষির প্রশ্নের উত্তরে সূত গোস্বামী যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার কথা ঃ— মার্কণ্ডেয় ঋষি পিতার নিকট উপনয়ন সংস্কার লাভ করিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করতঃ শ্রীহরির আরাধনায় ছয় মন্বন্তরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কেহ তীব্র তপস্যায় ব্রতী হইলে দেবতাগণ ভীত হইয়া প্রায়শঃই তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন। দেবরাজ ইন্দ্র সপ্তম মন্বন্তরে মার্কণ্ডেয় ঋষির তপ-স্যায় বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য অনুচরগণসহ কামদেবকে পাঠাইয়াছিলেন। গন্ধর্বগণ গীত-বাদ্যাদির দ্বারা, অপ্সরাগণ ও অন্যান্য রমণীগণ নৃত্যাদির দ্বারা, বসন্ত-লোভ-মদ ও অন্যান্য ইন্দ্র-ভৃত্যগণ চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপাদনের জন্য প্রবৃত্ত হইলেও এবং কন্দর্প শরাসনে পঞ্চমুখ অস্ত্রের যোজনা করিলেও মুনির ধ্যানভঙ্গ করিতে সমর্থ হইলেন না। বালকগণ যে-প্রকার সুপ্ত সর্পকে জাগ্রত করিয়া পরে সন্তপ্ত হইয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ ইন্দ্রানুচরগণও মার্কণ্ডেয় মুনির প্রতিকূল আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া পরে তাঁহার তেজে সন্তপ্ত হইয়া পলায়ন করিল। কামদেব মুনির তপো প্রভাবের নিকট পরাভূত হইলেন। অনন্তর নর-নারায়ণরূপী ভগবান্ শ্রীহরি মার্কণ্ডেয় ঋষির তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার নিকটে আবির্ভূত হইলেন। ভগবান্ শ্রীহরির নরনারায়ণরূপী বিগ্রহযুগলের মধ্যে একটি শুক্লবর্ণ-অপরটি কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহারা চতুর্ভুজ, পদ্মপলাশ-লোচন, কৃষ্ণাজিন-তরুবল্কলপরিহিত, বিবিধগুণযুক্ত, দেবশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক পূজিত। মার্কণ্ডেয় ঋষি মূর্ত্তিযুগল দর্শন করিয়া উত্থিত হইয়া অত্যন্ত ভক্তিসহকারে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ তাঁহাদিগের সম্যক্ পূজা বিধান করিলেন। ভগবানকে প্রসন্ন করিবার জন্য তিনি বহুবিধ বাক্যের দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটী স্তব—

'নান্যং তবাঙ্ঘ্র্যুপনয়াদপবর্গমূর্ত্তেঃ
ক্ষেমং জনস্য পারিতোভিয় ঈশ বিদ্মঃ।
ব্রহ্মা বিভেত্যলমতো দ্বিপরার্ধধিষ্ণ্যঃ
কালস্য তে কিমুত তৎকৃত ভৌতিকানাম্ ॥'

—ভাঃ ১২।৮।৪৩

'হে ঈশ। সর্ব্বত্র ভয়শীল জীবগণের পক্ষে অপ-বর্গস্বরূপ আপনার শ্রীচরণপ্রাপ্তিব্যতীত অন্য কোন-রূপ মঙ্গল আমরা অবগত নহি। দ্বিপরার্ধকালস্থায়ী ব্রহ্মাও ভবদীয় ভ্রূবিজৃম্ভরূপ কালের নিকট অতিশয় ভীত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাদৃশ ব্রহ্মবিরচিত প্রাণিগণের কথা আর কি বলিব ?'

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বর দিতে ইচ্ছা করিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবানের মায়া দেখিবার জন্য অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে নর-নারায়ণরূপী ভগবান 'তথাস্তু' বলিয়া বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। মার্কণ্ডেয় নিজাশ্রমে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান্মায়া দর্শনরূপ প্রয়োজন কি ভাবে সিদ্ধ হইবে তচ্চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, ভূমি, বায়ু, আকাশ ও আত্মাতে তন্ময় হইয়া হরির ধ্যান করিতে করিতে সর্ব্বত্র হরির অধিষ্ঠান দেখিতে পাইলেন। তিনি প্রেমবিভাবিত হইয়া মানসোপচারে শ্রীহরির পূজা বিধান করিলেন; কখনও বা প্রেমরসে অভিভূত হইয়া পূজা-কার্য্যে বিস্মৃতিযুক্তও হইলেন। একদিন পুষ্পভদ্রাতীরে মুনিবরের সন্ধ্যা-বন্দনাকালে প্রচণ্ডভাবে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। বায়ুর বেগের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বিদ্যুৎ ও মেঘ-গর্জ্জনের সহিত মুষলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ নক্রাদিপূর্ণ সমুদ্র মহাভয়ঙ্কররূপ ধারণ করিয়া তরঙ্গমালায় ভূতলকে প্লাবিত করিল। মার্কণ্ডেয় ঋষি নিজেকে এবং জরায়ুজাদি চতুর্বিধ

প্রাণীকে জলরাশি, বিদ্যুৎ, সূর্য্যরশ্মি-দ্বারা প্রপীড়িত ও ভূতলকে প্লাবিত দেখিয়া ভীত হইলেন। অবিশ্রান্ত-ধারায় প্রবল বর্ষণফলে সমুদ্র বায়ুর সাহায্যে জলরাশি-দ্বারা দ্বীপ, বর্ষ ও পর্ব্বতসমূহকে নিমজ্জিত করিল। ত্রিলোক প্লাবিত হইলে একমাত্র মার্কণ্ডেয় ঋষি অন্ধ ও জড়ের ন্যায় জলমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। দুস্তর অন্ধকারে পতিত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, মকর-তিমিঙ্গিলরূপ জলজন্তু-দ্বারা উৎপীড়িত বায়ু-দ্বারা আহত হইয়া, তিনি দিগ্-বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। জলের মহা-আবর্ত্তে পড়িয়া কখনও জলমগ্ন, কখনও জলজন্তুর আক্রমণ, কখনও শোক, কখনও মোহ, কখনও দুঃখ, কখনও সুখ, কখন ও ভয়, কখনও বা রোগাদির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু-যন্ত্রনা ভোগ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে বিষ্ণু-মায়াক্রান্ত চিত্তে জলে ভ্রমণ করিতে করিতে বহু সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইল। অতঃপর জলমধ্যে একদিন পৃথিবীর কোন উচ্চ প্রদেশে ফল-পল্লবসহিত একটি কোমল বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। উক্ত বটবৃক্ষের পূর্ব্বোতর কোণে একটি বটপত্রে স্বীয় দেহ-দ্বারা অন্ধকার রাশিকে বিনষ্ট করতঃ শয়ানাবস্থায় এক অপূর্ব্ব শিশু বিরাজিত আছেন দেখিলেন। শিশুর বর্ণ মহামরকতমণিতুল্য শ্যামল, বদনকমল রমণীয়, গ্রীবাদেশ ত্রিরেখাযুক্ত, বক্ষদেশ সুপ্রসস্ত, নাসিকা মনোরম, ভ্রূযুগল সুন্দর, সুশোভন কম্পমান অলকারাশি, সুরম্য কর্ণযুগলে সুশোভন দাড়িম্ব পুষ্প, অমৃত মধুর হাস্যহেতু রক্তিম অধর, ঈষৎ অরুণ-বর্ণ নয়ন, মনোরম হাস্যযুক্তদৃষ্টি, গভীর নাভীদেশ, অশ্বত্থ-পত্রসদৃশ উদর,—অলৌকিক গুণশালী এক অদ্ভুত শিশুকে মনোরম অঙ্গুলিযুক্ত হস্তযুগল-দ্বারা নিজ পদযুগল উত্তোলিত করিয়া মুখগহ্বরে স্থাপন পূর্ব্বক পান করিতেছেন। দর্শন করিয়া মুনিবর বিস্মিত হইলেন। শিশুকে দর্শনের পর মার্কণ্ডেয়ের শ্রম দূরীভূত এবং তাঁহার হৃদয়-পদ্ম ও নয়ন-কমল আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। তিনি শঙ্কিত হইলেও বালকের পরিচয় জানিবার জন্য তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শিশুর নিকট যাওয়া মাত্রই শিশুর শ্বাসবায়ুর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মশকের ন্যায় তিনি শিশুর শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। শিশুর শরীরাভ্যন্তরে প্রলয়ের পূর্ব্বকালের সুন্দররূপে বিন্যস্ত নিখিল বিশ্বকে দেখিতে পাইয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও মোহিত হইলেন। তিনি সমস্ত ভৌতিক পদার্থ-সমূহকে এবং লোকযাত্রা-নির্ব্বাহের উপযোগী অন্য বস্তুসমূহকেও প্রকাশিতরূপে দেখিতে পাইলেন, এমনকি হিমালয়, পুষ্পভদ্রা নদী, যেখানে নরনারায়ণ ঋষির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন সেই স্থান, নিজ আশ্রমাটিত দেখিলেন। এইভাবে নিখিল বিশ্ব দর্শন করিতে করিতে তিনি শিশুর প্রশ্বাস বায়ুর বেগে পুনরায় বহির্দেশে নিঃসারিত হইয়া প্রলয়-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। পৃথিবীর উন্নত প্রদেশে জাত বটবৃক্ষের পত্রপুটে শায়িত অমৃত মধুর হাস্যময় বালককে অধোক্ষজ শ্রীহরিরূপে অনুভব করিয়া সমুদ্রজলে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইলেও শিশুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তিনি তৎসন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। আলিঙ্গনের পূর্ব্বেই শিশু অন্তর্দ্ধান করিলেন। অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে মার্কণ্ডেয় ঋষির দৃষ্ট বটবৃক্ষ, জলরাশি, লোক-প্রলয় সবই অন্তহিত হইল, নিজেকে পূর্ব্বের ন্যায় নিজাশ্রমে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন।

ভগবান শঙ্কর পার্ব্বতীর সহিত আকাশে বিচরণ-কালে সমাধি-মগ্ন মার্কণ্ডেয় ঋষিকে দর্শন করিলেন। পার্ব্বতীদেবী ঋষিকে সমুদ্রের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া নিজপতি মহাদেবকে অনুরোধ করিলেন মার্কণ্ডেয়কে তপস্যায় সিদ্ধি প্রদানের জন্য। পার্ব্বতীর অনুরোধক্রমে মহাদেব তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলে মার্কণ্ডেয় ঋষি সমাধি হইতে নিবৃত্ত হইয়া পার্ব্বতীর সহিত ত্রিলোক গুরু মহেশ্বরের সম্যক পূজা বিধান করিলেন। ভগবান শঙ্কর ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের মহিমা কীর্ত্তন করতঃ শ্রীমার্কণ্ডেয়কে তাঁহার অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবান শ্রীহরিতে, ভগবদ্ভক্তে ও মহেশ্বরে অচলা ভক্তিরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অজরত্ব ও অমরত্ব, পুণ্যকীর্ত্তি, ত্রৈকালিক-জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান ও পুরণাচার্য্যত্ব বর প্রদান করিলেন।

উৎকল মাহাত্ম্য-গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—মার্কণ্ডেয় ঋষি বটপত্রে শায়িত শিশুর মুখ-গহ্বর হইতে নির্গত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে (শ্রীজগ-

ন্নাথকে ) দর্শন করিয়াছিলেন। মুনি জানিলেন পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র নিত্য, ইহাতে প্রলয় নাই। মার্কণ্ডেয় মুনি বটবৃক্ষের বায়ুকোণে সরোবর ও ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমের আদেশে তৎপ্রিয়তম শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। তদবধি মার্কণ্ডেয়েশ্বর মহাদেব তথায় বিরাজিত আছেন। তথায় মার্কণ্ডেয়েশ্বর মহাদেব ও মার্কণ্ডেয় সরোবর দর্শনীয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার রচিত শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য-গ্রন্থে কীর্ত্তন-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের মহিমা বর্ণন-প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় মুনির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র দ্বাপরযুগে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অনুধাবন করিতে না পারিয়া, কৃষ্ণ ইন্দ্রযাগ বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধন-পূজা প্রবর্ত্তন করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রজকে ডুবাইবার জন্য বারিবর্ষণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করতঃ ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিলে ইন্দ্র পরে স্বকৃত ভুল বুঝিতে পারিয়া সুরভি গাভীকে সঙ্গে লইয়া গোবর্দ্ধন তটে গোবিন্দকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের পূজা, মহাভিষেক বিধান করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ধন্য কলিতে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর ভাব ও কান্তি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে লীলা করিবেন, তৎকালে পুনরায় তিনি ভুলবশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে অপরাধ না করেন, শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করতঃ অভয় প্রদান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপধামে আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র সুরভি গাভীকে লইয়া গোদ্রুম-দ্বীপে আসিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনের জন্য। অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে সুরভি গাভীর অবস্থানহেতু উহার নাম গোদ্রুম হয়।

মৃকণ্ডসুত মার্কণ্ডেয় মুনি সপ্তকল্পকাল আয়ু লাভ করিয়াছিলেন। প্রলয়কালে সমস্ত পৃথিবী জলমগ্ন হইলে তিনি অসহায় অবস্থায় ভাসিতে ভাসিতে নদীয়াধামে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিলেন। ষোলক্রোশ নদীয়াধাম প্রলয়জলে প্লাবিত হয় নাই। সুরভি গাভী গোদ্রুমদ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন। মার্কণ্ডেয়কে অজ্ঞানাবস্থায় পতিত ও ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর দেখিয়া সুরভী গাভী দুগ্ধদানের দ্বারা তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিলেন। দুগ্ধপানে মুনি সবল হইয়া সুরভির স্তব করিলেন, স্তবে সপ্তকল্পকাল আয়ু গ্রহণের দরুণ তাঁহার দুর্দ্দশার কথাও জ্ঞাপন করিলেন। সুরভি গাভী শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনের দ্বারা সর্ব্ব দুঃখ দূর হয়, সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয় বলিয়া তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগত ১০ম স্কন্ধ ( ৮৪ আধ্যায় ) পাঠে জানা যায় কুরুক্ষেত্রে সূর্য্য গ্রহণোপলক্ষে কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা অন্যান্য রাজপত্নীগণ এবং গোপীগণ কৃষ্ণ-মহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয়াতিশয্য দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। শ্রীব্যাসদেব, শ্রীনারদ প্রভৃতি মুনিগণ কৃষ্ণদর্শনার্থ তথায় তৎকালে আগমন করিয়াছিলেন। সমাগত মুনিগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মার্কণ্ডেয় ঋষি।

# ভারতবর্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থস্থান এবং অন্যান্য তীর্থের মহিমা

## ( দক্ষিণ ভারতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থানসমূহ )

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৮৭ পৃষ্ঠার পর ]

"শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ে শ্রীলক্ষ্মী-হয়গ্রীব প্রণামকালে 'শ্রীমদ্ধনুমদ্‌ভীম-মধ্বান্তর্গত—রাম-কৃষ্ণ-বেদব্যাসাত্মক লক্ষ্মী-হয়গ্রীবায় নমঃ' বলিয়া প্রণামের রীতি দেখা যায়। শ্রীমধ্ব ত্রেতাযুগের শ্রীহনুমানের অবতার বলিয়া আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীহনুমানান্তর্গত বিষয়-বিগ্রহ শ্রীরাম, দ্বাপরযুগীয় শ্রীভীমাবতার বলিয়া

আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীভীমান্তর্গত বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীহনুমদ্-ভীমাবতার আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীমধ্বের অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ বেদব্যাস, এজন্য শ্রীরামকৃষ্ণবেদব্যাসাত্মক বেদোদ্ধারকর্ত্তা শ্রীলক্ষ্মী-হয়গ্রীবকে নমস্কার করা হইয়াছে।"—শ্রীচৈতন্যবাণী ৬ষ্ঠ বর্ষ ২২৬ পৃষ্ঠা পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ লিখিত।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যে ৩৮টি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে মায়াবাদখণ্ডন-গ্রন্থে মায়াবাদের একশত দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন।

## ফল্গুতীর্থ

"মাদ্রাজে অনন্তপুর জেলায় অবস্থিত, নামান্তর—ফাল্গুন ; বেলারী নগর হইতে ৫৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অনন্তপুরম গ্রামে শ্রীবিষ্ণু সাক্ষাৎ বাস করেন। উড়ুপীর নিকটবর্ত্তী স্থান।" —গৌঃ বৈঃ অঃ

"এইমত তাঁর ঘরে গর্ব্বচূর্ণ করি।
ফল্গুতীর্থে তবে আইলা শ্রীগৌরহরি॥"

—চৈঃ চঃ ম ৯।২৭৮

## ত্রিতকূপ

'কোচিন রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে ত্রিচুর বা তিরুশিবপুর নগর। বিশালাক্ষী মন্দির। প্রবাদ—পরশুরাম এই নগরের প্রতিষ্ঠা করতঃ শিবমন্দির স্থাপন করেন। S. Rly ষ্টেশন—ত্রিচুর।'—গৌঃ বৈঃ অঃ

## পঞ্চাপ্সরা তীর্থ

'শাতকর্ণির, মতান্তরে মাণ্ডকর্ণির, মতান্তরে অচ্যুত ঋষির তপস্যাভঙ্গোদ্দেশে ইন্দ্রপ্রেরিত লতা, বুদ্বুদা, সমীচী, সৌরভেয়ী ও বর্ণা—এই পাঁচটী অপ্সরা অভিশপ্তা হইয়া কুম্ভীররূপে সরোবরে বাস করে। পরে শ্রীরামচন্দ্র এই সরোবর দেখেন। নারদবাক্যে জানা যায় যে, অর্জ্জুন তীর্থযাত্রায় আগমন করিয়া কুম্ভীর-যোনি হইতে অপ্সরা-পাঁচটীকে মোচন করেন। তদবধি এই সরোবর তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে।'

—শ্রীল প্রভুপাদ

'এই স্থানে ঋষির তপস্যা ভঙ্গের জন্য ইন্দ্র পাঁচটী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। উহাদের নাম—লতা, বুদ্বুদা, সমীচী, সৌরভেয়ী ও বর্ণা। উহারা অভিশপ্ত হইয়া কুম্ভীররূপে সরোবরে বাস করে। পরে শ্রীরামচন্দ্র মতান্তরে অর্জ্জুন ইঁহাদের শাপ বিমোচন করেন। তদবধি ঐ সরোবর তীর্থে পরিণত হয়।'

—গৌঃ বৈঃ অঃ

## গোকর্ণ

বোম্বাই প্রদেশে উত্তর কানাড়ায় কারওয়ারের ২০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এবং মহাবলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। এস্থানে তীর্থোদ্দেশ্যে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। —শ্রীল প্রভুপাদ

'দাক্ষিণাত্যের একটি নগর'—আশুতোষদেবের বাংলা অভিধান।

## সূর্পারক

বোম্বাই হইতে ২৬ মাইল উত্তরে। থানাজিলায় সোপারা নামক স্থান। অতি প্রাচীনকাল হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত ইহা কোঙ্কানের রাজধানী ছিল।

—শ্রীল প্রভুপাদ

## কোলাপুর

বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য, ইহার উত্তরে—সাঁতারা, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে বেলগ্রাম, পশ্চিমে—রত্নগিরি। এখানে উর্ণানদী আছে। কোলাপুরে পূর্ব্বে প্রায় ২৫০টি মন্দির ছিল ; তন্মধ্যে এক্ষণে এই ছয়টি মন্দির বিখ্যাত—(১) অম্বাবাই বা মহালক্ষ্মীর মন্দির, (২) বিঠোবার মন্দির, (৩) টেম্‌বলাইর মন্দির, (৪) মহাকালীর মন্দির, (৫) ফিরাঙ্গই বা প্রত্যঙ্গিরার মন্দির এবং (৬) য়্যাল্লামার মন্দির। —শ্রীল প্রভুপাদ

'দাক্ষিণাত্যের একটি করদ ও মিত্ররাজ্য ছিল। ইহার রাজধানীর নামও কোলাপুর। ইহা অতি প্রাচীন সহর। এখানকার মহালক্ষ্মীদেবীর মন্দির অতি প্রাচীন। কোলাপুর রাজ্যটি একজন মারাঠা রাজার শাসনাধীন ছিল। বর্ত্তমানে এই রাজ্যটি বোম্বাই রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে।'

—আশুতোষদেবের নূতন বাংলা অভিধান

শ্রীমন্মহাপ্রভু কোলাপুর দর্শনের পরে শ্রীলক্ষ্মী, ক্ষীরভগবতী, লাঙ্গ-গণেশ, চোর পার্ব্বতী দর্শন করিয়া পাণ্ডরপুরে আসেন। লক্ষ্মী, ক্ষীরভগবতী, লাঙ্গ-গণেশ, চোর পার্ব্বতীর মহিমা অবর্ণিত।

## পাণ্ডরপুর বা পংঢরপুর

বোম্বাই প্রদেশে শোলাপুর জিলার অন্তর্গত মহকুমা, —শোলাপুর নগর হইতে ৩৮ মাইল সোজা পশ্চিমে। এখানে ইঠ্ঠল বা বিঠোবাদেব ঠাকুর আছেন ; তিনি —চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি। এই নগরটি ভীমা-নদীর তীরে অবস্থিত। পঞ্চদশ-শক-শতাব্দীতে এখানে তুকারাম নামক বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধু ছিলেন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

'বোম্বাই প্রদেশে ভীমানদীর তীরে শোলাপুর জিলার মহকুমা শোলাপুর নগর হইতে ৩৮ মাইল পশ্চিমে দ্বিভুজ নারায়ণমূর্ত্তি—শ্রীবিঠোবা বিগ্রহ। ভক্ত পুণ্ড-রীক এই ধামের প্রতিষ্ঠাতা।

পঞ্চদশ-শক-শতাব্দীতে এস্থানে তুকারাম নামক বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধু ছিলেন। এতদ্ব্যতীত নামদেব, বাঁকাবাঁকা, নরহরি প্রভৃতি সাধুগণের বাসস্থান। এই স্থানে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়।'—গৌঃ বৈঃ অঃ

"তাঁর ( জগন্নাথ মিশ্রের ) এক যোগ্য পুত্র
করিয়াছে সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্প বয়স ॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল ॥
প্রভু কহে পূর্ব্বাশ্রমে তিঁহো মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথমিশ্র পূর্ব্বাশ্রমে মোর পিতা ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৯।২৯৯-৩০১

মধ্য-রেলওয়ের বোম্বে-কুণা-কুরদ-ওয়াদি-রাইচুর লাইন ; ব্রাঞ্চ লাইনে পাণ্ডরপুর ষ্টেশন।

"Pandharpur town, southern Maharastra state, western India It lies along the Bhima River, west of Sholapur city. Easily reached by road and rail. It is a religious town visited throughout the year by thousands of Hindu pilgrims. Four major annual festivals are held in the town in honour of the Deities Vithoba, an incarnation of Vishnu, and his consort Rukmini. The main temple was built in the 12th century by the Yadavas of Devagiri. The town is also associated with the Maharastra poet-saints devoted to the Bhakti-cult."

—The New Encyclopædia Britannica, Volume-9 Page-110

## কৃষ্ণবেন্বা

'সহ্যাদ্রি গিরিস্থ মহাবলেশ্বর হইতে কৃষ্ণা নদীর ধারাদ্বয়ের উৎপত্তি। এই নদীতীরেই বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বসতি ছিল। বেণ্বার পরিবর্ত্তে কেহ কেহ বীণা, কেহ কেহ 'বেণী', 'সিনা' ও কেহ কেহ 'ভীমা' বলেন।' —শ্রীল প্রভুপাদ।

'সহ্যাদ্রিস্থ মহাবলেশ্বর হইতে কৃষ্ণা নদীর ধারা-দ্বয় উৎপত্তি হইয়া মছলিপটমের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই স্থানে শ্রীমন্মহা-প্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত প্রাপ্ত হন। —গৌঃ বৈঃ অঃ।

কৃষ্ণকর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হৈল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাঞা লৈল ॥
কর্ণামৃতসম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় কৃষ্ণে শুদ্ধপ্রেমজ্ঞানে ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ৯।৩০৬-৩০৭

## তাপ্তী

বর্ত্তমান নাম তাপী। ইহা মধ্য ভারতে মুলতাই-গিরি হইতে উদ্ভূত হইয়া সৌরাষ্ট্রের উত্তরাংশে পশ্চিম সাগরে পতিত হইয়াছে। —শ্রীল প্রভুপাদ।

মতান্তরে বিন্ধ্যপাদ পর্ব্বত ( সৎপুরা রেঞ্জ—বর্ত্তমান নাম ) হইতে উদ্ভূত হইয়া আরব সাগরে পতিত হইয়াছে। —গৌঃ বৈঃ অঃ।

পশ্চিম ভারতের একটি নদী। মধ্য ভারতের বিটুল জেলায় উৎপন্ন হইয়া ক্যাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪০০ মাইল। ইহার তীরে অন্যূন ১০৮টি তীর্থস্থান আছে। নদীর মোহনায় অশ্বিনীকুমার ও গুপ্তেশ্বর নামেও দুইটী তীর্থ আছে। —নূতন আশুতোষদেবের বাংলা অভিধান।

"এই নদী পশ্চিম বাহিনী ও বিন্ধ্যাচল হইতে আবির্ভূতা হইয়াছে।

'তাপীপয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা ক্ষিপ্রা চ ঋষভা নদী।
বিন্ধ্যপাদ প্রসূতাস্তাঃ সর্ব্বাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ ॥'
—( মাৎস্য ১১৩।২৭ )

বিষ্ণুপুরাণ-মতে এই নদী দাক্ষিণাত্য প্রদেশে সহ্যাদ্রি পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। নদী পশ্চিমমুখে প্রবাহিত হইয়া আরব সাগরে পতিত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণে লিখিত বিবরণ—জগদ্বিখ্যাত সোমবংশে সম্বরণ নামে এক রাজা ছিলেন। অগস্ত্য মুনির শাপে বরুণ সম্বরণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজা কঠোর তপঃ সাধন করিয়া সূর্য্যকন্যা তাপীকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হন। এই তাপী অশেষ পাপদহনী ও অতিশয় রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন। তাপী নদীতে স্নান দীপদানাদির মহিমা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

এখন এই নদী তপ্তী বা তাপ্তী নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইহা দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশের একটি প্রধান নদী। মূলতাই নগরে একটি পবিত্র তীর্থ আছে। অনেকে তাহা হইতে তাপ্তী নদীর উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন। তাপ্তী দৈর্ঘ্যে ৪৫০ মাইল এবং প্রায় ৩০,০০০ বর্গমাইল স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও সকলস্থানে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে না। এমন কি ইহার মোহানা হইতে ১৭ মাইল উপরে জোয়ার গেলে স্থানে স্থানে হাটিয়া পার হওয়া যায়। সুরাট বন্দরে যে সকল জাহাজ আসিয়া লাগে তাহা এই নদী দিয়াই যায়।

প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তে তাপ্তীর তীরবর্ত্তী বোড়ন নামক গ্রামে মহামেলা হইয়া থাকে; তাহাতে সহস্র সহস্র যাত্রী সমাগম হয়। সুরাটের ২ মাইল দূরে গুপ্তেশ্বর ও অশ্বিনীকুমার তাপ্তীর তীরে এখন সর্ব্বপ্রধান তীর্থ।" —বিশ্বকোষ।

"Tapti River—river in Central India, rising in the Gawilgarh Hills of the Central Deccan Platean in South-Central Madhya Pradesh State. It flows westward between two Spurs of Satpura Range, across the Jalgaon Platesu in Maharashtra state and through the plain of Surat in Gujarat State to the Gulf of Cambay (an inlet of the Arabian Sea), It has total length of about 435 miles (700 km) and drains an area of 25200 square miles (65,300 square km). For the last 32 miles (51 km) it is tidal but is navigable by small vessels. The port of Swally at the river's mouth, well known in Anglo-Portuguese Colonial history, is now deserted, having become silted up. The Tapti flows roughly parallel to the longer Narmada River to the North, from which it is separated by the main part of the Satpura Range. The two river valleys and the intervening range form the natural barrier between northern and peninsular India. Its three major tributaries—The Purna. Girna and Panjhra—flow from the south in Maharashtra."

New Encyclopædia Britannica
Volume 11, Pege 555

## মাহিষ্মতীপুর

'চুলিমহেশ্বর'; মহাভাঃ সভা পঃ সহদেবের দিগ্বিজয়ে ৩১ অঃ ২১ শ্লোকে—

"ততো রত্নান্যুপাদায় পুরীং মাহিষ্মতীং যযৌ।
তত্র নীলেন রাজ্ঞা স চক্রে যুদ্ধং নরর্ষভঃ ॥"

পূর্ব্বে গুজরাটের ব্রোচ্-জিলায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের স্থান। —শ্রীল প্রভুপাদ।

ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত, নর্ম্মদা নদীর উত্তরে। নামান্তর চুলি মহেশ্বর। পূর্ব্বে গুজরাটের ব্রোচ্ জিলায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের স্থান। বি-বি-সি-আই রেলওয়ে আজমের খাণ্ডোয়া লাইনে—মৌ ষ্টেশন।
—গৌঃ বৈঃ অঃ।

ভারতের এক প্রাচীন নগরী। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে এখানে হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন

রাজত্ব করিতেন। স্কন্দপুরাণমতে এই নগর নর্ম্মদা-তীরে অবস্থিত। এখানে রেবাজলে সহস্রার্জ্জুন বহু স্ত্রী লইয়া জলক্রীড়া করিতেন। রাবণ তাঁহার বল-বীর্য্য না জানিয়া তাহার সঙ্গে এখানে যুদ্ধ করিতে আসিয়া সহস্রার্জ্জুনের হস্তে বন্দী হন। মহাভারতে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে রাজসূয়কালে সহদেব এখানে কর আদায়ের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎকালে এখানে নীলরাজ রাজত্ব করিতেন। গরুড়পুরাণে এই স্থান একটি মহাতীর্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধ প্রাধান্যকালেও মাহিষ্মতী সমৃদ্ধিশালিনী ও বহু পণ্ডিতের বাসভূমি বলিয়া সমাদৃত ছিল।—বিশ্বকোষ।

( ক্রমশঃ )

# শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণু-পাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, হেড অফিস ৩৫-সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ কলিকাতা মঠে এবং ভারতব্যাপী শাখা-মঠসমূহে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব ৩১ শ্রাবণ ( ১৪০১ ), ১৭ আগষ্ট ( ১৯৯৪ ) বুধবার পবিত্রারোপণী একাদশী হইতে ৪ ভাদ্র, ২১ আগষ্ট রবিবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব-পৌর্ণমাসীতিথি পর্য্যন্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস ১২ ভাদ্র, ২৯ আগষ্ট সোমবার ও তৎপরদিবস শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদবিতরণ-মহোৎসব তত্তৎ মঠের মঠরক্ষক ও সেবকগণের সেবাপ্রযত্নে নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

**পশ্চিমাঞ্চল-প্রচার-কেন্দ্র চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে** শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতিথি-বাসরে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি নিবেদন করিতে এবং শ্রীভগবল্লীলোদ্দীপক মনোজ্ঞ প্রদর্শনী দর্শনের জন্য অগণিত ভক্তের ও দর্শনার্থীর সমাবেশ হইয়াছিল। মঠরক্ষক— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ।

**উত্তরাঞ্চল-প্রচারকেন্দ্র শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে** স্থানীয় নরনারীগণ ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত-অতিথি শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনী দর্শনের জন্য প্রত্যহ বহু দর্শনার্থীর ভীড় হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব বৃন্দাবন মঠের বার্ষিক ঝুলনযাত্রা উৎসবে যোগদানের জন্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদারিদ্র্য-ভঞ্জন ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে ১৩ আগষ্ট শনিবার প্রাতে পূর্ব্ব-এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে নিউদিল্লী মঠে পৌঁছিয়া দুই রাত্রি তথায় অবস্থান করতঃ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীসতীশ আগরওয়ালার ব্যবস্থায় দুইটী মারুতি গাড়ীতে ১৬ আগষ্ট মঙ্গলবার বৃন্দাবনে মথুরারোডস্থ মঠে পূর্ব্বাহ্ণ পৌনে ১০ ঘটিকায় উপনীত হইলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। নিউদিল্লী মঠ হইতে শ্রীমোহিনীমোহন দাস ব্রহ্মচারীও সঙ্গে আসিয়াছিল। [ কলিকাতা হইতে যাত্রাকালে হাওড়া ব্রিজের নিকট ট্র্যাফিক-জাম হেতু মঠ হইতে প্রাতঃ ৭-৩০ টায় রওনা হইয়াও পূর্ব্বাহ্ণ ৯টা ১৫মিঃ এর গাড়ী পূর্ব্ব-এক্সপ্রেস কিছু বিলম্বে ছাড়ায় কোনও প্রকারে শেষ মুহূর্ত্তে যাইয়া ধরিতে পারা গিয়াছিল। একটী ট্যাক্সির ব্রহ্মচারিগণকে স্ট্র্যাণ্ড রোডে নামিয়া মালপত্রসহ পদব্রজে ছুটিয়া গিয়া গাড়ী ধরিতে হয়। গাড়ী ধরিতে না পারিলে যাত্রি-সাধারণের কি প্রকার দুর্ভোগ ও ক্ষতি হয় তাহা বুঝিয়া বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের অবিলম্বে এই বিষয়ে বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা উচিত। ] দেরাদুন মঠে সেবকাভাব হওয়ায় শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদারিদ্র্যভঞ্জন দাস ব্রহ্মচারী ১৯ আগষ্ট মঙ্গলবার বাসযোগে দেরাদুন যাত্রা করেন।

বৃন্দাবন মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের অবস্থিতিঃ—

৩০ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট সোমবার অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তনভবনে ২১ আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত অপরাহ্ণকালীন বিশেষ ধর্ম্মসভায় সাধন-ভজনের পরিপোষক বিভিন্ন বিষয়ে হিন্দীভাষায় প্রত্যহ সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ প্রাতের সভায় হরিকথা বলেন। ১ ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাবতিথি-বাসরে প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণকে লইয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীরাধাদামোদর মন্দির, ইম্‌লিতলা, শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দির প্রভৃতি দর্শন করেন। শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে শ্রীরূপগোস্বামীর সমাধিমন্দির ও ভজনস্থলীতে প্রণতি জ্ঞাপনান্তর তাঁহার কৃপা-প্রার্থনাসূচক মহাজনপদাবলী ভক্তগণ কর্ত্তৃক শ্রীবৈষ্ণবানুগত্যে অনুকীর্ত্তিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীল রূপ গোস্বামীর পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কথা বলেন।

৪ ভাদ্র, ২১ আগষ্ট শ্রীবলদেব প্রভুর শুভাবির্ভাব-পৌর্ণমাসীর ব্রত উদ্‌যাপন এবং তৎপরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ণিমাতিথিতে বহু নর-নারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হন।

উৎসবানুষ্ঠানের ব্যবস্থাতে মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন—অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ এবং মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ।

শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টীসহ শ্রীসতীশ আগরওয়া-লের দুইটী মোটরকারে ২২ আগষ্ট সোমবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় নিউদিল্লী যাত্রা করেন কলি-কাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য।

**শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, কালিয়দহ (বৃন্দাবন)—**

৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট শনিবার কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব বহু ভক্তের সমাবেশে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব ও শতাধিক ভক্ত উক্ত দিবস প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ মথুরারোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে বাহির হইয়া শ্রীল সনা-তনগোস্বামীর সমাধিমন্দির, শ্রীমদনমোহন মন্দির, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন গোস্বামী মহারাজের ভজনকুটীর দর্শনান্তে কালিয়দহস্থিত মঠে পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় পৌঁছিয়া বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। নগর-সংকীর্ত্তন সহ যাত্রাকালে প্রবল বর্ষণে ভক্তগণ সিক্ত হইলেও তাঁহাদের ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে উৎসাহ হ্রাস পায় নাই। শরণাগত ভক্ত কোনও অবস্থাতেই বিচলিত হন না। কালিয়দহ মঠে পূর্ব্বাহ্ণে নাট্যমন্দিরে বিশেষ সভায় ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণে স্বধামগত শ্রীমাখন-চন্দ্র পাল মহোদয়ের এবং তাঁহার পুত্রগণের সেবা-প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাহারা শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির, সিংহদ্বার, অতিথিভবনের ঘর নির্ম্মাণে আনুকূল্য করতঃ উত্তরোত্তর মঠের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করায় সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। মাখনবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশঙ্কর পাল উৎসবানুষ্ঠানে আনুকূল্য করতঃ সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়াছেন। মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে সমবেত ব্রজবাসিগণকে, সাধু-এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

ব্যবস্থাপকদ্বয় ঃ—মঠরক্ষক শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী।

**আসামে পূর্ব্বাঞ্চল-প্রচারকেন্দ্র গুয়াহাটীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে** শ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলন-যাত্রা ও শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনী দর্শনে এবং শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রত-পালনে ও মহোৎসবে অগণিত দর্শনার্থীর ও ভক্তের সমাবেশ হয়। উক্ত বৃহদ্‌ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহা-রাজ তথায় যান। তিনি ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন।

মঠরক্ষক ঃ—শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী

এতদ্‌ব্যতীত নিম্নলিখিত দক্ষিণাঞ্চল-প্রচার-

কেন্দ্রে ও শাখা-মঠসমূহে শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন-যাত্রা, শ্রীভগবল্লীলা-প্রদর্শনী ও শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব-অনুষ্ঠানে নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন ঃ—

(১) **অন্ধ্রপ্রদেশে দক্ষিণাঞ্চল প্রচারকেন্দ্র হায়দরাবাদ** শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ শ্রীবিশ্বম্ভরদাস ব্রহ্মচারিসহ উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শুভ পদার্পণ করেন। মঠরক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ।

(২) **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ীবাজার (নদীয়া)** মঠরক্ষক ঃ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ

(৩) **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দির, আগরতলা ( ত্রিপুরা )** মঠরক্ষক ঃ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ

(৪) **সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, চক্‌চকাবাজার, জিলা-বরপেটা ( আসাম )** মঠরক্ষক ঃ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ।

নিম্নলিখিত শাখামঠসমূহে শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয় ঃ—

(১) **শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)** মঠরক্ষক ঃ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ।

(২) **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ডি-এল্ রোড, দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ)** মঠরক্ষক ঃ—শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(৩) **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়ালপাড়া (আসাম)** মঠরক্ষক ঃ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ।

(৪) **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন ( উত্তর প্রদেশ )** ব্যবস্থাপক ঃ—শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

(৫) **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাহাড়গঞ্জ (নিউদিল্লী)** ব্যবস্থাপক—শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী।
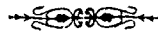
# কলিকাতা মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব নগর-সংকীর্ত্তন ও পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং মঠের গভর্ণিং বডির পরিচালনায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য্যালয় দক্ষিণ কলিকাতা ৩৫-সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ১১ ভাদ্র ( ১৪০১ ), ২৮ আগষ্ট ( ১৯৯৪ ) রবিবার হইতে ১৫ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত পাঁচদিন-ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় নরনারীগণ ব্যতীত মফঃস্বল হইতে এবং কলিকাতা সহরের নিকটবর্ত্তী জিলা হইতেও বহু-ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। মঠ-কর্ত্তৃপক্ষ অতিথিগণের অবস্থান, প্রসাদ-সেবা—তাঁহাদের সৎকারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১১ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট রবিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস-বাসরে শ্রীকৃষ্ণের আবাহন-গীতি শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনযোগে সম্পন্ন করিবার জন্য ভক্তগণ অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তনশোভা-যাত্রাসহযোগে মঠ হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৫-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠে ফিরিয়া আসেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্য-কীর্ত্তনসহযোগে অগ্রসর হইলে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। মেদিনীপুর জিলার আনন্দপুর ও মেচেদার ভক্তগণ পরমোৎসাহে

মৃদঙ্গবাদন-সেবার দ্বারা ভক্তগণের সংকীর্ত্তনের উল্লাস বর্দ্ধন করেন।

১২ ভাদ্র, ২৯ আগষ্ট সোমবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-তিথিপূজা—অহোরাত্র উপবাস, সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধপারায়ণ, রাত্রি ১১টা হইতে রাত্রি ১২-৩০টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলাপ্রসঙ্গ-পাঠ, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মহাভিষেক আরাত্রিক দর্শন ও শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন সহযোগে—সহস্রাধিক নরনারী মঠে অবস্থান করতঃ উদ্‌যাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ কর্ত্তৃক বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, ভোগ ও আরাত্রিক অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার সহায়করূপে ছিলেন শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও পূজারী শ্রীপ্রাণপ্রিয় ব্রহ্মচারী। শেষ রাত্রি ৩ ঘটিকায় সমবেত ব্রতপালনকারী ভক্ত-গণকে ব্রতানুকূল ফল-মূলাদি অনুকল্প প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

পরদিন শ্রীনন্দোৎসবে ঠাকুরের ভোগ-রাগান্তে যে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীবিদ্যুৎ-সঞ্চালিত শ্রীভগবদ্‌লীলা উদ্দীপক চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী-দর্শনের জন্য প্রত্যহ রাত্রিতে অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়। ব্যবস্থাপক—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধি-বেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম্ ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীরাধারমণ দেব, দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লস-এর বাংলা বিভাগের রিডার কবি-অধ্যাপক ডক্টর পলাশ মিত্র, পদ্মশ্রী ডাঃ শ্রীঅনুতোষ দত্ত ও কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতা মুখ্য-ধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার নায়ক, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বিধায়ক ডাঃ হৈমীপ্রসাদ বসু, শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরম-পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীচন্দন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত বিচার-পতি শ্রীঅবনীমোহন সিন্‌হা। সভার আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'সংসাররূপ দাবানল হইতে মুক্তির উপায়', 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্তের পূজা ভগবানের পূজা হইতে বড়', 'বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান' ও 'যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন'।

শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-যতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ৯৬ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াছেন, শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উৎসবে যোগদানের জন্য পুরী গিয়াছিলেন। তথায় গুরুতর অসুস্থলীলাভিনয় করিলে সুচিকিৎসার জন্য সেবকগণ তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া ( Kuthari ) কুঠারি হাসপাতালে ভর্ত্তি করেন। পক্ষকাল চিকিৎসার পর তিনি কিছুটা সুস্থানুভব করিলে এবং মঠে আসিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলে সেবকগণ তাহাকে মঠে লইয়া আসেন। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত সন্ন্যাসী-শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবুধ বোধায়ন মহারাজ সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নিকটে অবস্থান করতঃ নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসবে যোগদান করিতে পারিবেন, ইহা কেহ স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি প্রথম তিন দিনের ধর্ম্মসভায় নীচে নামিয়া সভামণ্ডপে বসেন এবং ভাষণও প্রদান করেন। তাঁহার মনোবল অপরিসীম। মঠের সেবকগণকে উৎসাহিত করিবার জন্যই তিনি কৃপা-পূর্ব্বক সভায় যোগ দেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহা-রাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ,

বেহেলা-শ্রীচৈতন্য আশ্রমের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপ গোবিন্দ মহারাজ।

সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারীর মুখ্য সেবা-প্রযত্নে এবং শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীমুরারিমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীগিরিধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ব্রহ্মচারী-সেবকগণের সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে **বিচারপতি সুকুমার চক্রবর্ত্তী** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—‘আমরা যাঁরা গৃহস্থ, দেহ-সম্পর্কিত স্ত্রী, পুত্রকে কেন্দ্র করে আমাদের সংসার। সাধুদের সংসার আমাদের চেয়ে বড়। তাঁদের সংসার কৃষ্ণকেন্দ্রিক। কৃষ্ণকেন্দ্রিক সংসারে ত্রিতাপজ্বালা নাই। দেহ-কেন্দ্রিক সংসারে ত্রিতাপজ্বালা আছে ঠিক, কিন্তু সংসারে যদি সর্ব্বক্ষণ জ্বালা থাক্‌তো সকলেই আত্মহত্যা করতো। অবিদ্যার সংসারেও সুখের মায়া আছে। সুখের আশায় জীবগুলি জীবিত থাকে। অবিদ্যার সংসারে মানুষ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মৎসরতাদির দ্বারা আক্রান্ত হ’য়ে কষ্ট পায়। বিদ্যার সংসারে দয়া-বিবেক-চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ থাকায় অবিদ্যার সংসারের মত অশান্তি নাই। কৃষ্ণভক্তিহীন সংসারই জ্বালাময়। কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন জীবের অশেষ দুর্দ্দশা দেখে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গঙ্গাজল-তুলসী দিয়ে পূজা করতঃ গোলকপতি শ্রীহরিকে অবতরণ করাইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হ’য়ে জীবের যাবতীয় দুঃখের কারণ নির্দ্দেশ করলেন কৃষ্ণবিস্মৃতি। কলির জীব তপস্যা, যজ্ঞ, ধ্যানাদির দ্বারা ভগবৎস্মৃতিলাভে সমর্থ নহে, হরিনাম সংকীর্ত্তনই একমাত্র উপায়রূপে নির্দ্দেশিত হয়েছে। বহু ভক্ত মিলিত হয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে হরিসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। উচ্চ হরি-সংকীর্ত্তনের দ্বারা স্ব-পর সকলেরই কল্যাণ সাধিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর রচিত শিক্ষাষ্টকে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের মহিমা কীর্ত্তন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারাই সংসাররূপ দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হবে। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে হরিসংকীর্ত্তনের জন্য সাধুসঙ্গ অত্যাবশ্যক। ‘সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ।।’

**বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার নায়ক প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন**—‘আমি নিজেই ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলছি, তা’ হ’তে মুক্তির উপায় আমি কি ক’রে বল্‌বো। সংসার দুঃখময়, প্রত্যেকের মধ্যেই দুঃখ আছে। অর্থ আছে তো বিদ্যা নাই, বিদ্যা আছে তো স্বাস্থ্য নাই, কোন না কোন অভাবের দ্বারা জীব দুঃখী। কারই শান্তি নাই। কারও কারও মধ্যে ধারণা অর্থ সমানভাবে বণ্টন কর্‌লেই শান্তি আস্‌বে। উহা শুন্‌তে মধুর। যে দেশে অর্থের প্রাচুর্য্য আছে, সে দেশে শান্তি কোথায়? আমার আমেরিকায় ওয়াশিংটনে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানে অর্থের প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু পারিবারিক অশান্তি এত বেশী, প্রতি বৎসর বিশ হাজার মানুষ হত্যা হয়। আমেরিকাতে বিষয়সুখ আছে, কিন্তু ভালবাসা নাই। রাশিয়াতে, যেখানে সাম্যবাদ ছিল, সেখানেও ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। দেহের প্রয়োজনীয় বস্তু পেলেই সুখ হবে, এটা ভুল কথা। জীব স্বরূপতঃ আত্মা। আত্মার প্রয়োজনীয় বস্তু অনাত্মা নহে। আত্মার প্রয়োজন আত্মা, সমস্ত অণু আত্মার কারণ পরমাত্মা জীবের পরম প্রয়োজন। পরমাত্মার বিমুখতা হতেই দেহাত্মবোধ প্রবল হয়। সেই ভগবৎবিস্মৃতি সমস্ত কিছুর অশান্তির মূল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবৎস্মৃতির সহজ পথ দেখিয়েছেন শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন। শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীহরিতে প্রেম এবং শ্রীহরির সম্বন্ধে সর্ব্বজীবে প্রীতি হবে। এই পন্থাতে বিশ্বে শান্তি আস্‌তে পারে।

( ক্রমশঃ )

# শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

# পূতচরিতামৃত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৯৬ পৃষ্ঠার পর ]

শ্রীরাধাকৃষ্ণজী চামাড়িয়া

বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। শ্রীশ্রী-রাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন-ভবনে ২ ভাদ্র, ১৮ আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ৭ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত অতীব চিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনী প্রদর্শিত হয়। বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা, চলচ্ছক্তিযুক্ত মূর্ত্তির সাহায্যে অভিনব শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনী দর্শনের জন্য স্থানীয় নরনারীগণ ব্যতীত সমগ্র মাথুরমণ্ডল ও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়। দর্শন সময় প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ১০-৩০ টা। ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

নবনির্ম্মিত সংকীর্ত্তন-ভবনের পূর্ণানুকূল্য এবং বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতানিবাসী শেঠ শ্রীরাধাকৃষ্ণজী চামাড়িয়া শ্রীল গুরুদেবের ও বৈষ্ণবগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ চামাড়িয়া প্রদর্শনী-বিষয়ে অভিজ্ঞ শ্রীগজানন চামাড়িয়াজীকে কৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনী সাক্ষাৎভাবে তত্ত্বাবধানের জন্য নিয়োগ করেন। তৎকালে বৃন্দাবন মঠে অবস্থান করিতেছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরানাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীবীরভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরা প্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীললিতকৃষ্ণ বনচারী।

১৫ ভাদ্র ১৩৭১, ৩১ আগষ্ট ১৯৬৪ সোমবার শ্রীনন্দোৎসব-বাসরে উত্তর প্রদেশের মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথ দাস শ্রীমঠ পরিদর্শনের জন্য শুভাগমন করিলে মঠের সাধুগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

১৩৭৩ বঙ্গাব্দে ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীল গুরুদেবের অধ্যক্ষতায় শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাকালে উত্থানৈকাদশী তিথি-বাসরে ( ৭ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর বুধবার ) শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাবতিথি-পূজা গোকুল মহাবনের অন্তর্গত ব্রহ্মাণ্ডঘাটে সম্পন্ন হয়। ভক্তগণ অক্রূরঘাট ও ভাতরোল দর্শন করিয়া দ্বাদশীতিথি-বাসরে বৃন্দাবন মঠে পৌঁছিয়া শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে যোগ দেন। সান্ধ্য ধর্ম্ম-সভায় শিষ্যগণের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য শ্রীল গুরুদেব উপদেশামৃত পরিবেশন করেন। এতদ্‌ব্যতীত 'গুরুতত্ত্ব ও গুরুপূজার আবশ্যকতা' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ, পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ।

৩০ শ্রাবণ, ১৩৭৪ ; ১৬ আগষ্ট, ১৯৬৭ বুধবার হইতে ৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীল গুরুদেবের অধ্যক্ষতায় বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সুরম্য সংকীর্ত্তন-ভবনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের

ঝুলনযাত্রা উৎসব উপলক্ষে কলিকাতার শেঠ ধাম্মিকপ্রবর শ্রীরাধাকৃষ্ণ চামাড়িয়াজীর সেবা-প্রচেষ্টায় বিদ্যুচ্চালিত মূর্ত্তির সাহায্যে যে কৃষ্ণলীলা-উদ্দীপক অভূতপূর্ব্ব মনোরম দৃশ্যাবলী প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা দর্শনে স্থানীয় নরনারীগণ ব্যতীত মথুরা, হাতরাস, আগ্রা প্রভৃতি উত্তর প্রদেশের এবং দিল্লী ও পাঞ্জাব হইতে অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হইয়াছিল। শ্রীমতী আনন্দময়ী মাতা, শ্রীহরিবাবা, শ্রীপ্রভু দত্ত ব্রহ্মচারী প্রভৃতি স্থানীয় ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের আচার্য্যগণ এবং রাজস্থানের মন্ত্রী কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ, মথুরার জেলাধীশ, জেলাজজ, সাব-জজ, এ-ডি-এম্, এস্-পি, ডি-এস্-পি, ডি-এম্-ও প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও দর্শনে আসেন। তাঁহারা দৃশ্যাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতঃ শ্রীল গুরুদেবের প্রতি হার্দ্দী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমঠের নিকটবর্ত্তী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালের স্বামীজিগণও অভিনব কৃষ্ণলীলা প্রদর্শনীর কথা শুনিয়া মঠে দর্শন করিতে আসেন এবং শ্রীল গুরুদেব কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া মহাপ্রসাদও সম্মান করেন। স্বামীজিগণ কেহ কেহ পূর্ব্বে শ্রীল গুরুদেবের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য মধ্যে মধ্যে মঠে আসিতেন। দর্শনার্থীর ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার হইতে পুলিশের ব্যবস্থা থাকিলেও শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে দর্শনের সুশৃঙ্খলতা রক্ষার জন্য পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লীর পুরুষ শিষ্যগণের দ্বারা পুরুষ দর্শনার্থী এবং মহিলা শিষ্যগণের দ্বারা মহিলা দর্শনার্থীর ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেবের প্রকটকালে বৃন্দাবন মঠের ঝুলনযাত্রা-উৎসব এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনী প্রতি বৎসর ঐরূপভাবে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয় এবং তদ্দর্শনে অগণিত দর্শনার্থী আসেন।

১৩৭৫ বঙ্গাব্দ ২০ আশ্বিন, ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ ৭ অক্টোবর সোমবার হইতে ২৫ কার্ত্তিক, ১১ নভেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীল গুরুদেবের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীদামোদর-ব্রতকালে আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমার—শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থস্থানসমূহের ও অন্যান্য স্থানসমূহের দর্শনের বিরাট আয়োজন হইয়াছিল। ভক্তগণ দর্শন করিয়াছিলেন গয়া, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী, ডাকোর, প্রভাস, সোমনাথ, সুদমাপুরী ( পোর বন্দর ), দ্বারকা, বেট দ্বারকা, সিদ্ধপুর, শ্রীনাথদ্বার, পুষ্কর, জয়পুর, মথুরা, বৃন্দাবন ( বৃন্দাবন হইতে বাসযোগে গোকুল মহাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন, নন্দগ্রাম, বর্ষাণ প্রভৃতি ), হস্তিনাপুর ( নিউ দিল্লী), কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, নৈমিষারণ্য, মিশ্রিক, অযোধ্যা ও বারাণসী।

১৩৭৬ বঙ্গাব্দে ৮ কার্ত্তিক, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৫ অক্টোবর শনিবার পূর্ণিমা তিথি হইতে ৭ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করতঃ শ্রীল গুরুদেবের অধ্যক্ষতায় শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীদামোদর-ব্রত পালন এবং বিভিন্ন বনে শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী দর্শন বৃন্দাবনমঠে অবস্থান করতঃ বাসযোগে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উত্থানৈকাদশী-তিথিতে শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা অনুষ্ঠিত এবং ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন স্থান হইতে প্রেরিত ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি সভায় পঠিত হয়।

৫ কার্ত্তিক ( ১৩৭৯ ), ২২ অক্টোবর ( ১৯৭২ ) রবিবার শারদীয়া রাসপূর্ণিমা-তিথি হইতে ৫ অগ্র-হায়ণ, ২১ নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণের হৈমান্তিকী রাসপূর্ণিমা-তিথি পর্য্যন্ত; ২৮ আশ্বিন ( ১৩৮২ ), ১৫ অক্টোবর (১৯৭৫) বুধবার শ্রীএকাদশী বাসর হইতে ২৭ কার্ত্তিক, ১৪ নভেম্বর শুক্রবার উত্থানৈকাদশী-তিথি পর্য্যন্ত; ২৫ আশ্বিন (১৩৮৫), ১২ অক্টোবর (১৯৭৮) বৃহস্পতিবার একাদশী-তিথি হইতে ২৪ কার্ত্তিক, ১১ নভেম্বর শনিবার শ্রীউত্থানৈকাদশীতিথি পর্য্যন্ত শ্রীল গুরুদেবের সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত পালন ও ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা সম্পন্ন হয়। ১৯৭৫ ও ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে ব্রজ-মণ্ডল পরিক্রমাকালে শ্রীকৃষ্ণের হৈমন্তিকী রাসপূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবন মঠে ভক্তগণ অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দের ব্রজ-পরিক্রমায় অবস্থান শিবির—(১) মথুরায় কিষাণ ভবন,

ভেম্পিয়ার পার্ক (২) গোবর্দ্ধন—ডিগ্ দরজা (৩) কাম্যবনে বিমলাকুণ্ড তীর (৪) বর্ষাণে (৫) নন্দগাঁওয়ে পাবন সরোবর কলেজ (৬) কোশী (৭) ব্রহ্মাণ্ডঘাটে গোকুল মহাবন (৮) শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ। ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে অবস্থান-শিবির—(১) মথুরায় ভিওয়ানিধর্ম্মশালা (২) গোবর্দ্ধনে মৈনা ধর্ম্মশালা (৩) কাম্যবনে বিমলাকুণ্ড-তীর (৪) বর্ষাণায় ধাতরিয়া ধর্ম্মশালা (৫) নন্দগাঁওয়ে পাবন সরোবরের তটে পরম পূজ্যপাদ বন মহারাজ প্রতিষ্ঠিত ইন্টার কলেজ (৬) কোশীতে লালা গয়ালাল আগরওয়াল স্মৃতি-ভবন (৭) গোকুল বহাবনে শ্রীচৈতন্য পৌড়ীয় মঠ (৮) বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে। এক শিবির হইতে অন্য শিবিরে ভক্তগণ বিছানাপত্র সহ বাসযোগে গিয়াছিলেন।

১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীল গুরুদেবের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত শেষ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় শ্রীল গুরুদেব অসুস্থতার লীলাভিনয় করায় সমস্ত শিবিরে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু বৃন্দাবন মঠে অবস্থান করতঃ সর্ব্বদা সংবাদ লইতেন এবং পরিক্রমা নিয়ন্ত্রণ করিতেন। মথুরায় উচ্চ টিলায় উঠিয়া শ্রীবরাহদেব দর্শন করিতে গিয়া তিনি গুরুতররূপে অসুস্থলীলাভিনয় করিলে ভক্তগণ শঙ্কিত হন। ডাক্তার শ্রীহলধর দাসের সেবা-শুশ্রূষায় কিছু সুস্থানুভব করিলে মথুরা ধর্ম্মশালায় তিনি ফিরিয়া আসেন। মধুবন-তালবন-কুমুদবন পরিক্রমার দিনও তিনি মধুবনে পৌঁছিয়া অসুস্থ অনুভব করিলে মধুবনস্থ ভজনকুটীর শ্রীগৌড়ীয়-সেবাশ্রমে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। শ্রীগোবর্দ্ধন-শিবিরেও তিনি গিয়াছিলেন। কিন্তু হৃদ্‌রোগে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ অত্যাবশ্যক ডাক্তার পুনঃ পুনঃ সাবধান করায়, তিনি বিশ্রামের জন্য বৃন্দাবন মঠে যান। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্বে ছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের দর্শন হইতে এবং তাঁহার শ্রীমুখপদ্মবিনিঃসৃত উপদেশবাণী শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হইয়া পরিক্রমাকারী ভক্তগণের পরিক্রমাকালে পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দানুভব হয় নাই।

২৪ শ্রাবণ (১৩৮০), ৯ই আগষ্ট (১৯৭৩) বৃহস্পতিবার হইতে ২৯ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবন মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তন-ভবনে বিদ্যুচ্চালিত মূর্ত্তির সাহায্যে যে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনীর বিপুল সজ্জার আয়োজন হইয়াছিল, তাহার উদ্‌ঘাটন করেন পাঞ্জাবের মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীমহেন্দ্র মোহন চৌধুরী। শ্রীমহেন্দ্র মোহন চৌধুরী শ্রীল গুরুদেবের পূর্ব্ব পরিচিত। তিনি প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বাঞ্চল কেন্দ্র আসাম প্রদেশে গৌহাটীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসামের মন্ত্রীপদে ও মুখ্যমন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে দুইবার শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘকালবাদে মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী ও শ্রীল গুরুদেব বৃন্দাবনে মিলিত হইয়া হৃদয়ে যারপর নাই প্রসন্নতা লাভ করিলেন।

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

১৬ মাঘ (১৩৬৬), ৩০ জানুয়ারী (১৯৬০) শনিবার পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলায় জেলা-সদর কৃষ্ণনগর সহরে গোয়াড়ীবাজারে শ্রীল গুরুদেব কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের একটি শাখামঠ সংস্থাপিত হয়। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারীর (শ্রীসন্তোষ কুমার মল্লিকের) অনুপ্রেরণায় স্বধামগত শ্রীযোগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী করুণাময়ী কুণ্ডু গোয়াড়ীবাজারস্থ নিজ বসতবাড়ীটি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখাকেন্দ্র সংস্থাপনের জন্য নির্ব্ব্যূঢ়সত্বে দান করেন। শ্রীমতী করুণাময়ী কুণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিক এবং শ্রীল গুরুদেবের কলিকাতা মঠের তৎকালীন মঠরক্ষক পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু উক্ত শুভকার্য্যে আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা, শ্রীগিরিধারী ও শ্রীশালগ্রামসহ শ্রীল গুরুদেব সংকীর্ত্তনমুখে ভক্তগণের সহিত গৃহে প্রবেশ করিয়া নূতন শাখা মঠের প্রকাশ ঘোষণা করেন। উক্ত মঠের শুভ প্রকাশ উপলক্ষে শ্রীল গুরুদেবের অধ্যক্ষতায় স্থানীয় টাউন হলে ১৭ মাঘ, ৩১ জানুয়ারী ও ১৮ মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী ; স্থানীয় এ-ভি-স্কুলে ৭ চৈত্র (১৩৬৬), ২১ মার্চ্চ (১৯৬০) সোমবার হইতে ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ বুধবার

পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী এবং স্থানীয় গেট্‌রোডস্থ দুর্গাবাড়ীতে ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে ১৬ চৈত্র, ৩০ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট সান্ধ্য-ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। দুর্গাবাড়ীতে সপ্তাহব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
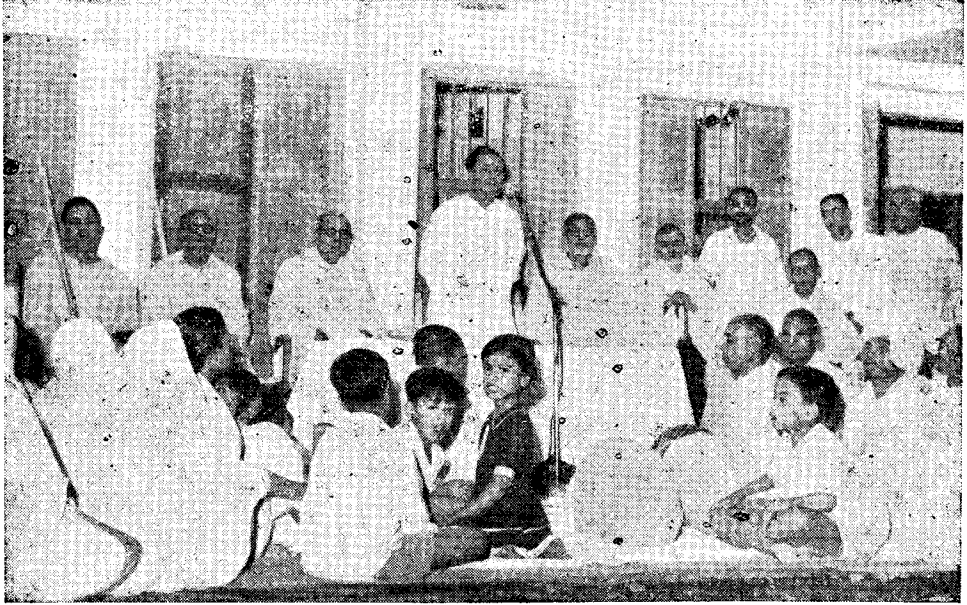
দুর্গাবাড়ীতে ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন ( ২৬ মার্চ্চ )
ডঃ **নীরদবরণ** চক্রবর্ত্তী ( ভাষণ দিতেছেন ) তাঁহার বামপার্শ্বে শ্রীল গুরুদেব, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, দক্ষিণপার্শ্বে—শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ

শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ এবং অধ্যাপক ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্ত্তী। শ্রীল গুরুদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত তাঁহার সতীর্থগণ বিভিন্নদিনে ভাষণ প্রদান করেন। ১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ রবিবার কৃষ্ণনগর সহরের মুখ্য রাজপথ দিয়া বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থদ্বয় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের সুললিত ভজন-কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী প্রভুর নগর-সংকীর্ত্তনে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধন করে।

২৭ আষাঢ় ( ১৩৬৮ ), ১২ জুলাই ( ১৯৬১ ) বুধবার হইতে ৩১ আষাঢ়, ১৬ জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-শ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠানের সমারোহ হয়। ২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই বৃহস্পতিবার গুণ্ডিচামন্দিরমার্জ্জন-তিথিতে পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে এবং পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজের সহায়তায় শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠাকার্য্য

( ক্রমশঃ )

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name........................................
Vill........................................
P. O........................................
Dist........................................
Pin........................................

## নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

চতুস্ত্রিংশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৪০১

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ** ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর** ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ ( নদীয়া ) ফোন ঃ ২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম )

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম )

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম )
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৪শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ ১৪০১
১৪ নারায়ণ, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, শনিবার, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ { ১১শ সংখ্যা

## শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪২ ; ১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার পত্র পাইলাম। শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী মহোপদেশক মহাশয়ের পত্রও পাইয়াছি। তোমার শরীরের যথোপযোগী বল লাভ কর নাই, জানিলাম। আরও কিছুদিন কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখ।

আমি গতকল্য গয়া হইতে কলিকাতা ফিরিয়াছি। দিল্লী ও গয়া মঠের উৎসব ও প্রতিষ্ঠা মঙ্গলমত সমাপন হইয়াছে। তোমার সেবোন্মুখতা পাটনার ভক্তগণ শতমুখে গান করিয়াছেন। ম * * এর ভক্তগণ সেরূপ আদর করেন নাই, জানিলাম। * * ও * * উভয়স্থানের গৃহস্থ ভক্তগণ হরিসেবার উদ্দেশ্যে মঠবাসী ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের ন্যায় উপার্জ্জনের অংশের শতকরা শতাংশ হরিসেবায় দিতে পারেন না, ইহা তাঁহারা জানেন ; তজ্জন্য যদি তাঁহারা অধিকাংশ বিত্ত মঠসেবার পরিবর্ত্তে গৃহসেবায় ব্যয় করেন, তাহা হইলে তাহা ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসিগণের দুঃখিত হইবার বিষয় নহে। উঁহারাও যখন মঠবাসী বা সন্ন্যাসী হইয়া স্ব-স্ব উপার্জ্জনের সমস্ত দিতে থাকিবেন, তখন উঁহাদিগকেও সেকালে গৃহস্থগণ নিন্দা করিবেন, জানিবে। অনেক গৃহস্থের মঠের উদ্দেশ্যে অর্থ দিতে কষ্ট হয় বলিয়া তাঁহারা অকিঞ্চনগণের দোষ দেখিয়া থাকেন। তাঁহারাও মঠবাসী হইলে নিজ নিজ দোষ দেখিতে পাইবেন। মঠবাসী না হওয়া পর্য্যন্ত মঠবাসীর দোষ দেখা স্বাভাবিক। সহ্য করিতে শেখা মঠবাসীর একটা প্রধান কার্য্য। গৃহস্থগণ উপার্জ্জন করেন। ত্যক্তগৃহস্থগণের উপার্জ্জিতবিত্তের সর্ব্বাংশ

হরিসেবাময়। তাহাই গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের বৈশিষ্ট্য। গৃহস্থগণ ভগবৎসেবায় আংশিক দিয়া অধিকাংশ নিজ-সেবায় ও মঠবিরোধীর সেবায় ব্যয় করিতে ভালবাসেন। সুতরাং গৃহপাল্যগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যদানমুখে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্ত-বঞ্চনা স্বাভাবিক।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ ; ২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৬ই নভেম্বরের পত্র পাইলাম। কেনোপনিষদে লিপিবদ্ধ আছে যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নির্দ্দিষ্ট শক্তি লাভ করিয়া আধিকারিক দেবগণ নিজ নিজ শক্তির পরিচালনা করেন। আবার সেই শক্তি পুনর্গৃহীত হইলে তাঁহাদের নিজ-নিজ শক্তি থাকে না। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকরস্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন। আমরাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীরূপ, শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশ্যেই সকল কার্য্য করি। ভক্তি-পথ ছাড়িয়া দিলে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মত্ব আমাদিগকে গ্রাস করে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ

২৩শে পৌষ, ১৩৪২ ; ৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৬

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১১ই পৌষ তারিখের পত্র পাইয়া তথাকার সকল সমাচার জানিলাম। ওখানকার মঠের কিছু দেনা হইয়াছে, শুনিয়াছি। একটুকু চেষ্টা করিলেই শোধ হইবে। আপনার নানাবিধ ক্লেশের কথা জানিয়া চিন্তিত রহিলাম। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম আপনাকে অচিরেই ঐ সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন।

প্রয়াগের পারমার্থিক-প্রদর্শনী গতকল্য উন্মুক্ত হইয়াছে। আমি অদ্য সন্ধ্যায় কলিকাতায় যাত্রা করিব, স্থির করিয়াছি। যাহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা হইতে অন্য ইতর বস্তু অভিলাষ করে, তাহাদিগকে প্রশংসা করা যায় না ; উহা তাহাদের মন্দ ভাগ্যের বিষময় ফলস্বরূপ। যাহাদের মঙ্গল বিলম্বে আসিবে, তাহাদের অকালপক্বাবস্থার ফল লাভবান-রূপে গ্রহণ করা যায় না। আপনি উহাদের সম্বন্ধে কোন চিন্তা করিবেন না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

# তত্ত্বসূত্র—অচিৎ-পদার্থ প্রকরণম্

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২০০ পৃষ্ঠার পর ]

**সা পরেঽননুরক্তানাং কারাবদ্দেহাদিবন্ধনরূপা ॥২৩॥**

সা প্রকৃতি, পরে পরমেশ্বরে অননুরক্তানাং অনুরাগশূন্যানাং স্বতন্ত্র স্বভাবাৎ তৎকৃতাজ্ঞা লঙ্ঘনপরাণাং দেহাদি বন্ধনরূপা ভবতি। যে চ মন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযান্তি যথাকর্ম্ম যথা শ্রুতমিতি শ্রুতেঃ।

সেই জড়ই বদ্ধজীবের দেহস্বরূপ। জীব চিদানন্দপদার্থ অতএব তাহার প্রাকৃত দেহের অপেক্ষা নাই কিন্তু পরানুরক্তিরূপ স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া বহির্ম্মুখ জীবগণ জড়দেহে যন্ত্রিত আছেন। এই দেহই জীবের কারাগার। আত্মা কখনই সংকীর্ণ পদার্থ নহেন, কিন্তু জড়দেহের সম্বন্ধে প্রকৃতির স্বভাব যে জড়তা ও দুঃখ তাহা ভোগ করিতেছেন।

তথা কঠোপনিষদি,—

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।

গীতায়াং—সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥

বদ্ধজীবের যে দেহ ও সত্ত্বা, তাহার কোন অংশ জীব এবং কোন অংশটী জীবের কারাগার, ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। দেহাত্মাভিমানরূপ ব্যাধির দ্বারা জীবের অনেক ক্লেশ হয়। কখন কখন কেবল এই ব্যাধিক্রমে পরতত্ত্বকে বিস্মৃত হইয়া বারম্বার বদ্ধ যন্ত্রণা হয়। জন্মবশতঃ ভেদাভেদ ও উচ্চ-নীচতা-জ্ঞান যে সকল ব্যক্তিদের মনে সর্ব্বদা জাগরিত থাকে, তাহাদের পারমার্থিক মঙ্গল অত্যন্ত দুর্ঘট, অতএব গীতায়াং শ্রূয়তে—

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ বাস্তবিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য অবগত হইতে না পারিয়া জ্ঞান ও ভক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষেও ঐ সকল শাসন অযুক্তরূপে নিয়োগ করিয়া পারমার্থিক-হানি প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ পণ্ডিতলোকেরা বর্ণাশ্রমের শাসন প্রতিপালন করিয়াও সমদর্শী হইয়া জ্ঞান ও ভক্তির পক্ষে ঐ শাসনের দৃঢ়তার শিথিলতা করেন। অধিকার ও অনধিকার বিচার না করিলে কখনই বিধির মর্ম্মজ্ঞ হওয়া যায় না। মানবদেহ কেবল কারাগার মাত্র, ইহার সহিত আত্মার অনিত্য সম্বন্ধ অতএব ইহাতে যে কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করা যায়, ততদিনই মানব তৃণ-অপেক্ষাও আপনাকে নীচ জ্ঞান করিবেন। এই দেহ যখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় তখন যে পদার্থ অবশেষ থাকে, তাহা—

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে॥ এতদ্বৈতৎ॥

অতএব যাহা দেহের সহিত পতিত হয়, তাহাই জড়প্রকৃতি ও তাহাই জীবাত্মার সংশোধনার্থে কারারূপ হইয়াছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটী পদার্থ দেহকে নির্ম্মাণ করে,—এরূপ প্রাচীন বাক্য আছে। পদার্থ-তত্ত্ববিদ্যার দ্বারা এই পাঁচটীকে যদি সংক্ষেপ করতঃ চারিটী করা যায়; তথাপি আত্মা ও জড়দেহ বিশেষরূপে ভিন্ন থাকিবে। এই জড়তত্ত্বকে ভিন্ন করিয়া আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এই জড় শব্দে কোন্ কোন্ পদার্থ বাচ্য হয় এবং জড়ের কি কি গুণ, ইহা উত্তমরূপে অনুসন্ধান না করিয়া কেহ চৈতন্য-পদার্থের স্পষ্টোপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না। এজন্য জড়তত্ত্বগ্রন্থ-সকলকেও আদর করা এবং সেই তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তাদিগকে পুরস্কৃত করা বিধেয়। অতএব ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেবের বাক্য যথা,—

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বানাং লক্ষণং পৃথক্।
যদ্বিদিত্বা বিমুচ্যেত পুরুষঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ॥

জীব জড়দেহে আবদ্ধ হইয়া রোগ, শোক, মোহ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি অনর্থের বশীভূত হইবে। যাহারা ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখকে অধিক জ্ঞান করে, তাহারা অত্যন্ত মূঢ়। তাহাদের বাস্তবিক দুঃখকেই সুখ-ভ্রম হইয়া থাকে। চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মার জড়ে কি সুখ হইতে পারে? জড়দেহের দাস্য করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ-স্বরূপ ভগবচ্চরণ হইতে বঞ্চিত হইয়া সামান্য ইন্দ্রিয়ার্থের জন্য জীবসকল পরস্পর বিবাদ করিয়া অধঃস্থ হয়। জগৎকে ভোগের স্থল বলিতে গেলে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত হয় না। অতএব দেহাদিরূপ জগৎ জীবের পক্ষে কেবল কারাগার-স্বরূপ। জীবের আবাসস্থল অন্যত্র অন্বেষণীয়। বদ্ধাবস্থায় আমাদের বিচার দেশকালভাবে আবদ্ধ থাকায় ও প্রাকৃতগুণে জড়ীভূত হওয়ায়, কোন প্রকারে আমাদের স্বধর্ম্মের প্রতিরূপ মনে উদয় হয় না, কেবল আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা তাহার অস্তিত্বের কিঞ্চিন্মাত্র উপলব্ধি হয়। তাহাকে ধাম বা নিত্য আস্থা কহা যায়। ঐ শুদ্ধ অবস্থা হইতে জীবের পতন হইলে এই জড়-জগতে আবদ্ধ থাকিয়া পুনরায় উন্নত হইবার জন্য সংস্কৃত হইতে থাকে। কোন কোন জ্ঞানীপুরুষ এই ভৌতিক আবরণকে কয়েকভাগে বিভক্ত করিয়া পঞ্চ-

কোষময় জীবকে ব্যাখ্যা করেন। অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ ও মনোময় কোষ—এই তিনটীকে ভৌতিক আবরণ এবং বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ—এই দুইটীকে সূক্ষ্ম আবরণ বলা হয়। অধিকতর আলোচনার দ্বারা অনুমিত হয় যে, পরমেশ্বরে যাহাদের অনুরাগ খর্ব্ব হয় তাহারাই স্বধাম হইতে চ্যুত হইয়া দেহাদিরূপ কারাগৃহে বদ্ধ হয়। সূত্রে 'আদি'-শব্দ সমস্ত প্রাকৃত আবরণকে বুঝায়।

**অনাদিরনন্তা চ পরমেশ্বরশক্তিত্বাৎ ॥ ২৪ ॥**

সা প্রকৃতিরনন্তাচ পরমেশ্বরস্য শক্তিবিশেষত্বাৎ।
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপীতি স্মৃতেঃ ॥

অবিদ্যা পরমেশ্বরের আদ্যাশক্তিসম্ভূতা অতএব কারণগুণে জীবের ন্যায় এই অচিৎ পদার্থকেও অনাদি অনন্ত বলা যায়। কিন্তু পরমেশ্বরের নিত্য-সত্যতার সহিত ইহার সত্যতার তুলনা হইতে পারে না, যেহেতু ইহার সত্যতা পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 'যতো বা ইমানি ভূতানি' প্রভৃতি অনেক শ্রুতিদ্বারা এই বিষয় স্থিরীকৃত হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে প্রথম শ্লোক ঃ—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা কালকে নিত্যপদার্থে শ্রেণীভুক্ত করেন। অতএব সূত্রিত হইল, তস্যা অনাদ্যনন্তায়া অপি ঔপাধিকিং দেশকালাবস্থাং নিরূপয়তি সূত্রদ্বয়েন,—

**কালেনার্থান্তরং বদ্ধানাং প্রকৃতিসম্বন্ধরূপত্বাৎ ॥২৫॥**

কালস্য পৃথক্ পদার্থত্বং কেচিন্মন্যন্তে যথা প্রকৃতেঃ কালরূপত্বে প্রমাণং মার্কণ্ডেয়পুরাণবচনং কলাকাষ্ঠাদি রূপেণ পরিণাম প্রদায়িনি। তন্মতং নিরাকরোতি কালোনাম ন পদার্থ বিশেষঃ, কিন্তু সম্বন্ধমাত্রম্।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে অনেক বিষয়কে কোন সাধারণ লক্ষণ দ্বারা সংক্ষেপ করতঃ কোন এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া তত্ত্বসংখ্যার লাঘব করা যায়। অনর্থক পদার্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করা কদাচ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। অতএব সূত্রকার চেতন ও অচেতন এই দুইটী পদার্থ স্বীকার করিয়া অন্য সমুদায় পদার্থকে ইহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। শাণ্ডিল্য ঋষিও এই দুই পদার্থ মাত্র স্বীকার করেন,—চেত্যাচিতোর্ন তৃতীয়ম্।

নৈয়ায়িকেরা অনেক নিত্যপদার্থ স্বীকার করেন, তন্মধ্যে কালও তাঁহাদের মতে নিত্য। কিন্তু বিশেষ বিচার করিলে কালকে প্রাকৃত পদার্থ বলা যাইতে পারে যেহেতু ইহা অচেতন। অনেক স্থলে কালকে ভগবানের প্রভাব বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিলেনোক্তং—

প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ম্।
অহঙ্কার বিমূঢ়স্য কর্ত্তুঃ প্রকৃতিমীয়ুষঃ ॥

প্রকৃতি অবলম্বনপূর্ব্বক যে সকল ব্যক্তিরা দেহাত্মাভিমানাসক্ত হন, তাহাদের কালরূপ ভগবৎ-প্রভাব দ্বারা ভয় হয়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে কাল প্রকৃতির পৌরুষ-সম্বন্ধবিশেষ। তাহা বদ্ধজীবের প্রকৃতি সম্বন্ধ হইতে প্রকাশ পায়। জীবের অভাবে প্রকৃতি নির্জীব, তাহার কোনরূপ চেষ্টা থাকিত না। আরও যথা, জীব না থাকিলে প্রকৃতির সত্ত্বা উপলব্ধি কে করিত? প্রকৃতি নিত্য থাকিয়াও অর্থবিহীন থাকিত; অতএব চৈতন্যের সংযোগে প্রকৃতির সত্ত্বোপলব্ধি ভাব,—তাহাই কাল। বদ্ধজীবদিগের পক্ষে কালের আদি-অন্ত নিরূপিত হয় না যেহেতু তাহাদের বিচার কালের অধীন। জীবের নিত্যমুক্ত অবস্থায় কালের সহিত কিছু সম্বন্ধ থাকে কিনা তাহার বিচার আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ 'সমস্ত সত্ত্বাই কালের অধীন' এরূপ চিন্তা করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বও কালান্তর্গত এরূপ তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু এ বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত এই যে, পরমেশ্বর কখনই কালের বশীভূত নহেন কেন না, যে ব্যক্তি সমস্ত নিয়মের কর্ত্তা, তিনি কখনই কোন নিয়মের অধীন হইতে পারেন না। যদি কালকেই তাঁহার বিক্রম কহা যায়, তাহা হইলেও কাল তাহার বশীভূত হয়। কিন্তু অস্তিত্বভাব কখনই কালভাব হইতে স্বতন্ত্ররূপে অনুভূত হয় না। তবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাউক অথবা কালের স্বাধীন কোনপ্রকার অস্তিত্বের স্বীকার করা যাউক। শেষ

সিদ্ধান্তই আমাদের স্বীকৃত, যেহেতু যুক্তিও তাহারই পোষকতা করে। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব কালের বশীভূত নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইল। সামান্য প্রাকৃত পদার্থে অস্তিত্ব ও কাল পরস্পর সহযোগী। কিন্তু পরমেশ্বর অসাধারণ বস্তু, অতএব তিনি সাধারণ নিয়মের অধীন নহেন। জীবের মুক্ত অবস্থায়ও প্রাকৃত কাল স্বীকার করা যায় না। কেবলমাত্র বদ্ধাবস্থায় সংযোগ, বিয়োগ, অস্তিত্ব ও কর্ম্ম কালের অধীন, এরূপ প্রতীত হয়। অতএব বদ্ধ-জীবের প্রকৃতি-সম্বন্ধকেই 'প্রাকৃত কাল' বলা যায়।

( ক্রমশঃ )

# ভক্তি

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তূর্য্যাশ্রমী মহারাজ ]

অনন্ত অব্যক্ত এবং ইন্দ্রিয়াতীত ভগবানের সাক্ষাৎ লাভের বহুবিধ সাধনমার্গের কথা বিবিধ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ত্রিবিধ সাধনমার্গ শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে স্বয়ং ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"যোগাস্ত্রয় ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোহস্তি কুত্রচিৎ॥"

ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য মার্গত্রয়মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় আচার্য্যদের মধ্যে পূর্ব্বাপর মতান্তর চলিয়া আসিতেছে। কর্ম্মমার্গ বিষয়ে অত আলোচনা হয় না, যত জ্ঞান ও ভক্তি এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ এবং সুগম, এবিষয় নিয়ে বহুল আলোচনা দেখা যায়। পুরাণে এবিষয়ে সামঞ্জস্যের প্রয়াস দেখা যায়। পরন্তু সেখানেও সেই বিবাদ বিদ্যমান। সূক্ষ্মভাব নিয়ে আলোচনা করিলে তাহা অনুভব হয়। সূক্ষ্মতম বিচারে ভক্তি নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধা স্বতন্ত্রা।

কেহ কেহ বলেন জ্ঞান এবং ভক্তি পরস্পর এক অন্যের আশ্রয় নিয়ে অবস্থান করে। "অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিতন্যে"—নারদভক্তিসূত্র ২৯; জ্ঞান বিনা ভক্তি হইতে পারে না এবং ভক্তি ছাড়া জ্ঞান হইতে পারে না, "বিনা জ্ঞানং কুতো ভক্তি, কুতো ভক্তি বিনা চ তৎ"। —গীতাভাষ্য মধ্ব। বিনা জ্ঞানে ভক্তি কোথায়, বিনা ভক্তিতে জ্ঞান কোথায়?

জ্ঞানবাদিরা বলেন যে জ্ঞান না হইলে কি প্রকারে ঈশ্বর সম্বন্ধে ভক্তি হইবে? ধ্যান প্রক্রিয়াদিতে ধ্যেয় শ্রীভগবানের বিষয় জানার জ্ঞানও আবশ্যক। অন্যান্য ভক্তিমার্গের আচার্য্যগণও ভক্তির জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন স্বীকার করেন। শ্রুতিতে দুইটী কাণ্ড আছে, জ্ঞানকাণ্ড, অজ্ঞাতকাণ্ড। অতএব সগুণ ব্রহ্মজ্ঞান অথবা ঈশ্বর জ্ঞানের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান আবশ্যক যতক্ষণ না ভক্তি পরিপক্ব হয়। "ব্রহ্মকাণ্ডং তু ভক্তৌ তস্যানুজ্ঞানায় সামান্যাৎ"—শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র ২৯, এই সূত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা স্বপ্নেশ্বর নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে ভক্তির নিকটতম সাধন জ্ঞান, "তন্ত্রান্তর সাধনম্ জ্ঞানম্"। যতক্ষণ তণ্ডুল তূষ হইতে পৃথক্ না হয়, ততক্ষণ ধানকে 'কুট্‌তে' হয়। তদ্রূপ পরোক্ষজ্ঞানের ব্যাপারও সেই পর্য্যন্ত আচরণ করা দরকার যতক্ষণ না ভক্তি পল্লবিত হয়ে পুষ্পিত ও ফল পক্ব না হয়। "বুদ্ধিহেতু প্রবৃত্তিরাবিশুদ্ধেরববাতবৎ" ২৭, শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র, বুদ্ধির জন্য শ্রবণ, মনন নিধিধ্যাসনাদি সাধনে নিরত থাকিবেন, যতক্ষণ অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হয়, যেপ্রকার ধান কুটার মত। জ্ঞানকে ভক্তির উপকারক স্বীকারকারিগণ শাণ্ডিল্যসূত্রের টীকাকার স্বপ্নেশ্বরের এই দুই শ্লোকের ন্যায় জ্ঞানকে ভক্তির অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া স্বীকার করেন।

কেহ কেহ বলেন যে জ্ঞান এবং ভক্তি এক অন্যের সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীণ মিল নাই। অতএব তাহারা এক অন্যের সঙ্গে থাকিতে পারে না। তাহা হইলে দুই-এ নিশ্চয় পরস্পর বিরোধ আছে। তদুত্তরে জ্ঞানমার্গের পথিকগণ বলেন ভিন্ন ভিন্ন অধিকারী,

ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির জন্য উপযুক্ত হইলেও ভক্তিমার্গ এবং জ্ঞানমার্গ দুই মার্গেরই লক্ষ্য ঠিক্ এক। সংক্ষেপতঃ উপায়রূপে সাধনপ্রণালীর দৃষ্টিতে ভক্তি এবং জ্ঞান পরস্পর সর্ব্বথা বিরোধী হইলেও উপেয়-রূপে দুই-ই এক। যদ্যপি একথা কট্টর ভক্তিবাদি-গণের কঠিনপূর্ব্বক গলাধো হইবে, পুনরায় আমরা পরাভক্তি এবং সর্ব্বোচ্চ শুদ্ধজ্ঞানের উপেয়রূপে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। ভক্তি যখন হয় সাধন, তখন জ্ঞান হয় সাধ্য ; আর যখন জ্ঞান হয় সাধন, তখন ভক্তি হয় সাধ্য ; চরমে এক। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মময় দর্শন করেন এবং ভক্তগণও সর্ব্বত্র ইষ্টময় ভগবদ্দর্শন করেন।

ভক্তিমার্গের লোকগণ বলেন—ভক্তিবিষয়ে মুক্ত-পুরুষগণ সনৎকুমারাদি এবং দেবর্ষি নারদ-মতে ভক্তি স্বয়ংসিদ্ধা, "স্বয়ং ফলরূপতা ইতি ব্রহ্মকুমারাঃ" —নারদভক্তিসূত্র ৩০। অতএব এই ভক্তিই সাধন এবং ভক্তিই সাধ্য মূল সাধন সেই ভক্তিই এবং ফলও সেই ভক্তিই। যাঁহারা ভক্তির জন্য জ্ঞানের আবশ্যক মনে করেন তাঁহাদের মতকে নিরাষণপূর্ব্বক ব্রহ্মকুমারগণ বলিয়াছেন যে ভক্তির জন্য জ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে থাকারও কোন আবশ্যকতা নাই। ভক্তি সাধ্যবস্তু এবং ফলস্বরূপ। ভক্তি কাহারও কর্ম্ম বা অন্য সাধনের ফলস্বরূপ উৎপন্ন হয় না। দেবর্ষি নারদের মতানুসারে অন্য সাধনের দ্বারা ঘর্ষণ মার্জ্জনে ভক্তি হয় না। কেন না ভক্তি স্বয়ং ফলস্বরূপ। উহাকে কোন সাধনের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং না কোন উহা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধন আছে—ভক্তিকে প্রাপ্তির সে সাধন হইতে পারে? "সা তু কর্ম্ম জ্ঞান যোগেভ্যোঽপ্যধিকতরাঃ" ২৫, নারদভক্তিসূত্রে বলিয়া-ছেন যে জ্ঞান, কর্ম্ম এবং যোগমার্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ ভক্তি। সেইহেতু ভক্তি স্বয়ংই সিদ্ধা। ভক্তি স্বয়ংই কৃপা করে মহাভাগ্যবান্ ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হন। ভগবান্ যেমন স্বয়ং সিদ্ধ অনাদি, তাঁহার ভক্তিও অনাদি স্বয়ং সিদ্ধা ও স্বতন্ত্রা।

একথা কট্টর জ্ঞানবাদিগণের তিক্ত নিম্বরস গলাধোকরণের ন্যায় অনুভব হইবে। ভুক্তি, মুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতি সম্পত্তি ভক্তির। ভক্তিদেবী হলেন মহাধীশ্বরী ; ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি প্রভৃতি তাঁহার অনুচরী অর্থাৎ যে প্রকার অধীশ্বরী গমন করিলে পর অনুচরী দাসীগণ বিনা আহ্বানে অবস্থিত হয়, তদ্রূপ যিনি ভক্তিদেবীকে লাভ করিয়াছেন, বিনা প্রার্থনায়ই মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তজ্জন্য ভক্তি লাভে সর্ব্বমনোরথ পরিসমাপ্ত হয়, অপর কোনও বস্তুর প্রতি তাহার অভিলাষ থাকে না। বৈরাগ্য এবং জ্ঞান অধীশ্বরী ভক্তিদেবীর পুত্র, সুতরাং ভক্তিদেবীর আগমনে বৈরাগ্য এবং জ্ঞান প্রভৃতি স্বয়ংই আগমন করিয়া থাকে।

"হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ ॥"

—নারদ পঞ্চরাত্র

হরিভক্তি মহাদেবীর মুক্তি প্রভৃতি সিদ্ধিসমূহ এবং অতীব আশ্চর্য্যস্বরূপ ভোগসমূহ দাসীর তুল্য অনুগামী হয়। অতএব মুক্তির প্রতি অনাদরও দৃষ্ট হয়। সমস্ত সাধনমার্গের মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ মার্গ। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"—মাঠর শ্রুতিবচন মধ্ব ভাষ্য-ধৃত ৩।৩।৫৩। ভক্তিই সাধককে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তিরই বশ হন। অতএব ভক্তিই শ্রেষ্ঠা।

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥"

—ভাঃ ১১।১৪।২০

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন—হে উদ্ধব! শুদ্ধভক্তি যেরূপ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যজ্ঞান, যোগ, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ-অধ্যয়ন, তপস্যা ও ত্যাগ-সন্ন্যাস দ্বারা আমাকে সেইরূপ পাইতে পারে না। অতএব ভক্তি বিনা কাহারও কোন মনোরথ সিদ্ধি হইতে পারে না।

ভক্তি কাহাকে বলে—তাহার লক্ষণ কি? তদুত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন—

'ভজ্ ধাতু সেবায়াম্—ভজন্ ধাতু হইতে ক্রিয়াং ক্তিন্'—৩।৩।৯৪ পাঃ সূঃ। এই সূত্রানুসারে ক্তিন্ প্রত্যয় যুক্ত হইলে পর ভক্তিশব্দ নিষ্পন্ন হয়। বস্তুতঃ ক্তিন্ প্রত্যয় ভাব অর্থে হয়—ভজনং ভক্তিঃ। কিন্তু বৈয়াকরণিকগণ ইহাতে কৃদন্তীয় প্রত্যয়ের অর্থ পরি-

বর্ত্তন এক প্রক্রিয়া অঙ্গ। অতঃ সেই ক্তিন্ প্রত্যয় অর্থান্তরেও হইতে পারে। "ভজনং ভক্তি", "ভজ্যতে অনয়া ইতি ভক্তিঃ", "ভজন্তি অনয়া ইতি ভক্তিঃ" ইত্যাদি 'ভক্তি' শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যায়। ভজ্যতেঽনেন, ভজ্যতেঽস্মিন্ ভজ্যতেঽসৌ ইত্যাদি। ভজ্ ধাতু সেবায়াম্। ভ্বাদি উভয়পদী, অনিট্ ধাতুর দ্বারা পুংসি সংজ্ঞায়াং যঃ প্রায়েণ। পাঃ সূঃ ৩।৩।১১৮। সেবার্থঃ প্রেমের সহিত ভগবানের সুখ বিধানের চেষ্টা।

"ভজ্ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতা।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধন ভূয়সী॥"
—গরুড়পুরাণ ২৩১

'ভজ্ ধাতোস্তু সেবার্থঃ প্রেমা ক্তিন্ প্রত্যয়স্য চ।
স্নেহেন ভগবৎসেবা ভক্তিরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥'

'ভজ্' ধাতুর প্রেম, স্নেহের সহিত 'সেবা' অর্থে প্রয়োগ হয়, এইজন্য পণ্ডিতগণ সেবাকেই ভক্তি বলেন। "তল্লক্ষণানি বা বয়ন্তে নানা মতভেদা" —নারদ ভক্তিসূত্র ১৬। বিভিন্ন মতানুসারে ভক্তির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বলিয়াছেন। সেই সব লক্ষণ ও মহর্ষিগণের নাম উল্লেখ করিতেছি। যথা—"পূজাদিস্বনুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ।" মহর্ষি বেদব্যাসের মতানুসারে ভগবানের পূজাদিতে অনুরাগকেই ভক্তি বলে। "কথাদিষ্বিতি গর্গঃ" মহর্ষি গর্গাচার্য্যের মতানুসারে ভগবানের নাম, গুণ, লীলা শ্রবণ এবং কীর্ত্তনে অনুরাগকেই ভক্তির লক্ষণ বলেন। 'আত্মরত্যবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্য'—মহর্ষি শাণ্ডিল্যের মতানুসারে আত্মরতির অবিরোধী বিষয়গুলির প্রতি অনুরাগের নাম ভক্তি। "নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচরিতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি" দেবর্ষি নারদের মতানুসারে কায়, মন, বাক্যের দ্বারা যা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে সর্ব্বদা ইষ্টদেবের চরণে সমর্পণ করা এবং ক্ষণকালের জন্যও ইষ্টদেবের বিস্মরণ হইলে ব্যাকুল হওয়াই ভক্তির লক্ষণ।

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"
—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের মতে, বর্ণাশ্রমাদি সর্ব্বোপাধি ব্যবধানরহিত হইলে নির্ম্মল চিত্ত হওয়া যায়। তাদৃশ নির্ম্মল চিত্তে কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাপর ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি।

"মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥"
—৩২ বিবেক চূড়ামণি

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বরচিত বিবেক চূড়ামণিতে ভগবান্ সাক্ষাৎকারের জন্য সাধনের মধ্যে ভক্তিকেই সর্ব্বপ্রথম স্থান দিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে ভক্তি বিনা ভগবান্‌সাক্ষাৎকার অসম্ভব এবং মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য সাধনগণের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তিনি যে ভক্তিবিষয়ে কত মহত্ত্ব দিয়াছেন, 'এব' শব্দের প্রয়োগ দ্বারাই জানা যায়। ভক্তি বিনা মুক্তি হইতে পারে না, 'এব' শব্দের দ্বারাই সুদৃঢ় নিশ্চয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে অন্যান্য আচার্য্যগণের ভক্তি সংজ্ঞা দিলাম না। ভক্তিযোগও বহুবিধভাবে প্রকাশিত। যথা—

"ভক্তিযোগ বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণ মার্গেণ ভাবো বিভিদ্যতে॥"
—ভাঃ ৩।২৯।৭

শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিলেন —হে ভাবিনি! বিশেষ বিশেষ মার্গের দ্বারা ভক্তিযোগ বহুবিধ প্রকারে প্রকাশিত। অতএব স্বভাব, স্বরূপ এবং গুণবৃত্তি ভেদে মানবের অভিপ্রায়ে বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। অর্থাৎ মানবের গুণানুরূপ সঙ্কল্প ভেদ হওয়ায় ভক্তিরও ভেদ উপস্থিত হয়। অতএব ভক্তিযোগের মার্গ গুণভেদে তমঃ, রজ, সত্ত্ব এবং নির্গুণা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

"অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥"
—ভাঃ ৩।২৯।৮

অভিসন্ধিপূর্ব্বক যিনি হিংসা, দম্ভ, মাৎসর্য্যের পূরণ-উদ্দেশ্যে আমার (ভগবানের) প্রতি যে ভক্তি করিয়া থাকে, সে তামস ভক্তি বলিয়া কথিত হয়। তামস ভক্তিও ত্রিবিধ—অধমা, মধ্যমা ও উত্তমা। যথা—"যশ্চান্যস্য বিনাশার্থং ভজতে শ্রদ্ধয়া হরিম্।
ফলাৎ পৃথিবীপাল সা ভক্তিস্তামমাধমা॥"

হে পৃথিবীপাল! যিনি ভক্তিফলের দ্বারা অন্যাকে বিনাশের জন্য শ্রদ্ধার সহিত শ্রীহরিকে ভজন করে,

তাহাই তামসভক্তি অধমা বলিয়া কথিত হয়।

"যোহর্চ্চয়েৎ কৈতবধিয়া স্বৈরিণী স্বপতিং যথা।
নারায়ণং জগন্নাথং সা বৈ তামসামধ্যমা ॥"

যে প্রকার স্বৈরিণী সকপটে নিজ পতিকে সেবা করিয়া থাকে, তদ্রূপ যিনি জগন্নাথ নারায়ণকে সকপট পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাহাই তামসাভক্তি মধ্যমা বলিয়া কথিত।

"দেবপূজাপরান্ দৃষ্ট্বা স্পর্দ্ধয়া যোহর্চ্চয়েদ্ধরিম্।
শৃণুষ্ব পৃথিবীপাল সা ভক্তিস্তামসোত্তমা ॥"

—বৃঃ নাঃ পুঃ

যিনি অন্যের ভগবানের পূজা দেখিয়া স্পর্দ্ধার সহিত শ্রীহরির পূজার্চ্চনা করে, তাহাই তামসভক্তি উত্তমা বলে কথিত হয়।

"বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চেয়েদ্ যো মাং পৃথগ্ভাব স রাজসঃ ॥"

—ভাঃ ৩।২৯।৯

যে ব্যক্তি বিষয়, যশ, ঐশ্বর্য্যের উদ্দেশ্যে ভেদদর্শী হইয়া আমার পূজা করে সে ব্যক্তি রাজস ভক্তি বলিয়া কথিত হন।

"কর্ম্মনির্হারমুদিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥"

—ঐ ৩।২৯।১০

যিনি পাপক্ষয়, পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণ অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশ্যে অথবা ভগবদর্চ্চন কর্ত্তব্য, এইরূপ বুদ্ধিতে ভেদদর্শী হইয়া আমার পূজা করেন, তিনি সাত্ত্বিকী ভক্তি বা সাত্ত্বিক ভক্ত। তামসী, রাজসী ভক্তি যাজনকারী ভক্ত শত্রুনাশ, রাজ্যলাভাদি কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ভগবান্‌কে আরাধনা করে, তাঁহাদের দ্বারা অভীষ্ট ফল লাভের প্রযত্ন করে। আত্মোদ্ধারের এবং পরমেশ্বরের সেবা হইতে বিমুখ হইয়া থাকে। এবম্প্রকার ভক্তগণের প্রয়াস কোনক্ষেত্রে সফল হইলেও সে বস্তুত অভক্তই বলিয়া বিবেচিত হয়।

সাত্ত্বিকী ভক্তি সকাম-নিষ্কামভেদে দুইপ্রকার হইয়া থাকে। এই দুইপ্রকার ভক্তিযোগকারী ভক্তগণ নিষ্কপটভাবে নিজপ্রিয়তম পরমেশ্বরকেই উপাসনা করিয়া থাকেন; অন্য কোন দেবদেবীকে নিজের প্রভুর বিভূতি বলিয়া জানেন, অন্তরে তাহাদিগকে সম্মানও করেন। সকাম সাত্ত্বিকী ভক্তিযাজনকারী ভক্ত বৈকুণ্ঠলোকাদির প্রাপ্তিকে প্রধান লক্ষ রাখেন ও সেই অনুসারে প্রভুকে সন্তুষ্ট করার যত্ন করিয়া থাকেন এবং অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া কৃতার্থ মনে করেন। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ভক্তিই সগুণ, এতদ্ভিন্ন নির্গুণ শুদ্ধভক্তি আছে।

"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোহম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥"

—ভাঃ ৩।২৯।১১-১২

হে মাত! আমার গুণশ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী আমাতে সাগরের প্রতি গঙ্গাজল প্রবাহের ন্যায় যে আত্মার অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী গতি উদিত হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ; পুরুষোত্তমস্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি ফলানুসন্ধানরহিতা ও দ্বিতীয়াভিনিবেশজ প্রাকৃত ভেদলক্ষণরহিতা।

নিষ্কাম ভক্তির মহিমা বর্ণনাতীত। এই ভক্তিই একমাত্র শুদ্ধভক্তের কৃপা এবং ভক্তিদেবীর বা ভগবৎ কৃপাতেই মহাভাগ্যবানের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। যাঁহাদের অনেক জন্মের সুকৃতির ফল সঞ্চিত আছে, তাঁহারা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন এই নববিধা ভক্তির অঙ্গ সাধন করিয়া থাকেন। ভক্তিতে এই শক্তি লাভ হয় যে প্রভুকেও সেবকের অধীন করিয়া দেয়। উক্ত নিষ্কাম ভক্তির অধিকারী ভক্ত কোনপ্রকারেই কোন কামনা করেন না; ভগবানের সেবা ছাড়া অন্তরে অন্য কামনা নাই। তাহারা নিজ প্রভুর সেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব ( সাযুজ্য ) এই পঞ্চবিধ মুক্তিকেও গ্রহণ করেন না, অন্য বিভবগুলির কথা কি বলিব? শ্রীভগবান্ কপিলদেব নিজমাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন—

"সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥"

—ভাঃ ৩।২৯।১৩

সেই নিষ্কাম ভক্ত বিচার করেন যে—যদি আমি সালোক্য মুক্তিকে অঙ্গীকার করি, তাহা হইলে ত' আমাকে নিরন্তর তাঁহার (শ্রীভগবানের) একই লোকে

বাস করিতে হইবে এবং সামীপ্য মুক্তিকে যদি অঙ্গীকার করি তাহা হইলে তাঁহার সমীপে সমীপে বাস হইবে। এবম্প্রকার অবস্থায় আমি তাঁহার নিষ্কাম প্রীতিযুক্ত সেবকসঙ্গে অন্তরঙ্গ সেবা করিতে পারিব না। তাঁহার সেবাবিরহে ব্যথিত হইয়া প্রতিদিন অশ্রুপাত করিতে হইবে। যদি সার্ষ্টিমুক্তি গ্রহণ করি, তবে ত' আমি তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সাম্য হইয়া যাইব, ফলে আমি সর্ব্বদা দাস্যভাবে তাঁহার সেবা করিতে পারিব না। সমান ঐশ্বর্য্য থাকার ফলে প্রভুও নিজের সেবা দিতে ইচ্ছা করিবেন না। আর সারূপ্য মুক্তিকে অঙ্গীকার করিলে প্রভু ও সেবকের রূপ-সাম্য হইয়া যাইবে। ঐ অবস্থায়ও আমি তাঁহার যথোচিত সেবা করিতে পারিব না, কেন না যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তাঁহার রূপমাধুরীতে বিমুগ্ধ থাকিব ততক্ষণ তাঁহার রূপ দর্শন পিপাসায় নিরন্তর দর্শনাভিলাষী হইয়া থাকিব। রূপের সাম্যতা হইলে আর দর্শনের জন্য এ চাহিদা থাকিবে না। আর যদি সাযুজ্য (একত্ব) মুক্তি গ্রহণ করি, তবে ত' নিজপ্রভুর সেবাসম্পদ্ হইতে সর্ব্বদার জন্য বঞ্চিত হইয়া যাইব; কেন না মুক্তি প্রাপ্তি মাত্রেই আমি প্রভুর অন্তরে প্রবেশ হইয়া যাইব, আমার ব্যক্তিগত পৃথক্ অস্তিত্বই থাকিবে না। যখন সেবক সেবাকারীই থাকিবে না, তখন সেবা কি প্রকারে করিতে পারিবে? এবম্প্রকার বিচারে সেই নিষ্কাম অনন্যভাবে প্রীতিযুক্ত সেবাকারী ভক্ত পাঁচপ্রকারের মুক্তিসমূহকে প্রভু প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না।

"মৎসেবয়া প্রতীতং চ সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কিমন্যৎ কাল বিপ্লুতম্॥"

—ভাঃ ৯।৪।৬৭

শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসা মুনিকে বলিতেছেন—নিষ্কাম আমার ভক্তবৃন্দ আমার সেবাদ্বারা আনন্দিত হইয়া আমার সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিকেও চাহেন না, আর কাল কর্ত্তৃক বিনাশী অন্য ব্রহ্মপদ প্রভৃতিতে তাহাদের অভিরুচি কি প্রকারে হইবে?

শ্রীভগবানের পাদসেবা এবং তদীয় গুণকথা দ্বারা মুক্তিবিশেষকে তিরস্কৃতির উদাহরণ শ্রীকপিলদেবের বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত—

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎ
পাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি॥

—ভাঃ ৩।২৫।৩৪

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন—যে ব্যক্তি আমার পাদসেবায় অনুরক্ত, যে ব্যক্তি আমাকেই চায়, যে ব্যক্তি পরম্পরা অনুরাগের সহিত আমার গুণপ্রভাবের বর্ণন করে, এবম্প্রকার নিষ্কাম ভক্তবৃন্দ আমার একাত্মতা মুক্তিকে চায় না।

আমি নিষ্কাম সেবকগণকে উক্ত পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিবার ইচ্ছা করিলেও সেই নিষ্কাম ভক্ত আমার সেবাকে ছাড়িয়া অপর কিছুই গ্রহণ করেন না। অনন্তর অন্যান্য পুরুষার্থের সমান মুক্তির তুচ্ছতা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে পুরুষার্থ দ্বারা সাধ্য হইলেও মুক্তির তিরস্কৃতিকে দেখাইতেছেন। তাহার মধ্যে ভক্তিস্বরূপ দ্বারা সাধারণ মুক্তির তিরস্কার নিম্নোল্লিখিত শ্লোকের দ্বারা হইয়াছে, যথা—

"ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়াদত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥"

—ভাঃ ১১।২০।৩৪

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—আমি কৈবল্যমুক্তি প্রদান করিলেও আমার একান্ত নিষ্কাম ভক্ত ধীর সাধুগণ কিছুই কামনা করেন না।

"ন নাকপৃষ্ঠ্যং ন চ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥"

—ভাঃ ১০।১৬।৩৭

নাগপত্নীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—আপনার চরণরেণুর শরণাগত ব্যক্তিগণ স্বর্গপৃষ্ঠ্য, সমস্ত পৃথিবীর ব্রহ্মপদ, রসাতলাধিপত্য, যোগসিদ্ধি এবং মোক্ষের বাঞ্ছা করেন না। যখন স্বর্গপৃষ্ঠ্যের বাঞ্ছা করেন না তখন তুচ্ছ সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্যের বাঞ্ছার কথা উঠিতেই পারে না। ব্রহ্মপদের যখন বাঞ্ছা করেন না, তখন রসাতলাধিপত্যের বাঞ্ছার প্রসঙ্গ উঠাই ব্যর্থ। ইহাতেব ক্তব্য যে শ্রীভগবানে

প্রগাঢ় প্রপত্তির দ্বারা মোক্ষকেও তিরস্কৃত করা হইয়াছে।

"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥"

—ভাঃ ১১।১৪।১৪

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমাতে অর্পিতাত্মা ভক্ত আমাকে ছাড়া কোন ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক, পৃথিবীর সার্ব্বভৌমত্ব, রসাতলাধিপত্য, যোগসিদ্ধি, মোক্ষ, অপুনর্ভব প্রভৃতি কিছুই চায় না। টীকায় বলিতেছেন যে রসাধিপত্য-পাতাল প্রভৃতির প্রভুত্ব অন্যের কথা তো দূরে থাকুক, আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ছাড়িয়া মোক্ষের অভিলাষও করেন না, আমিই তাহার একমাত্র প্রিয়তম।

সার্ব্বভৌম প্রিয়ব্রত প্রভৃতির সমান মহারাজ; ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক, সার্ব্বভৌম এবং রসাধিপত্য এই চারির ক্রমশঃ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য। যথাক্রমে তাহার অধোভাগে স্থিতি এবং ক্রমশঃ ঐশ্বর্য্যের ন্যূনতাকে প্রকাশ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। তাহাতে উত্তরোত্তর কৈমুত্য ন্যায়ের অভিপ্রেত অর্থাৎ যখন ব্রহ্মলোকের বাঞ্ছা করে না, তখন ইন্দ্রলোকের কথাই কি? যোগসিদ্ধি এবং অপুনর্ভব মুক্তি সর্ব্বত্রই অনভিপ্রেত (অবাঞ্ছিত) তজ্জন্য শ্লোকের শেষভাগে তদুভয় বিন্যস্ত হইয়াছে, ইহার মধ্যে যোগসিদ্ধি হইতে মোক্ষ শ্রেষ্ঠ। অনন্যশরণাগত ভক্ত কর্ত্তৃক মোক্ষও তিরস্কৃতির উদাহরণ।

"ন নাকপৃষ্ঠ্যং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্যকাঙ্ক্ষে ॥"

—ভাঃ ৬।১১।২৫

বৃত্রাসুরও শ্রীভগবান্‌কে সেইপ্রকার বলিতেছেন—হে নিখিল সৌভাগ্য নিধি! তোমাকে ছাড়িয়া স্বর্গের, ব্রহ্মপদ, সমস্ত পৃথিবীর কর্ত্তৃত্ব এবং রসাতলের প্রভুত্ব, যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ এইসবের আকাঙ্ক্ষা আমার নাই। নাকপৃষ্ঠ শব্দের অর্থ এখানে ধ্রুবপদ। এই শ্লোকে যে চারস্থানের উল্লেখ হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য উত্তরোত্তর স্থানের ন্যূনতা প্রকাশ করার। ধ্রুবপদ হইতে ব্রহ্মপদ ন্যূন আছে, সেই সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য ন্যূন আছে ইত্যাদি। বিষ্ণুপদ সন্নিহিত হওয়ার কারণ ধ্রুবপদ, ব্রহ্মপদ হইতে শ্রেষ্ঠ আছে। সুতরাং অনন্য ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের সেবা ছাড়িয়া মোক্ষ বা অন্যান্য লোকের আধিপত্যও চাহেন না।

"নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে ॥"

—ভাঃ ১২।১০।৬

শ্রীমার্কণ্ডেয়ের প্রতি শ্রীশিব-বাক্য—এই ব্রহ্মর্ষি অব্যয় পরমপুরুষ শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়াছে, এই ঋষি কোনপ্রকার নিজ কল্যাণ পর্য্যন্ত এমন কি মোক্ষকেও চান না। সুতরাং অন্যান্য ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ দ্বারা সাধ্য হইলেও ভক্তির দ্বারা মুক্তির তিরস্কৃতিকে প্রকাশ করিতেছে।

"কোন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্ল্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎ পাদাম্ভোজ নিষেবণোৎসুকঃ ॥"

—ভাঃ ৩।৪।১৫

হে ঈশ! যিনি আপনার চরণারবিন্দের সেবা করেন, তাঁহার পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোনও পুরুষার্থ দুর্ল্লভ হয় না, তথাপি আমি সেইসব প্রার্থনা করি না। আমি আপনার চরণারবিন্দের সেবায় সমুৎসক। শ্রীভগবান্‌কে উদ্ধব বলিয়াছিলেন। ভগবানের পাদসেবা পরমোৎকণ্ঠার দ্বারা মোক্ষ তিরস্কৃতির উদাহরণ।

"তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে
কিন্তৈর্গুণ ব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ।
ধর্ম্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন
সারংজুষাং চরণয়োরুপাসায়তাং নঃ ॥"

—ভাঃ ৭।৬।২৫

ভগবানের গুণগানের দ্বারা মোক্ষতিরস্কৃতির দৃষ্টান্ত শ্রীপ্রহলাদ দৈত্য বালকবৃন্দকে বলিতেছেন—আদ্য, অনন্ত ভগবান্ তুষ্ট হইলে পর কি অলভ্য থাকিয়া যায়? গুণ পরিণাম-হেতু দৈববশতঃ বিনা যত্নে যে ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় তাহাতে কি প্রয়োজন আছে এবং মুনিবৃন্দের বাঞ্ছিত মোক্ষেও কি লাভ

হইবে ? কারণ, আমি সব তাঁহার চরণকমলের সার নিষেবণ করিতেছি এবং সর্ব্বাধিকরূপে তাঁহার নামাদি কীর্ত্তন করিতেছি। শ্লোকস্থিত অগুণ শব্দের অর্থ মোক্ষ, কারণ সেইটি মায়িক গুণাতীত। সারংজুষাং শব্দের অর্থ—সারনিষেবী অর্থাৎ ভগবানের শ্রীচরণযুগলের মাধুর্য্যাস্বাদনকারী ভক্তবৃন্দ।

"কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজন্ন হি বাঞ্ছন্তি কঞ্চন ॥"

—ভাঃ ১০।৩৯।১৩৬

শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—হে মহারাজ পরীক্ষিত! ভগবান্ শ্রীনিবাস প্রসন্ন হইলে পর অলভ্য কোন অবশিষ্ট থাকিতে পারে? ভগবান্ শ্রীনিবাস প্রসন্ন হইলে অলভ্য বস্তু কিছুই থাকে না। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইলে সমস্তই লব্ধ হওয়া যায়, তখন তাঁহার প্রসন্নতা ব্যতীত মোক্ষাদি অন্য কিছু প্রার্থনা করা নিরর্থক মাত্র। অর্থাৎ নির্গুণা বা নিষ্কাম ভক্তি ভক্তকেও নির্গুণ করিয়া দেয়, তখন সে বিদিততত্ত্ব হইয়া পরমানন্দ ভগবানের নিত্যসেবায় স্থিত হইয়া যায়। ফলে তাহার আর কোন প্রাপ্যবিষয় অবশিষ্টই থাকে না। "কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।"
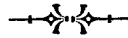
# কলিকাতা মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব নগর-সংকীর্ত্তন ও পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২১২ পৃষ্ঠার পর ]

ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে **শ্রীরাধারমণ দেব** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথিতে 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ' বক্তব্য-বিষয় নির্দ্ধারিত হয়েছে। 'যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।' যাঁরা কৃষ্ণ-ভজন ক'রে কৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন কর্‌তে পেরেছেন, তাঁরাই কৃষ্ণপ্রেমরসে নিমগ্ন হয়েছেন। যাঁরা কৃষ্ণপ্রেমরসের আস্বাদন পান নাই, তাঁরা ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ। যাঁদের ভিতরে বিষয় ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল তাঁদের কখনও কৃষ্ণ দর্শন হয় না; তাঁরা কৃষ্ণের মাধুর্য্যও আস্বাদনে বঞ্চিত। কংস সর্ব্বদাই কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। কংস শব্দের অর্থ কি? কামনার অধীশ্বরকে 'কংস' বলে। যিনি কামনার বশবর্ত্তী হ'য়ে নিজ পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করেছিলেন। কংসের দুইটী স্ত্রী—'অস্তি' ও 'প্রাপ্তি', অর্থাৎ কংসের আকাঙ্ক্ষা তাঁর গৃহে যে বিষয় আছে, সেটা সবসময় অটুট থাক্‌বে এবং যা নাই সেটা যেন তিনি পান। কামনা-বাসনার কারাগারে যাঁরা আবদ্ধ তাঁরা কখনও কৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভ কর্‌তে পারেন না। 'নচিকেতা' যমের নিকট আত্মজ্ঞান প্রার্থনা করেছিলেন। যম বলেছিলেন সমস্ত ভোগ ত্যাগ কর, তবে আত্মজ্ঞান লাভ কর্‌তে পার্‌বে। 'বসুদেব' ও 'দেবকীকে' অবলম্বন ক'রে কৃষ্ণের আবির্ভাব, কংসকারাগারে মধ্য-রাত্রে আবির্ভাব, চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হ'য়ে দ্বিভুজ হলেন, আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, মেঘগর্জ্জন, দ্বাররক্ষকগণ নিদ্রিত, বসুদেবের শৃঙ্খলমুক্তি, প্রবল বারিবর্ষণের মধ্যে বসুদেবের কৃষ্ণকে নিয়ে গোকুলযাত্রা, অনন্তদেবের ছত্ররূপে অবস্থান ও তদনুগমন, যমুনার উত্তালতরঙ্গ, পথনির্দ্দেশকরূপে শৃগালের অগ্রে গমন—এই সমস্ত ঘটনার পরিবেশ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ, ইহাতে অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে।"

**ডাঃ হৈমীপ্রসাদ বসু** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"আমি মায়াবদ্ধ জীব, সংসারের দোষত্রুটী নিয়ে আছি। গুরুজন আদেশ করেন, তাই আসি, তাঁদের আদেশ ফেল্‌তে পারি না। এখানে এসে কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ক'রে এবং কৃষ্ণকথা শুনে আনন্দ পাই, এর অতিরিক্ত কিছু বুঝি না। আজকের যে 'বক্তব্য বিষয়' সে বিষয়ে আমি নিজে কিছু জানি না, তথাপি মহারাজের আদেশে কিছু বল্‌তে হ'বে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতনধর্ম্ম প্রচার করেছেন। সনাতনধর্ম্মের মূল বিষয় তিনটী—সত্য, সহনশীলতা

ও প্রেম। ভক্তি দুইপ্রকার—বৈধী ভক্তি ও রাগ-ভক্তি। রাগভক্তি-প্রেমভক্তির একমাত্র বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। ঐশ্বর্য্যভাবেতে প্রেম সঙ্কুচিত হয়, ভয় আসে। রাগ-ভক্তিতে সঙ্কোচ থাকে না, ভয় থাকে না। ভগবান্‌কে ভুলে সংসারে এসে আমাদের ভগবানের নাম শুনলে ভয়, সঙ্কোচ হয়। ব্রজে গোপবালকগণের কৃষ্ণে গাঢ় সখ্যভক্তি, অন্তরঙ্গ সখা বিচারে কৃষ্ণের কাঁধে চড়্‌ছেন, কৃষ্ণকে কাঁধে চড়াচ্ছেন, নিজে আস্বাদন ক'রে যা উৎ-কৃষ্ট তা' কৃষ্ণকে খেতে দিচ্ছেন, বৈধভক্তের ন্যায় উচ্ছিষ্ট বোধ নাই, কোনও প্রকার সঙ্কোচ নাই, কৃষ্ণকে আপনার বোধে প্রীতি করছেন। কৃষ্ণকে সখারূপে, পুত্ররূপে, পতিরূপে অত্যন্ত আপনার বোধে প্রীতি করা যায়। কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি।

কৃষ্ণ-বিস্মৃতিফলে আমরা জগতে এসেছি, সমস্ত পার্থিব অহঙ্কার ছেড়ে আমরা যদি কৃষ্ণেতে আত্ম-সমর্পণ কর্‌তে পারি, কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণকে ভালবাসা-রূপ প্রেমসম্পত্তির আমরাও অধিকারী হ'তে পারবো। আত্মসমর্পণের একটা দিক কৃষ্ণকে হৃদয় দিয়ে ডাকা। যদি আমরা ব্যাকুল হ'য়ে ভগবান্‌কে ডাক্‌তে পারি, সবকিছু আমাদের লভ্য হবে। কলিযুগে ভগবদ্-প্রাপ্তির পথ সহজ। সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞের দ্বারা, দ্বাপরে পূজনের দ্বারা যা পাওয়া যেত, তা' কলিযুগে একমাত্র হরিকীর্ত্তনের দ্বারা পাওয়া যাবে।"

ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে **ডক্টর পলাশ বসু** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আমার পূর্ব্বপুরুষ বৈষ্ণব, আমি বৈষ্ণব-পরিবারে মানুষ হয়েছি। এজন্য সংস্কারগত-ভাবে বৈষ্ণবগণের রীতি-নীতি ও বিচারের সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট আছি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনচরিত ও শিক্ষাও আমি অধ্যয়ন করেছি। ভারতবর্ষের মানুষ যখন নানা প্রকার কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণ মনোভাবের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, মহা-প্রভু এসে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে সম্প্রীতি এনেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে অন্যায়, সেখানে বজ্র অপেক্ষাও কঠোর, যেখানে ন্যায়, সেখানে কুসুমের চেয়েও নরম।

আজকের আলোচ্য বিষয় 'ভক্তের পূজা ভগবানের পূজা হ'তে বড়'। এইরূপ ভক্ত অতি দুর্ল্লভ, সহজ নহে। ভক্তের মধ্যে কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তিনি কাউকেই উদ্বেগ দেন না, নিজেও উদ্বিগ্ন হন না। ভক্ত প্রশংসা ও নিন্দায় হর্ষ-দুঃখশূন্য। ভজ্-ধাতু হ'তে 'ভক্ত' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। ভজ্-ধাতুর অর্থ সেবা। কৃষ্ণের ইচ্ছাপূর্ত্তি ব্যতীত শুদ্ধ ভক্তের অন্য কোনও স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরচিত 'শ্রীশিক্ষাষ্টকে'র চতুর্থ শ্লোকে অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থ-নার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। 'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।' আমরা সভায় এসে বসি, শুনি, চলে যাই, কোন শিক্ষাই গ্রহণ করি না। অনুশীলন ব্যতীত আমাদের হিত কি প্রকারে সাধিত হবে ?"

পরমপূজ্যপাদ **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন ঃ—"শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা মাধব মহারাজ যখন প্রকট ছিলেন, তাঁর স্নেহাকর্ষণে প্রতি বৎসর আমাকে আস্‌তে হতো। সেই স্মৃতিতে শরীর অসুস্থ হলেও আসি।

'আমার ভক্তের পূজা—আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দঢ়।।'

—চৈতন্যভাগবত

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতি'

—ভাগবত ১১শ স্কন্ধ

আজ শ্রীনন্দোৎসব। দেবকীর পুত্ররূপে কৃষ্ণ যখন জন্মগ্রহণ করলেন, তখন উৎসব হলো না, কিন্তু নন্দোৎসব হলো। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ যিনি, তিনি দেবকীপুত্র নহেন। 'দেবকীজন্মবাদ'—দেবকীর পুত্র, উহা 'জন্মবাদ' মাত্র। দেবকী কৃষ্ণকে গর্ভে ধারণ করেন নাই, হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। কৃষ্ণ কংস-কারাগারে আবির্ভূত হয়েছেন, দেবতারা স্তব করে-ছেন, বসুদেব দেবকীও স্তব করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তের মহিমা বিশেষরূপে বর্ণিত হয়েছে। সখ্যরস হ'তে ভক্তের মহিমার উৎকর্ষতা, তদপেক্ষা অধিক উৎকর্ষতা বাৎসল্যরসের। শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় নন্দ মহারাজের পাদপদ্ম বন্দনা করেছেন। 'শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ। অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং

ব্রহ্ম।' ভবভীত ব্যক্তিসকল কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করেন, আমি কিন্তু শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি, যাঁর অলিন্দে পরব্রহ্ম কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 'নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্। যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥'—ভাগবত। হে ব্রহ্মন্ শ্রীহরি যাঁর স্তন পান করেছিলেন, সেই যশোদা এবং শ্রীনন্দ মহারাজ এমন কি তপস্যা করেছিলেন ? বসুদেব দেবকীরও এই সৌভাগ্য হয় নাই। আমাদের গুরুদেব বল্তেন এই জগৎ পরজগতের বিকৃত প্রতিফলন—'Perverted reflection of the Transcendental World'। এই জগতে শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রসসমূহ বিকৃতভাবে পরিদৃষ্ট হয়। পরজগতে মধুররস সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এ জগতে উহা সর্ব্বনিকৃষ্ট ; পরজগতে শান্তরস নিকৃষ্ট, এ জগতে উহা উৎকৃষ্ট। কারণ পরজগতের বিষয় অখিলরসামৃত মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ, এই জগতের বিষয় নশ্বর দুঃখপ্রদ। 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥' (গীতা—নবম অধ্যায়ে) শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ—'আমার চিদ্বিলাসসম্বন্ধিনী ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিকে যে কটাক্ষ করি, তাতেই সর্ব্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে জানা যায়। সেই কটাক্ষদ্বারা চালিত হ'য়ে প্রকৃতিই চরাচর জগৎ প্রসব করে, এইহেতু এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়।' সুনির্ম্মল ভক্তিনেত্রে কায়-মনো-বাক্যের অতীত অপ্রাকৃত ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ অনুভূতির বিষয় হয়। কামময় ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত লীলা অনুভূতির বিষয় হয় না। "কৃষ্ণ পাওয়া জীবের কষ্ট জানিয়া। সাধু-গুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া।" প্রকৃত ভক্ত না হ'লে ভগবান্‌কে অনুভব করা যায় না। অনেকে বলেন ভগবদ্‌প্রাপ্তির বহু পথ। কিন্তু অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব ভগবদ্‌প্রাপ্তির উপায় বহু হ'তে পারে না, প্রাপ্তির উপায় এক। ভগবদিচ্ছার দ্বারাই ভগবৎ-প্রাপ্তি সম্ভব। ভগবদিচ্ছানুবর্ত্তনের নামই ভক্তি। ভগবান্‌কে পাওয়ার একমাত্র উপায় ভক্তি। উক্ত ভক্তি শুদ্ধভক্তকৃপায় লভ্য হয়। ভক্ত ভক্তির দ্বারা ভগবান্‌কে বশীভূত করেন।"

পদ্মশ্রী **ডাঃ শ্রীঅনুতোষ দত্ত** চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আজকের বক্তব্য বিষয়ঃ—'বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান'। ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রারম্ভিক ভাষণে বল্লেন পাশ্চাত্যদেশে অর্থের সমস্যা, অন্নের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, বেকার-সমস্যা, গৃহের সমস্যা —কোনও সমস্যাই নাই, বিষয়ের প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু শান্তি নাই। আমাদের দেশে বহুপ্রকার সমস্যা, স্থূলভাবে উক্ত সমস্যার সমাধান হ'লেই যে শান্তি আস্‌বে, তাহাও নহে। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণের উপদেশ এতদ্‌প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা আজকের প্রধান অতিথি শ্রীচন্দন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বল্লেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির বাণী বিশ্বে শান্তি সংস্থাপনে সমর্থ। জীবের স্বরূপ পরতত্ত্বের স্বরূপসম্বন্ধ-জ্ঞানে—প্রতিটী জীবের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ-দর্শনে প্রীতি আস্‌তে পারে। স্বরূপ-বিভ্রান্তি হ'তে বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা অভিমানের উদ্ভব হেতু পরস্পরের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত। অশান্তির কারণকে দূরীভূত কর্‌তে না পার্‌লে প্রকৃত স্থায়ী শান্তি সংস্থাপিত হ'তে পারে না। রেষারেষি, যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, হানাহানি, ছুরিকাঘাত, গুলিবর্ষণ, বোমাবর্ষণের দ্বারা শান্তি আস্‌বে না, শান্তি আস্‌বে সম্প্রীতির দ্বারা, ভালবাসার দ্বারা। বিশ্বের যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হয়েছে, রেষারেষি যদি ক্রমবর্দ্ধমান হয়—ধ্বংস অনিবার্য্য। স্বার্থপরতার দ্বারা কাহাকেও ভালবাসা যায় না। ভগবানে প্রীতি হ'লে তদ্‌সম্বন্ধে সর্ব্ব জীবে প্রীতি হবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম বিতরণের দ্বারা সকল জীবকে প্রেমবন্যায় ভাসিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী দ্বারে দ্বারে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। শ্রীমহাপ্রভুর বাণী যদি বিশ্বের সর্ব্বত্র তুলে ধরা যায়, সকল জীবের কল্যাণ সাধিত হবে, বিশ্বে স্থায়ী শান্তি সংস্থাপিত হতে পারবে।"

**বিচারপতি শ্রীচন্দন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেনঃ—"আজকের 'বক্তব্য বিষয়' মঠের সভাপতি-মহারাজের নিকট শুনলেন। কিছু বল্‌তে হবে, তাই বল্‌ছি। 'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥' যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তখন সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ ও

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান্ প্রতিযুগে অবতীর্ণ হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এমন সময়ে এসেছিলেন, যে সময়ে ভারতবর্ষ অত্যাচারে জর্জ্জরিত। উক্ত অত্যাচার প্রতিরোধের জন্য রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমধর্ম্মের অনুশীলন ও বিস্তার করলেন। তিনি প্রেমধর্ম্মের দ্বারা অত্যাচারী চাঁদকাজীকে ভক্ত করেছিলেন। সাধারণতঃ আমরা ভগবান্‌কে ভয় পাই, পৃথক্‌ভাবে দেখি। শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লেন ভগবান্‌কে পৃথক্ দেখ্‌বে না, অত্যন্ত আপনার বোধে ভালবাসবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিনামের প্লাবনের দ্বারা সকলকে প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন। 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়।' বিশ্বসমস্যা বল্‌তে আমরা বিশ্বের গাছপালা জন্তু-জানোয়ারের কথা চিন্তা করছি না, বিশ্বের মানুষের বহুবিধ সমস্যার সমাধানের বিষয়ই এখানে উদ্দিষ্ট। মানুষ নিজেই সমস্যার সৃষ্টি করছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহের বশবর্ত্তী হ'য়ে ; স্বরূপবিভ্রান্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ পূর্ত্তির জন্য পরস্পর হানাহানিতে জর্জ্জরিত হচ্ছে। আজকাল সকলের নিকটই অর্থের প্রাচুর্য্য, কিন্তু শান্তি নাই, প্রতি ঘরে ঘরে বিবাহ-বিচ্ছেদ। 'কে আমি, কেনে মোরে জারে তাপত্রয়, ইহা নাহি জানি কৈছে হিত হয়।' সনাতন গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লেন—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।' আমরা সকলেই কৃষ্ণের নিত্যদাস। পরস্পরের সম্বন্ধ দর্শনে প্রীতি হবে, অপর জীবকে হিংসা করার প্রবৃত্তি আস্‌বে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুশীলন ও বিস্তারের দ্বারাই বিশ্বে স্থায়ী শান্তি সংস্থাপিত হতে পারে।"

**বিচারপতি শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক** ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"হরিকথা শুন্‌ছিলাম, আস্বাদনও কর্‌ছিলাম, ইচ্ছা হয়েছিল হরিকথা যেন শেষ না হয়। সভার শেষে সভাপতিকে কিছু বল্‌তে হয়, তাই বল্‌ছি। আমি ভক্তিপথে কতটা এগোতে পেরেছি জানি না। মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্ম ভক্তগণের আস্বাদনীয়। তাঁদের নিকটে কিছু বল্‌তে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ে যে জ্ঞান হয়েছে তা' হ'তে কিছু বল্‌বো।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কংস-কারাগারে জন্মগ্রহণ ক'রে ব্রজে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে তাঁর কার্য্য শেষ করতে না পারায় কলিযুগে শ্রীগৌরহরিরূপে আবির্ভূত হ'লেন। "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"—ভাগবত। গর্গ ঋষি নন্দ মহারাজকে বল্‌ছেন—'তোমার এই পুত্র সত্য, ত্রেতা ও কলিযুগে পূর্ব্বে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করেছিলেন, অধুনা দ্বাপরযুগে 'কৃষ্ণবর্ণ' হয়েছেন। 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।' যিনি 'কৃষ্ণ'-কীর্ত্তনপর, যাঁর অঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, উপাঙ্গ—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ, অস্ত্র—হরিনাম, পার্ষদ—গদাধর পণ্ডিত-স্বরূপদামোদরাদি, যিনি কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ (পীতবর্ণ) সেই শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরকে কলিযুগে সুমেধাগণ সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করে থাকেন। শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের যুগধর্ম্ম। গীতাশাস্ত্র পাঠে জানা যায় যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টগণের বিনাশ ও যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য ভগবান্ প্রতিযুগে অবতীর্ণ হন। জীবের দুর্দ্দশা দেখে ঘোর দুর্দ্দিনে শ্রীমন্মহাপ্রভু ৫০৮ (পাঁচশত আট বৎসর) পূর্ব্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন জীবগণের পরিত্রাণের জন্য। 'সেই দুই জগতেরে হইয়ে সদয়। গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ। যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ॥' শ্রীমন্মহাপ্রভু সাঁতার দিয়ে ভাগীরথী পার হ'য়ে, কাটোয়ায় গিয়ে শ্রীকেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ জীবগণকে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে চৈতন্য প্রদানের জন্য 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম ধারণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ-বিরহে কাতর হ'য়ে 'হা কৃষ্ণ', 'হা কৃষ্ণ' ব'লে কেন্দে ত্রিতাপজর্জ্জরিত জীবগণকে শীতল করলেন। তিনি উচ্চ-নীচ নির্ব্বিশেষে সকল জীবকে ব্রজের সর্ব্বোত্তম প্রেম প্রদান করলেন, যে প্রেম কোনও যুগে প্রদত্ত হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করলেন। ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ। 'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥'

—ভাগবত। সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞের দ্বারা, দ্বাপরে অর্চ্চনের দ্বারা যা পাওয়া যেত, কলিযুগে কেবল হরিকীর্ত্তনের দ্বারা তা' পাওয়া যাবে।"

**বিচারপতি শ্রীঅবনীমোহন সিন্‌হা** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"যা কিছু বলার, সব বলা হয়ে গিয়েছে। এত সুললিত ও সুমধুর কথার পর আর কিছু বলার নাই। যুগে যুগে অনেক অবতার ও আচার্য্যগণ এসেছেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের মত এমনটা আর কখনও হয় নাই।

"আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥"

—চৈতন্যভাগবত

আজানুলম্বিত বাহু, গৌরবর্ণ, সঙ্কীর্ত্তনপিতা, কমললোচন, বিশ্বম্ভর, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যুগধর্ম্ম ( কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ) প্রবর্ত্তক জগতের কল্যাণ বিধানকারী করুণাবতার শ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি।

চারিটী যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। কলির পরমায়ু ৪ লক্ষ ৩২ হাজার সৌরবর্ষ, কলির দ্বিগুণ দ্বাপর, তিনগুণ ত্রেতা ও চতুর্গুণ সত্য। সত্যযুগে চারপাদ ধর্ম্ম—তপস্যা, শৌচ, দয়া, সত্য; ত্রেতায় ত্রিপাদ—শৌচ, দয়া, সত্য; দ্বাপরযুগে দ্বিপাদ—দয়া ও সত্য; কলিযুগে একপাদ ধর্ম্ম—সত্য। পরীক্ষিৎ মহারাজের রাজত্বকালে পৃথিবীদেবী গাভীরূপে এবং ধর্ম্ম বৃষরূপে প্রকটিত হন—তিনি একপদে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজপুরুষরূপী 'কলি' কর্ত্তৃক প্রহৃত হ'য়ে গাভী রোদন কর্‌তে থাকলে পরীক্ষিৎ মহারাজ ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাকে নিধন করতে ধনুর্বাণ উত্তোলন কর্‌লেন। কলি প্রপন্ন হ'য়ে স্থান প্রার্থনা কর্‌লে পরীক্ষিৎ মহারাজ প্রথমে চারটী স্থান—'দ্যূতং', 'পানং', 'স্ত্রীয়ঃ', 'সূনা', পরে কলি কর্ত্তৃক পুনরায় প্রার্থিত হ'য়ে পঞ্চম স্থান 'সুবর্ণ' প্রদান করলেন।

'অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রীয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্ ॥'

—ভাগবত প্রথমস্কন্ধ

একমাত্র সত্য ভগবন্নামাশ্রয়ের দ্বারাই কলিযুগের জীব ত্রাণ লাভ করতে ও সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির অধিকারী হ'তে পারে।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ

আমার পিতৃদেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন, এজন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূতচরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কিছু কথা শুন্‌বার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল।"

# শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

**যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাক্‌বে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ ক'রবে। প্রকৃত সাধুর হরিকথাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা।**

**যাহাদের আত্মবিৎএর নিকট নিজেদের ভগবৎ সেবাপ্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।**

**সরলতার অপর নামই বৈষ্ণবতা, পরমহংস বৈষ্ণবের দাসগণ—সরল; তাই তাঁহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।**

## নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

( রেজিষ্টার্ড )
ফোন্ ঃ ৭৪-০৯০০

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-২৬

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

অস্মদীয় পরমগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** প্রিয়-পার্ষদ ও অধস্তনবর ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের** প্রিয়শিষ্য প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের** শুভ উপস্থিতিতে এবং গভর্ণিংবডির সভ্যগণের সেবাব্যবস্থায় অত্র শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও আগামী ২৮ নারায়ণ, ২৯ পৌষ, ১৪ জানুয়ারী ( ১৯৯৫ ) শনিবার হইতে ২ মাধব, ৪ মাঘ, ১৮ জানুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে পঞ্চদিবসব্যাপী ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সভামণ্ডপে পাঁচটি ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও অন্যান্য বক্তৃমহোদয়গণ ভাষণ প্রদান করিবেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও নাম-সংকীর্ত্তন হইবে।

১ মাঘ, ১৫ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিপুল ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত ও আকর্ষিত হইয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান পথ ভ্রমণ করতঃ সর্ব্ব-সাধারণকে দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিবেন।

২ মাঘ, ১৬ জানুয়ারী সোমবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ-জীউ শ্রীবিগ্রহগণের পূজা, মহাভিষেক ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাশয়, উপরি উক্ত ধর্ম্মসভাসমূহে, শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসবে ও ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানসমূহে সবান্ধব যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। ইতি—

শ্রীসজ্জনকিঙ্কর
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের গভর্ণিংবডি-পক্ষে
**ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী,** সম্পাদক
**ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষিকেশ,** মঠরক্ষক

# শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

# পূতচরিতামৃত

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২১৬ পৃষ্ঠার পর ]

মহাসংকীর্ত্তনসহ সম্পন্ন হয়। সহরবাসী নরনারীগণ ব্যতীত নদীয়া জেলা, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর জেলা প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে এবং কলিকাতা হইতেও শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা দর্শনের জন্য অগণিত দর্শনার্থী আসেন। পরদিবস শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-তিথিবাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিশাল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ ভক্তগণের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া কৃষ্ণনগর সহরের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করেন। স্থানীয় গেট্‌রোডস্থ দুর্গাবাড়ীতে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় রায়বাহাদুর শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, অধ্যাপক ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্ত্তী, নদীয়া জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায় ও কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীশশীভূষণ দাস, নদীয়া জেলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেণ্ট শ্রীনীহাররঞ্জন বসু বিভিন্ন দিনে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। 'শ্রীগীতার উপদেশ', 'শ্রীবিগ্রহসেবার আবশ্যকতা', 'জীবদুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার', 'ধর্ম্ম ও নীতি', 'শ্রীচৈতন্যদেব ও প্রেমভক্তি'—নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয়ের উপর শ্রীল গুরুদেবের সুযুক্তিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণের মধ্যে পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজও ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে তদাশ্রিত শিষ্যদ্বয় সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভু, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গুরুদেবের সতীর্থগণও উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

৬ আষাঢ় (১৩৭০), ২১ জুন (১৯৬৩) শুক্রবার হইতে ৮ আষাঢ়, ২৩ জুন রবিবার পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জনতিথিতে কৃষ্ণনগর মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোপীনাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রকটতিথি উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন ও বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসহ বার্ষিক-উৎসব সুসম্পন্ন হয়। সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে ১ম ও ২য় অধিবেশন স্থানীয় টাউন হলে এবং তৃতীয় অধিবেশন শ্রীমঠে অনুষ্ঠিত হয়। রায়বাহাদুর শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১ম ও ২য় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের হৃদয়গ্রাহী সারগর্ভ ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তে গাঢ়রূপে রেখাপাত করে। পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদান করতঃ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের আশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্যদ্বয় শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ৭ আষাঢ় শনিবার শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, অভিষেক ও মহোৎসব এবং পরদিবস শ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা তিথিবাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ সুরম্য রথারোহণে নগর ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। রথযাত্রাকালে উচ্চসংকীর্ত্তনে, শঙ্খ-ধ্বনি ও নারীগণের জয়কার ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে। নরনারীগণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হন।

### সেবকগণের প্রতি শ্রীল গুরুদেবের উপদেশবাণী

( শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকা ১ম বর্ষ ২৮৯ পৃষ্ঠা )

"শ্রীবিষ্ণুর সেবকগণ বৈষ্ণব। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীবিষ্ণু পূর্ণ ব্যক্তি। তাঁহার সেবকগণেরও ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে। অসীম ব্যক্তিত্বে মায়িক লম্বা, চওড়া ও উচ্চতার সীমারেখা নাই। পূর্ণ বৈকুণ্ঠ ব্যক্তিত্বে অণুত্ব,

বিভুত্ব, মধ্যমত্ব বা সর্ব্বত্ব স্বতঃসিদ্ধ। প্রাকৃত সীমাবিশিষ্ট স্বরূপের বোধ লইয়া ও উহাকেই বিচারের মানদণ্ড স্থির করিয়া পরতত্ত্বের বৈকুণ্ঠস্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে পরতত্ত্বকে সসীম করিতে হইতেছে বোধে ভীত হইয়া নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ ধারণা বদ্ধমূল হয়। প্রাকৃত অভিজ্ঞতা অপ্রাকৃতের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়োগ করিতে যাইয়াই এইরূপ বিভ্রাট হয়।

অশরণাগত জনগণ শ্রীবিষ্ণুর ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় মোহিত হইয়া রঙিন নেত্রে নির্গুণ শ্রীভগবান্‌কেও রঙিন বিচার করেন। উহা তাঁহাদের নিসর্গ-সিদ্ধাবস্থা। শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত একান্ত ভক্তগণেরই মাত্র শ্রীবিষ্ণুর বাস্তব স্বরূপের উপলব্ধি হইতে পারে। উহা তাঁহার কৃপাসাপেক্ষ ব্যাপার। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥'— কঠ

শ্রীবিষ্ণুর পূজক ও বৈভবে শ্রীবিষ্ণুর সত্তাদর্শনকারী ও সেবাকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতর বৈষ্ণব। 'তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।'—মঙ্গলময় শিবের উক্তি। এইজন্যই শ্রীবিষ্ণুসেবাপেক্ষাও বৈষ্ণব-সেবার অধিকতর মাহাত্ম্য।

অনন্য শ্রীভগবদ্ভক্তই শ্রীভগবানের কৃপা-প্রকাশমূর্ত্তি। অনন্যভক্তের বাহ্য লিঙ্গাপেক্ষা নাই। তিনি যে কোন বর্ণে বা আশ্রমে অবস্থিত হইলেও গুণাতীত শুদ্ধস্বরূপ। ভক্তি ব্যতীত উক্ত ভক্তের জীবনে অন্য কোন কৃত্য থাকিতে পারে না। উক্ত ভগবদ্ভক্তিই অবস্থাভেদে দয়া ও সেবারূপে প্রকট থাকেন। এবম্প্রকার একান্ত শুদ্ধ প্রেমিক ভক্তের কৃপাই জগতে শ্রীভগবৎকৃপা। তাঁহার সেবাই জগতে সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা।"

বঙ্গাব্দ ১৩৭১ ইং ১৯৬৪, বঙ্গাব্দ ১৩৭২ ইং ১৯৬৫, বঙ্গাব্দ ১৩৭৩ ইং ১৯৬৬, বঙ্গাব্দ ১৩৭৫ ইং ১৯৬৮, বঙ্গাব্দ ১৩৭৬ ইং ১৯৬৯, বঙ্গাব্দ ১৩৭৯ ইং ১৯৭২, বঙ্গাব্দ ১৩৮১ ইং ১৯৭৪, বঙ্গাব্দ ১৩৮২ ইং ১৯৭৫—এই আট বৎসরকাল গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জনতিথিবাসরে কৃষ্ণনগর মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের প্রাকট্য উপলক্ষে বার্ষিক-উৎসব শ্রীল গুরুদেবের অধ্যক্ষতায় যথারীতি সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়। ইং ১৯৬০ সালে কৃষ্ণনগরে গোয়াড়ীবাজারে প্রতিষ্ঠানের শাখামঠ সংস্থাপনের পর উক্ত মঠের তত্ত্বাবধায়ক বা দেখাশুনার দায়িত্বে কিছুদিন ছিলেন শ্রীমদ্ পরমানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ। পরবর্ত্তিকালে শ্রীল গুরুদেব কর্ত্তৃক তদাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ইং ১৯৬৪ সনে নদীয়া জেলাধীশ শ্রীঅমিয় কুমার সেন মহোদয় কৃষ্ণনগর মঠের বার্ষিক-উৎসবকালে মঠে আসিয়া শ্রীল গুরুদেবের উপদেশবাণী শ্রবণ করেন। ইং ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলাজজ শ্রীজগদীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীমঠে অনুষ্ঠিত সান্ধ্য ধর্ম্মসভায়, ইং ১৯৬৮ সনে রায়বাহাদুর শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় টাউনহলে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায়, ইং ১৯৭২ সালে টাউনহলে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে নদীয়া জেলার এস্-পি শ্রীসুবল গুহ মজুমদার এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীবাবুরাম প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইং ১৯৭৪ সালে টাউনহলে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীসুরেশ চন্দ্র সরকার সভাপতিপদে বৃত হন। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণের মধ্যে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, শ্রীমদ্ উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী, বগুড়ার প্রসিদ্ধ এড্‌ভোকেট শ্রীমদ্ সৌরেন্দ্র নাথ সরকার প্রভৃতি।

শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত যোগদানকারী ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ শিষ্যগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ( ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ), শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস

ব্রহ্মচারী, শ্রীপুলিনবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীফাল্গুনীসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীনিবাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রভুপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক, শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীভূপেন্দ্র চিত্র, মোক্তার শ্রীবিজয় রায়, শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী, শ্রীঅজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীসুকুমার বসু, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারী ( সুরেনবাবু ), শ্রীকৃষ্ণমোহন দাসাধিকারী ( কালাচাঁদ ), শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী ( নরেনবাবু ), শ্রীরামময় দাস ও শ্রীস্বপন বিশ্বাস।

প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের বহুপ্রকার সংশয় দূরীভূত হয় এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজনের সর্ব্বোত্তমতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন। বঙ্গাব্দ ১৩৭১ ইং ১৯৬৪ কৃষ্ণনগর মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে **শ্রীল গুরুদেবের উপদেশবাণী**ঃ— "বস্তুর মহিমা বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তৎপ্রতি মনুষ্যের রুচি ও আগ্রহ জাগ্রত বা যথোচিত ব্যবহার সম্ভব হয় না। সহস্র টাকার কিংবা শত টাকার নোটের মহিমাবোধহীন শিশুর তৎপ্রতি যথোচিত রুচি, আগ্রহ বা ব্যবহার দৃষ্ট হয় না, তাহাতে বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করা কিংবা উহা ছিঁড়িয়া ফেলা তাহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু উক্ত শিশুরই বয়োবৃদ্ধিক্রমে যখন অর্থের মহিমা ক্রমশঃ উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন তাহার তৎপ্রতি আগ্রহ, রুচি ও মর্য্যাদাবোধ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, একটি পয়সাকেও সে তখন অতি যত্নের সহিত রক্ষা করে। তদ্রূপ শ্রীভগবত্তত্ত্ব ও মহিমা উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের শ্রীভগবদ্ভজনে রুচি ও আগ্রহ দেখা যায় না বা শ্রীভগবানের প্রতি যথোচিত ব্যবহারও তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। মূঢ়তাবশতঃ সে ভগবান্‌কে অনাদর করে, অনেক সময় তাঁহার বিদ্বেষও আচরণ করে। কিন্তু ভগবদ্ভজনপরায়ণ প্রকৃত সাধুর সঙ্গক্রমে যখন সে ভগবানের ও শ্রীভগবদ্ভজনের মহিমা উপলব্ধি করিতে থাকে, তখন সে ক্রমশঃ তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করে, এমন কি দেখা যায় যে সমস্ত সাংসারিক কার্য্য ও বস্তুগুলিকে সে প্রথম জীবনে বহুমানন করিয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক ভাবে শ্রীহরিভজনে জীবন উৎসর্গ করিতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। সুতরাং বস্তুর মহিমাবোধের উপর মানুষের তজ্জন্য আগ্রহ ও রুচি নির্ভর করে। মানুষের যাবতীয় প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য দুঃখনিবৃত্তি ও সুখলাভ। কিন্তু সুখের ন্যায় প্রতীত অথচ সুখের অভাবময় সত্তার অনুশীলনের দ্বারা কখনও বাস্তবসুখোৎপত্তি হইতে পারে না। যেমন জলের মন্থনরূপ অনুশীলনের দ্বারা কখনও নবনী পাওয়া যায় না, কারণ নবনীর সত্তা জলে নাই। তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের অভাবময় প্রতীতি ত্রিগুণাত্মক মায়ার অনুশীলনের দ্বারা কখনও বাস্তব নিত্যত্ব, বাস্তব জ্ঞান বা আনন্দ লাভ হইতে পারে না। অভাবের অনুশীলনের দ্বারা অভাবই লাভ হয়। সুতরাং ভগবদ্বিমুখ মানুষ প্রয়োজনের বিপরীত বস্তু নিয়ত অনুশীলন করায় তাহার সমস্যার সমাধান কোন দিনই হইবে না। অন্ধকারের অনুশীলনের দ্বারা, অন্ধকারকে প্রহারের দ্বারা, অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া বিবিধ প্রচেষ্টার দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হয় না, আলোর আবির্ভাবে অন্ধকার অনায়াসে সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়, তখন অন্ধকারজনিত সমস্ত অসুবিধা বা সমস্যাদিরও অবসান হইয়া যায়। ঠিক তদ্রূপ ত্রিগুণাত্মক অজ্ঞানে হাতড়াইতে থাকিলে, তাহার অনুশীলন করিতে থাকিলে, অজ্ঞান কোনদিনই দূর হইবে না, কিন্তু অখণ্ড জ্ঞানময় তত্ত্ব শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইলে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অজ্ঞান অন্তর্হিত হইবে এবং অজ্ঞানজনিত কোন সমস্যাই আর তখন থাকিবে না। অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় তত্ত্ব শ্রীহরির আবির্ভাব জীবহৃদয়ে না হওয়ায় অসংখ্য সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। যখন জীব তাহার এই অসুবিধার কারণ সম্যক প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখন সে শ্রীভগবদ্‌সান্নিধ্য লাভের জন্য, হৃদয়ে তাহার আবির্ভাব অনুভবের জন্য যথোচিত প্রচেষ্টা

করিবে। সেই স্বতঃসিদ্ধ আনন্দময় ভগবত্তত্ত্বের আবির্ভাব শরণাগতের হৃদয়েই হইয়া থাকে। তখনই গীতায় শ্রীকৃষ্ণের চরমোপদেশ মনুষ্যের উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন সে কর্ম্ম, জ্ঞান যোগাদি যাবতীয় প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হয়। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।' শরণাগতিতে গীতার শিক্ষার পরিসমাপ্তি। শরণাগত হওয়ার পর শরণ্য শ্রীভগবানের প্রীত্যনুশীলন প্রচেষ্টাকে ভক্তি বলে। ভক্তির উন্নত, উন্নততর, উন্নততম চরমোৎকর্ষতার কথা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণন করিয়াছেন। গীতার যেখানে শেষ, শ্রীমদ্ভাগবতের সেখানে আরম্ভ। শরণাগতির চরম আদর্শ শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগণের চরিত্রে লক্ষিত হয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির জন্য তাঁহাদের অকরণীয় কিছুই নাই।

শ্রীভগবদ্ভজনের মহিমা উপলব্ধির জন্য শুদ্ধভক্তসঙ্গ ও শুদ্ধভক্তমুখে ভক্তিশাস্ত্র শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। নিত্য শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা চিত্ত মার্জ্জিত হয়। কেহ সাক্ষাৎভাবে কাহারও দোষ ত্রুটী দেখাইয়া দিলে অনেক সময় আমাদের অভিমানে আঘাত লাগে, চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু শাস্ত্র কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ না করায় অভিমানী ব্যক্তিগণ তাহা শ্রবণ করিয়া নিজেদের দুষ্প্রবৃত্তিগুলি দর্শনের সুযোগ লাভ করিতে এবং ঐগুলি পরিত্যাগ করিতে যত্নবান্ হইতে পারেন। এইজন্য মঠে প্রত্যহ দুইবেলা, কোথায়ও কোথায়ও তিনবেলা নিত্য শ্রীহরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অন্য অবান্তর মতলব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ কীর্ত্তনের ন্যায় দ্রুত মঙ্গললাভের শ্রেষ্ঠ সাধন আর কিছুই হইতে পারে না।" — ( শ্রীচৈতন্যবাণী ৪র্থ বর্ষ ১৩৯ পৃষ্ঠা )

বঙ্গাব্দ ১৩৭৫ ইং ১৯৬৮ কৃষ্ণনগর মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে টাউনহলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীল গুরুদেব তাঁহার অভিভাষণে বলেন ঃ—

"শ্রীচৈতন্যদেবের দানবৈশিষ্ট্যের অন্যতম শ্রীনামসংকীর্ত্তন। ৬৪ প্রকার সাধনাঙ্গের মধ্যে পাঁচটী মুখ্য সাধন—সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন। এই পাঁচটী মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ সাধনের মধ্যে শ্রীনামসংকীর্ত্তন সর্ব্বোত্তম। "তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥" ( চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭১ )। এখানে একটা সর্ত্ত দিলেন 'নিরপরাধে'। অপরাধ-যুক্ত হ'য়ে কীর্ত্তন কর্‌লে নামের সুফল দেখা যায় না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি পদ্মপুরাণে দশবিধ নামাপরাধের কথা উল্লেখ করেছেন। নিঃশ্রেয়সার্থী উক্ত দশবিধ নামাপরাধ সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে নামানুশীলন কর্‌বেন। নামকীর্ত্তন করেও সুফল প্রাপ্তি হ'তে আমরা বঞ্চিত থাকি কেন? উহার কারণ নামের শক্তি বা সামর্থ্যের অভাব নয়, আমাদের অপরাধই মূল কারণ। ভগবান্ যেমন সর্ব্বশক্তিমান্, ভগবন্নামও তদ্রূপ সর্ব্বশক্তিযুক্ত। ভগবানের বাচ্য বাচক—স্বরূপদ্বয়ের মধ্যে বাচকের মহিমা অধিক। দুর্দ্দৈববশতঃই সর্ব্বসন্তাপহারী, সর্ব্বশুভদ, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীনামের মহিমায় আমরা বিশ্বাস স্থাপন কর্‌তে পারি না। তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু দুঃখ করে বলেছেন,—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥"

আমরা বল্‌তে পারি ভগবান্‌কে ডেকে, চেঁচামেচি ক'রে কি হবে। নাম ত' একটী শব্দ মাত্র। আমাদের অভিজ্ঞতায় শব্দ ও শব্দোদ্দিষ্ট বস্তু এক নহে, শব্দের দ্বারা বস্তু নির্দ্দেশ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ —'জল' 'জল' এই শব্দ উচ্চারণের দ্বারা পিপাসানিবৃত্তি হয় না, জল-রূপ বস্তু গ্রহণের অপেক্ষা রাখে, সুতরাং শব্দই বস্তু নহে। জড়শব্দে ও শব্দোদ্দিষ্ট বস্তুতে মায়িক ব্যবধান আছে। কিন্তু জড়াতীত অপ্রাকৃত শব্দে—ভগবন্নামে মায়িক ব্যবধান নাই, তজ্জন্য উহাকে শব্দব্রহ্ম বলা হয়। শব্দব্রহ্মে শব্দ ও শব্দোদ্দিষ্ট বস্তু এক অর্থাৎ ভগবন্নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই।

( ক্রমশঃ )

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..........
Vill..........
P O..........
Dist..........
Pin..........

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গননা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

**কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান**

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্যবাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা


## চতুস্ত্রিংশ বর্ষ—১২শ সংখ্যা

## মাঘ, ১৪০১



সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

**সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—**

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

## শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ ( নদীয়া ) ফোন ঃ ২৬৬

**প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—**

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ ( নদীয়া )

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ ( মথুরা )

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ ( আসাম ) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ ( আসাম )

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ ( নদীয়া )

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ ( আসাম )

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ ( পাঞ্জাব ) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ ( ওড়িষ্যা ) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ ( ইউ, পি )

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—**

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা ( আসাম )
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা ( বাংলাদেশ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৪শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ ১৪০১
১৩ মাধব, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, রবিবার, ২৯ জানুয়ারী ১৯৯৫ | ১২শ সংখ্যা

# শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া
১৮ই মাঘ, ১৩৪২ ; ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৭শে জানুয়ারী তারিখের কার্ডে আপনার অগ্রজ আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ ** মহাশয়ের অকস্মাৎ দেহরক্ষার কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। বিশেষতঃ জননী ঠাকুরাণী এখন এই বৃদ্ধা বয়সে শোকে অভিভূত হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। তিনি চিরদিনই ভগবান্‌কে ডাকিয়া থাকেন। সকলেই একে একে সেই ভগবদ্‌রাজ্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। যাঁহাকে ভগবান্ অগ্রে ডাকেন, তিনি অগ্রে যাইয়া পথ প্রদর্শন করেন।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ * * প্রভুর পত্রেও এই দুঃখের কথা ও স্বধামগত মহাত্মার সদ্‌গতির কথা জানিতে পারিলাম। আপনারা সকলেই সম্প্রতি বিশেষ দুঃখে কালযাপন করিতেছেন, ইহাই বুঝিলাম। এই অনিত্য সংসারের এই পরিণাম। আপনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, যাঁহারা নিত্যধামে গমন করেন, তাঁহাদের জন্য শোকের কিছুই নাই, তাঁহারা অনিত্য জগতের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। আপনাদের ক্লেশ আর তাঁহাকে স্পর্শ করে না, জানিবেন। ইতি

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধামমায়াপুর, নদীয়া
১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ ; ১৮ই মাঘ, ১৩৪২

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ২১।১।৩৬ তারিখের কার্ড পাইয়াছিলাম। অদ্যও ডাঃ * * মহাশয়ের নামে কার্ড দেখিলাম। এখন হইতে নন্দগ্রামের ঠিকানায় * * 'নদীয়া প্রকাশ' প্রেরিত হইবে। * * * *

শ্রীযুক্ত * * বাবাজী মহাশয়ের পত্রে জানা যায় যে স্থানীয় * * কর্ম্মচারীগণের অত্যাচার তথায় আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তিবিদ্বেষী বিষয়ীগণ সর্ব্বদাই তাহাদের নিজ নিজ খেয়াল অনুসারে দৌরাত্ম্য করিবে। আমরা তাহা সহ্য করিয়া পৃথক্ থাকিব।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী ব্রজমণ্ডলে প্রচারিত হইলে পাপ-হৃদয় ব্যক্তিগণ নিজ নিজ অমঙ্গল হইতে সাবধান হইবে। উহাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিলে তাহারাও অশান্ত না হইয়া শান্ত-মূর্ত্তি ধারণ করিবে। শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর জগতের সকলের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া যে-সকল ব্যক্তি ভক্তদ্রোহাচরণ করে, তাহারা পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
**শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী**

# তত্ত্বসূত্র—অচিৎ-পদার্থ প্রকরণম্

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২২১ পৃষ্ঠার পর ]

কালের বিচারের সহিত দেশেরও বিচারের প্রয়োজন, অতএব সূত্র,—

**সৈবাধিষ্ঠানরূপিণী দেশসংজ্ঞিতা ॥ ২৬ ॥**

সৈব প্রকৃতিঃ জীবানাং অধিষ্ঠানভূতা আধাররূপিণী দেশ-সংজ্ঞিতা ভবতি। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ ইতি শ্রুতেঃ। বৃক্ষোঽত্র প্রকৃতিময় আধারঃ।

এই দেশ সম্বন্ধে ষড়্দর্শনবেত্তারা অনেক নামভেদজনিত বিবাদ করেন। কেহ আকাশ, কেহ দিক্, কেহ কেবল শূন্য এই প্রকার নাম লইয়া একই পদার্থকে নানারূপ করিয়া ব্যক্ত করেন। বাস্তবিক সকলেরই সাধারণ সংজ্ঞা দেশ। দেশই আধার। ঐ দেশের একটী মাত্র গুণ আছে অর্থাৎ বিস্তৃতি যদ্দ্বারা পদার্থের ধারণ হয়। অনেকে পৃথিবীকে আধার বলিয়া এই বেদপ্রমাণ দিয়া থাকেন।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ু-র্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥

বেদের বাক্যার্থ লইতে হইলে পৃথিবীই আধার হয়। কিন্তু সারগ্রাহী সাত্বত সম্প্রদায় বেদের মর্ম্মার্থ গ্রহণেই তৎপর হন। তাহাদের বিচার-প্রণালী এই। পূর্ব্বমন্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহজঃ।
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥

সেই পরপদার্থ প্রকৃতি হইতে স্বাধীন তত্ত্ব। কিন্তু বদ্ধজীবের সম্বন্ধে কতকগুলি সূক্ষ্ম পদার্থ অর্থাৎ প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় দৃষ্ট হয়। তাহাও তাঁহা হইতে অর্থাৎ তঁাহার অনাদি ঐশ্বর্য্যশক্তি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। পুনরায় অবিদ্যারূপা মায়া অর্থাৎ জড়প্রকৃতিও সৃষ্টি হইয়াছে অর্থাৎ জড়রূপা প্রকৃতির অবয়ব খং-বায়ু প্রভৃতি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া স্থূল আধাররূপা পৃথিবীও হইয়াছে। কিন্তু জড়-প্রকৃতির প্রথম প্রকাশই আকাশ অর্থাৎ সমুদায় প্রাকৃত

পদার্থের আধার। যুক্তিদ্বারা বিচার করিলে ইহাই প্রতীত হয়। পৃথিবী স্বয়ং কিয়দংশ আকাশকে ব্যাপিয়া অবস্থান করে অতএব আকাশই পৃথিবীর আধার। আকাশ কেবল দেশ মাত্র। দেশকে কেবল দিক্ কহা যায় না। যেহেতু বিচারকের চতুষ্পার্শ্বস্থ আকাশই দিক্ হয় কিন্তু বিচারক স্বয়ং যে স্থলে অবস্থিতি করেন তাহা পরিত্যক্ত হয়। অতএব দেশ শব্দ প্রয়োগ করিলে অন্যান্য শব্দ প্রয়োগের যে দোষ, তাহা হইবে না। প্রকৃতিই যে আধার, তাহার স্মৃতি-প্রমাণ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবস্তুতিতে দৃষ্ট হয় যথা,—আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা ইত্যাদি।

তয়া বদ্ধানাং চেতনামপি ভ্রমবাহুল্যং দর্শয়তি।

**জড়ে বদ্ধস্যানন্দ ভ্রমো বৈকুণ্ঠভ্রমশ্চাসঙ্গাৎ ॥২৭॥**

বদ্ধজীবানাং জড়পদার্থে দেহাদৌ স্বর্গে চ আনন্দ সুখমিতি বুদ্ধির্ভ্রম এব আসঙ্গাৎ আসক্তির্হেতো ভবতি। জড়ে প্রাকৃত-বস্তু বিষয়ে ভগবল্লোকে ইতি শ্রীভগবানিতি ভ্রমোঽপি আসঙ্গাৎ ভবতি; তথাহি রজোধিকা কর্ম্মপরা দুঃখে চ সুখমানিন ইতি শ্রীভগবদুক্তিঃ।

বদ্ধাবস্থায় জড়পদার্থে জীবের দুই প্রকার ভ্রমের উদয় হয়। অর্থাৎ আনন্দভ্রম ও বৈকুণ্ঠভ্রম। ইন্দ্রিয়-সুখকে আনন্দ বলিয়া যে ভ্রম তাহাকেই আনন্দভ্রম কহা যায়। এই আনন্দভ্রমও দ্বিবিধ অর্থাৎ দৃষ্টানন্দভ্রম ও শ্রুতানন্দভ্রম। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সকলের বিষয়ভোগকে দৃষ্টানন্দভ্রম বলা যাইতে পারে এবং ইহ জন্মে অনেক সুকর্ম্মকরণ দ্বারা পরলোকে দেবদেহপ্রাপ্তি দ্বারা অপ্সরসাদি ভোগাশাকে শ্রুতানন্দ কহা যায়। যথা কঠোপনিষদি,—

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাশনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥

এই প্রকার কর্ম্মপরা যে সকল শ্রুতি আছে, তাহারা মনুষ্যকে কর্ম্মফলরূপ স্বর্গভোগাদি আশা দেয় এবং কখন কখন ঐ সকল কর্ম্মদ্বারা ইহ জন্মেই ইন্দ্রিয়-সুখ বৃদ্ধি করিবার প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু এ সমুদায়ই প্রলোভন মাত্র। এই সকল সুখে কিছুমাত্র আনন্দ নাই, তবে যে জীবের তাহাতে সুখ বোধ হয় তাহা নিতান্ত ভ্রম। স্ত্রীসম্ভোগ, আহার, গাত্রমার্জ্জন, অনুলেপন, সুগন্ধিসেবন প্রভৃতি যত প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ আছে, তাহা অত্যন্ত অনিত্য। ভোগ হইবা মাত্রই দুঃখের উদয় হয়। মদ্যপায়ী ও বেশ্যাগামী পুরুষদিগের চরিত্রই ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। স্বর্গের নন্দনকানন, মেনকা নৃত্য, উর্ব্বশী-ভোগ ও অমৃতপানেই বা কি নিত্যসুখ আছে? সে সমুদায়ই ইন্দ্রিয় সুখের কাল্পনিক উৎকৃষ্টতা মাত্র; অতএব কঠোপনিষদে নচিকেতা কহিলেন,—

শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥

পুনশ্চ মুণ্ডকোপনিষদি,—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥
ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং
লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥

জীবের ভক্তিসুখই স্বাভাবিক আনন্দ, তবে প্রকৃতি সঙ্গদ্বারা যে সুখ উপলব্ধ হয়, তাহা অস্বাভাবিক ও ভ্রমজনিত ক্লেশমাত্র। সঙ্গ দোষ হইতে এই অনর্থ উদয় হইয়াছে। জীবাত্মা চিদানন্দ-স্বরূপ অতএব ইহার যে প্রকৃতিসঙ্গ অর্থাৎ জড়সঙ্গ এবং তাহা হইতেই ইহার স্বস্বরূপ বিস্মরণ ও দ্বিতীয় বস্তুরূপ প্রকৃতি হইতে সুখান্বেষণ প্রবৃত্তি উদিত হইয়াছে। এই প্রবৃত্তি দ্বারা জীবের ক্রমশঃ পতন হয়, তথাহি গীতায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়ে,—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, —'সর্ব্বানর্থস্য মূলমুক্তং বিষয়াভিধ্যানম্।'

প্রাকৃত সঙ্গদোষ প্রাকৃত বিষয়াভিধ্যানের দ্বারা

জীবের স্বস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, পরস্বরূপ ও বৈকুণ্ঠ-স্বরূপ এ সমুদায় বিস্মরণ হওয়ায় ইন্দ্রিয়সুখ ও স্বর্গসুখকে আনন্দ বলিয়া ভ্রম হইতেছে এবং শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ধাম সম্বন্ধেও ভ্রম ঘটিয়া থাকে। প্রাকৃত কোন স্থানকে বৈকুণ্ঠ বোধ হয় এবং প্রাকৃত শরীরকে ভগবদ্দেহ বলিয়া ভ্রম হয়। যথা গীতায়াং ভগবদুক্তিঃ,—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রভুর বাক্য যথা—

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণু-নিন্দা নাহি আর ইহার উপর ॥

সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের অধঃমূল ভ্রমক্রমে নিত্যবোধ অর্থাৎ মৃত্তিকা ও জলময় অথবা তত্তদ্ভাবাপন্ন কোন কাল্পনিক ধামকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিবেকদ্বারা তাহা তিরোহিত হয়। যথা গীতায়াং ১৫শ অধ্যায়ে —

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম-
সঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

এই প্রাকৃত ভ্রম অতিশয় অনিষ্টকর অতএব সূত্রকার এই বিষম রোগের ঔষধি নিরূপণ করিতেছেন।

ইদানিমুক্ত ভ্রমনিবৃত্তিসাধনং দর্শয়তি,—

**বিবেকেন ততো বিমুক্তিঃ ॥ ২৮ ॥**

ততঃ পূর্ব্বোক্তাদুভয়বিধ ভ্রমাজ্জীবানাং বিমুক্তি-বিবেকাৎ জীবাত্মপরমাত্মনোস্তত্ত্ব বিচারাৎ ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসজ্জেত; ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

পূর্ব্বোক্ত দুই ভ্রম অর্থাৎ আনন্দভ্রম ও বৈকুণ্ঠভ্রম কেবল বিবেকের দ্বারা তিরোহিত হয়। পূর্ব্ব সূত্রের ভাষ্যে দর্শিত হইয়াছে যে এই দুই ভ্রম দ্রব্যময় যজ্ঞ-স্বরূপ, যাহা নচিকেতা অগ্রাহ্য করিলেন। এক্ষণে ভগবদ্গীতার বাক্যের দ্বারা বিবেকপ্রণালী কথিত হইতেছে,—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাদ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥
—গীতা ৪।৩৩

সেই জ্ঞানের অধিকারী নিরূপণ করিতেছেন,—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥
—গীতা ৪।৩৯

যে কোন ঘটনায় হউক, যদি কোন ব্যক্তির ভ্রম-নিরসনের স্পৃহা জন্মে, তাহার উপায় অন্বেষণে যে প্রবৃত্তি উৎপত্তি হয়, তাহাকে শ্রদ্ধা বলা যায়। এই শ্রদ্ধাকে বিশ্বাসও বলা যায়। কেহ কেহ স্বাভাবিক গতিক্রমে যখন অনর্থে অরুচিবোধ করেন, তখন তাঁহার এই শ্রদ্ধা হয়; যথা গীতায়াং—

অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহ জাল সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎত্রয়ংত্যজেৎ ॥
—গীতা ১৬।১৬, ২১

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥
—গীতা ৭।১৬

তথাচ ভাগবত প্রথম স্কন্ধে কুন্তীবাক্যং—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্রতত্র জগৎপতে।
ভবতো দর্শনং যৎস্যাদপুনর্ভব দর্শনম্ ॥

কাহারো কাহারো সাধুসঙ্গে অর্থাৎ সাধুর কৃপার দ্বারা এই শ্রদ্ধার উদয় হয়, যথা নারদপঞ্চরাত্রে দ্বিতীয় রাত্রে দ্বিতীয় অধ্যায়ে,—

শ্রীকৃষ্ণভক্তসঙ্গেন ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী।
অনিমিত্তাচ সুখদা হরিদাস্যপ্রদা শুভা ॥
যথা বৃক্ষলতানাঞ্চ নবীনঃ কোমলাঙ্কুরঃ।
বর্দ্ধতে মেঘবর্ষেণ শুষ্কঃ সূর্য্যকিরণেন চ ॥
তথৈব ভক্তালাপেন ভক্তিবৃক্ষনবাঙ্কুরঃ।
বর্দ্ধতে শুষ্কতাং যাতি চাভক্তালাপমাত্রতঃ ॥

শ্রদ্ধার উদয় হইলে জ্ঞানোপদেশ এই প্রকার হয় যথা গীতায়াং—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

উপদেশ দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব ও ভগবদ্ধামতত্ত্ব স্পষ্ট-রূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ জড়ে বৈকুণ্ঠ-বুদ্ধি বিগত হয় যথা গীতায়াং---

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

তত্ত্বানুশীলন পূর্ব্বক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা অপ্রাকৃত ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধ হইলে প্রপত্তির উদয় হয় তথাহি গীতায়াং—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥

( ক্রমশঃ )

# চারি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ]

'সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥'
—পদ্মপুরাণ

'সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রসকল নিষ্ফল। বহু বহু সাধনাদ্বারা শতকোটী কল্পকালেও সেই সমস্ত মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। অতএব কলিকালে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র ও সনক এই চারিটী ভুবন-পাবন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইবে।'

সম্প্রদায়ের অর্থ সঙ্কীর্ণতা নহে। ব্যবহারিক জগতে 'সম্প্রদায়' শব্দ 'সঙ্কীর্ণতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। সম্প্রদায় শব্দের অর্থ — সম্যক্ প্রদত্ত হইয়াছে জ্ঞান যে ধারায়। যে ধারায় গুরুপরম্পরাগত প্রাপ্ত-জ্ঞানের শুদ্ধিতা সংরক্ষিত হইয়াছে। অমরকোষ অভিধানে সম্প্রদায় শব্দের অর্থ আম্নায়—(গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্য)। আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধানে সম্প্রদায় শব্দের একটি অর্থ—গুরুপরম্পরাগত সদুপদেশ (সম্-প্র-দা+ঘঞ্)।

"সম্প্রদায় ( পুং )—সম্-প্র-দা-ঘঞ্ ( আতো যুক্ চিন্‌কৃতোঃ। পা ৭।৩।৩৩ ) গুরুপরম্পরাগত সদুপদেশ—আম্নায়। সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রীমাধ্বিরুদ্রসনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥ ( পদ্মপুরাণ )"—বিশ্বকোষ

আরোহবাদাবলম্বনে ( Inductive Processএ) প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির সাহায্যে ভগবজ্‌জ্ঞান লভ্য নহে। অবরোহপন্থায় ( Deductive Processএ ) অর্থাৎ ভগবৎকৃপায় শরণাগতের হৃদয়ে ভগবজ্‌জ্ঞানের অবতরণ হয়। 'কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥' —ভাঃ ১১।১৪।৩। 'যে বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে তাহা কাল-প্রভাবে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম !' শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার রচিত জৈবধর্ম্ম-গ্রন্থে এই-রূপ লিখিয়াছেন—'জগতে অনেকেই মায়াবাদ-বশে কুপথগামী। মায়াবাদদোষশূন্য যে সকল ভক্ত, তাহাদের সম্প্রদায় না হইলে সৎসঙ্গ দুর্ল্লভ্য হয়। এইজন্য পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে—'সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥' সৎ-সম্প্রদায়-স্বীকৃত আচার্য্যগণোপদিষ্ট মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্রসমূহ ফলপ্রদ হয় না। শ্রী ( রামানুজ ), ব্রহ্ম ( মধ্ব ), রুদ্র ( বিষ্ণুস্বামী ), চতুঃসন ( নিম্বার্ক ) সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ জগৎপাবন।'

ভগবান্ অসমোর্দ্ধ্ব বস্তু হওয়ায়, তিনি ছাড়া অথবা তৎকৃপা ব্যতীত তৎপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় স্বীকৃত হইতে পারে না। ভগবৎকৃপার চারিধারাতে উক্ত জ্ঞান জগতে প্রবাহিত হইয়াছে। ভগবান হইতে লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও চতুঃসন—এই চারিধারায় জগতে যে ভগবজ্‌জ্ঞানের অবতরণ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্য-যুগীয় প্রসিদ্ধ আচার্য্যগণ—শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বমুনি, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক। বর্ত্তমানযুগে তাঁহাদের

নামানুসারে সাম্প্রদায়িক নামের প্রসিদ্ধি হইয়াছে। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত শ্রীপ্রমেয়রত্নাবলী গ্রন্থে লিখিত আছে—শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী রামানুজকে ( রামানন্দী বা রামাৎ ), ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে (মাধ্বী), রুদ্র অর্থাৎ মহাদেব বিষ্ণুস্বামীকে ( বল্লভাচার্য্য বা বল্লভী ) এবং চতুঃসন অর্থাৎ সনক নিম্বাদিত্যকে ( নিমাৎ বা নিম্বার্ক বা নিমানন্দী ) স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

শ্রীভক্তিরত্নাকরগ্রন্থ-রচয়িতা শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ৫ম তরঙ্গে পদ্মপুরাণোক্ত শ্লোকটি কিছু অন্যভাবে লিখিয়াছেন। 'সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ।। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি-পাবনাঃ ।। চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যাঃ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকাঃ।' উক্তগ্রন্থেই সম্প্রদায় নামের উৎপত্তির বিবরণ এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে—

'ভক্তি-অধিকারী এ সম্প্রদায়-চতুষ্টয়।
সংক্ষেপে কহিয়ে সম্প্রদাখ্যা যৈছে হয় ।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু।
নারায়ণরূপে হন এ সবার গুরু ।।
'শ্রী'—নারায়ণের প্রিয়া, শিষ্যা পুনঃ তাঁর।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিস্তার অদ্ভুত ক্রিয়া যাঁর ।।
'শ্রী'-শব্দেতে-লক্ষ্মী, তাঁর শাখা, উপশাখা।
হইল অনেক—তার কে করিবে লেখা ।।
সেই গণে রামানুজ 'আচার্য্য' হইল।
তাঁহা হৈতে 'রামানুজ-সম্প্রদা' চলিল ।।
'শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্য' পূর্ব্বে নাম তাঁর হয়।
অত্যাদরে রামানুজাচার্য্য সবে কয় ।।
নিজনামে 'রামানুজ-ভাষ্য' যেঁহ কৈল।
তাঁর শাখা-উপশাখা জগৎ ছাইল ।।
অহে শ্রীনিবাস! মাধ্বী-সম্প্রদা-বিষয়।
এবে কিছু কহি, আগে কহিব যে হয় ।।
শ্রীনারায়ণের শিষ্য 'ব্রহ্মা' দয়াবান্।
জগৎ ব্যাপিল শিষ্য-প্রশিষ্যাদি তান ।।
সেইগণ-মধ্যেতে মধ্ব শিষ্য হৈলা।
প্রথমেই ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য তেঁহ কৈলা ।।
এইহেতু 'মধ্বাচার্য্য'-নাম হৈল তাঁর।
সেই হৈতে মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদা-প্রচার ।।
শ্রীনারায়ণের শিষ্য 'রুদ্র' কৃপাময়।
তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের অন্ত নাহি হয় ।।
বিষ্ণুস্বামী শিষ্য হইলেন সেই গণে।
ভক্তিরস-মত্ত হৈলা নিজ-শিষ্য-সনে ।।
পরম প্রভাব-বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে।
বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদাখ্যা হৈল তাঁহা হৈতে ।।
সনক-সম্প্রদা যৈছে শুন শ্রীনিবাস।
নারায়ণ হৈতে হংসবিগ্রহ-বিলাস ।।
তাঁর শিষ্য সনকাদি চারি মহাশয়।
তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যের লেখা নাহি হয় ।।
সেই গণমধ্যে নিম্বাদিত্য শিষ্য হৈল।
তাঁহা হৈতে নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায় চলিল ।।
নিম্বাদিত্য-প্রভাব পরম চমৎকার।
তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যেতে ব্যাপিল সংসার ।।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক সম্প্রদায়গণে।
হইল সম্প্রদা বহু প্রভাব-কারণে ।।
যৈছে রামানুজাচার্য্যগণের মধ্যেতে।
রামানন্দাচার্য্য হৈলা পূজ্য সর্ব্ব মতে ।।
তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যাদি অনেক তাহায়।
'রামানন্দী' খ্যাতি হৈল সেই সম্প্রদায় ।।
বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে শ্রীবল্লভাচার্য্য।
কৈল 'অনুভাষ্য' তেঁহো সর্ব্বমতে আর্য্য ।।
হইল তাহার খ্যাতি 'বল্লভী' বিদিত।
কি বলিব—অন্য সম্প্রদায়—এই রীত ।।'

—ভঃ রঃ ৫/২১১৩-২১৩৫

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীবৃন্দাবন-ধাম হইতে জয়পুরে আসিয়া শ্রীল রূপগোস্বামী সেবিত শ্রীগোবিন্দ-জীউর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতঃ বেদান্তের 'গোবিন্দ ভাষ্য' রচনা করিয়া গলতাগদীতে অন্য সম্প্রদায়ের বিচার নিরাস পূর্ব্বক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। তদবধি ইনি 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হইয়া 'শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ' নামে খ্যাত হন।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়-সেবিত ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ কলিকালে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক-এই চারিটী ভুবনপাবন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে

ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের বা মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত গুরু। শ্রীমাধ্ব পরম্পরায় শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবশাখা 'শ্রীগৌর-গণোদ্দেশে', 'প্রমেয়রত্নাবলীতে' ও শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীভক্তিরত্নাকরেও তদুল্লেখ দেখা যায়। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে বর্ণিত শ্রীমাধ্ব-শাখা—"প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকাঃ ॥ শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাহ্বয়াঃ পাদ্মে যথা স্মৃতাঃ। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদয়িনঃ। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। তত্র মাধ্বী সম্প্রদায়ঃ প্রস্তাবাদত্র লিখ্যতে। পরব্যোমেশ্বর-স্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ। তস্য শিষ্যো নারদোঽভূৎ ব্যাসস্তস্যাপশিষ্যতাম্। শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাববোধনাৎ। ব্যাসাল্লব্ধ-কৃষ্ণ-দীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ। তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্য মহাশয়ঃ। তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবদ্বিজঃ। অক্ষোভ্যস্তদ্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ। তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুঃ তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ। বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্য তস্য সেবকঃ। জয়ধর্ম্মা মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্‌গণমধ্যতঃ। শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্ত ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ। জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্‌ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্। শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ। তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ। তস্য শিষ্যোঽভবৎ শ্রীমানীশ্বরাখ্য পুরী যতিঃ ॥ কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গার ফলাত্মকঃ। অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্যসখ্যে ফলে উভে। ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে। জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্ ॥"

শ্রীলক্ষ্মীপতির শিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও সদগুরুচরণাশ্রয়ের অত্যাবশ্যকতা শিক্ষা দিবার জন্য গয়াতে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণের লীলাভিনয় করিলেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের উপদেশবাণী (২১ আশ্বিন ১৩৩১) ঃ—" 'আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ। সংসারার্ণবতরণিং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ ॥' সেই আনন্দতীর্থ নামক শ্রীমধ্বমুনিকে আমি সসম্ভ্রমে অভিভাবদন করি। তাঁহার জয় হউক। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সংসারসাগর পার হইবার নৌকাসদৃশ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সেই যতিরাজ সুখময়ধাম। বাংলাদেশের শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সকলেই সেই বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যের অনুগত। তাঁহার অপর নাম শ্রীমধ্বমুনি। সেই শ্রীপাদ আনন্দতীর্থ বা পূর্ণপ্রজ্ঞের অষ্টাদশ অধস্তন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, সপ্তদশ অধস্তন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। এই তিন প্রভু শ্রীমধ্বমুনিকে স্বীয় গুরুপরম্পরা মধ্যে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমধ্বমুনি কেরল দেশের উত্তরাংশে (বর্ত্তমান কেনাড়া জেলায়) আবির্ভূত হন। এই মহাত্মা ভারতবর্ষে পঞ্চোপাসনার পরিবর্ত্তে একমাত্র বিষ্ণুপাসনার কর্ত্তব্যতা প্রচার করেন। তাহার পূর্ব্বে মায়বাদাচার্য্য শিবগুরুতনয় শঙ্করপাদ আর্য্যধর্ম্ম-সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীমধ্ব পুনরায় সেই আর্য্যধর্ম্মের মধ্যে ভগবদানুগত্য বা ভগবৎসেবাই প্রচার করেন।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর চার আচার্য্যের নিত্য সেবা শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার অধস্তনরূপে শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ শ্রীপুরুষোত্তমধামে গ্র্যাণ্ডরোডস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে চারি আচার্য্যের নিত্যসেবা প্রকাশ করিয়াছেন।

## শ্রীরামানুজাচার্য্য

'বিশ্বকোষে'র বর্ণনানুযায়ী জ্ঞাত হওয়া যায় শ্রীল রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাব সন ও স্থান এবং পিতার নাম এইরূপ—'১০১৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে চেঙ্গলপত জেলার অন্তর্গত শ্রীপরম্বদুর গ্রামে শ্রীরামানুজাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কেশব ত্রিপাঠী (সমাজী) হারিত-গোত্র, যজুর্ব্বেদী আপস্তম্ব শাখাধ্যায়ী। প্রপন্নামৃতের মতে তিনি কুশিক-গোত্রীয় নৃসিংহাচার্য্যের পুত্র। রামানুজাচার্য্যের

পিতাও একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তোণ্ডীর-মণ্ডলের অন্তর্গত ভূতপুরী নামক নগরে তাঁহার বাস ছিল। পিতারই নিকট রামানুজ পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করেন। পরে শ্রীরঙ্গমে গিয়া মহাপূর্ণাচার্য্যের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত প্রভৃতি নানাশাস্ত্র শিক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি প্রভাবে এখানে তিনি অল্পদিন মধ্যেই সকল শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।'

শ্রীমদ্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ লিখিত 'শ্রীগৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য' গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—'মাদ্রাজ হইতে প্রায় ১৩ ক্রোশ পশ্চিমে শ্রীপেরেম্বুদুর গ্রামে ৯৩৮ শকাব্দায় (১০১৬ খৃষ্টাব্দে) চৈত্রী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে [ মতান্তরে ৯৩৯ শকাব্দ (১০১৭ খৃষ্টাব্দ); অন্য মতে ৯৪০ শকাব্দ ( ১০১৮ খৃষ্টাব্দ ) ] শ্রীলক্ষ্মণ দেশিক আবির্ভূত হন। শ্রীলক্ষ্মণই পরবর্ত্তিকালে শ্রীরামানুজাচার্য্য নামে খ্যাত হন। শ্রীলক্ষ্মণের পিতার নাম আসুরি কেশবাচার্য্য দীক্ষিত ও মাতার নাম শ্রীকান্তিমতী। কান্তিমতী শ্রীশৈলপূর্ণের কনিষ্ঠা ভগ্নী। শ্রীশৈলপূর্ণ প্রসিদ্ধ 'শ্রী'সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীযামুনমুনির একজন প্রধান শিষ্য।'

আশুতোষদেবের নূতন বাংলা অভিধানে 'চরিতাবলী'-প্রসঙ্গের বর্ণনানুযায়ী শ্রীল রামানুজাচার্য্য ১১শ শতকে দাক্ষিণাত্যের চোল রাজ্যে শ্রীপরম্বদুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

'শ্রীরামানুজ 'শ্রীভাষ্য' রচনা করিবার উদ্দেশ্যে কাশ্মীর প্রদেশান্তর্গত সারদাপীঠ হইতে বোধায়ন-বৃত্তি আনয়নার্থ স্বীয় শিষ্য কুরেশের সহিত তথায় গমন করেন। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ উহা প্রদান করিতে অনিচ্ছুক হ'ন; কিন্তু শ্রীসারদাদেবীর কৃপায় শ্রীরামানুজ বোধায়ন-বৃত্তিটি প্রাপ্ত হইয়া উহা লইয়া পলায়ন করেন। একমাস দিবারাত্র দ্রুতবেগে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রীরামানুজের নিকট হইতে ঐ পুঁথিটি কাড়িয়া লইয়া আসেন। পূর্ব্বেই অপূর্ব্বশ্রুতিধর কুরেশ একমাস কাল প্রতি-রাত্রিতে পাঠ করিয়া উহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহা অবলম্বন করিয়া এবং কুরেশকে লেখকরূপে লইয়া শ্রীরামানুজ শ্রীভাষ্য রচনা করেন। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী শৈব-চোলরাজ্যাধিপতি প্রথম কুলোত্তুঙ্গ ( Kulottunga I, A. D. 1098 ) শ্রীরামানুজের চক্ষু উৎপাটিত করিবার সঙ্কল্প করিলে গুরুসেবাপ্রাণ শ্রীকুরেশ শ্রীরামানুজাচার্য্যের বেশ গ্রহণ করিয়া উক্ত শৈবরাজার সভায় উপস্থিত হন। কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত হয়। পরে শ্রীবরদরাজের কৃপায় কুরেশের দিব্যচক্ষু লাভ হয়। উক্ত শৈবরাজের কণ্ঠে ক্ষত রোগ হয় ও উহাতে কৃমি জন্মে। ভীষণ যন্ত্রণায় তাহার ( কুলোত্তুঙ্গের ) মৃত্যু হয়। ১১১৮-১১২০ খৃষ্টাব্দে জৈনধর্ম্মাবলম্বী রাজা বল্ললরাও ও বহু বৌদ্ধ শ্রীরামানুজাচায্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীরামানুজ তাঁহার প্রকটকালের শেষ ষাট বৎসর শ্রীরঙ্গমে অবস্থান করিয়া শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমে আচার্য্যের প্রকটকালেই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীলক্ষ্মণের অবতার বলিয়া তৎসম্প্রদায়ে পূজিত। ১০৫৯ শকাব্দায় ( ১১৩৭ খৃঃ ) মাঘী শুক্লা দশমী শনিবারে তিনি বৈকুণ্ঠ বিজয় করেন।'—'শ্রীগৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য।'

বিশ্বকোষের বর্ণনানুযায়ী জ্ঞাত হওয়া যায় শ্রীরামানুজাচার্য্য বাল্যকাল হইতেই বিষ্ণুভক্তিতে রুচিবিশিষ্ট ছিলেন। তিনি গুরুদেবের সহিত কাঞ্চীপুরে আসিয়া বরদরাজ স্বামীর মন্দিরে অবস্থান করতঃ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। উক্ত মন্দিরে দীর্ঘদিন প্রচার করিলে বহু ব্যক্তি তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত হন। এই সময়েই তিনি বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্য, গীতা ভাষ্যাদি রচনা করিয়া শঙ্করাচার্য্যের কেবলাদ্বৈত মতবাদকে খণ্ডন করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। তিনি তিরুপতিতে বেঙ্কটাদ্রির উপরে কিছুদিন তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি বেঙ্কটেশদেবের পূজা পদ্ধতির ব্যবস্থা দেন। অতঃপর শ্রীরঙ্গমে আসিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিলে বহু সহস্র-ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রিত হন। অসংখ্য ব্যক্তিকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া ত্রিশিরা পল্লীর শাসনকর্ত্তা কৃমিকান্ত চোল রামানুজাচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষ আচরণ করিতে লাগিলেন। এমনকি তিনি রামানুজকে বধ করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীরঙ্গম ছাড়িয়া মহীশূরের অন্তর্গত যাদবপুরী ( মেলকোটে ) চলিয়া গেলেন।

মেলকোটের রাজা জৈনধর্ম্মাবলম্বী হইলেও উদার স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন। রামানুজাচার্য্য মেলকোটের রাজার ব্রহ্মদৈত্যগ্রস্ত কন্যাকে মন্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা সুস্থ করিলে বল্লালরাজ জৈনমত পরিত্যাগ করিয়া রামানুজাচার্য্যকে গুরুপদে বরণ করিলেন। বল্লাল রাজার নাম হইল বিষ্ণু বর্দ্ধন। জৈনধর্ম্মের আচার্য্যগণ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রামানুজাচার্য্যের সহিত শাস্ত্র বিচারে ও তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু জৈন পণ্ডিতগণ শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে বহু ব্যক্তি রামানুজাচার্য্যের শিষ্য হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। রামানুজাচার্য্যের অধিষ্ঠানহেতু মেলকোট বৈষ্ণবগণের প্রধান তীর্থ হইল। দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে কৃমিকান্ত চোলের মৃত্যু হয়। শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য বহির্গত হইলেন। তিনি তিরুপতি, মহারাষ্ট্র, জৈনদিগের প্রধানতীর্থ গির্ণর, দ্বারকাতীর্থ, প্রয়াগ, মথুরা, বারাণসী, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহে বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ বিপুলভাবে প্রচার করিলেন। তাঁহার প্রচারফলে বহু জৈনধর্ম্মাবলম্বী ও শঙ্করমতাবলম্বী বৈষ্ণব হইলেন। তিনি তীর্থভ্রমণান্তে বদরিকাশ্রম হইয়া কাশ্মীরে সারদাপীঠে উপস্থিত হইলেন। সারদাপীঠের মঠাধ্যক্ষগণ তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধ গ্রন্থসমূহ রাখিতেন না। রামানুজাচার্য্য তাঁহাদিগকে তর্কে পরাস্ত করিলে তাহারা গ্রন্থসমূহ মঠে রক্ষা করিতে বাধ্য হন। এইরূপ একটি প্রবাদ, সারদামঠে সরস্বতী স্বয়ং প্রকটিত হইয়া রামানুজকে বেদান্তের কয়েকটি কূট প্রশ্ন করিয়াছিলেন। রামানুজের প্রত্যোত্তরে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'ভাষ্যকার' উপাধি ও হয়গ্রীব মূর্ত্তি প্রদান করেন। রামানুজাচার্য্য গয়াধামে পৌঁছিয়া বৌদ্ধগণকেও বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তথা হইতে ক্রমশঃ তিনি পদ্মনাভ, সিংহাচল, কাঞ্চীপুর প্রভৃতি তীর্থস্থান হইয়া তাঁহার প্রিয় শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসেন। ১২০ বৎসর বয়সে ৪২৩৮ কলিযুগাব্দে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তিনি অপ্রকট হন। তঁাহার জ্ঞানী ও ভক্ত শিষ্যগণমধ্যে ৭৪ জন আচার্য্য বা পীঠাধিপতি হইয়াছিলেন।

( ক্রমশঃ )

# ভক্ত প্রহলাদ

[ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকা ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৭৭ পৃষ্ঠার পর ]

কুটুম্বপোষায় বিয়ন্নিজায়ুর্ন বুধ্যতেহর্থং বিহতং প্রমত্তঃ।
সর্ব্বত্র তাপত্রয়দুঃখিতাত্মা নির্ব্বিদ্যতে ন স্বকুটুম্বরামঃ॥

কুটুম্বে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত ব্যক্তি কুটুম্ব ভরণপোষণে এতদূর প্রমত্ত হইয়া পড়ে যে বহু মূল্যবান্ আয়ু ক্ষয় হইয়া যাইতেছে [ দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের যে আয়ুর দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি ও নিত্য সুখলাভরূপ জন্ম-জন্মান্তরের সমাধান হইতে পারে, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে সমস্ত প্রাপ্তি হয়, যাঁহাকে জ্ঞাত হইলে সমস্ত জ্ঞান হয় —সেই পূর্ণ বস্তু ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে পারে ], তাহা তাঁহার বোধের বিষয় হয় না। পরমায়ু নষ্ট হইতেছে, তজ্জন্য তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, কিন্তু এক কপর্দক অর্থ নষ্ট হইলে সে তাহার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করে। মায়াচ্ছন্ন ব্যক্তির এইরূপই মোহ যে কুটুম্বাসক্তিবশতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত হইলেও তাহার জ্ঞানোদয় হয় না, সংসার-বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও নির্ব্বেদ আসে না।

বিত্তেষু নিত্যাভিনিবিষ্টচেতা
বিদ্বাংশ্চ দোষং পরবিত্তহর্ত্তুঃ।
প্রেত্যেহ বাথাপ্যজিতেন্দ্রিয়স্ত-
দশান্তকামো হরতে কুটুম্বী॥

ধনাদিতে সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট চিত্ত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পরবিত্ত হরণের দোষ অবগত হইয়াও অর্থাৎ ইহলোকে তজ্জন্য রাজদণ্ড-অপযশাদির আশঙ্কার কথা জানিয়াও এবং মৃত্যুর পরে যমযাতনা হইবে ইহা শুনিয়াও কুটুম্বগণের পরিতৃপ্তির জন্য অশান্ত কাম হইয়া পরবিত্তহরণরূপ ঘৃণ্যকার্য্যেও প্রবৃত্ত হয়।

[ কুটুম্বাসক্ত ধনলোভী ব্যক্তি ধনের জন্য যে কোনও অসদুপায় অবলম্বন করিতে পারে, তাহার সম্ভাবনার কথা সত্যযুগে প্রহলাদ মহারাজের উক্তি হইতে আমরা স্পষ্টরূপে জানিতে পারি। কলিযুগে কুটুম্বাসক্তি ও ধনলোভের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপ্তি ঘটায় অসদুপায়ে ধন-উপার্জ্জনপ্রবণতা অত্যন্ত ব্যাপক ও ভয়াবহরূপ ধারণ করিয়াছে। ]

বিদ্বানপীত্থং দনুজাঃ কুটুম্বং পুষ্ণন্
স্বলোকায় ন কল্পতে বৈ।
যঃ স্বীয়পারক্যবিভিন্নভাবস্তমঃ
প্রপদ্যেত যথা বিমূঢ়ঃ ।।

হে দানবগণ ! বিদ্বান্ ব্যক্তিও কুটুম্বে অত্যাসক্তি নিবন্ধন 'ইহা আমার, ইহা পরের' ইত্যাকার স্ব-পর ভেদবুদ্ধির দ্বারা প্রচালিত হইয়া আত্মমঙ্গল সম্বন্ধে—কে আমি, আমার কি করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে কোনও প্রকার পরামর্শ লইতে সক্ষম হন না, বিমূঢ়তার দ্বারা তাঁহার জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

স্বপরভেদবুদ্ধিরূপ আসুরিক প্রবৃত্তি হইতেই জগতে যতপ্রকার অনর্থের সৃষ্টি হয়, অন্যায় কার্য্যাদি সংঘটিত হয়। যাহাদিগকে দেহ সম্বন্ধে নিজের মনে করা হয়, তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অপর ব্যক্তিগণকে দুঃখ দিতে এবং শোষণ করিতে একটুকুও দ্বিধা বোধ আসে না। সাধুগণ ভেদ দর্শন করেন না, ভগবদ্‌সম্বন্ধে সকল প্রাণীকে দর্শন করেন বলিয়া সকল প্রাণীতে তাঁহারা সমদৃষ্টিসম্পন্ন, প্রাণিগণের অধিকারানুযায়ী ব্যবহারবৈষম্য দেখা যাইতে পারে, কিন্তু প্রীতির বৈষম্য নাই।

যতো ন কশ্চিৎ ক্ব চ কুত্রচিদ্বা
দীনঃ স্বমাত্মানমলং সমর্থঃ।
বিমোচিতুং কামদৃশাং বিহার-
ক্রীড়ামৃগো যন্নিগড়ো বিসর্গঃ ।।
ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা
দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু।
উপেত নারায়ণমাদিদেবং
স মুক্তসঙ্গৈরিষিতোঽপবর্গঃ ।।

হে দৈত্যগণ ! কোথায়ও কোন দেশে ভগবদ্বিমুখ দীন কুটুম্বাসক্ত ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞানাদিতে পারঙ্গত হইয়াও নিজেকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হয় না, বরং সে স্ত্রীসম্ভোগকামনায় অন্ধ হইয়া সর্ব্বদা বিহাররত থাকিয়া স্ত্রীর ক্রীড়ামৃগে পরিণত হয়; পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সংসারে দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পড়ে ! অতএব তোমাদের নিকট আমার এই নিবেদন —তোমরা বিষয়াবিষ্টচিত্ত দৈত্যগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করতঃ বিষয়াসক্তিরহিত মুক্তপুরুষ ভগবদ্ভক্তগণের আরাধ্য সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতা আদিদেব শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মে শরণাপন্ন হও।

ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ ।।

হে অসুরসন্তানগণ ! যাহা হইতে কেহই চ্যুত হইতে পারে না, সেই অচ্যুত শ্রীহরির প্রীতিবিধানে বিশেষ কোনও কষ্ট নাই। বরং বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াও দেহ-সম্পর্কিত কুটুম্বগণের মন পাওয়া যায় না, তাহাদের তুষ্টি বিধান করা সম্ভব হয় না। ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বপ্রাণীর প্রিয়রূপে হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকায় তাঁহার অন্বেষণে বা তাঁহার প্রীতিবিধানে কোনও শ্রম নাই। তাহার সেবায় দ্রব্যেরও প্রয়োজন নাই, মানসোপচারে তাহার সেবা হইতে পারে। [ প্রতিষ্ঠানপুরের ব্রাহ্মণ মানসোপচারে পূজা করিয়া নারায়ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ] 'হে প্রাণনাথ শ্রীহরি তুমি প্রীত হও' এইরূপ সঙ্কল্প-বচনের দ্বারাও তিনি প্রসন্ন হন। তাহার আরাধনায় বাল্য-বার্দ্ধক্যাদির কোনও অপেক্ষা নাই। সমর্পিতাত্ম ব্যক্তি ভগবানের নামরূপগুণলীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই তাঁহার প্রসন্নতা বিধান করিতে পারেন।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদম্।
ভাবমাসুরমুন্মুচ্য যয়া তুষ্যত্যধোক্ষজঃ ।।

অতএব হে দৈত্যবালকগণ, তোমরা দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রাণীতে দয়া ও সৌহৃদ্য স্থাপন করিবে। যেখানে ভগবানে ভক্তি বা প্রীতি সেখানে ভগবৎ সম্বন্ধে সর্ব্বজীবে প্রীতি হয়। স্ব-পর ভেদবুদ্ধিরূপ আসুরভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বজীবকে ভগবানেরই শক্তির প্রকাশ জানিয়া প্রীতি করিবে, তাহা হইলে অধোক্ষজ ভগবান্ তুষ্ট হইবেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় ভক্তি লভ্য হইলে এইরূপ সুদর্শন হয়।

সর্ব্বকারণের কারণ ভগবান্ পরিতুষ্ট হইলে

কোন কিছুই অলভ্য থাকে না। অতএব পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুতে আত্মনিবেদনই যথার্থ সত্য বলিয়া জানিবে। অসুরবালকগণের দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য প্রহলাদ মহারাজ বলিলেন—'আমি যে সব কথা বলিলাম, তাহা আমার কথা নহে, সর্ব্বপ্রাণীর সখা নারায়ণ এই দুর্লভ অমল জ্ঞান পূর্ব্বকালে নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন। যদি বল, যেখানে নারদ শ্রোতা, তদ্বিষয়ে অর্ব্বাচীন অসুর-বালকগণের শ্রবণের অধিকার আছে কি? তদুত্তরে বলিতেছি, কেবলমাত্র উত্তমগণই ইহা শুনিবার অধিকারী, তাহা নহে, ভগবদ্ভক্তগণের পদরজে বা কৃপাতে অভিষিক্ত সকল দেহিগণের মধ্যেও এই নির্ম্মল জ্ঞানের উদয় হইতে পারে।'

শ্রুতমেতন্ময়া পূর্ব্বং জ্ঞানং বিজ্ঞানসংযুতম্
ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং নারদাদ্দেবদর্শনাৎ।

'আমি ভগবদ্দ্রষ্টা নারদঋষির নিকট বিজ্ঞান-সংযুত উপরি উক্ত শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মের কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম।'

নারদের নিকট শ্রুত-বাণী প্রহলাদ কীর্ত্তন করিয়াছেন শুনিয়া দৈত্যবালকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইল, সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'হে প্রহলাদ! তুমি বা আমরা কেহই গুরুপুত্রদ্বয় ছাড়া অর্থাৎ ষণ্ডামর্ক ছাড়া অন্য কাহাকেও গুরু বলিয়া জানি না। আমরা তাঁহাদিগকেই আমাদের শাসনকর্ত্তা শিক্ষকরূপে দেখিতেছি। অন্তঃপুরে অবস্থিত আমাদের মত বালকগণের পক্ষে মহৎ ব্যক্তির সঙ্গ দুর্ঘট। তোমার নারদের ন্যায় এক মহৎ ব্যক্তির সঙ্গ হইয়াছে, তাহা আমরা কি করিয়া বিশ্বাস কারব। যদি বিশ্বাসের কোনও কারণ থাকে তাহা বলিয়া আমাদের সংশয় দূর কর।'

মহাভাগবত প্রহলাদ তদুত্তরে বলিলেন—'আমাদের পিতৃদেব হিরণ্যকশিপু তপস্যার জন্য মন্দর-পর্ব্বতে গমন করিলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ দানবগণকে দমনের জন্য ঘোরতর যুদ্ধোদ্যম করিয়াছিলেন। দেবতাগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অসুরশ্রেষ্ঠগণ নিহত হইতে থাকিলে অসুরগণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া স্ত্রী-পুত্র, গৃহ, পশু সকলকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। বিজয়ী দেবতাগণ আমার পিতৃদেবের সর্ব্বস্ব অপহরণ করতঃ আবাসস্থান বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। আমার জননী (কয়াধূ) দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া কুররী পক্ষিণীর ন্যায় রোদন করিতে থাকিলে পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদ উহা দেখিতে পাইয়া বাধা প্রদান করেন। দেবরাজ ইন্দ্র নারদকে বুঝাইলেন, তাঁহার কোনও দুষ্ট অভিপ্রায় নাই, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর দুঃসহ বীর্য্য দৈতপত্নীর গর্ভে আছে, পুত্রটী বড় হইলে হিরণ্যকশিপুর ন্যায়ই অত্যাচারী হইতে পারে, এইজন্য পুত্র জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বধ করিয়া দৈত্যপত্নীকে ছাড়িয়া দিব। নারদ ইন্দ্রকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন—যে সন্তান দানবপত্নীর গর্ভে আছেন, তিনি মহাভাগবত অনন্তানুচর অবধ্য। গর্ভস্থ সন্তান বিষ্ণুভক্ত শুনিয়া শঙ্কিত হইয়া ইন্দ্র আমার জননীকে ছাড়িয়া দিলেন এবং গর্ভকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। আমার জননীর অসহায় অবস্থা দেখিয়া নারদ ঋষি কৃপাপরবশ হইয়া, পতি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত, জননীকে আশ্রমে অবস্থানের জন্য অনুমতি দিলেন। জননীদেবী যত্নের সহিত সেবা বিধান করিলে নারদ ঋষি প্রসন্ন হইয়া বর দিতে চাহিলেন। জননী গর্ভবতী ছিলেন, তিনি চিন্তা করিলেন ঋষির আশ্রমে সন্তান প্রসব করিলে আশ্রমটী কলুষিত হইবে, পতিদেব তপস্যা নিরত থাকায় তাঁহার অবর্ত্তমানে পুত্র হইলে পুত্রের জীবনাশঙ্কা আছে, পতির অবর্ত্তমানে পুত্র হইলে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষও আসিতে পারে—তজ্জন্য তিনি 'ইচ্ছা প্রসব' বর প্রার্থনা করিলেন। নারদ 'তথাস্তু' বলিয়া পুনরায় বর দিতে ইচ্ছা করিলে আমার জননী নারদের উপদিষ্ট মূল্যবান উপদেশসমূহ অবধারণে অসমর্থা হইয়া উপদেশসমূহ যাহাতে গর্ভস্থ সন্তানে স্ফূর্ত্তি হয়, এইরূপ বর প্রার্থনা করেন। নারদ উক্ত বরও প্রদান করিলেন। নারদ ঋষির কৃপায় আমি গর্ভে থাকাকালেই আত্মানাত্ম-বিবেকজ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম। দীর্ঘকাল গত হওয়ায় আমার মাতা উপদেশসমূহ বিস্মৃত হইয়াছেন। আমি তোমাদের নিকট উক্ত শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়াছি। যদি আমার বাক্যে শ্রদ্ধা হয় তাহা হইলে তোমাদেরও এবং বিশ্বাসযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিরও আত্মানাত্ম-বিবেকময়ী বুদ্ধি জন্মিবে।

( ক্রমশঃ )

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত ]

## বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ( নোটিশ )

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন আগামী ২ চৈত্র ( ১৪০১ ), ১৭ মার্চ্চ ( ১৯৯৫ ) শুক্রবার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

**—ঃ কার্য্য-তালিকা ঃ—**

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা-আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানের গতবৎসরের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট ( বিবরণ ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত বৎসরের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভা সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৩-৯৪ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব যাহা হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে তাহার অনুমোদন এবং পরবর্ত্তী ১৯৯৫-৯৬ সালের জন্য হিসাব-পরীক্ষক ( Auditor ) নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৬) সম্বৎসরব্যাপী গভর্ণিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সভ্যগণ কর্ত্তৃক আলোচনা এবং আবশ্যক-বোধে কোনও পরামর্শ প্রদান।

(৭) বিবিধ।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
২৯ জানুয়ারী, ১৯৯৫

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী, অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক

# ভারতবর্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থস্থান এবং অন্যান্য তীর্থের মহিমা

## ( দক্ষিণ ভারতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থানসমূহ )

[ পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২০৮ পৃষ্ঠার পর ]

### নির্ব্বিন্ধ্যা নদী

উজ্জয়িনীর নিকটে পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিতা পারা-নদীর পশ্চিমে এবং পাবনী নদীর দক্ষিণে।

—শ্রীল প্রভুপাদ

'বিন্ধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া চম্বলে আসিয়া পড়িয়াছে।' —গৌঃ বৈঃ অঃ

### ঋষ্যমূক

'কেহ কেহ বলেন, বেলারি জিলায়—হাম্পি গ্রামের নিকট তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রশস্ত গিরিপথটির পার্শ্ববর্ত্তী যে পর্ব্বতটির নিজাম-রাজ্যে গিয়া পড়িয়াছে, তাহাই ঋষ্যমূক পর্ব্বত। কাহারও মতে মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত এবং বর্ত্তমান নাম 'রাম্প';

কাহারও মতে, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে 'অনমলয়' এবং কাহারও মতে ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতেই পম্পানদী বাহির হইয়া অনাগুণ্ডির নিকটে তুঙ্গাভদ্রায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে।' —শ্রীল প্রভুপাদ

'দক্ষিণ ভারতের রামায়ণোক্ত পর্ব্বতবিশেষ। কাহারও কাহারও মতে নীলগিরি ও পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের মধ্যে ইহা অবস্থিত ছিল; অপর কাহারও মতে আধুনিক পশ্চিমঘাট পর্ব্বতে পুরাণোক্ত ঋষ্যমূক পর্ব্বত। এই পর্ব্বত হইতে কাবেরী ও গোদাবরীর উৎপত্তি হইয়াছে।' —আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান।

রামায়ণে লিখিত আছে রাবণ সীতা হরণ করিয়া লইয়া গেলে রামচন্দ্র নানাস্থান অতিক্রম করিয়া একটি পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হন। এইস্থানে কবন্ধ নামক একজন দানব তাঁহাকে বলেন পম্পা নদীর তীরে ঋষ্যমূক পর্ব্বত আছে। সেইখানে সুগ্রীব বাস করেন। তিনি সীতার সংবাদ বলিয়া দিতে পারেন। ( রামায়ণ অরণ্য ৭৩ সর্গ )।

[ কবন্ধ—দিতির পুত্র দনু স্থূলশিরামুনির শাপে রাক্ষস হন। পরে সেই রাক্ষস তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করতঃ দীর্ঘায়ু বর লাভ করিলে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইন্দ্র রাক্ষসের মস্তক ও জঙ্ঘা কাটিয়া ফেলেন। পরে ইন্দ্র রাক্ষসের প্রার্থনায় তাহার জীবন ধারণের জন্য দুইটী হস্ত যোজন বিস্তৃত ও মুখ কুক্ষিমধ্যে নিবিষ্ট করিয়া দেন। এই অবস্থায় দণ্ডকারণ্যে থাকাকালে রাম লক্ষ্মণের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হয়। রাম লক্ষ্মণের প্রতি অত্যাচার করিতে গেলে রাম তাহার দুইটী হস্ত কাটিয়া দেন। তখন রাক্ষস কবন্ধের মুক্তি হয় এবং তিনি দিব্যদেহ লাভ করেন। ]

রামায়ণের বর্ণনানুযায়ী ঋষ্যমূক পর্ব্বত বহু ফল ও পুষ্পবৃক্ষে শোভিত ছিল।

## দণ্ডকারণ্য

'উত্তরে খান্দেশ হইতে দক্ষিণে আহম্মদনগর এবং মধ্যে নাসিক ও আউরঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত গোদাবরী নদীর তীরস্থ বিস্তৃত ভূভাগটিতে দণ্ডকারণ্য নামক বিস্তৃত বন ছিল।' —শ্রীল প্রভুপাদ

'পূর্ব্বকালে দণ্ডক নামে জনৈক রাজা পরিজন ও রাজ্য সহিত ব্রহ্মশাপে ভস্মীভূত হন; তাঁহার রাজ্য অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া দণ্ডকারণ্য নাম হইয়াছে।' —গৌঃ বৈঃ অঃ

'দণ্ডক নামক নৃপতির রাজ্য। শুক্রাচার্য্যের শাপে এই রাজ্য অরণ্য হইয়া যায়। গোদাবরী তীরস্থিত বিশাল অরণ্যানী। এই অরণ্যে রামচন্দ্র বনবাস সময়ে চতুর্দ্দশবর্ষ অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতেই রাবণ সীতাকে হরণ করে। এই অরণ্যের বহু অংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই স্থান অতি রমণীয়।' —বিশ্বকোষ

"Dandakaranya physical region in east-central India. Extending over an area of about 35,600 square miles (92,-300 square km.), it includes the Abujhmar Hills in the west and borders the Eastern Ghats in the east. The Dandakaranya includes parts of Madhya Pradesh, Orissa and Andhra Pradesh states. It has dimensions of about 200 miles ( 320 km ) from north to south and about 300 miles ( 480 km ) from east to west. The region derives its name from the Dandak Forest ( the abode of the demon Dandak ) in the Hindu epic the Ramayana. It was successively ruled by the Nalas, Vakatakas and Chalukyas in ancient times and is the home of the Adivasi (Gond) people. Most of the region is a sanded-over peneplain with a gradual slope from north to south-west. The Dandakaranya consists of wide, forested plateaus and hills that rise abruptly on the eastern side and gradually decrease in elevation toward the west. There are also several relatively extensive plains. It is drained by the Maha-

nadi River ( with its tributaries, including the Tel, Jonk, Udanti, Hatti and Sandul ) and the Godavari River (with its tributaries, including the Indravati and Sabari). The plateaus and hillsides have a thin veneer of loamy soils ; the plains and valleys have fertile alluvial soils. The region has economically valuable moist forests of sal ( Shorea ) that occupy almost half of its total area. The economy is based on subsistence agriculture ; crops include rice, pulse ( legumes ) and oilseeds. Dandakaranya Development Authority was created by the union (central) Government in 1958 to assist refugees......

Important towns are Jagdalpur, Bhawanipatna and Koraput."

—New Encyclopædia Britannica
volume 3 page 872

### সপ্ততাল

বানররাজ সুগ্রীবকে বালিহত্যার ব্যাপারে স্বীয় সামর্থ্য জ্ঞাপন করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের স্পর্দ্ধার সহিত সপ্ততাল-বধ প্রসঙ্গ—রামায়ণে কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একাদশ ও দ্বাদশসর্গে বর্ণিত আছে।—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সপ্ততালকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদিগকে বিমোচন করিয়াছিলেন।

'তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল বিমোচন।
সেতুবন্ধে স্নান, রামেশ্বর দরশন॥'

—চৈঃ চঃ ম ১।১১৬

'সপ্ততাল বৃক্ষ দেখে কানন ভিতর।
অতিবৃদ্ধ, অতিস্থূল, অতি উচ্চতর॥
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল অন্তর্ধান হৈল॥
শূন্যস্থল দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে, এ সন্ন্যাসী রাম-অবতার॥
স-শরীরে তাল গেল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।
ঐছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম ?'

—চৈঃ চঃ ম ৯।৩১২-১৫

### পম্পা

"'ঋষ্যমূকস্তু পম্পায়াং পুরস্তাৎ পুষ্পিতদ্রুমঃ'; কেহ কেহ বলেন তুঙ্গভদ্রা নদীরই প্রাচীন নাম পম্পা ; মতান্তরে বিজয়নগরের প্রাচীন প্রসিদ্ধ রাজধানী হাম্পি গ্রামটি প্রথমে পম্পাতীর্থ-নামে প্রসিদ্ধ ছিল ; মতান্তরে হায়দ্রাবাদের দিকে, অনাগুণ্ডির নিকটে তুঙ্গাভদ্রার তীরবর্ত্তী একটি সরোবরই 'পম্পা সরোবর' নামে পরিচিত ; মতান্তরে পম্পা সরোবরই ত্রিবাঙ্কুরের পম্বে নদী ; মতান্তরে স্থির জল বলিয়া নদীর সরোবরাখ্যা।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

### পঞ্চবটী

"দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত একটি বন। বর্ত্তমান নাসিক সহরে অবস্থিত। এখানে লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাসা ছেদন করেন। নাসিক সহরে ত্র্যম্বক নামক মহাদেব আছেন।" —শ্রীল প্রভুপাদ

এই স্থানে 'চার সম্প্রদায়িকী আখ্ড়া' নামে একটি মন্দির আছে। উহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়্‌ভুজ বিগ্রহ সেবিত হয়েন। দোলপূর্ণিমায় মহাপ্রভুর উৎসব হয়। এ স্থানে সূর্পনখার নাসা-ছেদ হয় এবং সতীর নাসিকা বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হইয়া পতিত হয়। প্রতি বার বৎসরে যখন বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গমন করেন তখন গোদাবরীতে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে। ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে বোম্বে-কল্যাণ ভুসাভাল-জংশন লাইনে রেল ষ্টেশন—নাসিক রোড। —গৌঃ বৈঃ অঃ

### কুশাবর্ত্ত

পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রির কুশত্র নামক প্রদেশ হইতে গোদাবরীর মূল ধারাসমূহ উদ্ভূত হয়। উহা নাসিকের নিকটবর্ত্তী ; কাহারও মতে বিন্ধ্যের পাদমূলে অবস্থিত। —শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

**নিমন্ত্রণ-পত্র**

# শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-সমিতির পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আগামী ২৬ ফাল্গুন ১১ মার্চ্চ শনিবার হইতে ১ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে। পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ ২৫ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ শুক্রবার পরিক্রমার অধিবাসদিবস সন্ধ্যার মধ্যে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবশ্যই পৌঁছিবেন।

২ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ শুক্রবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা উপবাস সহযোগে সম্পন্ন হইবে। সমস্ত দিনব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে।

৩ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ শনিবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইবে।

পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন এবং শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ অফিসে প্রথমে নাম রেজিষ্ট্রী করাইয়া ব্যাজ লইবেন।

সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজের নামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ ও টেলিঃ শ্রীমায়াপুর, জেঃ নদীয়া ( পশ্চিমবঙ্গ ) পিন্ ৭৪১৩১৩ এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

রেজিষ্টার্ড অফিস :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন : ৭৪-০৯০০

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী
২৯।১।১৯৯৫

# বিরহ-সংবাদ

**শ্রীউপেন্দ্র দাসাধিকারী, ধনুভাঙ্গা, গোয়ালপাড়া ( আসাম )** :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের অনুকম্পিত আসামে গোয়ালপাড়া জেলায় ধনুভাঙ্গা-পোস্টাফিসের অন্তর্গত দেওধাভিতাগ্রাম-নিবাসী গৃহস্থ ভক্ত শ্রীউপেন্দ্র দাসাধিকারী ( শ্রীউমাকান্ত রাভা ) বিগত ১০ আশ্বিন ( ১৪০১ ), ২৭ সেপ্টেম্বর ( ১৯৯৪ ) মঙ্গলবার কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে ৩৫ বৎসর বয়সে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার প্রার্থনায় বৈষ্ণবগণসহ তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা পরিবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে মহোৎসবও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিক উৎসবে তিনি যোগদান করতঃ সাধ্যমত সেবা করিতেন। স্নিগ্ধ স্বভাব ও সেবা-পরায়ণতার দ্বারা তিনি বৈষ্ণবগণের প্রীতির ভাজন হইয়াছিলেন। ইং ১৯৮৪ সনে ইনি শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম-স্বধামগত শ্রীমণিরাম দাসাধিকারী।

স্বধামপ্রাপ্তিকালে ইনি স্ত্রী ও তিন পুত্র (শ্রীসনাতন দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস ও শ্রীকপিল দাস ) রাখিয়া গিয়াছেন। করুণাময় শ্রীগৌরহরি তাঁহার স্বধামগত

আত্মার নিত্যকল্যাণ বিধান করুন, এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

**শ্রীঅরুণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, কালিয়দহ, বৃন্দাবন** ঃ—উত্তরপ্রদেশে মথুরা-জেলান্তর্গত শ্রীবৃন্দাবনধাম (কালিয়দহ)-স্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের নিষ্কপট সেবক শ্রীঅরুণ দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীঅরুণ প্রভু) গত ২০ পৌষ (১৪০১), ৫ জানুয়ারী (১৯৯৫) বৃহস্পতিবার শুক্লা চতুর্থী তিথি বাসরে প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় প্রায় অশীতি বর্ষ বয়সে ব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি আসামে গোয়ালপাড়া (বর্ত্তমানে বঙ্গাইগাওঁ) জেলান্তর্গত উত্তর শালমারায় বৈতিয়ামারি গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত শিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীল নিমানন্দ সেবাতীর্থ মহাশয়ের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য ছিলেন। আসাম প্রদেশে তেজপুর মঠে, সরভোগ মঠে ইনি দীর্ঘ দিন থাকিয়া নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন গোকুল মহাবন মঠেও ছিলেন। জীবনের শেষে তিনি শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া নিজ-শক্তি-সামর্থ্যানুসারে সেবা করিয়াছেন। ৭ মাঘ, ২১ জানুয়ারী শনিবার শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে তাহার বিরহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

অরুণ প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ, বিশেষতো বৃন্দাবন-কালিয়দহস্থিত মঠের বৈষ্ণবগণ বিরহ সন্তপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. WB/SC-258

# শ্রীচৈতন্য-বাণী

## একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

## চতুস্ত্রিংশ বর্ষ

[ ১৪০০ ফাল্গুন হইতে ১৪০১ মাঘ পর্য্যন্ত ]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৫০৮

# শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

## চতুস্ত্রিংশ বর্ষ

**[ ১ম—১২শ সংখ্যা ]**

**প্রবন্ধ পরিচয় — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক**



**সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক চরিতাবলী**



**নিমন্ত্রণ-পত্র**



**বিরহ-সংবাদ**

# শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী ( ১ম ভাগ )—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী ( ২য় ভাগ ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত ( টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত )
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত ]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ( সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত )
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

**Sree Chaitanya Bani**
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

# নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৭৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬